ঋণ-পরিশোধ

ঋণ-পরিশোধ

(উপন্যাস)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম, এ,
প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৩২৮

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

কলিকাতা

৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এবং

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্র।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

স্বর্গীয়

পিতৃদেবের

চরণ-কমলে

এই

দীন গ্রন্থ

উৎসর্গ

করিলাম।

ঋণ পরিশোধ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যমুনা।

সার্ব্বভৌম ঠাকুর পূজায় বসিয়াছেন ; পাশে যমুনা। সদ্যঃস্নাতা রক্তবস্ত্রা মুক্তকুন্তলা যমুনার ললাট রক্তচন্দনে চর্চ্চিত। ভক্তি-উদ্ভাসিত উজ্জ্বল প্রফুল্ল মুখকান্তিতে অপূর্ব্ব এক দিব্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছে। যমুনা যেন যমুনা নয়, কোন দেববালা সার্ব্বভৌম ঠাকুরের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পূজার আসনের পাশে আসিয়া বসিয়াছে। পূজার নিয়মিত অনুষ্ঠান শেষ করিয়া স্তিমিতলোচনে সার্ব্বভৌম ঠাকুর ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন। যমুনা গাহিল,

বিশ্বজননী শ্যামা মা আমার,
বিশ্ব শ্যামা মায় বিরাজে।
বিশ্বরূপিনী শ্যামা মা আমার,
যার রূপে সব ছেয়ে আছে।

স্নিগ্ধ মধুর মূরতি কভু মা,
মোহন হাসিতে ভুবন রমা,—
গগন ধরা ভরা মধুরিমা, গৌরী উমা রূপে মা রাজে।
অন্নে পূর্ণ আপন গেহে,
অন্নপূর্ণা পালিছে স্নেহে,
জীবজননী-পীযূষধারা পিয়ে জীবকুল বাঁচে।
কোটি সূর্য্য উজ্জ্বল ভাতিমা
ব্যাপ্ত জগতে দীপ্ত মহিমা,—
রাজরাজেশ্বরী দুর্গা কভু মা, বিশ্ব ভাতিছে তেজে।
কাল করাল বদনে ভীমা,
সংহাররঙ্গে ঘোর গরজনা,—
ভাঙ্গিয়া দলিয়া সৃষ্টি চরণে তাণ্ডবে কভু মা নাচে।

মধুর ঝঙ্কারে লহরে লহরে মধুর গীতধ্বনি পূজার গৃহ ভরিয়া, প্রাঙ্গণ, [illegible] ভরিয়া, আকাশ ভরিয়া উঠিল। পরিজনবর্গ হাতের কাজ রাখিয়া মুগ্ধকর্ণে সে গান শুনিল। গৃহকোনে মার্জ্জারী সে গান শুনিয়া চক্ষু বুজিল। গৃহদ্বারে প্রাঙ্গণের কুকুর আসিয়া মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। পুষ্পিত বৃক্ষশাখায় পাখী সুখের গান ছাড়িয়া চুপ করিল।

বৃদ্ধ আত্মহারা সার্ব্বভৌম গভীর ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া নিশ্চল, নিস্পন্দ স্তিমিত অবস্থায় আসনে বসিয়া রহিলেন। ভক্তের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ মুগ্ধনেত্রে বসুধা তাঁহার ভক্তি-উচ্ছ্বসিত উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভক্তির উচ্ছ্বাস মিলিয়া, ক্ষুদ্র পূজাগৃহে ঢেউ তুলিয়া ভক্তির গঙ্গা বহিল।

সেই ভক্তির গঙ্গায় ভাসিয়া, হাবুডুবু খাইয়া, ভক্তি-গদ্গদ গানে [illegible] গদ্গদ কণ্ঠে সার্ব্বভৌম ঠাকুর ইষ্টদেবীর স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া

প্রণাম করিলেন। যমুনাও সঙ্গে প্রণাম করিল, অশ্রুসিক্ত নয়নে সার্ব্বভৌম যমুনার দিকে চাহিয়া হাসিলেন। যমুনাও অশ্রুসিক্ত নয়নে হাসিয়া চাহিল। জগতে দুর্লভ এই হাসি ও অশ্রুর মিলনে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গের দেবতা আসিয়া, হাসিয়া সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি যেন দেবাময় দেবপুরী করিয়া তুলিলেন।

যমুনা কহিল,—"দাদা মশাই, আবার ধ্যানে ব'সো, আবার স্তব পড়।"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "তুই আবার গা, আবার তোর মুখে মার নাম শোনা, নইলে ত আমার ধ্যান হবে না দিদি! যমুনা, তুই আমায় ধ্যান শিখিয়েছিস্। আগে ধ্যানে ব'সতাম, মন ডুবতনা,—উপরে ভাসত। এখন তোর ওই প্রাণভরা ভক্তিমাখা মিষ্টি গলায় মার নাম শুনলেই মন আমার আপনা থেকেই মার মধ্যে ডুবে যায়। সমস্ত প্রাণটা, মনটা এম্নি একেবারে মা-ময় হ'য়ে যায় যে আপনাকে আমি চিনতে পারি না, আপনার মধ্যে আপনাকে পৃথক ক'রে ধ'রে রাখতে পারি না। আমার সমস্ত আমিটা যেন আমিত্বের গণ্ডী ভেঙ্গে ছুটে বেরিয়ে মার মধ্যে ডুবে মিশে যেতে চায়। আহা, যমুনা, এখন বুঝি, যমুনা তীরে কদমতলায় সেই বাঁশীর ঠাকুরের বাঁশীর সুরে কেন ব্রজবাসী পাগল উন্মত্ত হ'য়েছিল!"

যমুনা আবার গাহিল,—

মধুর মধুর মধুর মরি বাজায় বাঁশী—
বাঁশীর ঠাকুর।
বাঁশীর গানে তান মিলায়ে নাচে ঠাকুর
ঝুমুর ঝুমুর।
পাগল ব্রজবাসী গানে,
মধুর নাচে প্রাণে প্রাণে

মধুর নিঝর কানে কানে, বইছে প্রাণে
ব্রজ ভরপুর।
ওগো ঠাকুর নেচে নেচে,
বাজাও বাঁশী প্রাণের মাঝে,
কর তোমার ব্রজপুর তায় মধুর মধুর
নিতুই মধুর।

গান শুনিতে শুনিতে সার্ব্বভৌম ঠাকুর আবার ধ্যানস্থ হইলেন; আবার সেইরূপ ভক্তিগদগদ কণ্ঠে স্তব পড়িলেন; প্রণাম করিলেন। যমুনাও প্রণাম করিল, করিয়া নির্ম্মাল্য চাহিল। সার্ব্বভৌম ঠাকুর নির্ম্মাল্য দিয়া যমুনাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এমন সময় একজন বিধবা আসিয়া ডাকিলেন,—"পূজো হ'ল বাবা?"

বিধবার বয়স ৩০।৩২ বৎসর হইবে। শীর্ণদেহে মলিনমুখে অতীতের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। মুখভরা গভীর বিষাদের কাল ছায়ার মধ্যেও শান্তি ও তৃপ্তির মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। অনেক দুঃখের পর তিনি যেন কোন শান্তির ছায়ায় নিরাশ ব্যর্থ জীবনের চরম সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। সেই সান্ত্বনার শান্তি, সেই সান্ত্বনার তৃপ্তি, তাঁহার জীবনময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অতীতের দুঃখময় স্মৃতি আর যেন তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিতেছে না।

এই অনাথা, অজ্ঞাতকুলশীলা, বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা সার্ব্বভৌম ঠাকুরের আশ্রিতা এবং কন্যাবৎ তাঁহার গৃহে প্রতিপালিতা। সার্ব্বভৌম ঠাকুর ইঁহাকে গঙ্গা বলিয়া ডাকিতেন। যমুনা ইঁহারই কন্যা।

গঙ্গা কহিলেন, "পূজো হ'ল বাবা?"

সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, "হাঁ মা, পূজো ত [illegible]।

তা যমুনা দিদি আমার পূজোটা দিন দিন যে রকম লম্বা ক'রে দিচ্ছে, তাতে দেখ্‌ছি এর পর রাতদিনই পূজোর আসনে ব'সে থাকতে হবে।"

গঙ্গা হাসিয়া কহিলেন, "যমুনা আস্ত পাগল! আর আপনিও, বাবা, তার সঙ্গে পাগল হ'য়ে উঠ্‌ছেন।"

"সেই প্রার্থনাই কর, মা,—যমুনা এমনই পাগল থাক্‌, আমাকেও পাগল ক'রে দিক্‌।"

"হাঁ বাবা, তবে এক কাজ করুন না, যমুনার বি'য়ে বি'য়ে করে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন, আপনিই কেন ওকে বি'য়ে ক'রে ফেলুন না। দুজনে ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপী সেজে রাস্তায় বেশ কেত্তন গেয়ে বেড়াবেন।"

সার্ব্বভৌম হাসিয়া কহিলেন, "এই বেশ কথা ব'লেছ মা। কেমন দিদি, দেখ্‌ দেখি আমার পছন্দ হয় কি না?"

যমুনাও হাসিয়া সার্ব্বভৌম ঠাকুরের গায় মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল, "খুব হয় দাদা মশাই; কেমন মাথা ভরা মল্লিকে ফুল ফুটে র'য়েছে তোমার,—আর সারাটি গা—যেন পাকা ফোটা কদম ফুলটি! হাঁ দাদা-মশাই, তুমি আমার কদমফুল-বর হবে?"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "আর তুমি আমার কি ফুল-বউ হবে দিদি?" যমুনা একটু ভাবিল। ভাবিয়া কহিল, "আঁ! কদম ফুলের বউ! তাই ত, ফুল যে মেয়ে, তার কি আবার বউ হয়? না দাদামশাই, তোমার বর হওয়া হ'ল না! তুমি যদি কদম ফুল হও, আমি হয় জবা কি অপরাজিতে যা হয় একটা হ'ব,—আমরা দুজনে সই হব, কেমন দাদা-মশাই?"

"হাঁ, এই বেশ কথা, যমুনা। আজ থেকে তুই আমার জবা সই।"

"আর তুমি আমার কদম সই।"

গঙ্গা হাসিয়া কহিলেন, "দুজনেই সমান পাগল! হাঁ যমুনা, বেলা হ'ল, যা না; পুজোর বাসন টাসন গুলো সব মেজে ধুয়ে নিয়ে আয় না? তারপর সবাই নেয়ে আস্‌ছে, খাবার জায়গা টায়গা ক'রে দিবি।"

যমুনা পূজার বাসন সব গুছাইয়া লইয়া ঘাটে গেল।

সার্ব্বভৌম ঠাকুর কহিলেন, "মা, সত্যই আমি যমুনার বিবাহের জন্ত বড় অস্থির হ'য়েছি। শ্রীনাথ মানুষ হ'ল না। আমার ত শেষ কাল, আর কদিনই বা আছি। যমুনাকে সৎপাত্রস্থা ক'ত্তে পাল্লেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পা'ত্তাম। তারা ব্রহ্মময়ী, তুমি যা কর!"

গম্ভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গঙ্গা কহিলেন, "যা কপালে আছে, হবে বাবা। আপনি ওর জন্তে কিছু ভাব্‌বেন না।"

"ভাবি কি সাধে মা? চারি দিক দেখে শুনে ভয় হয়। ঘোর কলি উপস্থিত; যেদিকে চাই অধর্ম্মেরই জয় জয়কার। যমুনা এখন যুবতী, পরম রূপবতী। তুমি অনাথা বিধবা, অজ্ঞাতকুলশীলা ব'লে পরিচিতা। আমি চোক বুজ্‌লে যমুনাকে নিয়ে কি বিপদে প'ড়্‌বে বুঝ্‌তে পাচ্চ না? আমি পাচ্চি না, তুমি কি তখন যমুনাকে কোন সৎপাত্রে দিতে পারবে? যদি না পার—গ্রামে কত দুর্ব্বৃত্ত র'য়েছে—শ্রীনাথ মানুষ না—না, মা, সে কথা ভাব্‌তেও আমার শরীর কণ্টকিত হয়! আহা, যমুনা আমার সাক্ষাৎ গৌরী। তারা ব্রহ্মময়ী, তুমি যা কর, তুমি যা কর!"

গঙ্গা ধীরস্বরে উত্তর করিলেন, "বাবা, কেন আপনি এ ভেবে এত ক্লেশ পা'চ্চেন? অনাথার সহায় মা দুর্গা আছেন। যদি বিপদে পড়ি, তাঁ'কে ডাকব, তিনিই সহায় হবেন, তিনিই কুল দেবেন।"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "অবশ্য দেবেন। যদি না দেন, তবে জান্‌বে মা, ধর্ম্ম মিথ্যা, পুণ্য মিথ্যা, মাও মিথ্যা!"

গঙ্গা কহিলেন, "কিছুই মিথ্যা নয়, বাবা। সত্য বটে চারিদিকে অধর্ম্মের জয়-জয়কার ; কিন্তু এ জয়-জয়কারের উপর ধর্ম্মের জয়-জয়কার একদিন উঠ্‌বেই। ঘোর কলির পর, সত্যযুগ আবার আস্‌বেই।"

বিস্মিত ও পুলকিত নেত্রে গঙ্গার মুখপানে চাহিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন, "মা, তোমার ওই অটল সরলভক্তি বিশ্বাসের কাছে আমাদের পাণ্ডিত্য আর শাস্ত্রজ্ঞান সব হার মেনে যায়। যমুনা আমায় ধ্যান শিখিয়েছে, তুমি তোমার ওই সরল ভক্তি বিশ্বাস আমায় শেখাও মা। জানি না মা, তোমরা আমার আশ্রয়ে আছ, না আমাকে তোমাদের আশ্রয়ে রেখেছ। এক একবার মনে হয় মা, তোমরা কোন দেবী, আমায় ছলনা করতে এসেছ।"

গঙ্গা নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "ছি বাবা, অমন কথা ব'লছেন ? ও শুনতেও যে পাপ আছে। আহা, পূজো ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে আছেন। জল খাবারের জায়গা ক'রে ডাকৃতে এসে কথায় কথায় ভুলে গেছি। পিত্তি প'ড়ে অসুখ হবে ; আসুন বাবা।"

সার্ব্বভৌম ঠাকুর উঠিয়া গঙ্গার সঙ্গে আহারস্থানে গমন করিলেন।

পাণ্ডিত্যে, মহাপ্রাণতায় এবং চরিত্র-গৌরবে পিতাম্বর সার্ব্বভৌম ঋষিতুল্য পুরুষ ছিলেন। সঙ্কীর্ণচেতা ও অর্থগৃধ্নু এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ব্যতীত কালিকাপুর গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। বাহিরেও সর্ব্বত্র ভক্তিভরে লোকে তাঁহার নাম গ্রহণ করিত।

ব্রহ্মোত্তর জমির উপসত্ব হইতে তাঁহার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। পণ্ডিত বলিয়া যে দান তিনি পাইতেন, তাহা দ্বারা গৃহস্থিত চৌপাড়ির ছাত্র পালন করিতেন। সে দানের একটি পয়সাও তিনি পরিবারবর্গের অতিরিক্ত সুখসচ্ছন্দতার জন্য ব্যয় করিতেন না। কারণ, ইহা তিনি ন্যায্যের

অপব্যবহার বলিয়া মনে করিতেন। বৃদ্ধ ও রুগ্ন বলিয়া অধ্যাপনা কার্য্য ভাল চালাইতে পারেন না, সুতরাং টোল এখন তুলিয়া দিয়াছেন; টোল তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া এখন সাধারণতঃ কোন দানগ্রহণ করেন না। তবে কেহ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইলে কিছু গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাহা অন্যান্য টোলের সাহায্যার্থে অথবা দুঃখীর দুঃখমোচনে দান করিতেন।

সার্ব্বভৌম ঠাকুর বিপত্নিক। গঙ্গা, যমুনা, পুত্র শ্রীনাথ, পুত্রবধূ, ছাত্রস্বরূপ দুইটি দরিদ্র শিষ্যপুত্র এবং জমি ও গৃহের কাজকর্ম্মের জন্য ২।৩ জন ভৃত্য লইয়া তাঁহার বর্ত্তমান ক্ষুদ্র পরিবার। এই ছাত্র দুইটি তাঁহার কাছে পড়িত, প্রয়োজন মত বৈষয়িক কার্য্যাদির তত্ত্বাবধান করিত এবং তিনি কোথাও যাইবার সময় তাঁহার সঙ্গে যাইত।

পারিবারিক জীবনে সার্ব্বভৌম ঠাকুরের বিশেষ কষ্টের কারণ এই যে, তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ মানুষ হইল না। এমন পিতার পুত্র হইয়াও শ্রীনাথের শাস্ত্রালোচনায় বা সৎকর্ম্মে কখনও কোন প্রবৃত্তি বা আসক্তি দেখা যায় নাই। বাল্যাবধিই কুসংসর্গ ও কুক্রিয়ার দিকেই তার মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। এখন পরিণত বয়সে, গ্রামের গুলির আড্ডাতেই তার প্রায় সময় অতিপাত হইত। নেশাখোর হইলেও শ্রীনাথ কিছু নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিল। বাড়ীতে, পাড়ায় বা গ্রামে কখনও কোন উৎপাত করিত না। পিতাকেও ভয় করিত। আহারের সময় চোরের মত বাড়ীতে আসিয়া খাইয়া যাইত। রাত্রিতে কখনও বাড়ীতে আসিত, কখনও আড্ডায় পড়িয়া থাকিত। সংশোধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, সার্ব্বভৌম এখন তাহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। শ্রীনাথের কোন সংবাদই তিনি লন না। বাড়ীতে কখনও আসিলে কি থাকিলেও দূর করিয়া দেন না; আবার না আসিলেও কোন খোঁজ করেন না।

জমাজমি, বাড়ী ঘর এবং অন্যান্য যা কিছু সম্পত্তি আছে, সব তিনি গঙ্গা ও পুত্রবধূর নামে উইল করিয়া রাখিয়াছেন। গঙ্গা ও পুত্রবধূ থাকিতে শ্রীনাথ কখনও অনাহারে মরিবে না। কিন্তু শ্রীনাথের হাতে সম্পত্তি পড়িলে দুদিনেই তাকে ও অন্যান্য সকলকে নিঃসম্বল হইয়া পথে বসিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জয়া।

"এই যে জয়া দিদি! পেঁপে এনেছে? বাঃ, বেশ পেঁপে ত!"

"এই যে, বাবা জল খেতে বসেছেন? দে ত গঙ্গা, একটা পেঁপে ওঁকে কেটে দে ত!"

একটি প্রৌঢ়বয়স্কা সধবা কয়েকটি বেশ বড় পাকা পেঁপে লইয়া আসিয়াছেন। ইহাকেই গঙ্গা 'জয়াদিদি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

সার্ব্বভৌম ঠাকুর পেঁপে দেখিয়া কহিলেন, "বাঃ! বেশ পেঁপে ত! এমন পেঁপে কোথায় পেলে মা?"

জয়া কহিলেন, "গাছে হয়েছে। আপনি পেঁপে ভালবাসেন; কদিন ধ'রে আন্‌ব আন্‌ব ভাব্‌ছি, তা পাড়ার ছেলে পিলেরা আসে, পাড়ে, খায়; রাখ্‌তে পারি না। আর রাখ্‌বই বা কার জন্যে? মাণিক বাড়ীতে থাকে না;—ছেলে পিলের জিনিশ ছেলে পিলেরাই খায়। তবে আপনার গরজে তাদের ব'লে ক'য়ে এই কটা রেখেছিলুম। আপনার নাম ক'রতেই আর ও গুলোতে কেউ হাত দিল না।"

গঙ্গা কহিল, "জয়াদিদির ছোট্ট বাড়ীটিতে ফলফুলুরী তরিতরকারী আর ধরে না। রাতদিন এর পাছে খাটতেই আছে। খায় ত সব পরে পরে।"

জয়া কহিলেন, "কি ক'র্‌ব বোন্? খালি ব'সে ব'সে কি আর দিন কাটে? এখন মাণিক আমার দু'পয়সা আনে, পেটের জন্য আর বাড়ী বাড়ী কাজ করে বেড়াতে হয় না; আর মাণিক ত বলেছে

দেয় না। যে টুকু জায়গা আছে, ফলফুলুরী তরিতরকারী জন্মাই। আমি একা আর কত খাব? মানিক ত হপ্তায় একদিন আসেও, আসেও না। ছেলে পিলেরা আমোদ ক'রে খায়, নিয়ে যায়,—এই ত সুখ। যা থাকে, বেশী হয়,—কিছু বিক্রি করি। তা মাণিক এখন দুপয়সা আনে, বিক্রীর তেমন গরজও কিছু নাই।"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "তা বেশ কচ্চ, মা। খেটে যে পাঁচজনকে খাওয়াতে পারে, তার খাটুনিই সার্থক।"

জয়া কহিলেন, "আহা, আশীর্ব্বাদ করুন বাবা, মাণিক আমার দুপয়সা আনুক, পাঁচজনকে খাইয়ে দাইয়ে দিয়ে থুয়ে সুখে সংসার করুক। আমার এমন দুঃখের জন্ম, দেখে একটু সার্থক হ'ক।"

গঙ্গা পেঁপে কাটিয়া সার্ব্বভৌম ঠাকুরের পাতে দিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আহা, মা দুর্গা করুন, তাই হ'ক জয়াদিদি,—মাণিক দশজনের একজন হ'য়ে সুখে সন্মানে থাক্। অনেক দুঃখ পেয়েছ, শেষকালটা একটু সুখী হও।"

জয়া উত্তর করিলেন, "আহা, দুঃখী ছাড়া দুঃখীর দুঃখ এমন আর কেউ বোঝে না। তোরও ত বোন্ আমারই মত দুঃখের জীবন। আমিও আশীর্ব্বাদ করি, যমুনা তোর ভাল ঘরে বরে পড়ুক, তার সুখে তোর নিজের দুঃখ যেন তুই ভুলতে পারিস্।"

সার্ব্বভৌম হাসিয়া কহিলেন, "তোমাদের পরস্পর এই আশীর্ব্বাদ মা জগদম্বা কাণে শুনুন। শুনে আমি বড়ই সুখী হ'লাম। যতই দুঃখ পেয়ে থাক, দুটি রত্ন তোমাদের দুজনের কোলে। এমন রত্ন যাকে দিয়েছেন, তাকে মা সুখী করবেনই।"

সার্ব্বভৌম ঠাকুর জলযোগ করিয়া বাহিরে গেলেন। জয়া গৃহে ফিরিলেন।

প্রাচীরবেষ্টিত খুব সুন্দর বড় একটি পাকা বাড়ীর পশ্চাতে একটি পুষ্করিণীর তীরে জয়ার বাড়ী। বাড়ীতে দুইখানি থাকিবার ঘর, একখানি পাকের ঘর এবং একখানি গোয়াল ঘর। পাকের ঘরের পাশে একখানি চালায় ঢেঁকি আছে। ঘর উঠান আনাচ কানাচ, সব যেন ফুট ফুট করিতেছে। জয়া রোজ ঝাঁট দিয়া গোময়ে লেপিয়া বাড়ীখর অতি যত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। পাকের ঘরের ও ঢেঁকিশালের চালের উপর কুমড়া গাছে অনেক কুমড়া ফলিয়া আছে। উঠানে একপাশে দুইটি জবা গাছ, অন্য দিকে একটি সেফালিকা গাছ, বড় ঘরের কোণে একটি করঞ্জ গাছ ভ'রিয়া অপারাজিতা উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া স্থানে স্থানে কৃষ্ণকলি, মালতী, মল্লিকা, কুরুবক প্রভৃতি ছোট ছোট ফুলের গাছও কিছু আছে। বাড়ীর পশ্চাতে ও দুইপাশে, কতকগুলি নারিকেল,সুপারি, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাছ। বাহিরের দিকের ঘরের সম্মুখে পুষ্করিণীতীরে একটা তরকারীর বাগান এবং তার দুইপাশে কয়েকটি বেল ও পেঁপের গাছ আছে। বাড়ীখান ছোট হইলেও পরিচ্ছন্ন-তার মধ্যে যত কিছু প্রয়োজনীয় গাছপালা জন্মান যাইতে পারে, জয়া তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই। বাড়ীতে আসিয়া জয়া ডাকিলেন,—"তারার মা! ও তারার মা!"

তারার মা প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধা গোপদুহিতা। কালু নামে দ্বাদশবর্ষীয় একটা নাতি ভিন্ন বৃদ্ধার আর কেহই নাই। কালু জয়ার গরু রাখে, রাত্রিতে বৃদ্ধা নাতিটিকে লইয়া জয়ার ঘরে আসিয়া শোয়। জয়া তাহাদিকে খাইতে দেন। জয়ার দুইটি গাই আছে, তারার মা আসিলে জয়া তাহার সাহায্যে গাই দুইটি দুইলেন। দুইটি গাইয়ে ৭।৮ সের দুধ হইত। যার ছেলে দুধ পায় না, যার ঘরে রোগী আছে—দুধ কিনার পয়সা নাই, এমন ২।১ জন গরীব গৃহস্থের ঘরে জয়া কিছু দুধ বিলাইতেন।

তারার মা ও কালুকে কিছু খাইতে দিতেন। বাকী দুধ হইতে ঘি, মাখন তৈয়ারী করিতেন। মাণিক জেলায় চাকরী করে, সেখানে খাওয়ার বড় কষ্ট। যখন সে বাড়ীতে আসিত, ঘি মাখন লইয়া যাইত। যাহা বেশী হইত, জয়া বিক্রয় করিয়া গরুর খরচ চালাইতেন।

জয়ার দুধ দোওয়া হইয়াছে, এমন সময় পাড়ার কয়েকটি বালক স্নানের পথে তাঁহার বাড়ীতে আসিল। দুধ দেখিয়া ছেলেরা বলিল,—"জয়াপিসি, অমন ভাড়ভরা টাটকা দুধ, একটু খেতে দেবে না?"

জয়া হাসিয়া বলিলেন,—"দুধ খাবে বাবারা? এস।"

ছেলেরা জয়াকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। জয়া হাসিমুখে বাটীতে করিয়া দুধ ঢালিয়া ছেলেদের খাইতে দিলেন। তারার মা মনে মনে বড় চটিল। মাগী আস্ত পাগল! প্রায় সবটুকু দুধই ত ছেলেদের খাওয়াইল! বাকী যে দুধ আছে, তা ত বিলাইতেই যাইবে। তার আর তার কালুর ভোগে আজ আর দুধ নাই। তারা গরীব মানুষ, দুধ না খাইলেই বা কি? তবে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া যা কষ্ট। আর জয়া ঠাকুরুণ নিজেই ত তাদের এই দুধ খাওয়ার বড়মানষী অভ্যাস করাইয়াছেন। নহিলে গোয়ালা হইলেও গাইবাছুর নাই, দুধ তাহারা কখনও চক্ষেও দেখে নাই। যাহা হউক, মনে মনে চটিলেও তারার মা মুখে কিছু বলিতে সাহস করিল না। তারপর তারার মা মানুষও নিতান্ত মন্দ নয়, তবে কেবল আহারের কোন ত্রুটি তাহার সহিত না। তা কি করে? পরে খাইতে দেয়, একটু না সহিলেই বা চলিবে কেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জয়া কে?

জয়া কে, এ পর্য্যন্ত আমরা তাহার কোন পরিচয় দিই নাই। যদি পাঠকবর্গের কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে এই পরিচ্ছেদে আমরা জয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

ধনসম্পদে, পদগৌরবে এবং ক্ষমতাপ্রতিপত্তিতে শূলপাণি চৌধুরীই কালিকাপুর গ্রামে প্রধান ব্যক্তি। শূলপাণি বাবু কলিকাতায় হাইকোর্টের এটর্ণি। আবার গবর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত ম্যানেজার রূপে জয়রামপুরের বিস্তৃত জমিদারীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভারও তাঁহার হস্তে। সুতরাং শূলপাণি বাবুর অবস্থা খুব ভাল। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহা তিনি অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার তালুকদারীর আয়ই এখন বৎসর ৮।১০ হাজার টাকা হইবে। নগদ সম্পত্তিসম্বন্ধে লোকে নানা কথা কহিত। কেহ বলিত, জয়রামপুরের জমিদারী লুটিয়া আনিতেছে, লক্ষ টাকার কম ওর সিন্দুকে নাই। কেহ বলিত, না, না, অত কি হয়? সরকারের হাতে জমিদারী; পাকা বন্দোবস্ত; হিসাব পত্র সব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিতে হয়। তবে চালাক ফন্দিবাজ লোক, টাকা কিছু করিয়াছে বটে, কিন্তু ৩০।৪০ হাজারের বেশী হইবে না। কেহ বলিত, তাহারা ভিতরের খবর রাখে। নগদ বড় কিছু নাই, যাহা ছিল ছেলেকে বিলাত পাঠাইতেই প্রায় শেষ হইয়াছে। ছেলে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে, টাকা পায় না, অথচ সাহেবী চালে থাকে; মাসে মাসে তাকে অনেক খরচ দিতে হয়, সুতরাং টাকা জমাইতে এখন বড় পারে না। শূলপাণি বাবুর নগদ টাকার পরিমাণ

সম্বন্ধে এইরূপ নানা লোকে নানা কথা কহিত। ঠিক সংবাদ আমরাও বলিতে পারি না; কারণ শূলপাণি বাবু এ সম্বন্ধে বড় চাপা।

জয়া এই শূলপাণি বাবুর একমাত্র ভগ্নী। যে সুন্দর পাকা বাড়ীর পশ্চাতে জয়ার বাড়ী, সেই তাঁহার ভ্রাতা শূলপাণির বাড়ী।

কলিকাতায় জয়ার বিবাহ হয়। স্বামী রামতারণ রায় যারপরনাই দুর্ব্বৃত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিল, একটী দিনও স্বামীর ব্যবহারে জয়া সুখী হয় নাই। যখন মাণিক হইল, পাষাণ রামতারণ তার দিকেও একবার স্নেহের চক্ষে চাহিল না। ঘরে আর কেহ ছিল না। ছেলে কোলে করিয়া জয়া রাত্রিদিন কাঁদিত। মাতাল অবস্থায় রামতারণ যখন গৃহে আসিত, জয়া ভয়ে মরিত, পাছে ছেলেকে সে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলে। শত দোষের মধ্যেও রামতারণের অসাধারণ চতুরতা, সাহস ও তেজস্বিতা ছিল; দেহেও পুরুষোচিত শক্তি ও সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় দেখা যাইত। আয়ত চটুল চক্ষের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, সতেজ ও সরল কথা বার্ত্তায় এবং সর্ব্বত্র অবাধ ও সপ্রতিভ ব্যবহারে, এমন একটা শক্তি প্রকাশ পাইত, যে লোকে অতি সহজে তার বাধ্য হইয়া পড়িত। চতুর রামতারণ আপন ক্ষমতা বুঝিত। নিজের অর্থলালসা, ভোগবাসনা ও অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য সে কলিকাতার তরুণবয়স্ক, তরলমতি ধনি-সন্তানদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা মিশিত। ইহারা সহজেই রামতারণের ঐন্দ্র-জালিক শক্তির বশীভূত হইয়া পড়িত এবং অতি দ্রুত পাপের পিচ্ছিলপথে নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে নামিত। এইরূপে রামতারণ যে কত ধনী যুবকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কত ধনীর গৃহ নির্ধন ও ঋণগ্রস্ত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরে রামতারণ জয়রামপুরের জমিদার জনার্দ্দন মৈত্রের কনিষ্ঠ পুত্র রমাগোপাল মৈত্রের স্কন্ধে চাপিল; কিছুতেই রামতারণের সংসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া সৎপথে আনিতে না পারিয়া তেজস্বী জনার্দ্দন পুত্রকে

ত্যাগ করিলেন। সস্ত্রীক হরগোপাল রামতারণের সঙ্গে কোথায় চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল, হরগোপালকে খুন করিয়া তাহার স্ত্রীকে লইয়া রামতারণ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর প্রায় ১৫ ১৬ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে জয়ার দূর সম্পর্কীয় এক দেবরের সঙ্গে রামতারণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তারপর এপর্য্যন্ত আর তার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

রামতারণ নিরুদ্দেশ হইলে ৭।৮ বৎসরের পুত্র মাণিককে লইয়া জয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিল। কিন্তু ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ জয়া ও মাণিককে তেমন আদর যত্ন কিছু দেখাইলেন না। জয়া দাসীর ন্যায় সংসারের ষোল আনা কাজকর্ম্ম করিত, রাঁধুনীর মত দুবেলা রাঁধিত। মাণিক মাতুলানীর ছেলে পিলে রাখিত এবং বালক ভৃত্যের ন্যায় ফুট ফরমায়েস চালাইত।

জয়া দেখিল, ভ্রাতৃগৃহে আজীবন তার দাসীবৃত্তি ও পাচিকাবৃত্তি করিয়াই কাটাইতে হইবে। মাণিককেও চিরদিন মাতুল গৃহে হাটবাজার করিয়া এবং ছেলে পিলে রাখিয়া দুটি ভাত খাইতে হইবে। ভ্রাতা যে পড়াইয়া শুনাইয়া মাণিককে মানুষ করিবেন, এমন লক্ষণও কিছু দেখা যায় না।

ইহার পর ভ্রাতৃবধূর মুখের গঞ্জনাও ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। মাণিক কিছু ত্রুটী করিলে, বালকসুলভ চপলতা কিছু দেখাইলে, মাণিকের পিতার কথা তুলিয়া প্রায়শঃ ভ্রাতৃবধূ এমন সব কঠোর বাক্য বলিতেন যে, জয়া তাহা সহ্য করিতে পারিত না। ভ্রাতাও ইহার কোন প্রতিকার না করিয়া অবিচারে ভগিনীকেই লাঞ্ছনা করিতেন।

অনেক ভাবিয়া জয়া শেষে স্থির করিল, নিষ্ঠুর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর মুখাপেক্ষিনী হইয়া আর সে তাহাদের গৃহে থাকিবে না। অন্যের গৃহে কাজকর্ম্ম করিয়া খাওয়া পরার সংস্থান করিবে, আর ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবে।

সেই দিন দ্বিপ্রহরেই ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে জয়ার তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। শিশুর ক্রন্দনে নিদ্রার ব্যাঘাতে উত্ত্যক্তা মাতুলানী মাণিককে শিশু লইয়া বাহিরে হাঁটিয়া বেড়াইতে আদেশ করেন। দুষ্ট মাণিক সে আদেশে কর্ণপাতও না করিয়া লাফ দিয়া গিয়া পেয়ারা গাছে উঠিল, পেয়ারা খাইতে আরম্ভ করিল। ক্রোধে মাতুলানী মাণিককে ধরিতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। রোষাবেগে অসতর্ক পদসঞ্চালনে আবার শিশু মাটিতে বড় জোরে পড়িয়া বিকট চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিল। মাতুলানীর ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। পেয়ারা গাছে মাণিককে দেখিয়া একটা বাটী ছুড়িয়া তাহাকে তিনি মারিলেন। বাটীর কানায় লাগিয়া মাণিকের নাক কাটিয়া রক্ত পড়িল। মাণিক কাঁদিয়া গিয়া মাতার কাছে নালিশ করিল।

নিষ্ঠুর প্রহারে মাণিকের কাটা নাকে এই রক্তের ধারা জয়ার প্রাণে সহিল না। জয়ার তেজ ছিল। সহিলেও তাহার মত কেহ সহিতে পারিত না সত্য, আবার রাগিয়া কোদল করিলেও সে সাক্ষাৎ রণচণ্ডিকার মূর্ত্তি ধরিতে পারিত। আর জয়া এতদিন সব সহিয়াছে,—আজ সে আর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর আশ্রয় চাহে না, এত সহিবে কেন? পুত্র কোলে করিয়া আঁচলে তার নাকের রক্ত মুছাইতে মুছাইতে ভ্রাতৃবধূকে যা মুখে আসিল, তাই বলিয়া জয়া গালি দিল। জয়ার নীরব সহিষ্ণুতায় অভ্যস্তা ভ্রাতৃবধূ জয়ার এই অভাবনীয় অসমসাহসিক আচরণে কিছুকাল বিস্ময়ে থমকিয়া রহিলেন। পরে তিনিও মুখ ছুটাইলেন। দুজনে তুমুল কলহ হইল। পাড়ার লোক আসিয়া জড় হইল। ভ্রাতৃবধূ ননন্দিনীকে গৃহ হইতে দূর হইতে আদেশ করিলেন। নহিলে, এই গৃহ তাহার মাণিকের শ্মশান, গৃহের উনানের আগুন তাহার মাণিকের চিতা, এক মুঠা অন্ন তাহার মাণিকের পিণ্ড, ইত্যাদি মঙ্গল-কল্পনার বিষয় জয়াকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিলেন। জয়াও অবিলম্বে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল।

বাড়ীর বাহির হইয়া জয়া পথে গিয়া দাঁড়াইল। প্রতিবেশিনী মেনকা-ঠাকুরাণী জয়াকে আপন গৃহে ডাকিয়া নিলেন। শূলপাণি-গৃহিণীকে নারী-রসনার অভিধান হইতে বাছা বাছা বিশেষণে অভিহিত করিয়া মেনকা-ঠাকুরাণী জয়াকে তাঁহার গৃহে, তাঁহারই আপন 'জয়া ঠাকুরঝি' হইয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু জয়া এতদূর স্বীকৃতা হইল না। কেবল যতদিন প্রয়োজন, একখানি ঘর তাঁহার কাছে চাহিল। জয়া কিছুতেই তাঁহার অন্নবস্ত্র গ্রহণ করিবে না বুঝিতে পারিয়া অগত্যা মেনকা একখানি ঘর তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। জয়া মাণিককে লইয়া সেই ঘরে রহিল। মেনকার পুত্র মদন, মাণিকের "মদন দা"। মদন দার বাড়ীতে থাকিয়া সর্ব্বদা "মদন দার" সঙ্গে খেলা করিতে পারিবে ভাবিয়া মাণিক বড় আনন্দিত হইল।

জয়া বন্দোবস্ত করিয়া লইল, এক বাড়ীতে রাঁধিবে, দুই বাড়ীতে জল তুলিয়া দিবে এবং আর এক বাড়ীতে ধান ভানিবে। ইহাতে মাসে নগদ ১০।১২ টাকা এবং কিছু চাউল সে পাইবে। আহার কুলাইয়া চাউল যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা বিক্রয় করিয়া আরও কিছু টাকা হইতে পারে।

ভ্রাতৃবধূ দেখিলেন, জয়া সত্য সত্যই গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া খাটিয়া খাইতে আরম্ভ করিল! তিনি কিছু অপ্রতিভ হইলেন। লোকে নিন্দা করিতেছে; স্বামী আসিয়াই বা কি বলিবেন? গৃহে ফিরিবার জন্য জয়াকে তিনি অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু জয়া আসিল না। একদিন শেষে নিজেই গেলেন। জয়া কোন কথা কহিল না। কিন্তু মেনকা ঠাকুরাণী গায়ের ঝাল মিটাইয়া তাঁহাকে গালি দিলেন। শূলপাণি-গৃহিণী কাঁদিয়া গৃহে ফিরিলেন। কোঁদল-বিদ্যায় মেনকা ঠাকুরাণী অদ্বিতীয়া। কোঁদলের বিশেষণ ও উপমা প্রয়োগের সময় তাঁহার কণ্ঠে ও রসনায় স্বয়ং কোঁদল-সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইত।

শূলপাণি বাবু নিজেও বাড়ীতে আসিয়া জয়াকে গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। জয়া সে অনুরোধও শুনিল না। শূলপাণি বাবু বড় বিপদে পড়িলেন। জয়ার ব্যবহারে লোকের কাছে তাঁহার মুখ ছোট হইতেছে, আবার সংসারের অনেকটা সুবিধাও নষ্ট হইল। জয়ার দ্বারা বিনা বেতনে একটী দাসী ও পাচিকার কাজ তাঁর হইত। সুতরাং জয়ার উপর তাঁহার বিষম ক্রোধ হইল। জয়ার নামও তিনি শুনিতে পারিতেন না। ২।১ বৎসরের মধ্যে এটর্ণির ব্যবসায়ে তাঁহার বেশ উন্নতি হইল। কলিকাতায় বাড়ী করিয়া পরিবার তিনি সেইখানে নিয়া রাখিলেন।

জয়া মেনকা ঠাকুরাণীর গৃহেই রহিয়া গেল। ক্রমে হাতে কিছু টাকা হইল। এ'দিকে মাণিকও বড় হইতেছে। দুদিন বাদে সে মানুষ হইবে, —তাহার নিজের একখানা বাড়ী চাই।

মেনকা ঠাকুরাণী পরামর্শ দিলেন,—"তা ত সত্যই। তা টাকা দিয়ে বাড়ী কিন্‌তে যাবি কেন ? ও বাড়ী ত তোর বাপেরই। তোর ভাইও তোর বাপের সন্তান, তুইও তোর বাপের সন্তান। বাড়ীঘর, জমাজমি সব তোর ভাই পেয়েছে, আর তুই কি বাড়ীর কোণে একটু জায়গাও পাবিনে ? হাঁ, তোর আপনার সোয়ামীর ঘর থাকৃত, তবে সে আলাদা কথা ছিল। তা যখন নেই, তখন বাপের বাড়ীতে একটু ঠাঁই না পেলে তোর চল্‌বে কেন ?"

জয়া বলিল,—"তা বটে, কিন্তু দাদা কি বাড়ীতে আমায় ঠাঁই দেবে ?"

মেনকা উত্তর করিলেন,—"তা ত দেবেই না। তুই জোর করে ঠাঁই নিবি। তোর ভাই এখন বাড়ীতে নেই। বাড়ীর পেছনে পুকুরের পাড়ে যে খালি জায়গাটা পড়ে আছে, সেই খানে গিয়ে ঘর তোল না ? আর তোর আর মাণিকের চলতে পারে, এমন কতটুকু জায়গা চারিদিকে ঘিরে দখল করে নে। একবার গিয়ে জুড়ে বসতে পাল্লে, কে তাড়ায় তা

দেখা যাবে। বোনের নামে বাড়ীর একটু খানি জায়গার জন্যে নালিশও ক'ত্তে পারবে না, আর লেঠেল দিয়েও তুলে দিতে পারবে না। জোর ক'রে গিয়ে দখল ক'রে ব'স্। বকুলে, ভয় দেখালে, নড়্বি না, কথাও কবি না। ইচ্ছেয় হ'ক্ আর অনিচ্ছেয় হ'ক্, শেষে সয়ে যাবে।"

জয়া তাই করিল। শূলপাণি বাবু বাড়ীতে আসিয়া রাগিয়া ধমকিয়া, ভয় দেখাইয়া জয়াকে তুলিয়া দিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জয়া বাড়ী ছাড়িল না। অগত্যা শূলপাণি বাবু ক্ষান্ত হইলেন। জয়ার প্রতি তাঁহার ক্রোধ ও বিদ্বেষ আরও বাড়িল।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সার্ব্বভৌমঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ।

সার্ব্বভৌমঠাকুরের জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা ভোলানাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বাড়ী তাঁহারই বাড়ীর পাশে ছিল। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বহুকাল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শিবনন্দন তর্কতীর্থও জীবিত নাই। আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা মেনকাঠাকুরাণী এই স্বর্গীয় তর্কতীর্থ মহাশয়ের বিধবা এবং মদন তাঁহার একমাত্র পুত্র। শিশু মদনকে লইয়া অল্প বয়সেই তিনি বিধবা হন। সার্ব্বভৌমঠাকুরই অভিভাবকের ন্যায় ইহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন।

সার্ব্বভৌমঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ বলিয়া মেনকা বরাবরই আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতেন। গ্রাম্য ব্রাহ্মণীসমাজেও এজন্য পদ-গৌরবে তিনি আপনাকে অনেক বড় মনে করিতেন। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে কোন বাড়ীতে গেলে, এজন্য তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন কেহ না করিলে, তাঁহার রোষ ও অসন্তোষের সীমা থাকিত না। এ সম্মানটুকু দিতেও কেহ বড় কার্পণ্য করিত না। কারণ মেনকার মুখের ভয় সকলেই কিছুই করিত,—তার পর মেনকাঠাকুরাণী কাহারও নিকট কখনও কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেন না, বরং সময়ে অসময়ে তাঁহারই অনুগ্রহ অন্য সকলে কিছু না কিছু পাইত। মেনকা জানিতেন, অনুগ্রহ চাহিলেই আপনাকে ছোট করা হইল। সার্ব্বভৌমঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হইয়া কি তিনি কাহারও নিকট আপনাকে এতটুকুও ছোট করিতে পারেন?

তাঁহার কিসের অভাব? পয়সা কড়ি জিনিষপত্রের অভাব কিছুই নাই; বহু শিষ্য যজমান রহিয়াছে, ব্রহ্মোত্তর জমিও যথেষ্ট। বিপদে আপদে স্বয়ং সার্ব্বভৌমঠাকুর রহিয়াছেন; অন্যের সাহায্যে তাঁহার কি প্রয়োজন? এদিকে ক্রোধ ও গর্ব্ব যতই থাক্, প্রকৃতিতে উদারতা বা সহৃদয়তার অভাব তাঁহার ছিল না। কাহারও কোন অভাব দেখিলে অকাতরে ঘরের জিনিশ বিলাইয়া তিনি সে অভাব দূর করিতেন। ক্রিয়াকর্ম্মে, ব্যারাম-পীড়ায়, শোকে বিপদে, প্রতিবেশীদের গৃহে গিয়া তিনি আপনার ঘরের মত নিজে খুঁজিয়া, দরদ করিয়া, উঠান কুড়ান হইতে রন্ধন পরিবেশন পর্য্যন্ত সকল কাজই করিতেন। দৈনিক সাংসারিক কাজকর্ম্ম সব সারা হইলে প্রত্যহ বৈকালে একবার মেনকাঠাকুরাণী পাড়ায় ও গ্রামে বাহির হইতেন। কাহার কোন অভাব দেখিলে দূর করিতেন, দুঃখ দেখিলে সান্ত্বনা দিতেন, আবার দোষ ক্রটী পাইলে গালি দিয়া ভূত ছাড়া করিতেন। বাড়ীর কাছে মেনকার উচ্চ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইলে কেহ আশায় উৎফুল্ল হইত, কেহ ভয়ে কাঁপিত। গৃহকর্ম্মে উদাসীনা, লজ্জাহীনা, ক্রীড়াগল্প-প্রবণা কন্যা ও বধূরা খেলা ও গল্প ফেলিয়া দ্রুত পলাইত; হাতের কাছে যে কোন কাজ পাইত লইয়া বসিত, সাবধানে গায়ের কাপড় মাথার কাপড় ঠিক করিয়া নিত। ইহাদের এইরূপ কোন ক্রটী মেনকার চক্ষে পড়িলে, বাড়ীর কাছে গাছে কাক চিল বসিতে পারিত না, নিদ্রিত বিড়াল কুকুর চমকিয়া জাগিয়া দূরে পলাইত, মার কোলে ঘুমন্ত শিশু আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিত।

দিবা রাত্রিতে এক নিদ্রার সময় ব্যতীত মেনকা ঠাকুরাণীর শরীরেরও বিশ্রাম ছিল না, রসনারও বিশ্রাম ছিল না। বাড়ীতে—উঠানে, বাগানে, পুকুর পাড়ে, পথের ধারে, ভাঁড়ারে, ঠাকুরঘরে, রান্নাঘরে, গোয়ালে, ঢেঁকিশালে, ধানের গোলায়, গাছের তলায়, সর্ব্বদা যেমন তাঁহার হাত পা চলিত, তেমনই মুখ চলিত। গাছের ডালের পাতাটী হইতে বাটীর

কুকুর বিড়াল, গরু বাছুর, চাকর দাসী, পূজারী বামুন পর্য্যন্ত কেহই একদিকে যেমন তাঁহার মুক্তহস্তের কৃপায় ও অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতায় কোনরূপ অভাবকষ্ট কখনও অনুভব করিত না, অপর দিকে তাঁহার অবিশ্রান্ত রসনাচালনাতেও নীরব নিশ্চিন্ত শান্তি যে কি, তাহাও জানিতে পারিত না।

সার্ব্বভৌমঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ বলিয়া যেমন একদিকে তাঁহার গৌরবেরও সীমা ছিল না, তেমনই অপরদিকে সার্ব্বভৌমঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধাও অসাধারণ ছিল। সার্ব্বভৌমঠাকুরের পাদোদক না খাইয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। দুইবেলা নিয়মমত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া আসিতেন। তিনি কোথাও যাইবার সময় তাঁহার পদধূলি চাহিয়া রাখিতেন। উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে গৃহ কাঁপাইয়া, পাড়া কাঁপাইয়া, গ্রাম কাঁপাইয়া তিনি কোঁদল করিতেছেন, এমন সময় দূরে সার্ব্বভৌমঠাকুরকে দেখিলে, অথবা তাঁহার সাড়া পাইলে, যেন এতটুকু হইয়া যাইতেন। পলায়মানা অবগুণ্ঠনবতী নববধূর সলজ্জ নম্রতার উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইত।

সার্ব্বভৌম ঠাকুরই মেনকার চোকে আদর্শ পুরুষ, তিনি সেই আদর্শ পুরুষের ঘরের বধূ; মদন তাঁহার গর্ভে জন্মিয়াছে—সুতরাং সার্ব্বভৌম ঠাকুরের জীবনের আদর্শে মদনের জীবন গঠিত হয়, ইহাই মেনকার মাতৃজীবনের সর্ব্বোচ্চ কামনা ছিল। কিন্তু এ কামনা মেনকার পূর্ণ হইল না। বিকৃতবুদ্ধি বশতঃ মদনের জীবনের গতি বিপরীত দিকে গেল। সুতরাং এ সংসারে মেনকার তেমন সুখ হইল না। বধূত্বের গৌরবে তিনি গ্রামে শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন; কিন্তু মাতৃত্বের গৌরবে তেমন হইতে পারিলেন না। ইহাই মেনকার বড় দুঃখ।

মদন এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক। চতুর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়াই সকলে

তাহাকে জানে। সার্ব্বভৌমঠাকুরও তাহাকে যারপরনাই স্নেহ করেন। কিন্তু স্নেহময়ী জননী কেন তবে তাহার বুদ্ধিকে বিকৃত বলিয়া মনে করেন? কেন তাহার জীবনের গতিতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন?

পাঠক, পরবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে আমরা মদনের এবং মদনের নিত্য-সঙ্গী মাণিকের বাল্যজীবন, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আরও কতিপয় প্রয়োজনীয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মদন ও মাণিক।

পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের হাতে বর্ণপরিচয়াদি এবং প্রাথমিক বাঙ্গলা শিক্ষা কিছুদূর হইলে, মহাসমারোহে উপনয়ন-সংস্কারসম্পন্ন করিয়া মেনকা মদনকে সার্ব্বভৌমঠাকুরের টোলে পড়িতে দিলেন। মদন সন্ধি-বৃত্তির কঠোর শুষ্ক শ্লোকগুলি মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল।

ইহার কিছুকাল পরেই জয়া মাণিককে লইয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিল। মদনে আর মাণিকে দুদিনের মধ্যেই বড় ভাব হইয়া গেল। মদনের যখন টোলের ছুটী হইত, মাণিক যে ভাবেই পারুক, মাতুলানীর সহস্র ক্ষুদ্র আদেশের মধ্যেও ফাঁক খুঁজিয়া, বাহিরে চলিয়া আসিত। দুজনে তখন একছুটে পাড়ার ও গ্রামের বাহিরে চলিয়া যাইত। কখনও গাছে গাছে আম জাম নারিকেল কুল খাইত; কখন খালে বিলে সাঁতরাইয়া মাছ ধরিত; কখনো মাঠে মাঠে ছুটিয়া গরু বাছুর তাড়াইত, ঘোড়ায় চড়িত, ক্ষেত ভাঙ্গিত,—চাষার ছেলে, রাখালের ছেলেদের সঙ্গে খেলিত, ছুটাছুটি করিত, মারামারি করিত।

ভ্রাতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া জয়া মাণিককে গ্রামের মধ্য ইংরাজি স্কুলে পড়িতে দিলেন।

মদন দেখিল, মাণিক ইংরাজি পড়ে, বাঙ্গালা পড়ে, কত গল্পের বই, ছবির বই, কত রাজার কথা, যুদ্ধের কথা, কত দেশ বিদেশের কথা, কত জল বাতাস, নদী পাহাড়, আকাশ, গাছপালা, জীবজন্তুর কথা পড়ে; আর সে কেবল একঘেঁয়ে নীরস ব্যাকরণের সূত্রই মুখস্থ করিতেছে। টোলের

পড়া তার আর ভাল লাগিল না। সে বায়না ধরিল, মাণিকের সঙ্গে ইংরাজি স্কুলে পড়িবে। সার্ব্বভৌমঠাকুর অনুমোদন করিলেন। মেনকা রাগিলেন, বকিলেন, কত মাথা কপাল খুঁড়িলেন ; শেষে সার্ব্বভৌমঠাকুরের নিকটে গিয়া দ্বারের অর্দ্ধ-অন্তরালে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে বসিয়া অর্দ্ধ উচ্চারিত স্বরে কত কাঁদিলেন। কিন্তু মদন তার জিদ ছাড়িল না ; সার্ব্বভৌমঠাকুরও মদনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে টোলে পড়াইতে চাহিলেন না।

পাড়ার একটি মেয়ে কাছে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া মেনকা কহিলেন,—

"মদন ছেলে মানুষ, সে কি ভাল মন্দ কিছু বোঝে? আর তার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এসে যায় কি? উনি কেন তাকে জোর ক'রে টোলে রেখে পড়ান না?"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "ছেলে পিলের মনের স্বাভাবিক গতি অনুসারেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ছেলে যেরূপ চায় না, জোর ক'রে তাকে সেরূপ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা।"

মেনকা কহিলেন, "মদনের ত আর মাণিকের মত চাকুরী ক'রে খেতে হবে না ; তার ইংরেজী স্কুলে পড়বার দরকার কি?"

সর্ব্বভৌম হাসিয়া কহিলেন,—"মা, কেবল চাকুরীর জন্যেই কি ইংরেজী স্কুলে পড়তে হয়? টোলের মত সংস্কৃতে জ্ঞান সেখানে লাভ না হ'ক, অন্য অনেক জ্ঞান শিক্ষা হয়। জ্ঞানার্থীর জ্ঞান-পিপাসা সেখানেও বিফল হয় না।"

মেনকা আবার কহিলেন, "শাস্তর না শিখ্‌লে তার শিষ্য-যজমান মদন কি ক'রে রক্ষা ক'র্‌বে?"

সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, "মদন এখনও বালক। বড় হ'য়ে শাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন যখন বুঝ্‌বে, আপনিই শিখ্‌বে।"

মেনকা কহিলেন, "যদি সে বুদ্ধি তার না হয়? ইংরেজী টিংরেজী প'ড়ে যদি মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়, তবে কি হবে? মদন আমার মানুষ হবে, ওঁর মত বড় পণ্ডিত হ'য়ে ওঁর ঘরের নাম রাখ্‌বে, এই আশা নিয়ে আমি দুহাতে দুঃখের দিন ঠেল্‌ছি। আমার সকল সুখের আশা ত অ'হলে ঘুরিয়ে গেল!"

সার্ব্বভৌম বুঝাইয়া কহিলেন, "মা, মদন তোমার মানুষ হবে, সে জন্য ভেবো না। মনুষ্যত্ব কেবল সংস্কৃত টোলেই হয় না। মনুষ্যত্বের সংস্কার যার মধ্যে আছে, সুশিক্ষায় সর্ব্বত্রই তার মনুষ্যত্বের বিকাশ হ'তে পারে। মদন এখন স্কুলে যেতে চা'চ্চে, যাক্। বাধা দিয়ে তার উৎসাহ নষ্ট ক'রো না। মদন উচ্চ সংস্কার নিয়ে জন্মেছে। কালে সে মানুষের মত মানুষ হবে!"

মেনকা আর আপত্তি করিল না। মদন স্কুলে গেল।

মাণিক স্কুলের পড়ায় কিছু বেশী অগ্রসর হইয়াছিল। মদন কেবল নূতন পা দিল। কিন্তু মদন মাণিকের "মদন দা"। মদন দা পিছনে থাকিবে, আর মাণিক আগে যাইবে, ইহা দুজনের কাহারও পছন্দ হইল না। মাণিক পড়ায় কিছু ঢিল দিল; মদন খুব খাটিয়া পড়িতে লাগিল। শীঘ্রই দুজনে সমান হইল।

সুশীল ও সুবোধ বালক রাত্রিদিন পড়ে, খেলা করে না, জলে সাঁতরায় না, গাছে উঠে না, রৌদ্রে বৃষ্টিতে মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করে না, গরু তাড়ায় না, ঘোড়া ছুটায় না, ক্ষেত ভাঙ্গে না। তারা নিতান্ত শান্ত ও নিরীহ। খেলার সময় ভয়ে ও সঙ্কোচে তারা নিরাপদ দূরে দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের আম, জাম, ডাব কখনও খাইতে ইচ্ছা হইলে, তলায় দাঁড়াইয়া কাকুতি মিনতি করিয়া যারা গাছে উঠিয়াছে তাদের কাছে ২।১টি চাহিয়া খায়, নিজেরা কখনও গাছে উঠে না। কুকুর ডাকিলে তারা সে রাস্তায়

কাছে যায় না, রাস্তায় ষাঁড় দেখিলে অন্য পথে সরিয়া যায়, ঘোড়া দেখিলে শতহস্ত দূরে থাকে; হাতে পায়ে কাহারও কাঁটা বিঁধিয়া একটু রক্ত পড়িলে ভয়ে মূর্চ্ছা যায়।

মদন ও মাণিক এ জাতীয় সুশীল ও সুবোধ বালক ছিল না। গ্রামে যাকে ডানপিটে ছেলে বলে, তারা একরূপ তার আদর্শ ছিল বলিলেও চলে। তাহাদের উদ্দাম ক্রীড়া-প্রবণতার পরিচয়, পাঠক-পাঠিকাবর্গ পূর্ব্বেই কিছু পাইয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইহার ক্রমে বৃদ্ধি বই হ্রাস হইতেছিল না। দুরন্ত ও ক্রীড়াসক্ত হইলেও তারা একেবারে গোঁয়াড় ছিল না। ভয় ও ভক্তি যাকে বলে, ঠিক সেইভাবটি না থাকিলেও, নিজ নিজ জননীর প্রতি তাহাদের স্নেহ অপরিসীম ছিল। ঘরে তাহারা গোঁয়াড় ছেলের মত রাগিয়া, বকিয়া, কোঁদল করিয়া, মারিয়া ধরিয়া, জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া, নিজ নিজ জননীকে কখনও কষ্ট দিত না! প্রাণ সরল, মন স্নেহময়, হৃদয়ভরা বালকের উদ্দাম-ক্রীড়া-প্রবণতা, মুখে চিরপ্রফুল্ল হাসি, দেহময় স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল জ্যোতি—মুগ্ধা জননীরা তাহাদের দুরন্তপনায় কখনও প্রবল বাধা দিতে পারিতেন না। 'মাগো' 'আর পারিনে গো,' 'এমন ছেলে দেখিনি গো,'—আধা রাগে আধা হাসিতে, এইরূপ দুইচারি কথা বলিয়া তাঁহারা ছেলেদের ছাড়িয়া দিতেন।

খেলায় এত ঝোঁক থাকিলেও বালক দুটি প্রতিভাহীন বা পড়ায় একেবারে অমনোযোগী ছিল না। স্কুলে তাহারা পড়া শুনিত, বাড়ীতে সকালে ও সন্ধ্যায় একটু কাল বই লইয়া বসিত। স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি বশতঃ সহজেই পাঠ্য বিষয়ের ধারণা করিতে পারিত। সুতরাং স্কুলে মন্দ চলিত না।

১৪।১৫ বৎসর বয়সে দুজনে মধ্য ইংরেজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তখন কথা হইল, উভয়ের জেলার স্কুলে পড়িতে যাওয়া উচিত। সেখানে

পয়সার দুঃখ নাই, সুতরাং মদনের জন্য কোন চিন্তার কারণ হইল না। কিন্তু জয়া কি করিয়া জেলায় মাণিকের পড়ার খরচ যোগাইবেন? সাহায্য করিবার লোক ছিল। মেনকা ছিলেন, সার্ব্বভৌম ঠাকুর ছিলেন। জয়ার মত হইলে ইঁহারা মাণিকের খরচ দিতেন। কিন্তু জয়ার তা মত হইল না। শরীরে শক্তি থাকিতে অন্যের অর্থসাহায্য গ্রহণ করিবেন না, ভ্রাতৃগৃহ ত্যাগকরা অবধি জয়ার এই দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিল। সহজে তিনি এ সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইতে চাহিতেন না। সার্ব্বভৌমঠাকুরকে জয়া পিতার মত দেখিতেন,—তিনিও কন্যাবৎ জয়াকে স্নেহ করিতেন। মেনকা আর জয়া দুইজনে যেন দুই সহোদরা ভগ্নীর মত ছিলেন। কিন্তু তবু জয়া কোনরূপ অর্থ সাহায্য তাঁহাদের নিকট হইতে এপর্য্যন্ত নেন নাই; এখনও নিতে চাহিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি মাণিক পড়িবে না? অবশ্য পড়িবে। তাঁর এখন একটা পেট বই ত নয়? যে বাড়ীতে রাঁধেন সেখানে বেশী কিছু কাজ করিয়া দিয়া তিনি খাইবেন। মাণিক জেলায় থাকিবে, সংসারে কোন কাজ নাই; অন্যত্র বেশী কাজকর্ম্ম করিয়া আরও কিছু অর্থ তিনি উপার্জ্জন করিবেন। মাণিকের খরচ চলিয়া যাইবে। মাণিককে এ সব কিছু বলিলেন না; মদনের সঙ্গে জেলায় পড়িতে পাঠাইলেন। সেখানে মাণিক রীতিমত খরচ পাইত, কোনও কষ্ট হইত না। মেনকা গোপনে মাণিকের জলখাবারের জন্য মদনকে ২।৪ টাকা বেশী পাঠাইতেন। পূজাপার্ব্বণে মাণিককে বেশী করিয়া কাপড় জামা ইত্যাদি দিতেন। জয়া বুঝিতেন, কিন্তু বুঝিয়া কি করিবেন? ইহাতে কি প্রকারে বাধা দিবেন? সেটা বড় বাড়াবাড়ি হয়। বিশেষ তাঁহার নিজের বাড়ীঘর এখনও নাই, মেনকার বাড়ীতেই ত তিনি থাকেন।

মদন ও মাণিক জেলার ইস্কুলে পড়িতে থাকিল। সেখানে নূতন নূতন ক্রীড়ায় নূতন নূতন ব্যায়ামে মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে দৈহিক উৎকর্ষও

যথেষ্ট তাহারা লাভ করিতে লাগিল। এই শেষোক্ত উৎকর্ষলাভের দিকেই যেন তাহাদের অধিক প্রবৃত্তি ও আসক্তি দেখা যাইত। সর্ব্ববিধ ক্রীড়া নৈপুণ্যে ও ব্যায়ামকৌশলে, দৈহিক সামর্থ্য ও ক্ষিপ্রকারিতার গৌরবে অচিরেই তাহারা সহরের বালক ও যুবক দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিল। বালক ও যুবক দলের মনে এইরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য ও ব্যায়াম-কৌশলের, এইরূপ দৈহিক সামর্থ্য ও ক্ষিপ্রকারিতার প্রতি এমনই এক স্বাভাবিক মোহন আকর্ষণ আছে, যে এক বৎসর যাইতে না যাইতেই মদন ও মাণিক গ্রামের ন্যায় সহরেও ছেলের দলের সর্দ্দার হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জয়রামপুরের জমিদারপুত্রদ্বয়।

জয়রামপুরের জমিদার জনার্দ্দন মৈত্র নিজে নিতান্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক ছিলেন। কিন্তু পুত্রদ্বয়, ঘনশ্যাম ও হরগোপালের উপযুক্ত শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের দিকে তাঁহার একেবারেই দৃষ্টি ছিল না। বিষয়কর্ম্ম হইতে যাহা কিছু অবসর তাঁহার হইত, সবই তিনি নিজের পূজা আহ্নিক এবং অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করিতেন। পুত্রদ্বয়কে—সকলে যেমন করে—কোন শিক্ষকের অধীনে রাখিয়া প্রথমে গ্রাম্য স্কুলে, পরে গ্রামের পড়া শেষ হইলে, কোন কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় বাসা করিয়া রাখিয়া দিলেন। সেখানেও গৃহের একজন শিক্ষক প্রয়োজন। কলিকাতায় জনার্দ্দনের এটর্ণি রামসদয় বাবু আপনার অনুগত একজন আইন-শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট যুবককে ঘনশ্যাম ও হরগোপালের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই যুবকই আমাদের পূর্ব্বপরিচিত শূলপাণি বাবু। শূলপাণি শিক্ষিত ও যারপরনাই চতুর। শিক্ষকরূপে আসিয়া তিনি অচিরেই ঘনশ্যামের নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া উঠিলেন। এই সূত্রে ক্রমে শূলপাণির ভগ্নীপতি রামতারণের সঙ্গেও হরগোপালের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইল। সে বন্ধুত্বের বিষময় ফল যে শেষে কি হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

শাসনমুক্ত কলিকাতা-প্রবাসী যুবক জমিদারপুত্র ঘনশ্যামেরও যে সৌখিনতা ও ভোগবিলাস-লালসা একেবারে ছিল না, তাহা নয়। কিন্তু

তাঁহার এই সৌখিনতা ও ভোগবিলাস-লালসা কাপ্তানী বাবুগিরির দিকে না গিয়া সাহেবিয়ানার দিকে গেল। শূলপাণিও শিষ্য ও বন্ধুর মনের গতি বুঝিয়া তাঁহাকে বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী-সাহেব সমাজে পরিচয় করাইয়া দিলেন। সাহেবিয়ানায় ঘনশ্যামের দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। সর্ব্ববিষয়ে ঠিক বিলাতের জাত সাহেবের মত হওয়া ঘনশ্যামের জীবনের একমাত্র শিক্ষা ও সাধনার বিষয় হইয়া উঠিল। এটিকেট্ শিখিতে তিনি একজন খাঁটি বিলাতী সাহেবকে পর্য্যন্ত কিছুদিনের জন্য বেতন দিয়া নিযুক্ত করিলেন। সুতরাং সাধনায় অচিরেই পূর্ণসিদ্ধি লাভ হইল।

ঘনশ্যামের সাহেবিয়ানা কেবল বাহিরের আচরণেই শেষ হইল না, অন্তরেও পূর্ণভাবে আপনার প্রভাব বিকাশ করিল। ঘনশ্যামের মন, প্রাণ, ভাব, চিন্তা, সকলই সাহেবী আদর্শে গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। এ দেশের সামান্য বিড়াল কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া, মানব, মানব-পরিবার, সমাজ, ধর্ম্ম, আচারব্যবহার, জিনিশ পত্র, সকলই তিনি নেটিব ও নিকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণা করিতেন। আর চৌরঙ্গী হইতে চুনো-গলি পর্য্যন্ত সাহেবী যাহা কিছু তাঁহার দৈহিক পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মানসিক চিন্তা ও কল্পনার গোচরে আসিত, সকলই তিনি সভ্যতার ও মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মানিয়া নিতেন।

চতুর শূলপাণি বরাবরই ঘনশ্যামের সঙ্গী, সহযোগী ও পরিচালক। কিন্তু ঘনশ্যামের মত সাহেবিয়ানায় তিনি কখনও একেবারে আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই। বিষয়বুদ্ধিতে বাল্যাবধিই তাঁহার বিশেষ প্রখরতা দৃষ্ট হইত। সাংসারিক উন্নতি, ভোগ-বিলাসসম্ভোগ এবং লোকসমাজে পদগৌরব ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি লাভ তাঁহার জীবনের প্রধান কাম্য ছিল। এ কাম্যলাভে যেমন অর্থোপার্জ্জনের দিকে দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, তেমনই

সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে ভাব রাখিয়াও চলিতে হয়। ঘনশ্যাম তরলমতি জমিদারপুত্র; হাতে আসিয়া হাতছাড়া হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আবার ঘনশ্যামের সুহৃদ্ রূপে বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী-সাহেব সমাজে অবাধ গতিবিধি ও অসঙ্কোচ মেশামিশি ঘটিলে অনেকে একজন বড়দরের লোক বলিয়াও মনে করিবে। এদিকে ব্যবসায়ের উন্নতি ও সামাজিক আধিপত্যলাভ করিতে হইলে হিন্দুসমাজেও সর্ব্ববিধ লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক। সুতরাং একদিকে ইঙ্গবঙ্গসমাজে যেমন শূলপাণি ফ্যাসনদুরস্ত সাহেব, বাবুসমাজে তেমনই পরিপাটি বাবু, বৈষয়িক সমাজে তেমনই পাকা বৈষয়িক, আবার গ্রাম্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজে তেমনই গোঁড়া হিন্দু!

ঘনশ্যাম অত ভাবিতেন না; অত ভাবিবার মত প্রকৃতি বা শিক্ষা তাঁহার ছিল না,—কিন্তু শূলপাণি জানিতেন, ঘনশ্যামের এত সাহেবী তাহার পিতা জনার্দ্দন কখনও মার্জ্জনা করিবেন না। ঘনশ্যামের সাহেবী যখন বড় বাড়িয়া উঠিল, তখন শূলপাণি দেখিলেন, যে কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে ভ্রাতৃদ্বয় কলিকাতায় আছেন, তিনি থাকিলে জনার্দ্দনের নিকট কিছুই গোপন থাকিবে না।

এটর্ণি রামসদয় বাবুই প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের অভিভাবক ছিলেন। শূলপাণিকে ইনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সচ্চরিত্র যুবক বোধে বিশেষ স্নেহ করিতেন। শূলপাণি রামসদয় বাবুকে বুঝাইলেন, জমিদারপুত্র ঘনশ্যাম ও হরগোপালের কলেজে পড়িয়া বি এ, এম এ উপাধি লাভের কোন প্রয়োজন নাই। সেরূপ মনও তাহাদের নাই। তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলেজের বহুবিধ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় পাঠ্য অভ্যাস করাইবার চেষ্টা করিলে সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশী হইবে। বাড়ীতে অবসর মত তাহারা তাঁহার নিজের কাছেই ইংরেজি, বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রয়োজনীয়

বিষয়াদি স্বাধীনভাবে পড়িবে এবং সুশিক্ষিত ধনি সম্পদে মিশিয়া উচ্চশ্রেণীর সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবে। ভবিষ্যতে নিজ নিজ উচ্চপদের যোগ্যতালাভের পক্ষে ইহাই এখন তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহাদিগকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়াই ভাল। আর অনর্থক জনার্দ্দন বাবুর একজন দক্ষ কর্ম্মচারী কেন কলিকাতায় বসিয়া আছেন?—ইনি জয়রামপুরে ফিরিয়া যাউন। রামসদয় বাবুর উপদেশ নিয়া তিনিই ইহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন।

রামসদয়বাবু দেখিলেন, শূলপাণির পরামর্শ যুক্তিযুক্ত। তিনি জনার্দ্দন বাবুকে লিখিয়া এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। কর্ম্মচারী গৃহে গেলেন। ঘনশ্যাম ও হরগোপাল একেবারে স্বাধীন হইলেন। হরগোপাল রামতারণের সঙ্গে নানারূপ কুৎসিৎ আমোদপ্রমোদে মত্ত হইয়া প্রায় বাহিরেই থাকিত। শূলপাণি ঘনশ্যামকে লইয়া বাঙ্গালী সাহেব সমাজে ফিরিতেন।

পূর্ব্বে ছাত্ররূপে যে ব্যয়ের আবশ্যক হইত; এখন জমিদারপুত্ররূপে কলিকাতার সমাজে মিশিতে অনেক বেশী ব্যয়ের আবশ্যক। সুতরাং রামসদয় বাবু শূলপাণির পরামর্শ মত ইহাদের মাসিক খরচের বরাদ্দও অনেক বাড়াইয়া দিলেন।

কি ভাবিয়া জানি না, হরগোপালের উচ্ছৃঙ্খল দুশ্চরিত্রতায় শূলপাণি প্রথমে কোনরূপ বাধা দিবার চেষ্টা করেন নাই। যখন হরগোপাল একেবারে শাসন ও সংশোধনের সীমার বাহিরে গেল, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে রামসদয় বাবুর নিকট অভিযোগ করিতেন। রামসদয় বাবু হরগোপালকে ডাকিয়া উপদেশ দিতেন, তিরস্কার করিতেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, কোন ফল হইতেছে না; তখন জনার্দ্দন বাবুকে সব জানাইলেন।

জনার্দ্দনবাবু কলিকাতায় আসিলেন।

শূলপাণির উপদেশে ঘনশ্যাম পিতার সমক্ষে সাহেবীয়ানা একটু চাপিয়া রাখিলেন, এবং পিতার সঙ্গে যথাসম্ভব সশ্রদ্ধ বিনীত ভাবেই ব্যবহার করিলেন। সরল জনার্দ্দন কতক পরিমাণে জ্যেষ্ঠপুত্রের হিন্দুভাব-বিবর্জ্জিত সাহেবী ধরণ লক্ষ্য করিলেও মোটের উপর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজি ভাবাপন্ন কাল, কলিকাতার সমাজ এবং রক্তের তারল্য—ইহাতে সকল যুবকেরই এইরূপ একটু আধটু ঘটিয়া থাকে। রক্তের গাঢ়ত্ব আসিলে এবং বৈষয়িক ও সামাজিক দায়িত্ব স্কন্ধে পড়িলে, ও সব সারিয়া যাইবে।

কিন্তু হরগোপালের এমন উপদেষ্টা কেহ ছিল না। যে রাত্রিতে জনার্দ্দন কলিকাতায় পৌঁছিলেন, সে রাত্রিতে সে গৃহেই ফিরিল না। পরদিন প্রহরাধিক বেলায় প্রমত্তাবস্থায় বাসায় ফিরিয়া হরগোপাল দিন ভরিয়া ঘুমাইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জাগিয়া পিতা আসিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে সাক্ষাৎ না করিয়াই আবার পলাইল। পরদিন প্রাতে লোক পাঠাইয়া জনার্দ্দন বলপূর্ব্বক পুত্রকে বাসায় আনাইলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইলে অনেক তাড়না করিয়া তিনি তাকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

রামতারণও গ্রামে গিয়া জুটিল। পিতার উপদেশ ও শাসন উপেক্ষা করিয়া, ভয় ও লজ্জাসঙ্কোচ সব একেবারে ত্যাগ করিয়া, হরগোপাল আবার বহুবিধ কুক্রিয়ায় আত্মবিসর্জ্জন করিল। ক্রুদ্ধ জনার্দ্দন আর সহিতে পারিলেন না। পুত্রকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং উইল করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র ঘনশ্যামকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলেন। তরুণী স্ত্রী ও শিশু কন্যা লইয়া হরগোপাল রামতারণের সঙ্গে কোথায় চলিয়া গেল। তারপর যাহা হয়, পাঠক পাঠিকারা অবগত আছেন। হরগোপালের এই দুর্দ্দশার পর ঘনশ্যামেরও একটু ভয় ও চৈতন্য হইল।

উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য যে পিতা এক পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছেন, সাহেবীয়ানার জন্য কি তিনি আর এক পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না? ঘনশ্যাম এখন অবধি বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতেন। মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে যাইতেন। তখন, রোগশয্যার রোগী যেমন ঔষধ পথ্য খায়, কারাগৃহে কয়েদী যেমন কারার অনুশাসনে চলে, সেইরূপ কোনও মতে অতিকষ্টে কিছু পরিমাণে নেটিব চালে চলিতেন,—যেন পিতার চোকে একেবারে বিসদৃশ কিছু না ঠেকে।

আবার কলিকাতায় ফিরিয়াই রোগমুক্ত রোগীর মত, কারামুক্ত কয়েদীর মত, শান্তি স্বস্তি ও স্বাধীনতার তৃপ্তি অনুভব করিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গৌরী।

ঘনশ্যামের একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। হরগোপালের কন্যা অপেক্ষা এইটি প্রায় একবৎসরের বড়। স্ত্রীকেও কলিকাতায় নিজের কাছে নিজের সাহেবজীবনের সঙ্গিনী বিবি করিয়া রাখেন, কালকাতার মিস্-মিসেস সমাজে স্ত্রী সামাজিক নেতৃত্বপদ গ্রহণে তাঁহাকে গৌরবান্বিত করেন, এ বাসনা ঘনশ্যামের বরাবর ছিল। কিন্তু পিতার মত না হওয়ায় একটিবারের তরেও স্ত্রীকে আপনার সঙ্গে কলিকাতায় পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারেন নাই। জনার্দ্দন বলিতেন, কুলবধূর কলিকাতা প্রবাসে প্রয়োজন কি?

কন্যা জন্মিবার পর কন্যাকে বাল্যাবধিই নিজের কাছে রাখিয়া নিজের আদর্শে শিক্ষিত ও গঠিত করিবেন বলিয়া, স্ত্রী ও কন্যাকে কলিকাতায় আনিতে ঘনশ্যামের বড় আগ্রহ হইল। রামসদয় বাবুর দ্বারা পিতাকে অনেক অনুরোধ করাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ, রামসদয় বাবুর এ অনুরোধ কখনও গ্রাহ্য করিলেন না। হরগোপালকে ত্যাগ করিবার পর ঘনশ্যাম সাহস করিয়া আর এ কথা উত্থাপন করিলেন না; কিন্তু পিতার উপর মনে মনে বড় বিরক্ত হইয়া রহিলেন। ঘটনার পর ঘটনায় এ বিরক্তি ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

জনার্দ্দন নাত্নীটীকে বড় স্নেহ করিতেন। বিশেষ হরগোপালকে ত্যাগ করিবার পর তিনি এই বালিকাকে যেন চক্ষুর আড়াল করিতে

পারিতেন না। পূজা-আহ্নিকের সময়, আহারবিশ্রামের সময়, বিষয়কর্ম্মাদি সম্পাদনের সময়, সর্ব্বদা এই শিশু তাঁহার কাছে থাকিত। সময় সময় তিনি অতি আবেগে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতেন, চুম্বনের পর চুম্বনে তাহাকে হাঁপাইয়া কাঁদাইয়া ফেলিতেন। হরগোপাল ও তাঁহার স্ত্রী-কন্যার অভাবে প্রাণের যে বড় একটা ভাগ খালি হইয়া গিয়াছিল, তা সব যেন তিনি এই ক্ষুদ্র বালিকার দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে চাহিতেন। যখন বুঝিতেন, পারিতেছেন না,—তখন যেন একেবারে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিবার জন্যই এমন আবেগে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতেন।

আদর করিয়া বৃদ্ধ নাতিনীর নাম রাখিলেন, গৌরী। ইহাতে অবশ্য ঘনশ্যাম বড় চটিলেন। একে নেটিব নাম, তায় গৌরী! নামটিতে সেকালের সকল কুসংস্কার যেন পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনি নিজে কন্যাকে 'এমা' বলিয়া ডাকিতেন।

কন্যার মমতায় ঘনশ্যাম এখন কিছু ঘন ঘন বাড়ীতে আসিতেন। যখনই আসিতেন, কন্যার জন্য কত সুন্দর সুন্দর সাহেবী পোষাক কিনিয়া আনিতেন। সেই পোষাক পরাইয়া নিজে কন্যার হাত ধরিয়া নদীর পাড়ে মাঠের মাঝে বেড়াইতেন। জনার্দ্দন ইহাতে কিছু বলিতেন না। কিন্তু নিজের কাছে এ পোষাকে পৌত্রীর আগমনও পছন্দ করিতেন না। পুত্রবধূকে একদিন বলিয়া দিলেন, "মা, ও পাগল যা খুসী করুক্। তুমি আমার গৌরীকে গৌরীর সাজে আমার কাছে পাঠাইও, এমাবিবির সাজে নয়।"

বধূ মোক্ষদাসুন্দরীও পোষাক খুলিয়া লাল পেড়ে সাড়ী পরাইয়া, কপালে রক্ত চন্দন মাখাইয়া, মাথায় রক্ত জবার মালা পরাইয়া কন্যাকে শ্বশুরের নিকট পাঠাইলেন। গৌরী হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া পিতামহের কোলে উঠিয়া বলিল, "দাদামশাই, দাদামশাই, আমি এখন গৌরী।"

জনার্দ্দন হাসিয়া কহিলেন, "তুমি ত দিদি বরাবরই আমার গৌরী।"

গৌরী কহিল, "কই গো! বরাবর গৌরী থাকা চলে কই? বাবার কাছে যে এমা সাজ তে হয়।"

"এমা ভাল'না গৌরী ভাল, দিদি?"

"নাঃ, এমা ভাল নয়, গৌরীই ভাল। তুমি গৌরীই ভালবাস। না, দাদামশাই?"

"হাঁ।"

"কিন্তু বাবা যে এমা ভালবাসে?"

জনার্দ্দন জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি ভালবাস, দিদি?"

গৌরী কহিল, "আমিও গৌরীই ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি, বাবাকেও ভালবাসি। তবে কি জান—এমা ভালবাসিনে। বড় হ'লে—জেনো দাদামশাই, আমি আর এমা হব না, কেবল গৌরীই থাক্‌ব। বাবা ত ব'কবে না?"

জনার্দ্দন কহিলেন, "বড় হ'লে কি আর কেউ বকে?"

গৌরী কহিল, "তবে শোন দাদামশাই, চুপি চুপি তোমায় বলি—বাবাকে যেন ব'লে দিও না,—জান্‌লে?—বড় হ'লে—বাবা ত ব'কবে না—কেমন? তখন দেখো—আমি একদিনও এমা হব না, খালি গৌরী থাক্‌ব! বাবার কাছেও গৌরী থাক্‌ব। বাবা ত ব'কবে না?"

জনার্দ্দন কহিলেন, "বড় হ'লে ত তোর বে' হবে, বর আসবে।"

গৌরী জিজ্ঞাসিল, "কে বর আসবে দাদামশাই? সে ত এমা হ'তে ব'লবে না? আমি এমা ভালবাসিনে, গৌরী ভালবাসি।"

বৃদ্ধ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "না। তুই যেমন গৌরী ভালবাসিস, তোকে তেমনি ঠিক শিব ঠাকুরের মত বর এনে দেব।"

"হাঁ, তাই দিও। বেশ আলু থালু মত, জটা বাঁধা, বাঘ ছাল পরা।

আমি শিব ঠাকুর বড় ভালবাসি, দাদামশাই। তা—ওই সাপগুলো ত ফোঁস ফোঁস্ ক'রে খেতে আস্‌বে না ?"

জনার্দ্দন কহিলেন, "নারে, শিব ঠাকুরের সাপ কি শিব ঠাকুরের বউকে খাবে ? তোকে তারা মা ব'লে ডাক্‌বে।"

গৌরী কহিল, "ওমা কি হবে গো ! তবে কি আমি সাপের মা মনসা ঠাকৃরুণ হব ? গৌরীতেই বাঁচিনে গো, আবার মনসা !"

পৌত্রী পিতামহে এইরূপ অনেক আলাপ হইত।

গৌরী বড় হইতে লাগিল। পিতামহ গৌরীকে অনেক শ্লোক ও স্তব শিখাইলেন। তাঁহার পূজা আহ্নিকের সময় গৌরী তাহার কাছে বসিয়া স্তব পড়িত। কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে গৌরবে বৃদ্ধ পৌত্রীর স্তব তাহাদিগকে শুনাইতেন। পৌত্রীর হাত ধরিয়া দুই বেলা দেবালয়ে গিয়া তিনি প্রণাম করিতেন ; পৌত্রীকে দিয়া অঞ্জলি দেওয়াইতেন। নিজে সম্মুখে বসিয়া তাহাকে ছোট ছোট মেয়েলী ব্রত করাইতেন।

ঘনশ্যাম ইহাতে বড় বিরক্ত হইতেন। বুড়ো একেবারে মেয়েটার মাথা খাইল। এ সব কুসংস্কারপূর্ণ নেটিব ভাব লইয়া বালিকার কোমল তরল মন যদি একবার জমিয়া উঠে, তবে এ সব ছাঁকিয়া ফেলা দুঃসাধ্য হইবে। হায়, হায় ! নিজের এমন উচ্চ আদর্শে নিজের কন্যার জীবনই তিনি গঠন করিতে পারিতেছেন না ! কি দুর্ভাগ্য ! কন্যার কোমল হৃদয়-ভূমিতে বৃদ্ধ যে কণ্টকিত জঙ্গল জন্মাইতেছে, আর কি তিনি সে জঙ্গল তুলিয়া সেখানে বিলাতি ফুলের বাগান সাজাইতে পারিবেন ? কিন্তু উপায় নাই। বুড়ো বড় একগুঁয়ে। এত বড় সম্পত্তি,—এ সব একটু বা সহিতে চলিবে কেন ? দেখা যাক্ ! বুড়ো ত আর চিরজীবী নয়। এখন সংশোধন কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু চেষ্টায় কিনা হয় ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

---o---

গৌরীদান।

গৌরীর আট বৎসর বয়স হইল। জনার্দ্দনের বরাবর বাসনা, সাক্ষাৎ গৌরীর মত গৌরীকে গৌরীদান করিবেন। কিন্তু গৌরীকে তিনি বলিয়াছেন, শিবঠাকুরের মত বর আনিয়া দিবেন। এখন এমন বর কোথায় পাইবেন? বৃদ্ধ অনেক ছেলে দেখিলেন; কাহাকেও শিব-ঠাকুরের মত মনে হইল না। এদিকে অষ্টমবর্ষও ফুরাইয়া আসিল। বৃদ্ধ চিন্তিত হইলেন।

এই সময় সার্ব্বভৌমঠাকুর জয়রামপুরে কোন শিষ্যের বাড়ীতে আগমন করিলেন। মদন তাঁহার সঙ্গে আসিল। সেই শিষ্যবাড়ীতে মেনকার বাল্যকালে পরিচিতা এক দূর সম্পর্কীয়া মাতুলজা ভগ্নী ছিলেন। সহসা সেই ভগ্নীর সঙ্গে আত্মীয়তা ও বাল্যজীবনের ঘনিষ্ঠ সখিত্ব স্মরণ করিয়া মেনকা কিছু আম কাঁঠাল, মোয়া লাড়ু প্রভৃতি সামগ্রী সহ, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মদনকে খুল্লশ্বশুরের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌমঠাকুরের সঙ্গে জনার্দ্দনের পরিচয় ছিল। সুপণ্ডিত ও সাধুপুরুষ বলিয়া জনার্দ্দন সার্ব্বভৌমঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সার্ব্বভৌমঠাকুর যখনই জয়রামপুরে আসিতেন, জনার্দ্দন সদাসর্ব্বদা তাঁহার কাছে আসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

সার্ব্বভৌমঠাকুরের আগমনের পরদিন প্রাতঃকালে তিনি ও জনার্দ্দন দুইজনে বাহিরের গৃহের বারান্দায় বসিয়া আলাপ করিতেছেন, এমন

সময় মদন হাসিতে হাসিতে আসিয়া ডাকিয়া কহিল, "দাদামশাই, দাদা-মশাই, এই ছাথ!"

বৃদ্ধদ্বয় চাহিয়া দেখিলেন, মদনের গলায় মালার মত ভীষণ একটি মৃত সর্প দুলিতেছে, মাথায় আর একটি ঐরূপ মৃত সর্প জড়িত। হাতে প্রকাণ্ড লাঠি। মদন তখন সপ্তদশবর্ষীয়, বলিষ্ঠ, সুগঠিত, আয়ত উন্নতদেহ তরুণ যুবক। বর্ণ উজ্জ্বলগৌর। উজ্জ্বল মুখে, উজ্জ্বল চোখে উজ্জ্বল হাসি খেলিতেছে। অবিন্যস্ত ঘন কুঞ্চিত কেশ ফণীর কিরীটে শোভিত, পুষ্ট বলিষ্ঠ নগ্নদেহ ফণীর মালায় বেষ্টিত; পরিধানের শ্লথ বসন বসনগ্রন্থিতে কটিতে বদ্ধ!

জনার্দ্দন এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। গৌরী কাছেই বসিয়া ছিল। সে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদামশাই, দাদামশাই, ওই তোমার শিবঠাকুর!"

মুগ্ধ জনার্দ্দন আনন্দে গৌরীকে বুকে টানিয়া ধরিয়া কহিলেন, "তাই বটে দিদি, তাই বটে!"

মদন কহিল, "এই ছাথ দাদামশাই, কেমন দুই দুটো আস্ত কেউটে সাপ মেরে এনেছি!"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "দাদা, বড় দুঃসাহসিক কাজ ক'রেছ?"

মদন হাসিয়া উত্তর করিল, "দুঃসাহসিক কি দাদামশাই? হাতের কাছে লাঠি পেলে কি আর সাপকে ডরাই? আর লাঠি না পেলেই বা কি? যদি একবার লেজে ধরে ফেল্‌তে পারি, সাপ আর যায় কোথায়? দুই পাক দিয়ে আছড়ে এমন দশ বিশটা সাপ মেরে ফেল্‌তে পারি না? কেন, তোমার সামনেও ত একদিন লেজে ধরে ঘুরিয়ে একটা সাপ মেরে ফেলেছিলাম, মনে নাই?"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "তা বটে। তা যাও দাদা, এখন সাপ ফেলে

দিয়ে স্নান করগে। পাপ মেরে অমন গায় মাথায় আর কখনও প'রোনা।"

মদন গেল। জনার্দ্দন কহিলেন, "সার্ব্বভৌমঠাকুর!"

"কি মৈত্র মহাশয়?"

"এই ছেলেটী কে?"

সার্ব্বভৌম ঠাকুর মদনের সব পরিচয় দিলেন।

জনার্দ্দন কহিলেন, "সার্ব্বভৌম ঠাকুর, আমার গৌরীকে এই দেখিতেছেন। এই শিব ঠাকুরের হাতে ওকে আমি গৌরীদান করিতে চাই।"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "হাঁ, এই শিবই এই গৌরীর যোগ্য। তবে বালকের মাতার মত আবশ্যক।"

"কিন্তু আপনিই ত অবিভাবক, আপনি সম্বন্ধ স্থির করিলে কি তিনি আপত্তি করিবেন?"

"না। বউমা আমার নিতান্ত অনুগতা; মদনের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আমার।"

জনার্দ্দন কহিলেন, "তবে আর কি? আপনি বলুন, আমার গৌরীকে আপনার ঘরে নিবেন। আমি নিশ্চিন্ত হই।"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "আচ্ছা, তাই হইবে। গৌরীর সঙ্গেই মদনের বিবাহ দিব।"

জনার্দ্দন কহিলেন, "গৌরীর অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হইয়া আসিল। আগামী মাসেই বিবাহ দিতে চাই।"

সার্ব্বভৌম ঠাকুর তাহাতেই সম্মত হইলেন। একদিনে এক আসনে এক কথায় বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

সার্ব্বভৌম ও জনার্দ্দন উভয়েই সেকেলে ধরণের লোক। ছেলের

পাশের হিসাব করিয়া নগদ পণ, অলঙ্কার, বরসজ্জা সম্বন্ধে দরদস্তুরের কথা তাঁহারা জানিতেন না। উভয়েই বুঝিলেন, যোগ্যপাত্রে যোগ্যকন্যাদান হইবে; আর অধিক কথা নিষ্প্রয়োজন।

পৌত্রীর বিবাহে পুত্রের মতামত জিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজন আছে, জনার্দ্দন এরূপ মনে করিলেন না। তিনি বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া দিন দেখিয়া বিবাহের আয়োজন আরম্ভ করিলেন। যথাসময়ে পুত্রকে সংবাদ দিলেন, অমুক তারিখে অমুক স্থানের অমুক ঘরের অমুক পাত্রে গৌরীর বিবাহ হইবে, তুমি সময় মত বাড়ীতে আসিবে।

ঘনশ্যাম সংবাদ পাইয়া ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া শূলপাণিকে ডাকাইলেন। শূলপাণি আসিলে বাছা বাছা ইংরেজী গালিতে পিতাকে অভিহিত করিয়া সহস্রবার পিতার মৃত্যু কামনা করিলেন।

শূলপাণিও শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু উপায় নাই। এ বিবাহ ভঙ্গ করার চেষ্টা করা আর ঘনশ্যামের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়া একই কথা। তিনি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কি আর করবে? বিবাহ বন্ধ করা অসম্ভব। বুঝিয়ে ফল হবে না। জোর করতে গেলেও তোমার হরগোপালের দশা হবে। বাড়ী যাও, শান্ত ভাবে বিবাহ দেখে এস গে। বুড়োকে অনর্থক চটিও না।"

"বাড়ী যাব! কখনও না। উপস্থিত থেকে এ বিবাহে অনুমোদন আমি কখনও ক'রব না। যদি তা করি, তবে শেষে এই বিবাহ অগ্রাহ্য ক'রতে কখনও পারব না।"

"এ বিবাহ তবে তুমি অগ্রাহ্য করবে?"

"ক'রব না? তুমি ভেবেছ কি শূলপাণি? এদ্বাকে কখনও আমি ম্যারেজ ব'লে মনে ক'রব না। আমার হাতে যদি তাকে কখনও পাই, আমার আদর্শে যদি কখনও তার জীবন গঠন ক'রতে

পারি,—ফের তাকে আমি যোগ্য পাত্রে বিবাহ দেব, যদি তা কোন মতে সম্ভব হয়।”

শূলপাণি আর কিছু বলিলেন না। ঘনশ্যাম কন্যার বিবাহে বাড়ীতে গেলেন না। কোন পত্রও লিখিলেন না। জনার্দ্দনও পুত্রের অনুপস্থিতি ও অসন্তোষ—কিছু মাত্র গ্রাহ্য করিলেন না। যথাসময়ে মদনের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের এক বৎসর পরে জনার্দ্দনের মৃত্যু হইল। তখন আর ঘনশ্যামকে পায় কে? শ্রাদ্ধের পরেই স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া তিনি কলিকাতায় গেলেন। স্ত্রীকে বিবি সাজাইলেন। কন্যাকে বিবি মেয়ে সাজাইয়া কোনও সাহেবী স্কুলে পড়িতে দিলেন। গৌরীর দাদা-মহাশয় এখন নাই, নিজেও সে বড় হয় নাই। সুতরাং পিতার ইচ্ছামত তাকে এখন এমা হইতেই হইল। বিবাহ ও দ্বিরাগমন এই দুই উপলক্ষে ৫।৬ দিন মাত্র সে শ্বশুরগৃহে ছিল। শ্বশুরগৃহের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধের স্মৃতি তার মনে তখনও নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। তবে মদনের সেই উজ্জ্বল হাসিমাখা শিবঠাকুরের মূর্ত্তি তার বালিকাহৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়াছিল। সে ছবি সহজে মুছিবার নয়, মুছিলও না।

মেনকা শুনিয়া বড় রাগিলেন, বকিলেন। বধূকে আনিবার জন্য কলিকাতায় লোক পাঠাইলেন। কিন্তু ঘনশ্যাম কহিলেন, সে অসভ্য পাড়াগেঁয়ে ঘরের সঙ্গে তাঁহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। তাঁহার পিতা কি করিয়াছেন, তিনি জানেন না। তিনি নিজে তাঁর কন্যার বিবাহ সেখানে দেন নাই। তাঁহার কন্যাকে বধূ বলিবার আস্পর্দ্ধা যেন তাহারা না রাখে। এইরূপ আরও কত কি বলিয়া নিতান্ত কটুবাক্যে তিরস্কার করিয়া মেনকার প্রেরিত লোকটিকে তিনি বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। একবার বসিতেও বলিলেন না।

মেনকা পাড়া মাতাইয়া, গ্রাম উলটপালট করিয়া কয়েক দিন ক্রমাগত অজস্র গালিবর্ষণ করিলেন। কিন্তু তাহা ঘনশ্যাম কি ঘনশ্যাম-জায়ার কর্ণে পৌছিবার সম্ভাবনা ছিল না। বৃদ্ধ জনার্দ্দন পরলোকে, সে পর্য্যন্ত মেনকা নিজে একবার গিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারিতেছেন না। তবে আকাশে বাতাসে মিশিয়া এ গালি সেখানে পৌছিল কিনা, ইহলোকের পরলোকের দেবতা যিনি, তিনিই জানেন।

দুই এক বৎসরের মধ্যেই ঘনশ্যাম-জায়া মোক্ষদাসুন্দরীরও মৃত্যু হইল। ঘনশ্যাম আর বিবাহ করিলেন না। মিস্ বোনার্জ্জি নাম্নী একজন বর্ষীয়সী বিলাত-প্রত্যাগতা কুমারীকে তিনি কন্যার শিক্ষয়িত্রী ও অভিভাবিকা নিযুক্ত করিলেন।

মাতার অভাবে ও মিস্ বোনার্জ্জির প্রভাবে এমা বিবিয়ানা সাজ-পোষাক ও চালচলনে বেশ অভ্যস্তা হইয়া উঠিল। এখন সে আর শ্রীমতী গৌরী দেবী নয়, মিস্ এমা ময়টার। বলা বাহুল্য, ঘনশ্যাম তাঁহার মৈত্র পদবীটা একটু বদলাইয়া তাহাকে সাহেবী 'ময়টারে' নামান্তরিত ও রূপান্তরিত করিয়াছেন।

কিন্তু, বিবাহিতা কন্যা 'মিস্' কেন? ঘনশ্যাম কন্যার বিবাহ কখনও স্বীকার করিতে চাহিতেন না। কন্যাও কখনও আপনাকে বিবাহিতা বলিয়া মনে না করে,—স্বামীর কথা, শ্বশুর বাড়ীর কথা কখনও তার মনে না উঠে, এজন্য তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন।

এদিকে মেনকা ঠাকুরাণী মদনকে আবার বিবাহ দিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মদন কিছুতেই আর বিবাহ করিল না। [illegible] বিবাহিতা স্ত্রীকেও ফিরিয়া পাইবার কোনরূপ চেষ্টা করিল না। [illegible] বিবি বউয়ের কথা ভাবিতেও তার ভয় হইত।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০*০:—

মাণিকের চাকুরী।

মদনের বিবাহের পর ২।৩ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। মদন ও মাণিক এখন জেলার স্কুলে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পড়ে। অতদিন সহরে থাকিয়াও তাহাদের সরল গ্রাম্যতা কিছু মাত্র সংস্কৃত বা পরিমার্জ্জিত হয় নাই। এখনও তাহারা খালিপায়ে খালিগায়ে, আশে পাশের গ্রাম্য অঞ্চলে পথে পথে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত, খেলিত, ঘোড়ায় চড়িত, গাছে উঠিত, নদী সাঁতরাইয়া এপার ওপার হইত। কোথাও আগুন লাগিলে সকলের আগে কোমর বাঁধিয়া তারা ঘরের চালে উঠিত, কেহ মরিলে গামছা কাঁধে লইয়া আগে শ্মশানে যাইত; মারামারি লাগিলে বিপন্নপক্ষের রক্ষায় সকলের আগে লাঠি ধরিয়া উপস্থিত হইত। প্রথমযৌবনে সুস্থ সুপরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ দেহের এবং সাহস ও তেজে ভরা সরল প্রাণের উদ্দাম রাজসিক শক্তির এই নিয়ত পরিচালনায় কেহ উৎপীড়িত কখনও হইত না, বরং আপদ বিপদে অনেকে উপকৃতই হইত। এদিকে স্কুলের পড়াশুনাও তারা মন্দ চালাইত না; শিক্ষকবর্গের অবাধ্যতা বা অসম্মান কখনও করিত না, পথে ঘাটে অনর্থক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া সহরের ভদ্রলোকদের বিরক্তি কখনও উৎপাদন করিত না। সুতরাং শিক্ষক ও অন্যান্য বাহিরের ভদ্রলোক সকলেই তাহাদিগকে স্নেহ করিতেন।

এইরূপ দিন যাইতে লাগিল। একদিন এক যাত্রার আসরে বড় একটা মারামারি হইয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কয়েকজন লোকের মাথাও ফাটিল। ছেলের দল এক পক্ষে সংসৃষ্ট ছিল। মদন ও মাণিক ছেলের

দলের সর্দার রূপে ধরা পড়িল। কেহ যে তাহাদিগকে ধরিয়াছিল তাহা নয়। অনুসন্ধানের সময় নির্ভীক ভাবে মুক্তকণ্ঠে তাহারা সব স্বীকার করিল। স্কুলের ইনেস্পেক্টরের আদেশে তাহারা স্কুল হইতে তাড়িত হইল।

কোন্ মুখে এখন বাড়ীতে যাইবে? সুতরাং মদন ও মাণিক পলায়ন করিল। কিন্তু ৫।৬ মাসের মধ্যেই সারঙ্গোর প্রেরিত লোকের হাতে ধরা পড়িয়া দুইজনে লজ্জায় অধোবদনে গৃহে ফিরিল। হারাধন ফিরিয়া পাইয়া জননীরা কৃতার্থ হইলেন। বিশেষ কোন লাঞ্ছনা কাহারও সাক্ষাতে হইল না।

মদনের যথেষ্ট বহ্মোত্তর জমি ও শিষ্য যজমান আছে, তাহার দিন সচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে, যাইবে? কিন্তু মাণিক এখন কি করে? সদ্বংশে জন্মিয়াও ইতরনারীর মত দাসীবৃত্তি করিয়া জননী এত দিন তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন; শিক্ষার ব্যয় চালাইয়াছেন। শিক্ষার ব্যয়ের কি এই ফল হইল। জননীর দাসী-বৃত্তিতে উপার্জ্জিত অর্থ সে এমন বৃথা ব্যয় করিল। অনুতাপে মাণিকের অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু যার দোষেই হউক, যাহা ঘটিয়াছে তাহার আর প্রতিকারের উপায় নাই। এখন সে, এই ২০।২১ বৎসর বয়সে, এত বড় দেহপিণ্ড বহিয়া ঘরে বসিয়া কোন্ লজ্জায় জননীর দাসী-বৃত্তির অর্জ্জিত অন্ন মুখে তুলিয়া দিবে ধিক্, তার জীবনে! উপবাসের সহস্র মরণও কি ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে? কিন্তু সে কিই বা করিবে? আর লেখা পড়া শিখিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। এই অল্পবিদ্যা লইয়া কি চাকরীই বা সে করিবে? সেই চাকরীই বা কে তাহাকে দিবে?

ভাবিয়া ভাবিয়া অতিকষ্টে মাণিকের কয়েক মাস গেল। মদন শিক্ষ-বাড়ী গিয়াছে, মাণিক একা, মন বড় খারাপ। একদিন প্রাতঃকালে

নদীর পাড়ে বসিয়া মাণিক অনেকক্ষণ একমনে কি ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে শেষে সহসা তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মলিন মুখে উজ্জ্বল একটা প্রফুল্লতা ভাতিয়া উঠিল। বহুদিন অসুখ সমস্যার পরে সে যেন সহসা কোন সুখসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মনে অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দ বোধ করিল। মাণিক উঠিয়া বাড়ীতে গেল। সকালে খাইয়া কোথায় চলিয়া গেল। সন্ধ্যার পর ক্লান্তদেহে গৃহে ফিরিয়া জননীর হাতে একটি টাকা দিল।

বিস্মিতা জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি মাণিক! টাকা কোথায় পেলি? সারাদিন তুই কোথায় ছিলি!"

মাণিক একটুকু হাসিয়া উত্তর করিল, "টাকা রোজগার ক'রে এনেছি মা। রোজগার ক'ত্তে হ'লে কাজে বেরিয়ে যেতে হয় না? তাই সারাদিন বাইরে ছিলাম।"

"রোজগার ক'রে এনেছিস্! কোথায়? কি কাজে? একদিনে একটাকা রোজগার হ'ল, এমন কোথায় কি কাজ তুই পেলি?"

মাণিক কহিল, "এখন কিছু ব'ল্‌ব না মা। মদনদা শিমু বাড়ী থেকে ফিরে আসুক্, তখন সব ব'ল্‌ব। এখন আমায় পেড়াপীড়ি ক'রো না। তুমি আর কাজে বেরিও না। রোজ আমি এক টাকা, পাঁচসিকে, দেড় টাকা ক'রে আন্‌তে বোধ হয় পার্‌ব। এতে আমাদের বেশ চ'লে যাবে।"

জয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না। অতি বিস্ময়ে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মাণিক কি ক'রে? রোজ এক টাকা, দেড় টাকা করিয়া আনিতে পারিবে, এমন কি কাজটা সে কোথায় পাইল?

জয়ার এই নীরব চিন্তা দেখিয়া মাণিক হাসিয়া কহিল, "মা, তুমি কি ভাবৃছ? তোমার ভয় নাই। আমি চুরী ডাকাতী করি নাই, ভিক্ষাও করি নাই।

জয়া কহিলেন, "চুরী ডাকাতী কি ভিক্ষা করিস্ নাই, কি ক'র্‌বি না, তা' জানি। কিন্তু আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—হাঁ মাণিক, তুই মুটে মুজুরী করিস্ নাই ত' ?"

"এত অধীর হ'চ্ছ কেন মা ? মদন দা আসুক্ না ? সব জান্‌বে।"

"তবে তাই ক'রেছিস্, তাই ক'র্‌বি ঠিক ক'রেছিস্ ?"

মাণিক আবার হাসিয়া কহিলেন, "যদিই তা করি, কি এমন দোষ তায় মা ? তুমি কি পরের দাসী-বৃত্তি কর না ? আমি এখন বড় হ'য়েছি, তুমি দাসী-বৃত্তি ক'রে আমায় খাওয়াবে, তাব চেয়ে কি মুটে মুজুরী করাও আমাব ভাল নয় ?"

"মাণিক !"

জয়ার চক্ষে জল আসিল।

মাণিক কহিল, "কাঁদছ কেন মা ? কারও গলগ্রহ না হ'য়ে, তুমি যদি স্বাধীন ভাবে নিজের শরীর খাটিয়ে এতদিন আমাকে প্রতিপালন ক'ত্তে পেরেছ, আমি শরীর খাটিয়ে কি এখন তোমায় প্রতিপালন ক'ত্তে পার্‌ব না ? লেখাপড়া হ'ল না,—স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর হবেও না। ভদ্রলোকের ছেলের মত চাক্‌রী আমার জুটবে না। টাকা নাই, ব্যবসাবাণিজ্যও কিছু কত্তে পার্‌ব না। এখন বড় হ'য়েছি ; শরীর আছে, শরীরে শক্তি আছে। এই শরীর আর শরীরের শক্তি নিয়ে আমি ঘরে ব'সে থাক্‌ব,—আর তুমি পরের ঘরে দাসী-বৃত্তি ক'রে আমায় খাওয়াবে, তার চেয়ে কি মুটে মুজুরী করা আমার বেশী দুঃখের ? শরীর খাটিয়ে খাওয়া, শরীর খাটিয়ে ছেলেকে প্রতিপালন করা যদি তোমার পক্ষে হীনতা না হ'য়ে থাকে, তবে তোমার ছেলে আমি—আমার পক্ষে শরীর খাটিয়ে খাওয়া আর শরীর খাটিয়ে মাকে প্রতিপালন করায় কি কোন হীনতা হবে ? আমি তোমার বয়স্ক ছেলে, পরিশ্রম

ক'রে তোমাকে প্রতিপালন ক'র্ব, তা না ক'রে যদি অলস হ'য়ে ঘরে ব'সে থেকে তোমার পরিশ্রমে প্রতিপালিত হই, তার চেয়ে হীনতা কি আমার মুটেমুজুরীতে হবে? মা, চিরদিন সমান তেজে তুমি খেটে এসেছ। এতটুকু হীনতা নিজে কখনও সইতে পার নাই। একটি পয়সার জন্য কারও মুখাপেক্ষী হও নাই। আজ নিজের ছেলেকে এমন হীনতার মধ্যে রাখ্বে? সামর্থ্য থাক্তে মার দাসী-বৃত্তির অন্ন খাওয়াবে?"

মাণিকের কথার যৌক্তিকতা জয়া বুঝিতে পারিলেন। ধীরে ধীরে অশ্রুজল মুছিয়া একটি অতি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, "তবে মুটেমুজুরীই কর্‌বি?"

"হাঁ মা!"

কালিকাপুরের ৪।৫ মাইল দূরে, নদীর তীরে বড় একটি রেলওয়ে ষ্টেশন এবং বন্দর ছিল। অনেক মাল সেখানে উঠিত নামিত; অনেক কুলি মুজুর খাটিত। মাণিক কুলির বেশ ধরিয়া সেখানে মাল উঠাইয়া নামাইয়া একটি টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছিল। প্রথম দিন অনভ্যাস বশতঃ তেমন বেশী খাটিতে পারে নাই। কিন্তু সে দেখিল, ক্রমে আরও কিছু বেশী খাটিতে পারিবে, আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবে। রোজ ৭।৮ ঘণ্টা করিয়া মাল টানিতে পারিলে, মাসে অন্ততঃ ৪০৲ টাকার কম রোজগার হইবে না। সে স্থির করিয়াছিল, যত দিন আর কোন সুবিধা না হয়, এইরূপ কুলির কাজই করিবে। মাকে মাণিক সব বুঝাইয়া বলিল।

জয়া কহিলেন,—"বাবা, আমি নিজে জল তুলে, ভাত রেঁধে আর ধান ভেণে পয়সা আনি, আর তুমি ঘরে বসে খাও,—একথা তোমায় বল্‌তে পারি না। সত্যই শরীর থাক্‌তে এমন হীন হ'য়ে কেন তুমি থাক্‌বে? কিন্তু বাবা, আজীবন কি এম্‌নি কুলিগিরি ক'রেই কাটাতে হবে?"

"আজীবন কাটাতে হ'বে কেন মা? কিছু কিছু ক'রে বাঁচাব। হাতে কিছু টাকা হ'লেই কিছু ক্ষেতখামার ক'র্‌ব, না হয় কোন ব্যবসা কর্‌ব।"

জয়া কহিলেন,—"তবে আমিও আরও কিছুদিন খাটি, দুজনের রোজগারে পয়সা বেশী হবে, বেশী টাকা জম্‌বে। শীঘ্রই তোর ব্যবসার টাকা হবে।"

"না মা, আর তোমার খেটে কাজ নাই। না হয় দুদিন দেরীই হ'ল।"

জয়া উত্তর করিলেন,—"বাবা, আমি তোর মুটেমুজুরীতে ত বাধা দিচ্ছি না? তুইও আমায় বাধা দিস্ না। এত দিন খেটেছি; আরও কিছু দিন না হয় খাটুলুম। তোর ব্যবসার টাকা হ'ক্, মুটেমুজুরী ফুরোক। নিতান্ত দায় ঠেকে তোর এই শাস্তি আমায় সইতে হ'বে; নইলে একদিনও কি সইতাম?"

"এ কি শাস্তি হ'ল মা?"

"মাণিক, আর কথায় কাজ নাই। মার প্রাণ তুই কি বুঝ্‌বি? আমায় আর ব্যথা দিস্‌নি।"

মাণিক আর কিছু বলিল না। জয়াও উঠিয়া মাণিকের ভাত বাড়িতে গেলেন।

মাণিক প্রত্যহ সকালে খাইয়া যাইত। রাত্রিতে ফিরিয়া আসিত। সে যে মুটেগিরি করে, গ্রামে লোকে তাহা জানিতে পারিল না। মাণিক ছদ্মবেশে মোট বহিত; হিন্দি কথা কহিত। গ্রামের পরিচিত লোকেরও মোট বহিয়াছে; কিন্তু কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই। মাণিক নিজে এরূপ আত্মগোপন প্রয়োজন মনে করিত না। কিন্তু গ্রামে এ কথার আলোচনা হইলে, মাতা কষ্ট পাইবেন, তাই সে ছদ্মবেশ ধরিয়াছিল।

কতদিন পরে মদন গৃহে ফিরিল। মাণিক তাহাকে সব বলিল। মদন শুনিয়া প্রথমে ক্ষুব্ধ হইল। মাণিককে বাধা দিতে চাহিল। কিন্তু কি বলিয়া সে বাধা দিবে? মাণিককে সে কোন চাকরী জুটাইয়া দিতে পারিবে না। মেনকা দুহাতে খরচ করিতেন, ঘরে নগদ টাকা কিছুই নাই, মাণিককে কোন ব্যবসায়ের মূলধনও সে ধার দিতে পারে না। মাণিক ও জয়াকে সে নিজের গৃহে অন্নবস্ত্রদানে প্রতিপালন করিতে পারে, কিন্তু কোন্ মুখে এমন কথা সে মাণিককে বলিবে? বলিলেই বা তাহারা তাহার গলগ্রহ হইতে চাহিবে কেন? মদন কোন বাধা দিল না; উৎসাহ বাক্যে মাণিককে কহিল,—"আচ্ছা মাণিক, তুমি যা ক'চ্চ, কর। লোকে যাই মনে করুক, মনুষ্যত্বে এতে তুমি ছোট হ'বে না। বুঝেও বুঝি না, তাই মনে করি, মাণিককে শেষে এমন ছোট কাজ ক'ত্তে হ'ল? মানুষের মত মানুষ যে, ভাতকাপড়ের জন্য অন্যের গলগ্রহ, অন্যের অনুগ্রহ-প্রার্থী না হ'য়ে, স্বাধীনভাবে আপন শক্তিতে যাই কেন করুক না, তাতে সে ছোট হয় না। মনে যে ছোট, রাজা হ'লেও সে ছোটলোক। মন যার বড়, মুটেমুজুরীতেও সে রাজা।"

আপন কার্য্যে মদন দার অনুমোদন পাইয়া মাণিক বড় সুখী হইল।

এইরূপে প্রায় বৎসরাধিক চলিয়া গেল। একদিন সেই বন্দরের নীচে নদীতে একটি সাহেব ও মেম জালিবোটে যাইতেছিলেন। মাণিকের হাত খালি ছিল। সে নদীর তীরে দাঁড়াইয়া জালিবোটে সাহেবের নৌকা-চালনা কৌশল দেখিতেছিল। আকাশে মেঘ ছিল। সহসা চক্ষু ধাঁধিয়া বিদ্যুৎ চমকিল, ভীম গর্জ্জনে বজ্রধ্বনি হইল, একটা দম্‌কা বাতাস উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। একখানি বড় পালের নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া ঘুরিয়া জালিবোটের উপর পড়িল। জালিবোট উলটিয়া গেল, সাহেব মেম জলে পড়িলেন। মাঝিরা সামলাইতে পারার

আগেই পালের নৌকা সহসা আবার ঠিক হইয়া যেন উড়িয়া দূরে চলিয়া গেল। পাড়ের লোক সব 'হায়'—'হায়' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু অমন ঝড় তুফানের মধ্যে কেহই জলে ঝাঁপাইয়া সাহেব মেমকে রক্ষা করিতে সাহস করিল না। মাণিক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া লাফাইয়া জলে পড়িল। সাঁতরাইয়া গিয়া সাহেব মেমকে দুই হাতে ধরিয়া নদীর অপর পারে উঠিল; এই দুর্ঘটনা অপর পারেব কাছেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু সন্তরণের বেগে ও তরঙ্গের আঘাতে মাণিকের পরচুলা ও নকল গোঁফ দাড়ী সব ভাসিয়া গেল, অঙ্গের মলিনতা ধৌত হইল। সাহেব জলে পড়িয়াই সাহায্যের জন্য তীরের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিতেছিলেন। কুলী-রূপী মাণিককে তিনি জলে নামিতে দেখিলেন। কুলির পরচুলা গোঁপ দাড়ী ভাসিয়া গেল, ধৌত মলিন অঙ্গে উজ্জ্বল কান্তি ফুটিল,—সব সাহেব লক্ষ্য করিলেন। এপারে দোকানপাট কিছু ছিল না। একটি আমগাছের তলায়, এক ভাঙ্গা কুটীরে সাহেব ও মেমকে লইয়া মাণিক গিয়া উঠিল। একটু সুস্থ হইয়া এবং মেমকে সুস্থ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বাবু, তুমি কে?"

মাণিক কহিল, "আমি বাবু নই, কুলি।"

মাণিকের যে কুলির রূপ দূর হইয়াছে, বিপন্নের রক্ষায় মনের একাগ্রতা ও আগ্রহাতিশয্যে এ পর্য্যন্ত মাণিক তাহা বুঝিতে পারে নাই। সাহেবের কথায় উত্তর দিয়াই মাণিক মাথায় হাত দিয়া বুঝিল পরচুলা নাই, মুখে হাত দিয়া বুঝিল নকল গোঁফ দাড়ী নাই, শরীরের দিকে চাহিয়া দেখিল রঙ্ বাবুর মত ফরসাই—কুলির মত কাল নয়। শঙ্কিত হইয়া বাহিরের দিকে চাহিল। মেঘ বাতাস বৃষ্টিতে অপর পারের লোক ততদূরে তাহাকে চিনিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। মাণিক তখন

একটু হাসিয়া সাহেবের দিকে চাহিল। সাহেবও হাসিয়া কহিলেন, "এখন বুঝিতে পারিলে বাবু? তুমি বাবু হইয়া কুলি সাজিয়াছিলে.; কুলির সাজ সব জলে ভাসিয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলে হইয়া তুমি কুলি সাজিয়াছিলে কেন? একি তোমার সখ?"

"সখ নয় সাহেব, দায়।"

"দায়! তোমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা কি দায় ঠেকিয়া কুলিগিরি করে?"

"আমি ত করিয়াছি।"

"তা ত দেখিতেই পাইতেছি। কেন, কি, দায়ে তুমি কুলি হইয়াছ? আমাকে সব বল, আমাকে তোমার বন্ধু বলিয়া মনে করিও।"

মাণিক সকল কথা সাহেবকে খুলিয়া বলিল।

নিত্য পরানুগ্রহপ্রার্থী, নিয়ত কেরাণীগিরির উমেদার, বঙ্গীয় যুবকের পক্ষে এরূপ অদৃষ্টাশ্রুত-পূর্ব্ব আত্মনির্ভরতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সহৃদয় সাহেব বড় প্রীত হইলেন। মাণিকের পুরুষোচিত দেহসৌষ্ঠবে, বিপন্নরক্ষায় বীরোচিত এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ইতিপূর্ব্বেই তিনি মুগ্ধচিত্তে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এখন আদরে ও স্নেহে মাণিকের হাত ধরিয়া ঝাঁকিয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তিনি কহিলেন, "বাবু, আমি এক বড় সওদাগরী কুঠির ম্যানেজার। তোমার জেলার সহরে আমাদের বড় একটা কুঠি আছে, সেখানেই থাকি। তোমাকে সেখানে চাকরী দিতে পারি। আপাততঃ ৪০৲ টাকা বেতন দিব। তুমি যেরূপ চতুর ও সাহসী, তাহাতে শীঘ্র উন্নতি করিতে পারিবে। তুমি এই চাকরী লও। তোমার মা বোধ হয় ইহাতে সুখী হইবেন।"

মেমসাহেবও কহিলেন, "হাঁ বাবু, তুমি এই কাজ কর। তোমার মা কখনও তোমাকে কুলি দেখিয়া সুখী হইতে পারেন না। তুমি

চাকরী কর। তোমার মা আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন। আজ আমাদের প্রাণ বাঁচাইয়াছ, সামান্য উপকার করিয়া তোমার মার আশীর্ব্বাদ পাইলে আমরা সুখী হইব।"

মাণিক চাকরী লইতে স্বীকৃত হইল। ঝড় বৃষ্টি কমিলে একটা নৌকা ডাকিয়া মাণিক সাহেব মেমকে অপর পারে পৌঁছাইয়া দিল। নৌকার মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, সে কুলি কোথায় গেল?"

মাণিক উত্তর করিল, "কুলি ডুবিয়া মরিয়াছে। আমি ওপারে ছিলাম, সাহেব মেমকে ধরিয়া তুলিয়াছি।"

সাহেব মেম হাসিয়া উঠিলেন। মাণিককে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহারা ষ্টেশনের দিকে গেলেন। মাণিক এই আনন্দের সংবাদ লইয়া গৃহে ফিরিল।

দুই একদিন পরেই চাকরী লইয়া মাণিক জেলায় গেল। মাণিকের চাকরী পাওয়ার পর জয়া আর কাজ কর্ম্ম করিতেন না। মাণিক এখন চাকরী করে, দশজনের একজন হইয়াছে। কেন আর তিনি দশ দুয়ারে খাটিয়া তার মুখ ছোট করিবেন?

অনেক দুঃখের পর পুত্রগৌরবে গৌরবিনী জননী আপন সমাজে আপনার স্থান অধিকার করিয়া ধন্য হইলেন।

আরও দুই তিন বৎসর চলিয়া গেল। মাণিকের বেতন এখন ৪০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা হইয়াছে।

জয়া মাণিককে বিবাহ দিতে চাহিলেন। কিন্তু মাণিক বিবাহ করিল না। মদন দার বউ নাই, সে বউ লইয়া ঘর করিবে? যদি মদন দা কখনও বউ আনে বা বিবাহ করে মাণিকও তখন বিবাহ করিবে; আগে নয়; জয়াও আর পীড়াপীড়ি করিলেন না।

এই স্থলে আমাদের পূর্ব্বকাহিনীও শেষ হইল। পাঠক, স্মরণ রাখিবেন, আমরা আবার আখ্যায়িকার প্রারম্ভে বর্ণিত ঘটনার সময়ে আসিয়া পড়িলাম।



দশম পরিচ্ছেদ।

বামুণ চাষা।

একদিন অপরাহ্নে মদন গৃহপ্রাঙ্গণে একটি নারিকেল গাছে ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছে। ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে মদনের বেশবিন্যাসবিহীন, স্বভাবসুন্দর স্ফুটনোন্মুখ পুরুষ-শ্রী দেখিয়া মুগ্ধ জনার্দ্দন তাহার হাতে একমাত্র স্নেহের ধন গৌরীকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সে শ্রী এখন পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে। দীর্ঘ, উন্নত, পূর্ণায়ত, সুগঠিত বলিষ্ঠ নগ্নদেহে পুরুষত্বের পূর্ণ শ্রী ধরিয়া মদন দাঁড়াইয়া আছে। সে শ্রী এখনও তেমনই স্বভাবসুন্দর, বেশপারিপাট্যের চিহ্নমাত্রবিহীন। শিরে কুঞ্চিত ঘন কেশদাম তেমনই অবিন্যস্ত, আলুথালু শির ভরিয়া লুণ্ঠিত, শ্লথ বসন তেমনই বসনগ্রন্থিতে কটিতে বদ্ধ। মদন এখনও তেমনই শিবঠাকুর, কেবল বিশাল বক্ষে কন্ঠীর মালার স্থলে শুভ্র উপবীত দুলিতেছে। আয়ত লোচনে সেই উজ্জ্বল সুস্মিত দৃষ্টি, শ্মশ্রুমুণ্ডিত সুন্দর মুখে ঘনকৃষ্ণ গুম্ফরাজি বীরশ্রী-ময় একটা তেজোদ্দীপ্ত পৌরুষের ভাব বিকাশ করিতেছে।

হায় গৌরী! একবার যদি তুমি এই গ্রাম্য ব্রাহ্মণযুবকের পুরুষ-শ্রীর পূর্ণ-বিকাশময় দেহ-গৌরব দেখিতে,—জানি না তোমার পিতৃগৃহে অভ্যস্ত কৃত্রিম মার্জ্জিত রুচিসকল প্রবল স্রোতে বালির বাঁধের মত ভাসিয়া যাইত কি না, মুগ্ধপ্রাণে তুমি স্বামীর পদতলে লুটিয়া পড়িতে কি না।

মদন নারিকেল গাছে হেলিয়া দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছে। সহসা দূরে মেনকার তীব্র কণ্ঠের অতি তীব্র তিরস্কারধ্বনি শ্রুত হইল। সে ধ্বনি অতি দ্রুত নিকটে আসিতেছে। মেনকা যেন কেন বড় রাগিয়া বকিতে বকিতে ধাইয়া আসিতেছেন।

মাতার এত উত্তেজনার আশু কারণ মদন যেন কিছু বুঝিতে পারিল। একটু হাসিয়া হুঁকাটি রাখিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল। অগ্নিমূর্ত্তিতে অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে দ্রুতপদক্ষেপে মেনকা প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"হাঁরে মদ্‌না! এই সব বড় বড় যজমান শিষ্যিসেবক সব ছেড়ে দিলি? আ! বলি হতভাগা, শেষে খাবি কি?"

মদন হাসিয়া কহিল, "খাবার জন্য ভাবনা কি মা? শরীরে যতদিন শক্তি আছে, পৃথিবীতে যতদিন খাবার আছে, উপোস ক'রে ম'রব না!"

"বামুণের ছেলে, পায়ের ধুলো মাথায় দিবি, আর টাকা তুলে নিবি। মান কত! সেই মান ছেড়ে, তুই কিনা আজ গতর খাটিয়ে খাবি?"

মদন উত্তর করিল, "শরীর থাকৃতে পরের দান নিয়ে খাওয়ার চাইতে গতর খাটিয়ে খাওয়া অনেক মানের।"

সরোষবিস্ময়ে মেনকা একটু কাল মদনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে গর্জ্জিয়া কহিলেন, "পরের দান! আমরা ভিখারীর মত কারও দান নিয়ে খাই? দেয় কি আমাদের সাধে? শাস্ত্রে আছে দেবতা বামুণে তফাৎ নেই। আমরা কি সাধারণ? আমাদের সেবায় লোকের পুণ্যি আছে, পায়ের ধুলোয় পাপ ক্ষয় হয়। আমাদের কিছু দান ক'ল্লে লোকের অক্ষয় স্বর্গ। পৃথিবীর পুণ্যধর্ম্ম ত সব আমরাই। আমরা তুষ্ট হ'য়ে আশীর্ব্বাদ ক'ল্লে লোকের সুখ ঐশ্বয্যি, শাপমুক্তি দিয়ে

সর্ব্বনাশ। বেহ্মমুখে বেদবাক্যি,—মুখদিয়ে কথা বেরুলে কি আর মিথ্যে হবার যো আছে? এ জন্মে কেউ এড়ালেও, আর জন্মে তা ফল্‌বেই ফ'ল্‌বে। দেয় কি আমাদের সাধে? বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে দেবে! মরণের ভয় নেই? পরকালের ভয় নেই?"

জননীর মুখে ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্যের এবম্বিধ ব্যাখ্যা শুনিয়া মদন আবার একটু হাসিল; কহিল, "তা মা, তেমন বামুণ যারা—সত্যি দেবতার মত যারা—নিজেরা পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক হ'য়ে, পরকে শাস্ত্র শিখিয়ে, ধর্ম্ম শিখিয়ে জীবন যারা কাটাতে পারে,—তাদের নিজের খোরপোষটা পরকে দিতেই হয়, তাদেরও নিতে হয়। আমি যে কি গুণেব বামুণ, তাতো দেখ্‌তেই পাচ্চ। ভণ্ডামী ক'রে যে ৫।৬শ ঘর শিষ্যযজমানকে ঠকিয়ে বছর দেড় হাজার দুহাজার ক'রে টাকা এনে নবাবী ক'র্‌ব এমন কি মাতব্বর বামুণটা আমি হ'য়েছি? তেমন বামুণ হ'লেও দিনান্তে শাকান্ন খেতে এত লাগ্‌ত না।"

"ও মা! হতভাগা বলে কি? বুদ্ধি শুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেল নাকি? আঁ! ওরে বামুণের আবার এমন তেমন কিরে? জাত সাপের আবার ছোট বড় আছে? বামুণ বংশে যে জন্মেছে, সেই দেবতার তাত্তুল্যি। অপর জাতের তাকে মান্‌তেই হ'বে, পূজো কত্তেই হবে!"

মদন কহিল, "বামুণ বংশে জন্মালেই যদি সে বড় হ'ত, অপর জেতের পূজার যোগ্য হ'ত, তবে হাজার হাজার বামুণ আজ ম্লেচ্ছের গোলামী ক'র্‌ত না, বাবুদের মুরগী রাঁধত না, রাস্তায় রাস্তায় দোকান মাথায় ক'রে ফিরি ক'রে বেড়াত না।"

মেনকা দেখিলেন, মদন নিতান্ত অন্যায় কথা বলিতেছে না। ইহার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তাঁহার সুর একটু নামিল। কিন্তু নিজের কোট ছাড়িবার পাত্রী তিনি নন। একটু ভাবিয়া কহিলেন, "তা

এখন ঘোর কাল, লোকের তেমন ধর্ম্মনিষ্ঠে নেই, দেবতা বামুণে ভক্তি নেই, পুষিয়ে দেয় থোয় না,—কাজেই পেটের দায়ে অনেক বামুণকে পতিত হ'তে হ'য়েছে। তুই কেন তা হ'তে যাবি? এমন বংশে জন্মেছিস্ তুই; 'সাব্‌ভোমঠাকুর তোর খুল্লপিতেমো—নাম ক'ত্তে বামুণের বামুণ পর্য্যন্ত মাথা নোয়ায়। এত শিষ্য যজমান র'য়েছে তোর, টাকা দিয়ে পায়ের ধুলো কিনে ভাগ্যি মনে করে;—তুই কি না সে সব ছেড়ে এখন ধান কলাই বেচে আর গরুর রাখালি ক'রে খাবি!"

মদন উত্তর করিল, "সাব্‌ভোমঠাকুরের পায়ের ধুলোর দাম আছে, টাকা দিয়ে লোকে তা কিন্‌তে পারে। আমি কি মা, যে আমার পায়ের ধূলো টাকা দিয়ে নেবে, আর আমি তাই দেব? ধম্মে বড় যে ভক্তিনিষ্ঠে কিছু জন্মেছে, এমন বুঝতে পারিনে। তবু শাস্ত্রে বড় একটা পাণ্ডিত্য হ'লে, কি নিজের ধীর শান্ত প্রকৃতি হ'লে, যদি কেউ খাঁটি বামুণ হয়,— তাও আমার কিছু হ'ল না। না বামুণের ভক্তিনিষ্ঠে, না বামুণের বিদ্যে, না বামুণেব ধীরশান্ত প্রকৃতি,—কিছুই যখন হ'ল না মা,—কেন মিছে বামুণগিরির ভণ্ডামী ক'রে, লোক ঠকিয়ে টাকা নেব? এতদিন যে নিয়েছি, তাতেই নিজের উপর নিজের ঘৃণা হয়। নামে আমি বামুণের ছেলে, কাজে বামুণের কোন গুণই আমাতে নেই। কোন্ ভুলে যে বামুণের ঘরে এসে জন্মেছি, তাই ভেবে পাই না।"

মেনকা কহিলেন, "অনেক পুণ্যি তপিস্যে ক'রেছিলি, তাই বামুণের ঘরে—যে সে বামুণের নয়, সাব্‌ভোমঠাকুরের ঘরে এসে জন্মেছিস্। বামুণের মত শাস্তরের বিদ্যেটিদ্যে না হ'ক্, এই বংশের মর্য্যেদা যাবে কোথায়? আর ভক্তিনিষ্ঠে,—তা তুই একেবারে বামুণের চালে চ'লবি নি, ভক্তিনিষ্ঠে কি ক'রে হবে? দিব্বি্য প্রাতঃস্নান প্রাতঃসন্ধ্যা

ক'রে ফোঁটা কেটে স্তব পড়্‌তে পড়্‌তে বাড়ী আস্‌বি, চেলী নামাবলী প'রে ঠাকুরঘরে গে পূজো ক'ত্তে ব'স্‌বি, শিষ্যিযজমানের কাছে দুটো শ্লোকশাস্তর আওরাবি,—তা তুই কিছুই কর্‌বি নি। কেবল খেয়ে দেয়ে অসুরের মত কুঁদে বেড়াবি, আর ক্ষেতে বাগানে খোন্তা কোদাল দাঁ কুড়ুল নিয়ে চাষার মত খাট্‌বি,—আর না হয় লেঠেলের মত লাঠি ভাঁজবি, কি পালোয়ানের মত কুস্তি লড়্‌বি। আর মারামারির নামে ত একেবারে পাখনা তুলেই উড়িস্‌।"

"তাইত মা গুরুপুরুতগিরি মানাবে না ব'লে ছেড়ে দিলাম।"

ধমকিয়া, বকিয়া, যুক্তি দেখাইয়া কিছু হইবে না বুঝিয়া, মেনকা এখন অনুনয়ের স্বরে কহিলেন, "ছাথ্‌ বাবা, আর পাগ্‌লামো করিস্‌নি। ক্ষেত খামার গাইবাছুর আছে, থাক্‌। বেশী হয়, দুঃখী কাঙ্গালকে খাওয়াবি। শিষ্যিযজমান সব ছাড়িস্‌নি। আর কিছু ভক্তিনিষ্ঠে করিস্‌ না করিস্‌, তাদের কিরেকম্মগুলো ত সব শাস্তরমত চালিয়ে দে,—তাতেই ওরা খুসী থাক্‌বে। কুলগুরুপুরুত কি কেউ সহজে ছাড়তে চায়, বাবা? তুই ছেড়ে দিবি শুনে, এই ত ওখানে এসে আমার কাছে ওরা কত কাঁদলে। তাই না আমি শুনলাম, নইলে তুই ত আমার কাছে এসব কিছু বলিস নি?"

মদন কহিল, "তাদের কাঁদাটা বড় ভুল মা। তাদের হিত ছাড়া অহিত কিছু করিনি। আমার পূজোমন্তরে তাদের ধর্ম্মপরকাল কিছুরই কাজ হ'ত না। আমি ছেড়ে দিলাম, তা'রা এখন ভাল পণ্ডিত নিষ্ঠাবান্‌ বামুণ দেখে নিয়ে তাদের ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যবস্থা করুক। মা, তুমি মিছে এত কথা ব'লছ, আমাকে দিয়ে গুরুপুরুতগিরি আর করাতে পারবে না। চাষা গোঁয়ার মূর্খ যাই হই মা, ভণ্ডামী কখনও জানি নে। সোজা বুদ্ধিতে যেটা মন্দ ব'লে বুঝব, যা ক'ত্তে নিজের ওপর নিজের

ঘৃণা হবে, তা কখনও ক'র্‌ব না। লোকের কাছে এতে মান থাক্, আর যাক্। সব ভণ্ডামী সয় মা, ধর্ম্মের ভণ্ডামী সয় না। রাস্তায় মোট বয়ে খাব, তবু দেবতাপূজোর খেলা ক'রে, সরল বিশ্বাসী শিষ্যযজমানদের ঠকিয়ে, টাকা এনে বড় মানুষ হব না।"

মেনকা কহিলেন, "নে বাবা, তোর সঙ্গে কি আমি কথায় পারি, না জেদে পারি। তুই যা ক'র্‌বি তা ক'র্‌বিই। আমার কেবল বকে মরাই সার। বলি যা তোর ভালর জন্যই। আমার কি? যে কদিন আছি, মানে অপমানে যে ক'রে হয়, দুটো খেতে দিবিই। দুঃখ এই—যে সার্ব্বভৌমঠাকুরের ঘরে প'ড়েছিলুম, কত মুখ উঁচু ক'রে বেড়াই। আজ আমার গর্ভে জন্মে, তুই কিনা সেই সার্ব্বভৌমঠাকুরের মুখ পোড়াতে বস্‌লি?"

মদন উত্তর করিল, "মা, সার্ব্বভৌমঠাকুরের মুখ এতে পু'ড়বে না। বরং এই বিদ্যা আর এই প্রকৃতি নিয়ে, এত দিন তাঁর মত মহাপুরুষের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের খেলা ক'রেই তাঁর মুখ পুড়িয়েছি। মা, তাঁর ঘরে জন্মে তাঁর মত বিদ্যা আর ধর্ম্মনিষ্ঠা না শিখে থাকি, ধর্ম্মের ভণ্ডামীকে ঘৃণা ক'ত্তে শিখেছি।"

মেনকা জিজ্ঞাসিলেন, তাঁকে ব'লেছিস্ সব? তিনি তোর এই সব আজগবি চাল চরিত্তিরে মত দিয়েছেন?"

মদন কহিল,—"সব তাঁকে বলেছি মা। তাঁকে না ব'লে সামান্য কাজটুকু করিনে, আর এত বড় কাজটায় তাঁর উপদেশ নেব না? তাঁকে সোজাসুজি সব খুলে ব'ল্লাম—ব'ল্লাম গুরুপুরুতগিরি আমাকে পোষাবে না। যজমানের পূজো ক'ত্তে ব'সে, শিষ্যের পূজো নিতে ব'সে, শিষ্যকে মন্ত্র দিতে ব'সে মনে হয়, কি ঘৃণিত ভণ্ডামীই কচ্চি! নিজের মনে নিজের উপর শত ধিক্কার ওঠে;—দান দক্ষিণা প্রণামীর টাকা

পয়সা হাতে তুলে নিতে যেন আগুনে হাতপুড়ে যায় ব'লে মনে হয়। ব'ল্লাম, এসব আর পার্‌ব না। শবীব আছে, শক্তি আছে, সাহস আছে,—মোটামুটি বিষয়বুদ্ধিও কিছু আছে। ক্ষেতখামার জমাজমিও যথেষ্ট আছে! তাই ব'ল্লাম, চাষবাস করে আর গাই ও বাছুর রেখে নিজেব সংসাব নিজেব পবিশ্রমে প্রতিপালন কব্‌ব।”

“তিনি এতে মত দিলেন ?”

“[illegible]” . [illegible]

[illegible]

“কি বল্লেন ?”

“তা আমি বল্‌তে পাবব না মা। তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।”

“আচ্ছা, যাই দেখি তাঁর কাছে। কি ব'লে তিনি এতে মত দিলেন, শুনে বুঝি!”

দ্রুতবেগে মেনকা সার্ব্বভৌমেব গৃহেব দিকে গেলেন।

মদন একটু হাসিয়া, কাছে এক খানি জলচৌকিতে জাঁকিয়া বসিল।

ওরে, ভাল করে এক কল্‌কে তামাক দেরে।”

দূরে একটি ভৃত্য বসিয়া বাঁশ চাছিতেছিল। সে উঠিয়া মদনকে তামাক দিল। তামাক খাইতে খাইতে মদন একটু গম্ভীর হইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

“মদন দা!”

মদন চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, মাণিক।

“কেরে মাণ্‌কে! তুই কখন এলিরে ?”

মাণিক কহিল, “এইত, এই এলাম। বাড়ীতে পুঁটুলীটি ফেলে মাকে ব'লেই অম্‌নি ছুটে এসেছি।”

“তা বেশ করেছিস। কদিন আছিস ?”

মাণিক কহিল, “কদিন কি ? কালই আবার যেতে হবে। ছুটির দিনেও কি শালা কেরানীদের একটু ফুরসুত আছে ? ব'লে ক'য়ে একদিনের

জন্যে একটু এসেছি। এ চাকরী ফাকরী, দাদা, আর ভাল লাগে না। এর চাইতে মুটেগিরি ভাল ছিল।"

"গেলি কেন চাক্‌রী কত্তে? আর একআধটা বছর টেনেমেনে কাটিয়ে দিতে পাল্লেই ত—কিছু টাকা জমছিল,—আর কিছু হ'ত একটা জমিটমি নিয়ে ব'স্‌তে পার্‌তিস্‌?"

মাণিক কহিল, "কি কর্‌ব দাদা? সাহেবের অমন সাধা চাকরীটা,—লোভ সামলাতে পার্‌লাম না। এতে যে এত ঝকমারী তাকি তখন বুঝ্‌তে পেরেছিলাম? তবু এতদিন এক রকম ছিল।—সাহেব মেম ভালবাস্‌ত; অপমান কিছু সইতে হ'ত না।"

"অপমান! অপমান কি সইতে হয়? সাহেবের ভালবাসা গেল কিসে?"

"সে সাহেব, দাদা, মাসখানেক হ'ল বিলেত চ'লে গ্যাছে। আর এক ব্যাটা যে এসেছে তার দাপে এখন মানপ্রাণ নিয়ে টানাটানি। আমরা তার কাছে শেয়াল কুকুরের চেয়েও যেন অধম। একেবারে মাটি ছুঁয়ে লম্বা সেলাম না ক'ল্লে একদম আগুন হ'য়ে যায়। আর ডাম্‌ শুয়োর, হারামজাদা, বাঁদীকো বাচ্ছা, এসব ত মুখে লেগেই আছে। বেশী রাগালে ঘুষিটা, লাথিটাও দেয়।"

মদনের মুখ লাল হইয়া উঠিল। উত্তেজিতস্বরে সে কহিল, "এই সব সয়েও চাকরী কচ্ছিস মাণিক? ২।৩ বছর চাকরী ক'রেই তুই এত ব'দলে গেলি? চাকরীর মোহে মানুষকে একেবারেই কি ভেড়া ক'রে ফেলে?"

মাণিক কহিল, "না দাদা, চাকরী কচ্চে ব'লে, মাণিক এখনও একেবারে ভেড়া বনে যায়নি। সাহেব অল্পদিন এসেছে। আমার সঙ্গে এখনও মুখোমুখি হয়নি। অপমান কিছু কল্লে সেইদিনই চাকরী ছেড়ে চ'লে আসব।"

"চাক্‌রী যখন কচ্ছিস্ মুখোমুখি হবেই। অপমানী হওয়ার আগেই কেন চ'লে আয় না? না, 'প্রহারেন ধনঞ্জয়' না হলে বুঝি আর শ্বশুরবাড়ী ছাড়্‌তে ইচ্ছে হয় না।"

মাণিক উত্তর করিল, "যা বলেছ দাদা ঠিক। তা—হাতে কতকগুলো কাগজপত্র আধাআধি হয়ে আছে, সেগুলো সেরে বংশে শালাকে বুঝিয়ে দিয়েই চলে আস্‌ব। শালা যে গাল খায় আর লম্বা সেলাম ক'রে 'yes sir' বলে দাদা—তা যদি দেখ্‌তে। (ভঙ্গি করিয়া) 'ড্যাম শুয়োর'—'yes sir' 'গাধা বাঁদী কো বাচ্ছা'—'yes sir' 'বেকুব হারামজাদা'—'yes sir'।" (বংশীবদন সেই অফিসের বড়বাবু।)

মাণিকের অভিনয়ে মদন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে কহিল, "তা শীগ্‌গির শীগ্‌গির চলে আয়। ও সব দেখলেও ছোট হ'তে হয়। আর যদি কখনও গাল খেয়ে অমন সেলাম ক'রে 'yes sir' বলেছিস্ শুন্‌তে পাই, তোর মুখও দেখব না। আমার খামারের কাছে ভাল একটা খামার জমি বিক্রী হচ্চে, সেইটে কিনে ফেলি। দুজনে আমরা চাষবাস কর্‌ব। সুখেও থাক্‌ব, মানেও থাক্‌ব। আমি কি করেছি জানিস্?"

"না, কি?"

"গুরুপুরুতগিরি ছেড়ে দিলুম।"

"তারপর।"

"তারপর আর কি? চাষবাস ক'রে খাব। জমি যা আছে, বড় মানুষি না হ'ক, মোটা ভাত কাপড় ত চ'লে যাবে? সেই ঢের, তার বেশী চাইনি। তুইও আয়,—দুজনে খাসা একজোড়া বামুণ চাষা হব।"

মাণিক হাসিয়া কহিল, "পুঁথি ছেড়ে শেষে লাঙ্গল ধর্‌বে?"

"দোষ কি? তুইও ত কলম ছেড়ে লাঙ্গল ধচ্ছিস?"

"কেরাণীর কলমের চেয়ে 'দাদা চাষার লাঙ্গল মানুষের হাতে অনেক ভাল মানায়।"

"পুঁথির চেয়ে আমার হাতেও লাঙ্গল অনেক ভাল মানাবে।"

"তা বটে! তোমার গুরুপুরুতগিরি দাদা, আমার কেরাণীগিরির চাইতেও বেশী খারাপ ছিল। ছেড়েছ,—বেশ ক'রেছ। আমিও আস্‌ছি। লাঙ্গল চালাব, মাঠি ভাজব,—খাব, বেড়াব, বেশ থাক্‌ব। মদন দা, এখনও কেরাণী, কিন্তু তবু খোলা মাঠে, খোলা নদীর পাড়ে, খোলা হাওয়ায়, খালি গায়, স্বাধীন চাষাজীবনেব অবাধ নিশ্চিন্ত আমোদের কথা ভেবে প্রাণটা যেন এখনই নেচে উঠ্‌ছে। কারও তাঁবেদারী ক'ত্তে হবে না, কারও মুখ চাইতে হবে না,—কেউ তুষ্ট কি কষ্ট হ'ল, ভাব্‌তে হবে না;—নিজের ক্ষেতে নিজের লোকজন নিয়ে, মনের মত কাজে দিন কাটিয়ে, সন্ধ্যায় ভরামনে হেসেখেলে বেড়াব। বাড়ীতে ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ, গোয়ালের দুধ,—পেট ভরে খাব,—রেতে নিজের ঘরে রাজার মত পড়ে ঘুমোব। মদন দা, কেন লোকে চাকরী চাকরী ক'রে মরে? দেশে কি মাটি নাই? শরীরে কি শক্তি নাই? মনে কি তেজ নাই? কেন লোকে এত ঝক্‌মারী সয়।"

মদন কহিল, "দেশে মাটি আছে। লোকের শরীরে শক্তি নাই, মনে তেজ নাই। তাই এদিকে কেউ চায় না। কত জমিই বা মোটা ভাত কাপড়ের জন্য একজনের লাগে? ১৫।২০ বিঘে জমি আর ২।১ জন লোক হ'লেই মোটা খেয়ে প'রে লোকে থাক্‌তে পারে। চাকরীতে এই মোটা ভাতকাপড়ই বা কজনের জোটে? সহরের ধূলি ময়লায়, বদ হাওয়ায়, ভাড়াটে বাসায়, আধাপেট ডালের জল আর ভাত খেয়েই ত প্রায় সব শুকিয়ে আর প'চে মরে।"

"হিঃ হিঃ হিঃ। দাদাঠাউর, ও দাদাঠা`র! রাঙ্গী গাইডে বিয়েইছে।"

গদা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল। গদা মদনের একজন চাকর। ক্ষেতখামার বাগান ও গাইবাছুরের তত্ত্বাবধানের জন্য মদনের বাড়ীতে ২।৪ জন চাকর পূর্ব্ব হইতেই ছিল। গদার বাড়ী যশোহর খুলনা অঞ্চলে, বয়স ২১।২২, খাট গেঁটে জোয়ানমত আকৃতি; মাথায় ঝাঁকড়া চুল, স্বভাব নিতান্ত সরল; আর সে যারপরনাই বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত। 'দাদা ঠাউর' 'মাঠারোণ,' আর 'দাদাঠাউরির' ক্ষেতের ধান, বাগানের গাছ, পুকুরের মাছ, আর গোয়ালের গরু ব্যতীত গদার মনে ত্রিসংসারে আর কিছুর চিন্তা স্থান পাইত না।

অতি আনন্দে ও উৎসাহে গদা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, 'রাঙ্গী গাইডে বিয়েইছে।'

মদন জিজ্ঞাসিল, "কোথারে? কখন? আমায় খবর দিলিনে?"

গদা সগর্ব্বে একটু মাতব্বরী চালে মুখ ও হাত নাড়িয়া উত্তর করিল, "তোমারে খবর দেব কি জন্যি? ক্যানো, আমরা কিছু পারিনে? তুমি সে কও, তুমি না থাক্‌লি, কোন কাম হয় না;—এইত, গাইডের ব্যাথা হলো, বিয়োলো,—ইয়েথে ত তোমারে লাগ্‌লোনা? আমরাই ত সব পাল্লাম। তুমি সব ছাড়ে ছুড়ে দিয়ে এহেবারে নিচ্ছিন্দি হ'য়ে ঘরে বসে থাহো, দেহো তোমার সব কাম হ'য়ে যাবে। কিছুরি কোন তিরুটি হবে না। অহয় (১)! ওনার মত গাই বিয়োতি যেন আর কেউ পারে না। কত গাই-ই বিয়োইছেন উনি।"

মদন হাসিয়া কহিল, "তা বেশত! তোরা পাল্লে ত—আমি বাঁচি। কি বাছুর হয়েছে রে? এঁড়ে না বক্‌না?"

---

(১) হাঁ।

"আঁ! তা ত দেহে আসি নাই।" গদা আবার ছুটিয়া গেল।

মদন কহিল, "দেখেছ ব্যাটার বুদ্ধি? গাই বিয়েল, তা এঁড়ে কি বক্না বাছুর হ'য়েছে, তা দেখেনি। এ যদি বলি, তবে আবার চটে।"

"তা বোকা হলেও খাসা বিশ্বাসী লোক বটে!"

"হাঁ, তা খুব বই কি! আমার একটি কুটো যেন ওর বুকের রক্ত।"

গদা আবার হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিল।

"হিঃ হিঃ হিঃ। দেহে আইছি দাদাঠাউর। আড়ে না, বহনা বাছুরি হইছে। আমি টানে বার হ'ল্লাম, বহনা না হ'য়ে কি আড়ে হ'তি পারে? দিব্বি বাছুর হইছে, দাদাঠাউর। এহনি উঠে দোড়োতি চায়, আর ঢিব ঢিব এরে (১) প'ড়ে যায়। হিঃ হিঃ! আর গাইতে যে এত্তিছে (২) ছোট দাদাঠাউর,—ধ'ত্তি যাই, আর এম্‌নি এরে শিং তুলে ঢুসোতি আসে। বাছুরডারে যেন ধ'রে খা'য়ে ফেলাব।"

মাণিক হাসিয়া কহিল, "দূর ব্যাটা! কি বলেরে? বাছুর খাবার কথা কি মুখে আনেরে হতভাগা?"

"আরে ধূরো (৩)! কি কথি কি ক'য়ে ফ্যালাইছি। আর দাদাঠাউর, আমরা চাষাভুষো মানুষ, ওডা হ'লগে আমার গো মুহির লবুজো। আমার গো ওথে কোন পাপ হবে না। সত্যি ত আর বাছুরডারে খাবো না। যাই, মা ঠারোণ্‌রে গে ক'য়ে আসি।"

এই বলিয়া গদা আবার ছুটিয়া গেল! মদনও মাণিককে লইয়া বাছুর দেখিতে গেল।

---

(১) ক'রে। (২) ক'চ্চে। (৩) দূরহ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

‘মদন আমাদের বংশের গৌরব।’

“এস বৌ ঠাক্‌রুণ! এই ভবসন্ধ্যাবেলা অমন ত্রস্ত ছুটে এসেছ কেন? কি হ’য়েছে?”

সন্ধ্যার আগমনে গঙ্গা ঠাকুরঘরে প্রদীপ ও ধূপ ধূনা দিয়া বাহির হইতেছেন, এমন সময় অতি ত্রস্ত ও উগ্র ভাবে মেনকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাব্‌ভোমঠাকুর কোথায় গঙ্গা?”

“এইত তিনি ঘাটে সন্ধ্যে আহ্নিক কচ্চেন। কেন গা? এত ব্যস্ত হ’য়ে তাঁকে খুজ্‌ছ কেন? কি হ’য়েছে?”

মেনকা আরম্ভ করিলেন, “আর আমাব কপালের কথা আর বলিস্‌ নি, গঙ্গা! সাব্‌ভোমঠাকুবের ভাইপোর বউ আমি—এমন পুণ্যির জোর কজনের আছে? দশজনের মধ্যে আমার মান কত!—তা ছ্যাখ্‌, আমার গন্তে জন্মে কিনা মদন সেই সাব্‌ভোমঠাকুরের মুখ পোড়াতে ব’স্‌ল? আঁ! বল্‌—এ দুঃখ কি রাখ্‌বার জায়গা আছে? এমন বামুন পণ্ডিতের ঘরে জন্মেছিস্‌ তুই, সাবুভোমঠাকুর—সাত জন্ম তপিস্যে ক’রে যার পায়ের ধুলো লোকে পায়,—সেই সাব্‌ভোমঠাকুর তোর খুল্লপিতেমো;—পাঁচ ছ’শ ঘর শিষ্যি যজমান তোর,—এই মান মর্য্যেদা সুখ ঐশয্যি—তুই কিনা আজ তাই সব ছেড়ে দিয়ে চাষা হয়ে থাক্‌বি, আর গরুর রাখালি ক’রবি? আঁ! বল্‌ ঠাকুরঝি? একি সয়? সাব্‌ভোমঠাকুরের

ভাইপোর বউ আমি,—এই অপমান আজ আমার জীবন থাক্‌তে সইতে হ'ল ?”

গঙ্গা কহিলেন, “হাঁ, বাবার কাছে কাল তাই শুনছিলাম বটে! তা কি ক'র্‌বে? মদন যে একরোখা ছেলে, সে কি তোমার কথা শুন্‌বে? যে গোঁ ধ'রেছে,—তা কর্‌বেই। তুমি হাজার কেন ব'কে মর না।”

“সেকি একবার ক'রে বোন্? এই গ্যাখ্ না—ঘন্‌শে আঁটকুড়ির ব্যাটা—(বৈবাহিক ঘনশ্যামকে মেনকা এই ঘৃণাপ্রকাশক সংক্ষিপ্ত 'ঘন্‌শে' নামেই অভিহিত করিতেন)—ঘ'ন্‌শে আবাগের ব্যাটা,—আরে মেয়ের যখন বে দিয়েছিস্, তখন দিয়েছিসই। সেই মেয়ে তুই, বিবি ক'রে ঘরে রাখবি—তুই কেন, তোর বাপের বাপ চোদ্দপুরুষেরও অধিকার নেই। একি কম ঘেন্নার কথা, দিদি ? সাব্‌ভোমঠাকুরের ভাইপোর বউ আমি, আমার গর্ব্বে জন্মেছে মদন—সেই মদনের মন্তর প'ড়ে হাত পেতে নেওয়া বউ—তাকে কিনা সেই ঘন্‌শে পোড়ারমুখো—নির্ব্বংশ হ'য়ে যাক্, অধঃপাতে যাক্, জলপিণ্ডি দিতে যেন কেউ থাকে না, ম'লে যেন আগুন পায় না, কাশীতে থেকেও যেন ব্যাসকাশীতে মরে, গো ভাগাড়ে যেন হাড় মাস পচে, কোটি জন্ম যেন নরকের কির্‌মি কীট হ'য়ে কিলবিল করে,—পথে মড়া, ঘাটে ভাসা, সাতপুতখাকী শতেকখোয়ারী হাড়হাবাতীর ব্যাটা!—”

ক্রোধে আত্মহারা মেনকার কথা শেষ হইল না। ঘনশ্যামের দুর্ব্ব্যবহারের স্মৃতিজাত জ্বালাময় উত্তেজনায় তিনি মদনের কথা যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, তাহাও ভুলিয়া গেলেন।

গঙ্গা কহিলেন, “তা সে বউ এনে কি আর তোমার গেরস্ত ঘরের সংসারী চ'ল্‌বে ?”

“তাই ব'লে ঘরের বউ রাস্তায় রাস্তায় পুরুষ ঘেঁসে বিবিয়ানা ক'রে বেড়াবে ? মদ্‌না তার ভাতার নয় ? সে মাগী তার বিয়ে করা মাগ

নয়? চুলে ধ'রে কেন নিয়ে আসুক না? ঘরে এনে বেঁধে রাখুক। খ্যাংরা মেরে বিবিয়ানা ছাড়াব।"

"তা মদন একবার গেলেও পারে। বুদ্ধি থাক্‌লে, মদনের মত বরের ঘর ক'ত্তে সে হয়ত অরাজি নাও হতে পারে।"

"যাবে! খুন কবুল, তবু সে মুখো হবে না। না যাস বাপু নেই গেলি,—আছে সে থাক্ বাপের বাড়ী। তোর বউ তুই না আন্‌লে ত আর আমি গিয়ে আন্‌তে পাবি না?—একবার দেখ্‌তে পেতাম সেই বাঁদরমুখো ঘ'ন্‌শে হারামজাদাকে——দেখে নিতাম, কেমন বড়মানুষ সে যে সাব্‌ভোমঠাকুরের ঘরের বউকে বিবি ক'রে রাখে। তা ছাখ্ ভাই—ব্যাটা ছেলে,—একটা বউ আছে ব'লে আর পাঁচটা বে কল্লেই বা তোকে মারে কে? ফের তুই বে কব্ না। গেরস্ত ঘরের ভাল মেয়ে দেখে বে ক'রে ঘর সংসাবী কর্, আছে সে থাক্ বাপের বাড়ী, এর পর যা হয় দেখা যাবে।"

গঙ্গা কহিলেন, "ফের বে দিলে আর পরে কি দেখ্‌বে? এম্‌নিই বউ আন্‌তে চায় না, ফের বে ক'ল্লে কি আর আন্‌বে?

"তা যা হয় একটা ক'ত্তে ত হবে? সেও ত ঘরের বউ,—সোমত্ত বয়সে সোয়ামী ছাড়া বাপের ঘরে ফেলে রাখা কি ভাল? জাতমানের হিসেব ত ক'ত্তে হয়!"

অদূরে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তকিরণে রঞ্জিত, রক্ত-মেঘমালায় শোভিত সান্ধ্যগগণ, সান্ধ্যগগণের নিম্নে-ক্ষীণ আলোকের ঈষৎ রক্তিম ছটায় অর্দ্ধআঁধারে তরলরক্তশোভাময় পুষ্পোদ্যান মুখরিত করিয়া যমুনার মধুরকণ্ঠে সঙ্গীত ধ্বনি উঠিল।

গঙ্গা কহিলেন, "ওই বাবা আস্‌ছেন।"

যমুনা গায়িতেছে,—

"সাঁঝের বেলায় আকাশের গায়
রাঙা মেঘ ছড়িয়ে আছে,
কপাল ভ'রে সিঁদুর প'রে
(আমার) শ্যামা মা ওই দাঁড়িয়েছে।
আঁধার সাঁঝে রাঙা হাসি,
দেখতে বড় ভালবাসি,—
(আমার) সিঁদুরপরা মুখভরা মার
রাঙা হাসি ওই খেলিছে!"

যমুনা গায়িতেছে, যমুনার হাত ধরিয়া মুগ্ধনেত্রে ঊর্দ্ধগগণে শ্যামা মায়ের সিঁদুরপরা মুখে রাঙা হাসি দেখিতে দেখিতে ধীরপদে সার্ব্বভৌম ঠাকুর প্রাঙ্গণ মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

যমুনার গান থামিল। অবগুণ্ঠনবতী মেনকা অগ্রসর হইয়া খুল্ল-শ্বশুরের চরণে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া দুই হাতে পদ-ধূলি লইয়া মাথায় ও বক্ষে দিলেন।

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "কে, বড বৌমা? সুখে থাক। কি মনে ক'রে মা?"

মেনকা একটু পশ্চাতে সরিয়া গঙ্গার অন্তরালে আসিয়া অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে একটু বক্রভাবে দাঁড়াইলেন। তারপব গঙ্গাকে ঠেলিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন, "তা বল্‌না গঙ্গা, মদন শিষ্যি যজমান সব ছেড়ে দিলে।"

সার্ব্বভৌমঠাকুরের সঙ্গে আলাপে মেনকা সর্ব্বদাই এইরূপ কাহাকেও মধ্যবর্ত্তী বা মধ্যবর্ত্তিনী রাখিতেন। কিন্তু উক্ত মধ্যবর্ত্তী বা মধ্যবর্ত্তিনীকে মেনকার কোন কথার পুনরুক্তি করিতে হইত না। একটু চাপা হইলেও মেনকার তীব্রকণ্ঠোচ্চারিত প্রত্যেক বর্ণই সার্ব্বভৌমঠাকুরের স্পষ্ট

শ্রুতিগোচর হইত। তিনিও মধ্যবর্ত্তী বা মধ্যবর্ত্তিনীর কোন অপেক্ষা না করিয়াই উত্তর করিতেন। এইরূপেই শ্বশুর বধূতে পরস্পর আলাপ হইত।

সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, হাঁ, তা জানি; মদন আমাকে সব ব'লেছে।"

"তা উনি কি বলেন?"

"আমি আর কি ব'ল্‌ব মা? সাধুপুরুষের যা কর্ত্তব্য, মদন তাই ক'রেছে। এতে কি আর আমার ব'ল্‌বার কিছু আছে?"

মেনকা ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন. "তা উনিও এমন কথা ব'ল্লেন, গঙ্গা? বামুণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মে, ওঁর নাতি হ'য়ে মদন কি শেষে চাষ ক'রে আর গরুর রাখালি ক'রে খাবে? এতে ওঁর মুখ ছোট হবে না?"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, ছোট কি মা? মদনকে দিয়ে যে আমার কত মুখউচু হ'য়েছে, তা বল্‌তে পারিনে। মদন আমাদের বংশের গৌরব। এমন মহত্ত্ব কয়জনে দেখাতে পারে? প্রকৃত ব্রাহ্মণ যিনি,—বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন, সুপণ্ডিত, সাধুচরিত্র, ধর্ম্মনিষ্ঠ যিনি,—সমাজের হিতের জন্য তাঁকে নিয়ত শাস্ত্রালোচনা, অধ্যাপনা, যজন যাজন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাক্‌তে হয়। সমাজকেও তাঁর প্রতিপালনের ভার নিতে হয়। তাই ব্রাহ্মণের দানদক্ষিণা গ্রহণের অধিকার আছে। কিন্তু যে ব্রাহ্মণের শাস্ত্র-জ্ঞান নাই, ধর্ম্মনিষ্ঠা নাই; ধর্ম্মসাধনার ত্যাগ অপেক্ষা বিষয়-তৃষ্ণা ও সংসারের মদমোহের প্রভাব যার মধ্যে প্রবল, সমাজের ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদনের সে অযোগ্য। দান দক্ষিণা গ্রহণেও তার কোন অধিকার নাই। যে করে সে মহাপাপী।"

"বলি ও গঙ্গা, মদন কি আমার এম্‌নিই লক্ষ্মীছাড়া? তা সে ত বামুণের সন্তান; ওঁরি ঘরের ছেলে;—তা উনি কেন তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে বামুণের যুগ্যি ক'রে নিন না।"

"মা, তুমি ভুল বুঝ্‌ছ। ব্রাহ্মণবংশে জন্মালেই প্রকৃত ব্রহ্মণ্য সকলের হয় না। নিতান্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতি যাঁর, তিনি যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন না, প্রকৃত ব্রাহ্মণের গুণ তাঁর মধ্যে দেখা যাবে। আর সেই সাত্ত্বিক প্রকৃতি না থাকলে, বংশ-পরম্পরায় নিতান্ত শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষেও ব্রহ্মণ্য লাভ করা দুঃসাধ্য।"

মেনকা কহিলেন, হাঁ গঙ্গা, তা অত কি মুখ্যুসুখ্যু মেয়েমানুষ আমরা বুঝি? তা উনি মদনকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিন্ না? ওঁর ঘরের ছেলে ত? একটু গোঁয়ার টোয়ার যা হ'ক্, সাত্ত্বিক প্রকৃতি অবিশ্যি আছে।

সার্ব্বভৌম একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "না মা, মদন প্রধানতঃ রাজসিক প্রকৃতি নিয়েই জন্মেছে। ব্রাহ্মণের শান্ত সাত্ত্বিক ভাব অপেক্ষা ক্ষত্রিয়োচিত রাজসিক ভাবই মদনের মধ্যে প্রবল, মদন তা বুঝেছে। বুঝে মহৎচরিত্র বীরের ন্যায় মদন এই ব্যবসায়রূপ ব্রাহ্মণত্ব—যাতে সনাতন ধর্ম্মের অবমাননা বই আর কিছু হয় না, তা সে ত্যাগ ক'রেছে। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এদেশে এখন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণধর্ম্মে তাকে প্রতারণাময় জীবন বহন ক'ত্তে হবে, তাই সে অন্ততঃ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছে। এতে মানসিক হীনতা তার কিছুই হবে না। সামাজিক হীনতাও বিশেষ কিছু দেখিতে পাই না। দরিদ্র ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কৃষিকর্ম্ম ও গোপালন প্রাচীন কালেও অধর্ম্ম ছিল না। কেবল ক্ষত্রিয় কেন, অনেক ব্রাহ্মণগৃহস্থও তখন কৃষিকর্ম্মে ও গোপালনে পরিবার প্রতিপালন করেছেন। সে সব যাই হ'ক্ মা, প্রতারণা ও কপটতা অপেক্ষা হীনতা আর কিছুতেই হতে পারে না। তাই বল্‌ছিলাম, মা, মদন আমাদের বংশের গৌরব। মা, এক একবার মনে হয়, আমিও প্রকৃত ব্রহ্মণ্যের যোগ্য নই। আমিও এই ব্রহ্মণ্য ব্যবসায়

ছেড়ে, মদনের মত হই। কিন্তু মা বুড়ো হ'য়ে গেছি। নূতন ক'রে আর জীবন গ'ড়্‌তে পারি না।"

গঙ্গা কহিলেন, "বাবা, আপনি যদি ব্রাহ্মণ না হন, তবে দেশে আর ব্রাহ্মণ নাই।"

সার্ব্বভৌমঠাকুর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "দেশে ব্রাহ্মণ আর কই মা? থাক্‌লে কি আর আর্য্যধর্ম্মের, আর্য্যসমাজের আজ এই দশা হয়? ব্রাহ্মণ হওয়া বড় শক্ত মা। ব্রাহ্মণ দেবতার চেয়ে কম নন্। ঋষিদের দেবতারাও পূজা ক'ত্তেন।"

মেনকা নীববে চিন্তা করিতেছিলেন। পবম ধাম্মিক, মহাজ্ঞানী খুল্ল-শ্বশুর যাহা বলিতেছেন, তাহার উপর আর তাঁহাব বলিবার কি থাকিতে পারে? তিনি কহিলেন, "তা উনি যদি বলেন, মদনের গুরুপুরুতগিরি মানাবে না, তবে আমি আর কি ব'ল্‌ব? কিন্তু এই গুলো না ক'রে চাকরী বাকরীর চেষ্টা দেখলে ভাল হ'ত না?"

সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, "অন্যের দাসত্ব করা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে কৃষিকর্ম্মে ও গোপালনে পরিবার প্রতিপালন করা অনেক ভাল।"

"আচ্ছা তবে তাই হ'ক। ওঁর কথার উপরে আর কথা কি? পাঁচ জনে যদি নিন্দে ক'রে ত—করুক্। ওঁর আশ্রয়ে থাক্‌তে পাল্লে, এক ঘরে হ'য়ে থাক্‌লেও দুঃখু নেই। তবে আসিগে এখন। রাত হ'য়ে গেল।"

গলবস্ত্রে আবার শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া মেনকা গৃহে গেলেন।

যমুনা কহিল, "চল দাদামশাই, ঘঁরে চল, মহাভারত পড়িগে। আজ বনপর্ব্ব শেষ ক'র্‌ব।"

"চল্ দিদি, আর একবার মার নাম ক'র্‌বিনে?"

"আবার! এই না ক'ল্লুম।"

"সেত সাঁঝে। ছ্যাথ্ দিকি রাত হ'য়ে এল, কেমন আঁধাব নেমে প'ড়েছে, আকাশ ভ'বে কেমন ঝিকিমিকি তাবা জল্‌ছে।"

যমুনা গায়িল,

"এল বুঝি শ্যামা মা ওই,—
আঁধার ছায়া ফেলে ধবায়, এল বুঝি শ্যামা মা ওই।
আঁধার ববণ ওই শ্যামা মাব,
আঁধাব গগণ এলোকেশ তাঁব,
প'রেছে সে এলোকেশে দেবকাননের তাবা ফুল ওই!
এল বুঝি শ্যামা মা ওই।"



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত-সম্মিলন।

শূলপাণি বাবু অনেক দিন পরে বাড়ী আসিয়াছেন। পাঠক, আপনারা যুবক শূলপাণিকে দেখিয়াছেন। এখন শূলপাণি প্রৌঢ়বয়স্ক। বয়সের স্বাভাবিক পরিণতির সঙ্গে সেই যুবক শূলপাণিই এখন এই প্রৌঢ় শূলপাণিতে পরিণত হইয়াছেন। প্রথম জীবনের কামনানুরূপ ধনসম্পদ ভোগবিলাস ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সবই শূলপাণি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এসব কামনার তৃপ্তি বা নিবৃত্তি কাহারও কখনও হয় না। কাম্য-লাভে ঘৃত-সংযোগে বহ্নির ন্যায় ক্রমে বরং বাড়িতেই থাকে। শূলপাণির পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। কাম্যলাভের সঙ্গে যেমন কামনা বাড়িতেছিল, তেমনই সেই কাম্যলাভের উপায় স্বরূপ কূটবুদ্ধি কৌশল, দেশকালপাত্র বিশেষে ব্যবহার-বিশেষত্ব, ভাববৈচিত্র, প্রভৃতিও নিয়ত অনুশীলনে ও সিদ্ধিলাভে, অসাধারণ পরিণতি ও পরিপুষ্টি লাভ করিতেছিল। নগর-বাসী বিলাসী বান্ধবসম্মিলনে সরস রহস্যালাপে, বিষয়কর্ম্মে তীক্ষ্ণ বিষয়-দৃষ্টি ও কূটকৌশল-বিস্তারে, সাধারণ ব্যবহারে পরিমার্জ্জিত অমায়িক সামাজিকতায়, ব্রাহ্মণসমাজে বিনীত বাক্‌চাতুর্য্যে ও বাহ্যিক ধর্ম্মনিষ্ঠায়, যশস্কর অনুষ্ঠানে ব্যয়ের মুক্তহস্ততায়, শূলপাণি এখন একরূপ অদ্বিতীয়। ফলে, নগরে ও গ্রামে সর্ব্বত্রই তিনি এখন বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্। ধনী মানী, পদস্থ ও প্রতিপত্তিশালী লোক বলিয়া সর্ব্বত্রই সকলে তাঁহার নাম করিয়া থাকে। তাঁহার অনুগ্রহ লোভে লালায়িত হইয়া শত শত লোক

তাঁহার আনুগত্য করে। কিন্তু সুপরিমার্জ্জিত শিষ্ট ব্যবহারের মধ্যেও অনুগৃহীত সমাজে শূলপাণি এমনভাবে আপনার পদগৌরবের উচ্চতা ও দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেন, যে আশায় ভয়ে ও সম্ভ্রমে সকলে তাঁহার তুষ্টিসাধনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিত বটে, কিন্তু অবিরত অনুগ্রহ প্রার্থনায় তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত করিতে সাহসী হইত না।

শূলপাণি বাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিরণকুমার বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে। বহুদিনের বহু যত্নে গ্রাম্য—সমাজে এখন শূলপাণি অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার পুত্র হিরণ এবং সেই হিরণের পিতারূপে তিনি যদি এখন আদরে গ্রাম্যসমাজে গৃহীত না হন, তবে এ প্রতিষ্ঠা, এ প্রতিপত্তি তাঁহার থাকিল না। ইহার এতটুকু ক্ষুন্নতাও শূলপাণি সহিতে প্রস্তুত নহেন। হিরণ যদি একবার গ্রামে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিত, তবে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইত। কিন্তু সে সম্ভাবনা আদবেই নাই। হিরণ আসিবে না;—ঘনশ্যাম হাসিবে, ঘনশ্যাম ও হিরণের বন্ধু-সমাজ টিট্‌কারী দিবে। সুতরাং শূলপাণি নিজেই পুত্রের প্রতিনিধি-স্বরূপ যাহা কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হইতে পারে, তাহা করিবেন বলিয়া আসিয়াছেন। কিছু বেশী অর্থব্যয় করিলেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁহার বশীভূত হইবেন, ইহা তিনি জানিতেন। এরূপ প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়ে শূলপাণি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

রাত্রিতে বাড়ীতে পৌছিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই তিনি তাঁহার অনুগত এবং সময়ে অসময়ে অনুগৃহীত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়াছেন। পণ্ডিতসমাজে শীর্ষস্থানীয় হইলেও আগে তিনি সার্ব্বভৌমঠাকুরকে ডাকিতে সাহসী হন নাই। অনুরোধে বা অর্থলোভে কোন অসঙ্গত প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইবেন না। তারপর প্রথমে তিনি একরূপ মত

প্রকাশ করিয়া ফেলিলে, অন্য কাহারও এত সাহস হইবে না যে সে মতেব বিরুদ্ধাচরণ কবিতে পারিবেন। তবে আর সকলকে আগে যদি হাত করা যায়, তবে সার্ব্বভৌম বাধ্য হইতেও পারেন। আর না হইলেও ক্ষতি নাই। তিনি একা বিপক্ষ হইয়া কার্য্যে ব্যাঘাত কিছু করিতে পারিবেন না।

স্মৃতিরত্ন, তকালঙ্কার, ন্যায়বাগীশ, বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রধান সামাজিকগণ যথারীতি সপুষ্প টিকি, নামাবলী, ও ফোটায় পরিশোভিত হইয়া বৈঠকখানার বিস্তৃত শুভ্রফরাসে প্রফুল্ল শুভ্রহাসিমুখে বিরাজ করিতেছেন। মধ্যে বড় তাকিয়ায় শ্লথবসনে অর্দ্ধশয়নে স্মিত বদনে স্বয়ং শূলপাণি তারকাবেষ্টিত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বামকরে স্বর্ণময় সুদৃশ্য নস্যাধার; বদন সমীপে বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত পিত্তল পিকদানী; সম্মুখে সাগ্নিক-সধূম-কলিকা-কিরীটিনী গড়গড়া। দূরে এক পাশে ক্রোড়লগ্ন বামকরে এবং কপোল-স্পৃষ্ট দক্ষিণকরে নীরব বিনয়ে উপবিষ্ট শূলপাণির নিয়ত অনুচর ও নিতান্ত অন্তরঙ্গ অনুগত বন্ধু মহানন্দ মুখোপাধ্যায়, অথবা সংক্ষিপ্ত 'মুখুয্যে'। মুখুয্যে বয়সে নাতিবৃদ্ধ নাতিযুবা, আকারে নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, আয়তনে নাতিস্থূল নাতি কৃশ। মস্তকে নাতিবৃহৎ নাতিক্ষুদ্র টাক, কেশ গুম্ফ শ্মশ্রু নাতিকৃষ্ণ নাতিপক্ক; পরিধানের বসন নাতিশুভ্র নাতিমলিন। মুখুয্যে লোকসমাজে কেবল অতি নীরিহ, অতি নীরব; আর সকল বিষয়েই ন-অতি। অর্দ্ধগর্ব্বিত অর্দ্ধবিনীত মিশ্রিত ব্যবহারে পদগৌরবের উচ্চতায় থাকিয়াও অমায়িক শিষ্টাচারে, অনুগ্রাহক মূর্ত্তিতে অনুগৃহীত মূর্ত্তির অপূর্ব্ব সম্মিলনে, যুগপৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর মনে সঙ্কোচ, সম্ভ্রম ও সন্তুষ্টির ভাব তুলিয়া, প্রসন্ন অথচ কৃতার্থ হাসিময় ঢুলু ঢুলু নয়নে, ঢল ঢল বদনে, ধীরগম্ভীরস্বরে পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া শূলপাণি বাবু কহিতেছেন, "বিলেত থেকে

ফিরে এসে একটা বড় লোক হ'তে পাল্লে আমাদের গাঁয়েরই মুখ উজ্জল হবে, তাই দেখুন এত খরচপত্র ক'রে হিরণকে বিলেতে পাঠাই। তা সেখানে সে খাঁটি হিন্দু আচারেই ছিল, অখাদ্যি টখাদ্যি কিছু খায় নি। চাকর বামুন সঙ্গে দিয়ে দিই, তারাই পাকশাক ক'রে দিত। তবু ম্লেচ্ছের দেশ, ছুতিস্পর্শ দোষ যদি কিছু ঘটে, তাই দেখুন টবে ক'রে কটা তুলসী গাছ পর্য্যন্ত সঙ্গে দিয়ে দিই। পাকের জল, খাবার জল, স্নানের জল, সব তুলসীপত্রে শুদ্ধ ক'রে নেওয়া হ'ত। তুলসী ত সর্ব্বপাপহরা।"

পণ্ডিতগণ সহাস্য বদনে সশিখ-শিরঃসঞ্চালন করিতেছিলেন। কিন্তু কেবল নীরব অনুমোদনসূচক শিরঃসঞ্চালনে বাবুর মনস্তুষ্টি হইবে কেন? বাগনুমোদনও প্রয়োজন। তাই সর্ব্বাগ্রে তর্কালঙ্কার মহাশয় স্মিতবদনে 'দন্ত রুচি কৌমুদী' পূর্ণ বিকাশ করিয়া কহিলেন, "হাঃ হাঃ হাঃ! তার আর কথা কি? 'তুলসী সর্ব্বপাপঘ্না গদাধরশিরঃস্থিতা'। এতে কোন দোষই হ'তে পারে না।"

ন্যায়বাগীশ নূতন যুক্তি ও নূতন প্রমাণ উপস্থিত করিয়া কহিলেন,

"বসতি নৃপতি যত্র স তীর্থঃ পুষ্করাদপি।"

বিলেত হ'ল আমাদের রাজার দেশ। রাজা হ'লেন কি না অষ্ট দিক্-পালের অংশীভূত;

'অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রানাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতোনৃপঃ।'

তাই রাজদর্শন রাজভূমিতে গমন মহাপুণ্য ব'লে শাস্ত্রে কথিত আছে। পাপ কি বাবু? হিরণ বাবা মহাতীর্থে মহাপুণ্য লাভই ক'রেছেন।"

স্মৃতিরত্ন ও বিদ্যাবিনোদ নূতন শ্লোক ও নূতন প্রমাণ স্মরণ বা কল্পনা করিয়া উঠিতে পারার পূর্ব্বেই শূলপাণি বাবু আবার কহিলেন, "তবু

দেখুন,—ম্লেচ্ছের দেশ ত,—কোন দোষ যদি স্পর্শেই থাকে, তাই আস্‌তে আস্‌তেই আমি তাকে গঙ্গাস্নান করিয়েছি।"

এবার পশ্চাতে না পড়েন, তাই শূলপাণি বাবুর মুখেব কথা মুখে থাকিতেই স্মৃতিরত্ন মশায় বলিয়া উঠিলেন,

"আহাহা!

'বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা কলুষনাশিনী স্মৃতা।'

পতিতপাবনী মা সুরধুনীর দর্শনে স্পর্শনে পর্য্যন্ত কোটি কোটি জন্মের পাপ ক্ষয় হয়;—আর এ একেবারে স্নান!"

তর্কালঙ্কার আরও একটু সুর চড়াইয়া কহিলেন, "একে ত পাপই কিছু হয়নি, পুণ্যতীর্থে পরম পুণ্য লাভই হ'য়েছে,—তায় আবার গঙ্গাস্নান! পুণ্যের উপর পুণ্য! হিরণ বাবা পরম পুণ্যাত্মা। এমন পুত্ররত্ন লাভে বাবুও অতি ভাগ্যবান্‌।"

অন্য পণ্ডিতগণের অতিরিক্ত প্রগল্‌ভতায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এতক্ষণ আপন বিদ্যায় বাবুর চিত্তবিনোদনের অবসর পান নাই। এখন অধীর উত্তেজনায় তর্কালঙ্কারের সুরের উপর আরও সুর চড়াইয়া উক্তি করিলেন,

"পরম পুণ্যাত্মা আপনি! এ গ্রামের উজ্জ্বল নক্ষত্র! যেমন নাম, কার্য্যতঃও তেমনই সাক্ষাৎ দেবাদিদেব শূলপাণি সদৃশ। যেমন মহাদেবের ন্যায় ঢল ঢল, দেবনরবিমোহিনী মূর্ত্তি, তেমনই মহাযোগীন্দ্রবৎ মহোদারা মহিমাময়ী প্রকৃতি, আবার তেমনই কৈলাসনাথ ত্রিপুরারির ন্যায় দিগ্বিদিকবিস্তৃতা খ্যাতিপ্রতিষ্ঠা! আহা—

"আকারসদৃশ প্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ;
আগমসদৃশারম্ভঃ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ।"

পণ্ডিতগণের স্তুতি-বাক্যে প্রীত-প্রফুল্ল প্রসন্ন বদনে শূলপাণি কহিলেন, "এখন আপনাদের অনুমতি হ'লেই হিরণের সমন্বয় অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন

হ'তে পারে। তবে হিরণের কি জানেন—আপনাদের আশীর্ব্বাদে এরি মধ্যে বেজায় পশার হ'য়ে প'ড়েছে। আমার কাজগুলিও সব তাকেই এখন ক'ত্তে হয় কি না। বিষয়কর্ম্মে তাদৃশ প্রসক্তি আর আমার এখন নাই। ক্রমে সব তার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে, অবসর হ'য়ে হরি-নাম ক'রে শেষকালটা কাটাতে চাই। হরিহে দীনবন্ধো! তোমার ইচ্ছা!"

শূলপাণি হাই তুলিয়া তুড়ি দিলেন। বিস্ময়ে, পুলকে ও শ্রদ্ধায় গদগদ হইয়া বিদ্যাবিনোদ কহিলেন "আহা হা! কি ঋষিতুল্য বৈরাগ্য!"

স্মৃতিরত্ন গম্ভীরবদনে, ধীর শিরঃ-কম্পনে, নাসিকায় নস্য প্রদানে, মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "প্রাতে উঠে নাম ক'ল্লে পুণ্যি আছে।"

ন্যায়বাগীশ অমনি সাগ্রহে দুই হস্ত দ্রুত সঞ্চালন করিয়া দ্বিধাভিন্ন কেকারবে স্মৃতিরত্নের পোষকতা করিয়া বচনবিন্যাস করিলেন, "সাক্ষাৎ পুণ্যশ্লোক আর কি?

'পুণ্যশ্লোকো নলরাজা, পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ, পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী॥'

আর পঞ্চম পুণ্যশ্লোক হ'চ্চেন আমাদের এই শূলপাণিবাবু!"

একটু সঙ্কুচিত স্বরে—একটু ইতস্ততঃ করিয়া, শূলপাণি বাবু আপনার প্রস্তাব এখন উপস্থিত করিলেন, "তাই ব'ল্‌ছিলুম—দেখুন—হিরণ নিজে বোধ হয়—উপস্থিত থাক্‌তে পার্‌বে না। তা যখন—আমি নিজেই প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত র'য়েছি, তখন—"

শূলপাণি স্মৃতিরত্নের মুখের দিকে চাহিলেন। স্মৃতিরত্ন অমনই সিদ্ধান্ত করিলেন, "হিরণবাবার উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নাই। পিতা নিজেই যখন প্রতিনিধি, পুত্রের উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। কি বল হে?"

স্মৃতিরত্ন বিদ্যাবিনোদের দিকে চাহিলেন। বিদ্যাবিনোদ এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণের মুখপানে চকিত দৃষ্টি-নিক্ষেপ

পূর্ব্বক শূলপাণির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তা সমন্বয়ে কি অনুষ্ঠান করা বাবুর অভিপ্রায় ?"

শূলপাণিও একটু লম্বা চালে টানিয়া টানিয়া কহিলেন, "ভেবেছি এই একাদশীর দিন একটা চন্দ্রায়ণ ক'রে পাঁচদিন পুরাণপাঠ করাব। তারপর পূর্ণিমায় উদ্‌যাপনের দিন ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীভোজন, পণ্ডিতবিদায়, কাঙ্গালীবিদায় প্রভৃতি আপনাদের যেরূপ অনুমতি হয় করা যাবে। পুরাণপাঠে আপনারা পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই ব্রতী হবেন, প্রত্যেককেই গরদের জোড় আর সোণার অঙ্গুরী দিয়ে বরণ ক'র্‌ব, আর একখান ক'রে মোহব দক্ষিণে দেব, এই বাসনা ক'রেছি।"

সকলে এক বাক্যে "সাধু!" "সাধু!" শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

শূলপাণি করজোড়ে বিনীত স্বরে কহিলেন, "এখন দীনের গৃহে পদধূলি দিয়ে তাই গ্রহণ ক'ল্লে কৃতার্থ হব।"

"হা! হা! হা!" প্রসন্ন হাসি হাসিয়া স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "আহা, বাবুর কি বিনয়!"

বিদ্যাবিনোদ অমনি ঘূর্ণায়মাণ শিরঃ-সঞ্চালনে পোষকতা করিলেন, "হবে না কেন হে? বিদ্যে কত!

বিনয়ং দদাতি বিদ্যা—"

তর্কালঙ্কার সুর মিলাইলেন, "বিনয়াজ্জায়তে ধর্ম্ম"

ন্যায়বাগীশ মধুর হাসিয়া মৃদু মধুর কর সঞ্চালনে শেষ ঝঙ্কার দিলেন,

"ধর্ম্মাদেব পরং সুখম্।"

শূলপাণি কহিলেন, "আপনাদের সুসম্মতিতে পরম কৃতার্থ হ'লাম। এখন সার্ব্বভৌমঠাকুরের মত হ'লেই হয়।"

স্মৃতিরত্ন সগর্ব্ববিরক্তি প্রকাশে কহিলেন, "আঃ! সার্ব্বভৌমটা একটা নাস্তিক। ওর মতের জন্য কেন আপনি উদ্বিগ্ন হ'চ্ছেন?"

বিদ্যাবিনোদ পো ধরিলেন, "সেটা মত, দিক্, আর না দিক্, আমরা হিবণ বাবাকে তুলে নেবই।"

শূলপাণি কহিলেন, "তবু, তিনিও ত এ গ্রামের একজন পণ্ডিত। তাঁর মতটা একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় কি?"

তর্কালঙ্কার বিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে চক্ষু টানিয়া দীর্ঘ মুখে কহিলেন, "হাঁ, তা উচিতই ত। আপনি অতি সদ্বিবেচক। আপনার কর্ত্তব্য আপনি ক'রবেন বই কি?"

ন্যায়বাগীশ ভরসা দিলেন, "তারপর তিনি এতে মত দিন আর না দিন, আমরা ত আছিই। একবার বাবুকে কথা দিয়ে কি আর তাঁর ভয়ে ফেরাব? ব্রাহ্মণের মুখের বাণী কি বৃথা উচ্চারিতা হবে? কি বলহে?"

সকলেই একবাক্যে ন্যায়বাগীশকে সমর্থন করিলেন।

শূলপাণি বাবু কহিলেন, "তবে তাঁকে একটা সংবাদ দেওয়া যাক্' যে আপনারা সকলে এখানে সমবেত হ'য়েছেন, তিনিও শুভাগমন করুন।"

বিদ্যাবিনোদ কহিলেন, "হাঁ, কোন ভৃত্যকে প্রেরণ করুন।"

শূলপাণি ভৃত্যকে ডাকিলেন, "ও রতন, রতন! বাবা, তুই সার্ব্বভৌম-ঠাকুরকে একটা খবর দিয়ে আয় না? নাঃ—তুই থাক্। ব্রাহ্মণকে আহ্বান কত্তে কোন ভৃত্য প্রেরণ করা অবিধেয় হয়। মুখুয্যে দাদা, তুমিই একটু হাঁটিতে হাঁটিতে তবে যাও। অমনি পথে তাঁকে কথাটা বুঝিয়ে একটু ব'লো। রতন, একটু তামাক দেরে।"

মুখুয্যে উঠিয়া পায়ে চটী, কাঁধে চাদর এবং হাতে ছাতাটি লইয়া যাত্রা করিলেন। রতন তিন কলিকা তামাক সাজিয়া একটি বাবুর গড়গড়ায় এবং অপর দুইটি ব্রাহ্মণগণের সম্মুখস্থ বৈঠকে স্থাপিত দুইটি রৌপ্যখচিত হুঁকায় রাখিল। শূলপাণি হাই তুলিয়া ক্লান্ত বিপুল তনুভার তাকিয়ায় ঢালিয়া গড়গড়ার নল মুখে তুলিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে ধূম্রসেবনে নিবিষ্ট

হইলেন। ব্রাহ্মণগণও কদলীপত্র-নল-সংযোগে সুরভি ও সুস্বাদু ধূমা-স্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মবদন-বিনিঃসৃত কুণ্ডলী কুণ্ডলী সুরভি ধূমে এবং মধুর-গম্ভীর-ধীর গড় গড় গুড়ু গুড়ু ধ্বনিতে গৃহ পূর্ণ হইল। বাহিরে একটী কৃষাণ বারান্দায় দা রাখিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে হস্ত হইতে হস্তান্তরে পরিচালিতা সাগ্নিকা সধুমা কলিকাদ্বয়ের পানে চঞ্চল লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

"দাদা, আমি জয়া তোমাকে প্রণাম কচ্চি।"

জয়া আসিয়া ভ্রাতাকে প্রণাম করিলেন। জয়ার প্রতি শূলপাণির যে বড় একটা বিজাতীয় বিরাগ ও বিদ্বেষ ছিল, তাহা পাঠকবর্গ জানেন। তাঁহাকে নিন্দনীয় করিয়া, আবার বলপূর্ব্বক তাঁহারই বাটী দখল করিয়া, জয়া সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। মাণিক আপন ক্ষমতায় চাকরী পাইয়াছে। তাঁহার কিছুমাত্র অনুগ্রহ প্রার্থনা না করিয়া, ভগিনী ও ভাগিনেয় সগর্ব্বে সুখ সম্মানে তাঁহারই বাটীতে—যেন তাঁহারি বুকে বসিয়া মুখে চুন কালী দিতেছে! জয়া কি মাণিকের কথা স্মরণ হইলেও শূলপাণির সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত। এখন সহসা প্রণতা জয়াকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার একেবারে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সর্ব্বশরীরে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইল। পণ্ডিতগণ যে সম্মুখে উপস্থিত, ইহাও বিবেচনা করিবার শক্তি তাঁহার রহিল না।

ক্রোধের আবেগে হাতের নল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, উঠিয়া বসিয়া, তিনি কহিলেন, "কে, জয়া? তুই এখানে কেন রে হতভাগী? দূর হ'য়ে যা আমার সাম্‌নে থেকে!"

ভীত ও বিস্মিত পণ্ডিতগণ ত্রাস-চমকে পশ্চাতে সরিয়া বসিলেন। স্মৃতিরত্ন ও তর্কালঙ্কার মুখের হুঁকা হাতে ধরিয়া স্ফুরিত বদনে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

জয়া কহিলেন "দাদা, অনেক দিন পরে বাড়ীতে এসেছ,—আমি তোমার মার পেটের বোন্, অমন কথা বল্‌তে আছে ?"

বর্দ্ধিত ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া শূলপাণি কহিলেন, "মার পেটের বোন্! মার পেটের কলঙ্ক তুই! তোর জন্যে লোকের কাছে আমার মুখ ছোট ক'রে থাক্‌তে হয়—তোর মুখ দেখ্‌তেও আমার ঘেন্না হয়। দূর হয়ে যা বল্‌ছি!"

জয়ার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, একটু তীব্রস্বরে তিনি কহিলেন, "আমার জন্যে তোমার মুখ ছোট! কেন? কিসে? কি এমন অপরাধ করেছি আমি? এসব কি ভাল কথা ব'ল্‌ছ দাদা?"

"বেশ ব'লেছি! খুব ব'লেছি! আরও ব'ল্‌ব! আমার বোন্ হ'য়ে তুই পরের ঘরে বাদীপনা ক'রে খেয়ে বেড়িয়েছিস্! কিসের দুঃখ ছিল আমার? একটা অনাথা বোনকে আমি খেতে পরতে দিয়ে ঘরে রাখ্‌তে পাত্তাম না? একটা নিরাশ্রয় ভাগ্‌নেকে আমি মানুষ ক'রে দিতে পাত্তাম না? স্বামীটা হতচ্ছাড়া হ'য়ে মুখে কালী দিয়ে বেরিয়ে গেল, পাথারে প'ড়ে ভাস্‌ছিলি। আমি যত্ন ক'রে বাড়ীতে নিয়ে এলাম; তা এক বছর যেতে না যেতে তুই হতভাগী আমার সংসার ছেড়ে বেরিয়ে প'লি। আমার নিন্দে ক'রে, আমার পরিবারের নিন্দে ক'রে, তুই এর ভাত রেঁধে, ওর জল তুলে, তার ধান ভেনে পেট চালাতে গেলি। যারা আমার তাঁবেদারে থাকে, আমার বোন হ'য়ে তুই তাদের ঘরে বাঁদী-পনা ক'রে ছেলে মানুষ ক'ত্তে গেলি। তোর আবার মুখ দেখ্‌তে আছে?"

জয়ারও রাগ হইল। শত্রুতা ভুলিয়া ভগিনীর স্নেহে ভ্রাতাকে তিনি সম্ভাষণ করিতে আসিয়াছিলেন। তাহাতে কিনা এত লোকের সমক্ষে এই কটূক্তি? ইহাতে মাটির শরীরেও আগুন জ্বলিয়া উঠে। তিনিও সমান ক্রোধে হাতমুখ নাড়িয়া উচিত কথা শুনাইলেন। কহিলেন,

"বটে! তোমার ঘরে মাগ্‌না বাঁদীপনা করিনি ব'লে তোমার বড় আফ্‌শোষ হ'য়েছে, নয়? মারপেটের বোন ব'লে একটি দিন আদরযত্ন ক'রে আমায় ঘরে রেখেছিলে? রাতদিন খ্যাংরাঝাঁটা, গাল ফৈজত ছাড়া তুমি কি তোমার বউ, একটি দিন ভাল মুখে আমায় কোন কথা ব'লেছিলে? কেন তোমার ঘরে থাক্‌ব? দুবেলা হাঁড়ি ঠেলেছি, বাসন মেজেছি, জল তুলেছি,—দুটো ঝি বাম্‌নীতে যা না পারে, এক হাতে তা ক'রেছি। চোখের জলে ভেসে দুবেলা পেটে দুটো ভাত দিয়েছি। ঝি বাম্‌নী রাখ্‌তে হলেও ত দশ টাকা মাইনে তোমার দিতে হ'ত? একটি পয়সা কি আমার হাতে ধ'রে কখন দিয়েছ? বাঁদীপনা যদি কল্লামই, তোমার ঘরে—একটী পয়সার পিত্যেশ নেই—মাগ্‌না বাঁদীপনা ক'রে খ্যাংরাঝাঁটা খাব কেন? কিনে বাঁদী এনেছিলে আমাকে?"

এতটা স্পষ্ট উচিত কথায় শূলপাণির ক্রোধের বৃদ্ধি বই উপশমতা হইবার সম্ভবনা ছিল না। আরক্ত নয়নে ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "শুনেছেন মশাইরা কথা! সংসারে থাকতে হ'লে কাজ কর্ম্ম ক'ত্তে হয় না? নিজের সংসারেই বা ব'সে থেকে কে কোথায় খেতে পারে?"

জয়া দমিবার পাত্রী নহেন। 'তিনিও উত্তর করিলেন,

"গতর র'য়েছে, বসে থেকে কেন খাব? ব'সে খেতে কখন চাইনি। বউ কিছু কুঁড়ে, আস্‌তে আস্‌তে ভাইএর সংসার ব'লে কাজ কর্ম্ম সব নিজে দেখে নিলুম। ও মা! দুদিন যেতে না যেতে দেখি আমি যেন কেনা বাঁদী। সংসারে থাকৃলে কাজকর্ম্ম ক'ত্তে হয়, এটা আর আমি জানি নে? উনি শিখিয়ে দেবেন, তবে জান্‌ব। বলি যার সংসারে থাক্‌বে, সে যদি আপনার জনের মত না দেখ্‌ল, আপনার জনের মত মান না রাখল, তবে কেনা বাঁদীর মত তার সংসারে

মাগনা খাট্‌তে যাব কেন? নিজের জন্যে কে মরে? সোয়ামীই যাকে ছেড়ে গেল, তার আবার সুখই বা কি, আর মানই বা কি? কোনও মতে দিন কেটে গেলেই হ'ল। তবে পেটের একটা কাঁটা ছিল, তারদিকে একটু চাইতে হয় না? অনাথ ভাগ্নে ব'লে একটি দিন কেউ তার মুখপানে চেয়েছিলে? কি হ'ত, তোমার ঘরে থাক্‌লে? তাকেও আজ তোমার ছেলে পিলে রেখে, আর হাটবাজার ক'রে দুটি ভাত খেতে হ'ত। দুঃখু হবে না? গা জ্বল্‌বে না? অমন বিনে মাইনের রাতদিনের ঝি বাম্‌নী, রাতদিনের চাকর হাতছাড়া হয়ে গেল, এতে দুঃখু কার না হয়? কার না গা জ্বলে?"

জয়ার তীব্র বিদ্রূপে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। শূলপাণি উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন, "দ্যাখ্ জয়া! মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্! বড় বাড় হয়েছে তোর!"

জয়াও তাঁহার রোষতীব্র স্বর সপ্তম হইতে দশমে চড়াইয়া উত্তর করিলেন, "কি কর্‌বে তুমি আমার? ধ'রে মার্‌বে? এস না! মুখ সাম্‌লে কথা কব? ইস! কেন? অমন গুণের ভাই ত আর হয় না? মুখ পুড়েছে,—পুড়ে থাকে বেশ হয়েছে। অনাথা বোনকে যারা কেনা বাঁদীর মত অমন লাঞ্ছনা করে, তাদের মুখ এম্‌নি পোড়াই উচিত।"

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শূলপাণিকে ধরিয়া বসাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। স্মৃতিরত্ন জয়াকে কহিলেন, "যাই বল বাছা, কাজটি তোমার ভাল হয় নাই। স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য-অবলম্বন কখনও সঙ্গত নয়। শাস্ত্রে আছে, নারী বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকিবে।"

পণ্ডিতগণের ভয়-ত্রাসিত নীরব মুখে এতক্ষণে বাক্য ফুটিল। স্মৃতিরত্নের ব্যাখ্যাত শাস্ত্রপ্রমাণের অপূর্ণতা পূরণ করিয়া, তর্কালঙ্কার মন্তব্য করিলেন, "অভাবে ভ্রাতা দেবর ভাসুর প্রভৃতির অধীনে থাকাই বিধেয়।"

ন্যায়বাগীশ জয়ার ত্রুটি দেখাইয়া কহিলেন, "তুমি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন ক'রে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করেছ।"

শূলপাণির পার্শ্বোপবিষ্ট বিদ্যাবিনোদ শূলপাণিকে দেখাইয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিলেন, "এমন রাজ-তুল্য ভ্রাতার বড়ই অবমাননা করেছ।"

ঘৃণা ও বিরক্তির স্বরে জয়া উত্তর করিলেন, "আমর্! এ খোষা-মুদে বামুণগুলো বলে কি? বড় টাকা দেখেছে,—নয়? রেখে দেও তোমাদের শাস্তর! মেয়েমানুষকে দেওর ভাসুর বাপ ভাই এর অধীনে থাক্‌বার কথা লিখেছে, আর তাদের কেনা বাঁদীর মত লাঞ্ছনায় অপমানে না খাটিয়ে আদর যত্ন করে রাখ্‌তে হবে, এ কথা লেখে নি? না যদি লিখে থাকে, অমন এক চোখো শাস্তর আমি মানি না! মেয়ে-মানুষ ভেসে এসেছে; তাদের আর মানষের আত্মা নাই; তাদের সুখ দুঃখ, মান অপমান নেই? দেওর ভাসুর ভাই ভাইবউ এর বাঁদীপনা ক'র্ত্তে সে জন্মেছে;—নয়? কেন, এত সইতে যাব কেন? গতর রয়েছে, পেটের দুটো ভাত ক'রে খেতে পার্‌ব না? পেটে যদি ছেলে ধরেছি, পরের মুখ না চেয়ে নিজে খেটে তাকে মানুষ ক'র্ত্তে পার্‌ব না? এই তোমাদের শাস্তরের ব্যবস্থা? অমন শাস্তর চুলোয় নিয়ে দেও!"

শূলপাণি নীরবে এতক্ষণ রাগে ফুলিতেছিলেন। জয়ার মুখে এই আত্মনির্ভরতা ও নারীর অধিকারের অবতারণা শুনিয়া ক্রোধবিকৃত মুখে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভারি বক্তিতে হ'চ্ছে! ভারি মান! বলি আমার ঘরে থেকে খেতে যদি এত অপমান হয়েছিল, তবে আমার বাড়ীতে কেন ঘর করে আছিস্? যা, আজই দূর হয়ে যা! আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও আর আস্‌তে পার্‌বি না।"

জয়া উত্তর করিলেন, "তোমার বাড়ী? বাড়ী তুমি নিজের টাকায় ক'রেছ? যাঁর বাড়ী, তুমিও তাঁর সন্তান, আমিও তাঁর সন্তান। আমি ভেসে আসিনি। আমারই বাপের বাড়ীতে আমি এককোণে ঘর ক'রে থাক্‌তে পার্‌ব না?"

জয়ার এই শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত অন্যায় অধিকারের দাবীতে প্রতিবাদ করিয়া স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "এ বাছা তোমার অন্যায় জিদ। পুত্র বর্ত্তমানে পিতৃধনে কন্যার কোন অধিকার নাই।"

"হাঁ গো, হাঁ! আমার ত এখন সবই অন্যায়। হ'ত মাণিক আমার বড় চাক্‌রে, সব উল্টো ব্যবস্থা তখন হ'ত। এও বুঝি তোমাদের শাস্তরের ব্যবস্থা! কন্যাসন্তান বাপের সন্তান নয়? সোয়ামীর ঘরে দাঁড়াবার ঠাঁই না থাক্‌লেও বাপের ঘরের এককোণে সে মাথা রাখ্‌তে পাবে না। এই বুঝি শাস্তরে লিখেছে? লিখেই যদি থাকে, আমি তার ধার ধারিনে। বাপের মেয়ে আমি, বাপের বাড়ীতে ঘর ক'রে আছি, থাক্‌ব! কার সাধ্যি থাকে, আমায় তুলে দিক্!"

সদর্পে আপন অধিকারে এই দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া জয়া প্রস্থান করিলেন।

"অতি প্রচণ্ডা!"

"সাক্ষাৎ রণচণ্ডিকা আর কি!"

"ওরূপ মুখরা নারী যে ঘরে থাকে, সেখানে লক্ষ্মী থাকেন না।"

"ওরূপ অলক্ষ্মীরূপা মুখরা নারী যে স্বেচ্ছায় আপনার গৃহ ত্যাগ করে গিয়েছে, এটা বাবু পরম সৌভাগ্য বলেই মনে কর্‌বেন।"

শূলপাণির সর্ব্ব শরীর যেন আগুনে জ্বলিতেছিল। এ সব কথায় কোন মনোযোগ না দিয়া তিনি একবার তাকিয়ায় হেলিয়া পড়িয়াই আবার উঠিয়া বসিলেন। কাছে একখানা পাখা ছিল, তাই হাতে তুলিয়া লইলেন।

স্নেহপ্রবণ জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া বায়ু সঞ্চালনে বাবুর উষ্ণ দেহের ও অত্যুষ্ণ মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা সম্পাদনে প্রয়াস পাইলেন। শূলপাণি ভৃত্যকে ডাকিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, "এই রত্না ব্যাটা, হারামজাদা! একটু তামাক দে না? হারামজাদী মাগী গাটা একেবারে জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে।"

বিদ্যাবিনোদ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আহাহা! বাবুর কি ধৈর্য্য!"

তর্কালঙ্কার দৃষ্টান্তে সমর্থন করিলেন, "সাক্ষাৎ রামচন্দ্র আর কি?"

ন্যায়বাগীশ এই দৃষ্টান্ত ধরিয়া সমস্যা উত্থাপন করিলেন, "বাবুর স্বর্গীয়া জননী কৌশল্যাসদৃশী রত্নাগর্ভা ছিলেন। যে গর্ভে এই রত্নের উদ্ভব,— সেই গর্ভে কিনা ওই দুর্ব্বৃত্তার জন্ম সম্ভব হ'ল? কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্!"

স্মৃতিরত্ন বহু উপমায় এই সমস্যা পূরণ করিয়া কহিলেন, "ওহে ভগবতী ধরিত্রী যে গর্ভে রত্নরাজি ধারণ করেন, আবার সেই গর্ভ হতেই অগ্ন্যুদ্গীরণ ক'রে লোকক্ষয় করেন; সমুদ্র মন্থনে সিন্ধুগর্ভ হ'তে অমৃত ও বিষ দুই-ই উদ্ভূত হয়, যে বারিদ ঘটা বারিধারা বর্ষণে ধরিত্রীকে শীতলা ও শস্যশালিনী করেন, সেই বারিদ হ'তেই আবার ভীষণ অশনি-সম্পাত হয়ে থাকে; যে ফণীর শিরে মণি, সেই ফণীরই দন্তে বিষ উদ্গীরিত হয়। অতএব, আশ্চর্য্যং নাস্ত্যত্র কিঞ্চিৎ।"

ধূমপানে, তালবৃন্তব্যজনে এবং কিয়ৎকাল নীরব আত্ম-চিন্তনে শূলপাণির ক্রোধ সংযত হইল। তিনি মনে মনে একটু লজ্জিতও হইলেন। পণ্ডিতগণের সমক্ষে ইতরলোকের ন্যায় এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। যাহাহউক, যাহা হইয়াছে, তাহার আর উপায় নাই। আত্মগোপনে চিরশিক্ষিত ও চির-অভ্যস্ত শূলপাণি আবার মুখে প্রসন্নহাসি ফুটাইলেন। পণ্ডিতগণ পরস্পর মুখ

চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া, চক্ষু ঠারিয়া, মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

এমন সময় মুখুয্যেসহ সার্ব্বভৌমঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ!"

"ব্রাহ্মণায় নমঃ!"

শূলপাণিও সসম্ভ্রমে উঠিয়া গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া সার্ব্বভৌমঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিতে অনুনয় করিলেন।

যথারীতি অভিবাদন, প্রত্যভিবাদন, আসনগ্রহণ ও কুশলবার্ত্তাদি বিনিময়ের পর, শূলপাণি অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, "দেখুন সার্ব্বভৌম মহাশয়, এঁরা সকলে এখানে সমবেত হ'য়েছেন, তাই আপনাকে আহ্বান ক'ল্লাম। আপনার আশীর্ব্বাদে বাবা হিরণ বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে। আপনাদেরই ছেলে, এখন আপনারা পাঁচজনে ঘরে তুলে নিন্, এই প্রার্থনা। আর বিলেত গেলেও সেখানে সে অহিন্দু আচার কিছু করেনি। সেখানে——"

সার্ব্বভৌমঠাকুর এই স্থলে শূলপাণিকে বাধা দিয়া কহিলেন, "হাঁ বাবা, মুখুয্যে ঠাকুরের কাছে সব শুন্লাম। তা বাবা, বিলেতে যে হিরণ চাকরবামুন আর তুলসীগাছ নিয়ে হিন্দু-আচারে ছিল, ও সব কথা রাখ। তবে হিরণ বিলেতে গিয়েছে, বিলেতে ম্লেচ্ছসংসর্গে থেকে ম্লেচ্ছান্নগ্রহণ ক'রেছে, তাই ব'লেই যে তাকে ফেলে দিতে হবে, এমন কোন কথা হ'তে পারে না। শিক্ষা, বাণিজ্য ও রাজকীয় প্রয়োজনে ম্লেচ্ছদেশে গমন ক'ত্তে হ'লে, ম্লেচ্ছসংসর্গ আর ম্লেচ্ছান্নগ্রহণ দুষ্পরিহার্য্য। এ ক্ষেত্রে এসব মোটে দোষেরই কি না, সে বিচারের এখন সময় নয়। আর বিচারও নিষ্প্রয়োজন। দেশে থেকেও ত শত শত লোক ম্লেচ্ছসংসর্গ ও ম্লেচ্ছান্নগ্রহণ ক'চ্চে। আমরা দেখে শুনেও কিছু বলি না। তবে হিরণের বিলেত যাওয়ায়, কি

বিলেতে ও সব করায় বেশী কি অপরাধ হ'তে পারে? নামে গোপনে, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রায় প্রকাশ্যভাবেই যা চ'লে যাচ্ছে, যা বন্ধকরা কারও সাধ্য নাই, কালধর্ম্মানুসারে অচিরে যা সমাজে প্রচলিত হ'য়ে যাবেই, সে স্থলে অনর্থক 'দোষ' 'দোষ' বলে আমরা বরং মিথ্যারই প্রশ্রয় দিচ্ছি। এই যে বাবা, তুমি তুলসী গাছ আর চাকরবামুণের কথা তুল্‌ছিলে, তা না হ'লে ত এসব মিথ্যা ব'ল্‌বার কোন দরকার হ'ত না?"

শূলপাণি লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"সার্ব্বভৌম মহাশয়, আপনার অতি উদার চরিত্র। তা ও গুলো—কি জানেন—একেবারে যে মিথ্যা—তাও নয়,—তবে কিনা———"

"থাক্ বাবা; আর ওসব কথা তুলেই কাজ নেই। ওসব যে ক'ত্তে হয়, সে তোমাদের অপেক্ষা আমাদের দোষই বেশী।"

শূলপাণি বড় ভরসা পাইয়া কহিলেন,—"তবে এঁরা সবাই ত মত দিয়েছেন, এখন আপনার অনুমতি হ'লেই হিরণের সমন্বয়ের একটা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করা যায়।"

সার্ব্বভৌম কহিলেন,—"সমন্বয়টায় আর কি বাবা? হিরণ, ঘরের ছেলে, ঘরে আসুক, আমাদের হ'য়ে আমাদের সঙ্গে থাক, বুকে তুলে নেব এখন। প্রায়শ্চিত্ত, গঙ্গাস্নান, ভূরিভোজন দানদক্ষিণা, কিছু চাই না বাবা, হিরণকে দেখ্‌তে চাই। দেখ্‌তে চাই, হিরণ আমাদের আছে, পর হ'য়ে যায় নাই; পরের মত আমাদের ঘৃণা করে না। দেখ্‌তে চাই, বাঙ্গালীর ছেলে হিরণ বাঙ্গালীই আছে, সাহেব হয় নাই। তাহ'লে সকলের আগে আমিই এসে বরণ ক'রে হিরণকে ঘরে তুলে নেব। নইলে এঁরা যা ইচ্ছা ক'ত্তে পারেন, আমি এর মধ্যে নাই।"

শূলপাণি দেখিলেন, বড় কঠিন সমস্যা। ফাঁকি দিয়া কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা এখানে নাই। তবু একবার কহিলেন, "তা সমন্বয়ের সময় ত

হিরণ উপস্থিত থাক্‌তে পাববে না—পশারটা এরি মধ্যে খুব জেঁকে উঠেছে কি না,—একদিনও তার অবসর হয় না।”

সার্ব্বভৌম উত্তব করিলেন, “এ কি কথা হ’ল বাবা? এমন একটা কাজে একটু খানি অবসর হবে না? না হয় কিছু অর্থক্ষতিই হ’ল?”

“সেটা—কি জানেন সার্ব্বভৌম মহাশয়, বড়—সুবিধে হবে না।”

“তার অর্থ হিরণ আর আমাদেব নেই। আমাদের হ’য়ে আমাদের মধ্যে থাক্‌তে চায় না। আমাদের তুচ্ছ ক’রে সাহেব হ’য়ে সাহেব সমাজে থাক্‌তে চায়। না বাবা, এমত অবস্থায় তুমি গৃহ সুবর্ণমণ্ডিত ক’রে দিলেও হিরণকে গ্রহণ ক’ত্তে আমি প্রস্তুত নই।”

শূলপাণি কহিলেন, “তা এঁরা ত সব প্রস্তুত হ’য়েছেন। আপনি কি এঁদের ত্যাগ ক’র্‌বেন?”

সার্ব্বভৌম কহিলেন, “আমি এঁদের ত্যাগ ক’ত্তে চাই না। তবে সমাজের কল্যাণের দিকে যদি এঁরা না চান, তবে নিরুপায়। কিহে স্মৃতিরত্ন, তোমরা কি এরূপ অবস্থায়ও হিবণকে গ্রহণ ক’ত্তে প্রস্তুত হয়েছ?”

পূর্ব্বে যতই আস্ফালন করিয়া থাকুন, তেজস্বী সার্ব্বভৌমের সমক্ষে পণ্ডিতগণ এতটুকু হইয়া গিয়াছেন। বরাবরই সূর্য্যালোকে জোনাকির ন্যায় সার্ব্বভৌমের তেজঃপ্রতিভার সম্মুখে তাঁহারা এইরূপ নিভিয়াই থাকেন। অপ্রতিভ স্মৃতিবত্ন নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর করিলেন, “আজ্ঞে, হিরণ গঙ্গাস্নান ক’রেছে, বাবু স্বয়ং প্রতিনিধি থাক্‌বেন,—কাজেই আমরা একরূপ—স্বীকৃতও হয়েছি।”

বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতিও তদ্বৎ ভাবে কহিলেন, “আজ্ঞে হাঁ—তা—আপনিও যদি——”

“না, না, তোমাদের যেরূপ ইচ্ছা ক’ত্তে পার। এরূপ অবস্থায় আমি কিছুতেই প্রস্তুত নই। তবে উঠি এখন শূলপাণি।”

শূলপাণি উঠিয়া করযোড়ে কহিলেন, "আজ্ঞে, তবে আর কি ব'ল্‌ব? আসুন, নমস্কার।"

"সুখে থাক।"

সার্ব্বভৌম প্রস্থান করিলেন। শূলপাণির সঙ্গে কতিপয় পণ্ডিতও উঠিয়া দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিলেন।

সূর্য্য অস্ত গেল। জোনাকির ক্ষুদ্র আলো আবার মিটি মিটি জ্বলিয়া উঠিল।

"ইস্‌! ব্যাটার ভারি তেজ!"

"কি সব অহিন্দুর মত কথা বল্লে শুন্‌লেন ত, বাবু?"

"অতি ভণ্ড! অতি পাষণ্ড! ওর আচরণও অতি জঘন্য। ভাগ্য-বলে একটা নাম যশ হ'য়ে প'ড়েছে; নইলে এতদিন একঘ'রে হ'য়ে থাক্‌তে হ'ত।"

"আপনি যদি একটু পোষাকতা করেন বাবু, ব্যাটাকে একঘ'রে ক'রে আপনার এই অপমানের প্রতিশোধ দিই।"

শূলপাণি কহিলেন, "তা এর পর যা হয় দেখা যাবে। সমন্বয়টা ত হ'য়ে থাক্‌। লোকটা ভারি তেজী। আর পশার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট আছে।—তা, বেলা হ'ল, এখন আসুন। নমস্কার।"

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বিদায় হইলেন। শূলপাণি ও মুখুয্যে স্নানাহারে গমন করিলেন।

কয়েকদিনপরেই মহাসমারোহে হিরণের সমন্বয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পশ্চিম যাত্রা।

পূজার মাসাধিক কাল বাকী আছে। গাছের নারিকেল সব পাকিয়া উঠিয়াছে। নারিকেলগুলি পাড়াইবার জন্য জয়া একদিন প্রাতঃকালে গদাকে ডাকাইলেন। উৎসাহের হাসিতে ভরামুখে 'হেঁইয়ো' 'হেঁইয়ো' শব্দ করিতে করিতে লাফে লাফে গদা নারিকেল গাছে উঠিল! ডুব্ দাব্ নারিকেল তলায় পড়িতে লাগিল। জয়ার ১০।১২টা নারিকেল গাছ ছিল। গদা একে একে সব গাছে উঠিয়াই নারিকেল পাড়িল। জয়া নারিকেল কুড়াইয়া উঠানে স্তূপ করিয়া রাখিলেন।

গদা নামিয়া উঠানে নারিকেলের স্তূপ দেখিয়া কহিল, "ওরে সাবাস! নার্‌হেল ত দেহি কোম না। এত নার্‌হেল দিয়ে এর্‌বা কি (১)? ছোট দাদাঠাউর ত চাহোরী (২) এরে (৩)। তুমি এহাই কি এত নার্‌হেল ঘরে ব'সে খায়ে ফুরোতি পার্‌বা?

জয়া হাসিয়া কহিলেন, "পোড়া কপাল! আমি কি খাব? মাণিক যখন আসে খাবে, পাঁচজনকে দেব থোব; আর বিক্রি ক'র্‌ব।"

গদা কহিল, "আর কত বিক্কিরিই যে তোমরা এ'র্‌বা? ছোট দাদাঠাউর ত এহনে চাহোরী এরে; তউ ই'য়ে বিক্কিরি, তা বিক্কিরি,—এত টাকা দিয়ে এর্‌বাকি? ছাওয়ালের বিয়েডাও ত দিলে না এহন তাৎ (৪)। তা বিক্কিরি এর্‌বা এরো; নিজিরাও ত খাবা, আবার বোলে

---

(১) ক'র্‌বে কি। (২) চাকরী। (৩) করে। (৪) তক্, পর্য্যন্ত।

দেবা থোবাও। আমারে এট্টা নার্‌হেল দেওনা খাই। এত ছেরোম এরে পাড়্‌লাম; আমারে এট্টা খাতি দিতি হয় না? না, তা পাপ মুহিত রাম নাম বারোবে না।”

“ও মা, তা খা না? তোর যে কটা ইচ্ছে খা।”

“অভয়! ঝুনো নার্‌হেল মেলা খায়ে শ্যাষে মরি আর কি? ডাবের সময় খাতি ক’য়োদি দেহি, তোমার গাছ শুদ্দো খায়ে ফেলাব। তা ত কবা না? এহনে ঝুনো নার্‌হেল যে কয়ডা পারিস খা, আর খায়েগে মর্‌।—তবে দেও এট্টা খাই। আর এক খাব্‌লা গুড়ও আনে দেও।”

“নে না। তোর যেটা ইচ্ছে বেছে নে।”

“না পিসিঠারোন্‌, নিজির হাতে বা’ছে টা’ছে আমি নিতি পার্‌বো না। নিজির হাতে কি পরের ঘরেথে ভাল জিনিশ তুলে নেয়া যায়? লজ্জা এরে না? আমি ত ভাব্‌তিছি, ওই বড় ডম্‌ড়ো নার্‌হেলডা নিয়ে খাই। তোমারো হয়ত ওইডের পরেই লোভ হইছে। তুমি আপন হাতে ধ’রে যা দেও, কোন কথা নাই। কিন্তু ধর, আমি আপন হাতে বায়েগে যদি ওই নার্‌হেলডা নিয়ে খাতি বসি, তুমি মোনে মোনে ভাব্‌বানে, স্থাহ্‌ বেটা বেয়াক্কেল। না পিসি ঠারোন্‌, আমি বাছে টাছে নিতি পার্‌বো না, তোমার যেডা হাতে ওঠে দেও।”

জয়া হাসিয়া গদার বাঞ্ছিত নারিকেলটি তাহাকে তুলিয়া দিলেন। গদা উঠানের একধারে দা লইয়া নারিকেল ছাড়াইতে বসিল। জয়া গুড় আনিতে ঘরে গেলেন।

“জয়া পিসি! জয়া পিসি!”

মদন একখানা পত্র হাতে করিয়া আসিল।

“ছিঃ ছিঃ ছিঃ! দাদা ঠাউর, পিসি ঠারোনের নার্‌হেল পা’ড়ে দিছি;

তাই গে এই ছ্যাহ সগলেখে (১) যে বড় ।হুমড়ো নারহেলডা, তাই আপন হাতে ধ'রে আমারে খাতি দিছে।"

"তা খা। জয়া পিসি কই? জয়া পিসি!"

"কে, মদন? এস বাবা, কি?" জয়া গুড়ের বাটী হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

"মাণিকের চিঠি এসেছে,—সে ত এক হাঙ্গামা বাধিয়ে ফেলেছে।"

"কি? কি হ'য়েছে? কি ক'রেছে সে?"

"আফিসের সাহেবকে খুব মেরে পালিয়ে গিয়েছে।"

জয়ার হাত হইতে গুড়ের বাটী পড়িয়া গেল। গদাও নারিকেল ছাড়িয়া দা হাতে লইয়া চাহিল। জয়া কহিলেন "সর্ব্বনাশ! সাহেবকে মেরে পালিয়ে গিয়েছে? এখন কি হবে মদন?"

"কি আর হবে? যদি ধরা পড়ে, তবে মাস ক'য়েক জেল হ'তে পারে। তা দু চার ছ মাস জেলে মাণিকের কি হবে?"

"আঁ! জেল হবে? বলিস কি মদন? আমি তবে কি কর্‌ব?"

গদা হাতের দা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মদন কহিল, "কি আর ক'র্‌বে? ঘরে ব'সে ব'সে খাবে, ঘুমোবে, আর বেড়াবে।"

গদা শুনিয়া কহিল, "অহয়! দাদা ঠাউরির যেমন কথা! ছাওয়াল থাক্ জেলে, আর মা ঘরে ব'সে নিচ্চিন্দি (২) খাবে, ঘুমোবে আর বেড়াবে। ওইত, এহনি দেহি পিসি ঠারোণের চোঁহি জল বারোইছে। তউ পিসি ঠারোন ভাল। আমার গো মাঠারোণ্ হ'লি, চ্যাচায়ে কাঁদে আর ব'হে (৩) গেরাম মাথায় ক'রে উঠোত এতক্ষণ।"

---

(১) সকলের চেয়ে। (২) নিশ্চিন্ত। (৩) ব'কে।

মদন কহিল, "ছি, জয়া পিসি! তুমি কি পাগল হ'লে? এতেই চোকের জল প'ড়্‌ল?"

চক্ষের জল মুছিয়া জয়া কহিলেন, "কি হ'য়েছিল মদন? কেন মার্‌ল? কোথায় গেল?"

"এইত লিখেছে শোন।" মদন মাণিকের পত্র পড়িল।

'মদন দা,

যা ভয় ক'রেছিলুম, তাই হ'ল। হটাৎ সায়েবের সঙ্গে আজ মুখোমুখি ঘ'টল। বংশে শালার মত লম্বা সেলাম না করায় সায়েব যাচ্ছে তা ক'রে গাল দি'ল। আমারও রাগ হ'ল, ধ'ম্‌কে ডুকথা শুনিয়ে দিলাম। সায়েব রুখে এসে আমায় ডুটো ঘুসি দিলে। আমিও ধাক্কা দিয়ে শালাকে চিৎ ক'রে ফেলে, বুকে আর মুখে আচ্ছা ক'রে কটা লাথি দিলুম। মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে শালা অজ্ঞান হ'য়ে প'ল। আমি অম্‌নি চম্পট। বাসার লোকে ব'ল্লে কিছু দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা ভাল। ব্যাপারটা কিছু গুরুতর হ'তে পারে। তবে সায়েব যদি সহজে সাম্‌লে উঠে, তবে ওম্‌নি ওম্‌নিও যেতে পারে। সায়েবরা মার খেয়ে মাত্তে পা'ল্লে মারে, আমাদের মত আদালতে নালিশ ক'ত্তে দৌড়োয় না। তা সকলে ব'ল্লে, আমিও ভাবলাম, কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা মন্দ নয়। পরে অবস্থা বুঝে যা হয় করা যাবে। আর ইতিমধ্যে পশ্চিম অঞ্চলটা কখনও দেখিনি, একবার ঘুরে আসিগে। মাকে দেখো; মা যেন কাঁদে না।

মাণিক।'

বুঝ্‌লে জয়াপিসি, কোন ভয় নাই। শীগ্‌গিরি ফিরে আস্‌বে। দেখো, কিছু হবে না। এম্‌নি এম্‌নিই মিটে যাবে। সে দিন বলছিল, তাদের এ সায়েবটা নাকি বড় পাজি। কেরাণীদের সঙ্গে শেয়াল কুকুরের

মত ব্যবহার করে। কথায় কথায় 'হারামজাদা,' 'শালা,' 'বাঁদী কো বাচ্ছা' এই সব ব'লে গাল দেয়। বেশী রাগ হ'লে ঘুসিনাথিও মারে।"

জয়া কহিলেন, "ও মা, এম্‌নি ক'রে গাল দেয়, আর মারে? এ স'য়েও আবার লোকে চাক্‌রী করে? এদের কি মানুষের আত্মা নেইরে? রাম! রাম! এর চাইতে মুটেমজুরী ক'রে খাওয়াও যে ভাল। তা মেরেছে, বেশ ক'রেছে। জেল যদি হয় ত হ'ক্‌। মানুষ হলেও নাকি কেউ এ সইতে পারে?"

"হাঁ, এইত আমার জয়াপিসির মত, আর মাণিকের মার মত কথা!"

গদা কহিল, "তা ছাড়া কি? পিসি ঠারোনের মত মানুষ খেডা (কে)! ম্যানো সুমিত্রে রাণী লক্ষ্মণেরে বোনোবাসে সাজায়ে পাঠাতিছে! আর ছোট দাদাঠাউরির কথাও কই। কি হাতের সুখটো এরেই নিলো! আর আমরা ব'সে নাব্‌হেল্‌ ছুলি।"

জয়াকে কথঞ্চিৎ শান্ত দেখিয়া গদা আবার নারিকেল ছাড়াইতে বসিয়াছিল।

জয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কবে ফির্‌বে কিছু লিখেছে?"

"না পষ্ট কিছু লেখে নাই। গোলমাল কিছু না হ'লে পূজোর মধ্যেই ফির্‌তে পারে। এক কাজ করি না, জয়াপিসি? আমিও যাই, তাকে খুঁজে নিয়ে আসিগে। আমারও অম্‌নি পশ্চিম অঞ্চলটা দেখা হবে। মাণ্‌কে বেড়াবে, আর আমি বেড়াব না?"

মদনের বাহিরের অভিজ্ঞতা বড় বেশী ছিল না। 'পশ্চিম অঞ্চল' কথাটা ছোট হইলেও প্রকৃত অঞ্চলটা যে কত বড়, সেখানে সমুদ্রে বালুকাকণার মত মাণিককে খুঁজিয়া বাহির করা যে কত দুষ্কর, সেটা মদন বোধ হয় তেমন ধারণা করিতে পারে নাই। পারিলে এমন অসম্ভব প্রস্তাব করিত না।

"তুমি যাবে বাবা?"

মদন উত্তর করিল, "আজই যাব। মনে যখন খেয়াল উঠেছে, তখন যাবই। দেখো, পূজোর মধ্যেই মাণিককে নিয়ে ফিরে আস্‌ব।"

গদা কহিল, "দাদা ঠাউর, আমারেও যদি সাথে এরে নিয়ে যাথে, তয় বড় ভাল হ'তো, এট্টু দেহে টেহে আস্‌তাম্। গরিবের ছাওয়াল আমরা, আমার গো কি আর উয়ো হবে? তবে তোমারগো পায় প'ড়ে আছি, দয়া ধর্ম্ম এরে যা এরো।"

"বেশ ত, যাবি। একটা দোসর সঙ্গে থাক্‌লে মন্দ কি?"

গদা তখন বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "এট্টা দোসোর সাথে থাক্‌লি কি পথে ঘাটে কোম উপ্‌কোর দে! এই ধর তুমি, নাথি ধুতি কি আর কোনহানে গেলে, আমি বোচ্‌কা বিড়েডা নিয়ে ব'সে রলাম। তা হলি ত আর কেউ চুরি এরে নিতে পার্‌বে না? তার পরে স্থাহ, তামাক ছিলুমডা আসটাও তো সাজে দিতি পার্‌বো? তামাক তো খাতিই আছ, মুহিথে ছহো লামেনা। নিজির হাতে ত এক ছিলুমু সাজে খাতি পার না!"

গদার অনুচার্য্যের এত আবশ্যকতা প্রদর্শনের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়া মদন জয়াকে কহিল "তবে আসি জয়াপিসি, আজই রওনা হব। চল্ ব্যাটা, যাবি নাকি?"

"এহনিই কি রওনা হবা নাহি? নাবা খাবা না?"

"এখনি কিরে? রেতে যাব।"

"তবে আমি এই নার্‌হেল্‌ডা খায়ে আসি। পিসিঠারোন আপন হাতে ধ'রে খাতি দিলো, তা তোমারগো বারো কথায় ছুটে উঠ্‌তিও পাল্লাম না এহন্ তাৎ।—আরে অদেষ্ট! গুড়ির বাটী দেহি মাটিথি প'ড়ে গেছে। ছাওয়ালের শোগে আর পিসিঠারোণের গেয়ান

পবন নেই। তা নার্‌হেল্‌ডা দেছ, আর এট্টু গুড় আনে দেও, থাই। ভা'বে আর কর্‌বা কি? দাদাঠাউব্‌ যাতিছে, আমি যাতিছি, তোমার ছাওয়ালেরে দেহো এই পূজোর মদ্দিই আনে তোমার কোলে দেব।"

জয়া গুড় আনিয়া দিলেন। গদা গুড়নারিকেল ভক্ষণে মনোনিবেশ করিল।



দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সখী লাভ।

বেলা প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। নির্ম্মল শারদগগণ তলে পুষ্পিত বৃক্ষ লতা-কুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়ায় মিশ্রিত উজ্জ্বল স্বর্ণাভ কিরণে বরাহনগরে গঙ্গা তীরে একটী সুন্দর সুসজ্জিত উদ্যানবাটী শোভা পাইতেছে। গাছের পাতায়, ফুলের গায়, নিম্নে সুবিন্যস্ত সুপরিমার্জ্জিত সুপরিচ্ছন্ন বহুধা-বিভক্ত সজীব তৃণময় শ্যামল ভূমিতে, এখনও নিশার শিশিরকণা ভাল করিয়া শুকায় নাই! বীচিমালা-ক্ষোভিত ভরাগঙ্গার শীতল সলিলরাশির স্নিগ্ধতা লইয়া, সহস্র পুষ্পের সৌরভ বহিয়া, পুষ্পিত লতাকুঞ্জের কোমল কিশলয়-স্তবক ধীরে নাচাইয়া, শুষ্কপ্রায় পুষ্পের শ্লথদলরাজি ঝুর্ ঝুর্ মাটিতে ফেলিয়া, নাচিয়া, নাচিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, বায়ু বহিতেছে। কোথাও দূরে বৃক্ষ শাখায়, কোথাও নিকটে লতাকুঞ্জে, দয়েল শ্যামা প্রভৃতি সুকণ্ঠ ছোটপাখীর মধুর কোমল উদাস সুরলহরী থাকিয়া থাকিয়া উঠিতেছে। ক্ষুদ্র টুনিরা একটি একটি, দুইটি দুইটি, চারিটি চারিটি,—শুষ্কপত্র বা ফুলের পাপ্‌ড়ী মুখে লইয়া টুরটুর উড়িতেছে, ঘুরিতেছে। ভ্রমর স্থানে স্থানে মধুর গুঞ্জনে মধুপান করিতেছে। দূরে শ্রেণীবদ্ধ কদলী নারিকেল সাগু বৃক্ষ বেষ্টিত বক্রগতি কৃত্রিম জলাশয়ের কুমুদ-কহ্লার-কমল-শোভিত কালজলে শ্বেত রাজহংস সন্তরণ করিতেছে। তীরে ময়ূর আহার খুঁজিতেছে, অন্যদিকে তৃণক্ষেত্রে হরিণশিশু খেলা করিতেছে। সুপরিচ্ছন্ন শুভ্রবেশধারী দুইজন মালী নীরবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাবিধ কৃত্রিম নিপুণতায় উদ্যান-শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।

পাঠক, ওই দিকে চাহিয়া দেখুন! এই সুসজ্জিত সুন্দর উদ্যানেব সকল শোভা কাড়িয়া নিয়া ওইযে গোলাপকুঞ্জে গোলাপরাণীর মত মর্ম্মর প্রস্তরের আসনে বামে ঈষৎ হেলিয়া, আহা কে ওই বসিয়া আছে! বেশভূষা সাহেবী ধরণের বড় ঘরের মেয়েদের মত। সুবাসিত ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কোমল মুক্ত কেশদাম স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশ ভরিয়া বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া আসন চুম্বিয়া লুটিতেছে। সম্মুখে সুকুঞ্চিত কেশগুচ্ছগুলির উপরে সুচারু ফিতায় পুষ্পগ্রন্থি। প্রকোষ্ঠে হিবকখচিত বলয়, কণ্ঠে মুক্তাখচিত কণ্ঠমালা, কর্ণে মবকতমণির দুল। বক্ষের পাশে বস্ত্রসংলগ্ন চুণিপান্নাখচিত একটি ব্রুচ্। চরণে গোলাপী মোজার উপরে বক্‌লেস শোভিত উজ্জ্বল বার্ণিস জুতা। সুন্দর মুখখানি-ভরা অতি সুন্দর ও সরল শান্ত স্নিগ্ধ কোমল একটি ভাব, রূপ বা বেশ-ভূষার গর্ব্বের জ্বালাময় উগ্র উজ্জ্বলতার চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই।

অদূরে একটি কদমগাছের ঘন পাতার আড়ালে মধুর শিস্ তুলিয়া একটি দয়েল গায়িল। অলস উদাস ভাবে আসনের পিঠে অঙ্গ ঢালিয়া স্থির কর্ণে, ঈষৎ নিমীলিত নয়নে, যুবতী সেই মধুর তান শুনিল। দয়েল থামিল; পাশে একটী ভ্রমর গুণগুণ করিয়া একটি গোলাপ হইতে অন্য একটি গোলাপে গিয়া বসিল। যুবতী উঠিয়া সেইদিকে চাহিল। দুইটি গোলাপই কাঁপিতেছে; ভ্রমর তাড়াইয়া ভ্রমরবাঞ্ছিত গোলাপটি তুলিয়া নিল। একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, আঘ্রাণ করিল, পরে অন্যমনস্ক ভাবে পাপড়ী খুঁটিতে ও ছিঁড়িতে আরম্ভ করিল। সহসা হাতের অর্দ্ধছিন্ন গোলাপটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্থির পদে একটু সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, একটু এধারে ওধারে ঘুরিয়া যুবতী আপন মনে কহিল, নাঃ! কিছুই ভাল লাগে না! দুটো মনের কথা কব এমন একটি সাথি কেউ নাই। এমনি

করে কি দিন কাটে? ঠিক যেন পোষা ময়নাটির মত সোনার খাঁচায় আদরের দানা জল খাচ্চি, শেখা বুলি গাচ্চি, আর ছট্ ফট্ করে কোন্ দিক দিয়ে ছুটে পালাব তাই ভাব্‌ছি। ভাল, বাবা কি চান? এমন করে খালি সেজে গুজে বিবিয়ানা করেই কি জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে? বিবি হয়েছি ব'লে সাহেব বর ত আর একটি দিতে পারবেন না?—কবে সেই একদিন বে হ'য়েছিল, সেই বর, সেই শ্বশুর বাড়ী,—সব যেন পুরান স্বপ্নের মত একটু মনে হয় কি না হয়। সে এখন কত বড় হয়েছে, দেখ্‌তে কেমন হয়েছে, কি করে, কে জানে? চুলোয় যাক্, ওসব ভাবনা মিছে। মনের মত একটা মেয়ে মানুষ পেলেও যাহ'ক্ মনের কথা কয়ে দিন কাটাতে পাত্তুম। তবু যাহ'ক্, মিস্ বেনার্জ্জি ছিল,—তা তারও বুড়োকালে বর জুট্‌ল, বিয়ে হল, চ'লে গেল। বুড়ো আয়িটা ছিল, গল্প গাছা কত্তুম—তা সেও ম'রে গেল। আর যে দুটো আছে, তাদের কেবল 'সেলাম' আর 'মিসি বাবা।' এমন খালিখালি আর দিন যায় না। যেমন তেমন একটা কথার দোসরও যদি পেতাম!"

নিকটবর্ত্তী প্রাচীরেব বাহিরে গঙ্গাতীরে কোমল রমণীকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কারে গান উঠিল;

"কাঁহা গিয়া মেরা শ্যাম,—
"কাঁহা গিয়া মেরা শ্যাম?"

এমা উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। পাঠক, এই যুবতীই যে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা গৌরী—এখন এমা,—তার বোধ হয় আর পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। এ বাগানবাড়ী ঘনশ্যামের। গ্রীষ্মের কয়মাস তিনি প্রায়শঃ এইখানেই থাকিতেন।

"কাঁহা গিয়া মেরা শ্যাম,—
কাঁহা গিয়া মেরা শ্যাম?"

গান ও গায়িকার স্বরলহরী এমার বড় মিঠা লাগিল। এমা ডাকিল, "মালী!" মালী আসিয়া সেলাম করিল। এমা কহিল, "বাইরে ও কে গাইছে, ডেকে আন তো? গান শুন্‌ব।" 'যো হুকুম মিসি বাবা', বলিয়া মালী গেল।

গায়িকা গায়িতে লাগিল,

"বৃন্দাবনমে কালা বনবনমে ঢুবি
বাঁশী ফুঁকারি—
আর না গায়ত রাধা নাম,
কাঁহা গিয়া মেরা শ্যাম?"

সহসা গান থামিল। একটু পরে মালীব পশ্চাতে গায়িকা উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিল। গায়িকা সুন্দরী যুবতী, পরিধানে বৃন্দাবনবাসিনী বৈষ্ণবীর বেশ। সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে গায়িকা এক পাশে দাঁড়াইল। মালী নিজের কাজে গেল। এমা কহিল, "তুমিই গাচ্ছিলে? বেশ গাও ত তুমি। গাও না গানটা, আমি শুন্‌ব।"

বৈষ্ণবী গাইল,

"কাঁহা গিয়া মেরা শ্যাম,
কাঁহা গিয়া মেরা শ্যাম?
বৃন্দাবনমে কালা বনবনমে ঢুরি
বাঁশী ফুঁকারি—
আর না গায়ত রাধা নাম,
কাঁহা গিয়া মেরা শ্যাম?
সোহি যমুনা তীরে বহত মলয় ধীরে
কুহরত পিক সোহি তমাল বনমে,
ব্রজবালক সোহি বেণু বাজায়ত
ধেনু চরায়ত গোঠ গোঠমে!

হেলই তুলই সোহি শিরপর পাগরী
ব্রজ নাগরী
চলত উজলি ব্রজ ধাম!
কাঁহা গিয়া মেরা শ্যাম?
বৃন্দাবনমে এহি সবি বহত সোহি
কেবল কালা নাহি রাধিকাপ্রাণ,—
সোহি কালা বিনা রাধিকা প্রাণহীনা
ব্রজ নীরব তেরা আঁধা শ্মশান!
বহত মলয়ানিল জ্বলত চিতানল
দেহ দহই—
কাঁহা কাঁহা প্রাণারাম্!”

গান থামিল। মুগ্ধ এমা একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বৈষ্ণবী ভাবিল, বিবির ভাব লাগিয়াছে, আর একটা গাই। সে জিজ্ঞাসিল, “আর একটা গাইব কি?”

“হাঁ, গাও, অম্‌নি সুন্দর প্রাণঢালা আর একটি গান।”

বৈষ্ণবী গাইল,

‘শ্যাম যে আমার প্রাণের রাজা,
বিরাজে শ্যাম প্রাণটি ভ’রে!
প্রাণের যা সাধ পূর্ণ প্রাণেই
প্রাণরাজারে পূজা ক’রে!
চাই যে দিকে হেরি শ্যামে,
শ্যামের বাঁশীই শুনি কাণে
শ্যামসুরভি সমীর শ্যামের
পরশ অঙ্গে বিতরে!

অন্তরে শ্যাম বাহিরে শ্যাম,
ধ্যান মন্ত্র শ্যাম রূপ নাম,
শ্যামময় এ জীবন প্রাণ
ডুবে আছে শ্যাম সাগরে।
জানি না শ্যাম জানে কিনা,
জানি না শ্যাম বিনোদ বিনা,
কাজ কি জেনে চরণ কোণে
ধূলি কণা লুটাই পড়ে।
ধূলি কণা কে চেনে পায়,
ধূলি সেথায় আপনি লুটায়,
স্থান পেয়ে পায় প্রাণ দেবতার
ধন্য ধূলি জীবন ধরে।

এমা আর একটি গভীরতর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরে বুকের পাশ হইতে ক্রচ্‌টি খুলিয়া বৈষ্ণবীকে দিয়া কহিল, "তুমি বড় বেশ গাও; এমন মিষ্টি গান কখনও শুনিনি। এই নেও, এইটি তোমায় পুরস্কার দিলুম।"

বৈষ্ণবী সেলাম করিয়া কহিল, "মেমসাহেব আমি বষ্টমী, ভিক্ষা ক'রে খাই, এ নিয়ে কি ক'র্‌ব? কোথাও বেচ্‌তে গেলেও চোর ব'লে ধ'রে নিয়ে যাবে।"

"ওটা না হয় তুমি প'রো।"

বৈষ্ণবী ক্রচ্‌টি হাতে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, "একি আমাদের মানায় মেম সাহেব? আর কোথায় প'র্‌ব? তুমি ত বুক থেকে খুলে দিলে, কাপড়ে আঁটা ছিল। আমরা ত অমনধারা কাপড় পরি না, মেম সাহেব?"

"তুমি কিছু পয়সা চাও? তা আনিয়ে দিচ্চি। ওটাও দিয়েছি ত

আর ফিরিয়ে নেব না। তোমার যা খুসী ক'রো। না হয় খোঁপা বেঁধে পরো। আর কাউকে দেখাতে ভরসা না পাও, তোমার বষ্টম ত দেখ্‌বে ?"

"আমার বষ্টম নেই মেম সাহেব। আমি একাই ভিক্ষা ক'রে বেড়াই।"

"ওমা, বষ্টম নেই বল কি ? মেয়ে মানুষ, এই বয়সে একা পথে পথে গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়াও ?"

বৈষ্ণবী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "কি ক'র্‌ব মেম সাহেব ? যার কেউ নাই, তার এম্‌নি একাই বেড়াতে হয়।"

"কেন, তোমার বিয়ে হয় নি ?"

"হাঁ, তা, কণ্ঠীবদল হ'য়েছিল বই কি ?"

"কণ্ঠীবদল কি গা ?"

"এই তোমরা যাকে বিয়ে বল, তাই আমাদের কণ্ঠীবদল।"

"তা তোমার বষ্টম কি হ'ল ?

"পালিয়ে গিয়েছে।"

"পালিয়ে গিয়েছে ! এমন গাইয়ে সুন্দরী বষ্টমী ফেলে পালিয়ে গেল ? কেন গা ?"

"তা আমি কি ক'রে বল্‌ব, মেম সাহেব ? পালিয়ে গিয়েছে, আমায় ত ব'লে যায় নি ?"

"তোমার আর কেউ নাই ?"

"না মেম সাহেব, আমার আর কেউ নাই।"

"এম্‌নি ক'রে পথে পথে গান গেয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়ান ছাড়া তোমার আর উপায় নাই ?"

বৈষ্ণবী উত্তর করিল, "না মেম সাহেব। কোন ভদ্রলোকের বাড়ী

চাকরী ক'ত্তে পাল্লে সুবিধে হ'ত। তা আমি জাতবষ্টমের মেয়ে, চাকরাণী কে রাখ্বে? এম্নি ক'রে পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানতে জ্বালা অনেক আছে, মেম সাহেব। লোকে বলে আমার নাকি রূপ-যৌবন আছে, তাতেই ল্যাটা হ'য়েছে। মানুষগুলো ভাল নয়, মেম সাহেব। যেখানে যাই, মিন্সেরা বড় জ্বালায়। তা কি ক'র্ব মেম সাহেব? আমার বড় দুঃখের কপাল।"

"তা তুমি চাকরী পেলে কর?"

"পেলে আর ক'র্ব না কেন মেম সাহেব? তা দেয় কে? জাতবষ্টমের মেয়ে ব'লে প্রায় ত কেউ রাখ্তেই চায় না। বাইরের কাজ কর্ম্মের জন্য ২।১ জন কেউ রাখ্তে চাইলেও ভয় পায়, কি জানি যদি তাদের ছেলেপিলের মাথা খাই! তবে একলা বাবু টাবু কেউ রাখ্তে চায়,—তা দেখ, মেম সাহেব, সে কি থাকবার মত যায়গা?

এমা একটু হাসিয়া কহিল, "তুমি আমার কাছে থাক্‌বে? আমি মেম হ'লেও মেয়ে মানুষ। এখানে তোমার কোন ভয় নাই। তোমার রূপ-যৌবনে আমার হিংসা হ'তে পারে, লোভ কখনও হবে না।"

"বাঁদীর রূপযৌবনে রাণীর হিংসা! তাও কি কখনও হয়?"

"রূপ যৌবন আর প্রাণ বিধাতা কখনও রাণী আর বাঁদী বেছে দেন না। তা যাক্, তুমি থাক্‌বে?"

বৈষ্ণবী কহিল, "তুমি কি রাখ্বে মেমসাহেব? আমার এখানে কোন ভয় নেই সত্যি। কিন্তু তোমার ত সাহেব আছে? ভয় পাবে না ত? ও সাহেব আর বাবু, সবারই এদিকে সমান লোভ।"

এমা আবার একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "না বষ্টমী, আমার সে ভয় নাই। আমার সায়েবটায়েব নেই। তুমি খালি বষ্টমী, আমিও খালি বিবি। আমরা বেশ মিল্‌ব।"

বৈষ্ণবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এমাব আপাদমস্তক মুহূর্ত্তে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "মেম সাহেবেব বুঝি এখনও বিয়ে হয় নি ?"

"হাঁ, তা—বিয়ে হ'য়েছিল বই কি ?"

বৈষ্ণবী বিস্মিত ভাবে এমাব মুখপানে চাহিল। একটু হাসিয়া কহিল, "তবে সাহেবও কি আমাব বষ্টমেব মত পালিয়ে গেছেন ? সাহেবরাও কি এমন মেম ছেড়ে পালায় ?"

এমার সরল সস্নেহ ও অমায়িক ব্যবহাবে বৈষ্ণবীর সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের বাধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সে এখানে বড আপন আপন বোধ করিতেছিল। কাজেই এ টুকু রঙ্গ কবিতে তাব বাধিল না।

এমাও একটু হাসিয়া উত্তর কবিল, "না, পালায়নি ; কি ব'লব জানি না। তা কাছে থাক্‌লে ক্রমে সব জানবেই। তুমি থাক্‌বে ত ঠিক ?"

বৈষ্ণবী কহিল "থাক্‌ব না, মেমসাহেব ? আজ কিক্ষণে আমার রাত পুইয়েছিল জানি না। বড় দুঃখে আমার দিন যাচ্ছিল, মেম সাহেব। তুমি যেন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এসে নরক থেকে আমায় বৈকুণ্ঠে তুলে নিলে।"

এমা হাসিয়া কহিল, "এ একা লক্ষ্মীর খালি বৈকুণ্ঠ বষ্টমী, নারায়ণ নাই কিন্তু।"

"নারায়ণ যেখানেই গিয়ে থাকুন, এমন লক্ষ্মী ছেড়ে বেশীদিন থাক্‌বেন না। বৈকুণ্ঠে ফিরে আস্‌বেনই।"

"তা তিনি আসুন না আসুন, একা লক্ষ্মী একটা সঙ্গিনী পেয়ে ত বাঁচ্‌ল।—তোমার নাম কি বষ্টমী ?"

বৈষ্ণবী উত্তর করিল, "রঙ্গিণী। পুরো নাম রাইরঙ্গিণী। তা বাবা আদর ক'রে সুধু রঙ্গিণী ব'লেই ডাকতেন।"

"তোমার বাবাও ছিলেন ?"

রঙ্গিণী হাসিয়া কহিল, "বাবা ছিলেন না, মেম সাহেব? একা পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াই ব'লে সত্যি ত আর ভুঁইফোঁড় নই।"

এমা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমি তা ব'ল্‌ছি না বষ্টমী, বলি তোমার বাপ টাপ সব ছিলেন ত তাঁরা কোথায়?"

রঙ্গিণী কহিল, "ঐ এক বাপই ছিলেন, টাপ আর কাউকে কখনও দেখিনি। তা আমার কণ্ঠীবদলের পরেই তিনি মারা যান। মেম সাহেব, তুমি এত দয়া যখন ক'ল্লে, সব তোমাকে খুলেই বলি। আমাব বাবা নিতাইচাঁদ বৈরাগী বৃন্দাবনের বড় একজন বাঙ্গালী বষ্টম ছিলেন। পয়সা কড়িও বেশ ছিল। আমার বাবাব আখড়ায় বাবার বড় প্রিয় এক জন শিষ্য ছিল, তার বাড়ীও এই বাঙ্গালা দেশে। তার সঙ্গেই বাবা আমার কণ্ঠীবদল করান। বাবা মরার পর টাকা কড়ি সব তার হাতেই প'ড়ে। লোকটা ভাল ছিল না, লুকিয়ে মদ খেত, আর বাড়ীতে এসে আমায় ধ'রে মারত। কদ্দিন পরে আখড়া বেচে টাকাকড়ি সব নিয়ে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া ক'রে রইল। তারপর একদিন নবদ্বীপ-দর্শনে যাবে ব'লে আমায় নিয়ে বিন্দেবন থেকে বেরিয়ে প'ল। নবদ্বীপে কদিন থেকে, নবদ্বীপ হ'তে শ্রীক্ষেত্রে যাবার পথে একদিন রেতে আমি ঘুমিয়ে আছি, সকালে উঠে দেখি সে নাই। টাকাকড়ি এমন কি আমার গয়না পত্তর ২।৪ খানা যা ছিল, সব নিয়ে সে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। সেই অবধি—এই এক বছরের উপর হবে, আমি এই রকম গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রেই বেড়াচ্চি।"

এমা কহিল, "তা যা হবার হ'য়েছে; সে জন্য মিছে আর দুঃখ ক'রো না। চাকরী চেয়েছিলে, আমার কাছে চাকরী কর। বেশী কিছু কর্‌তে হবে না, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে, আর খুচ্‌রো কাজগুলো ক'র্‌বে,—আর মাঝে মাঝে গানও শোনাবে।"

রঙ্গিণী কহিল, "সব ক'রব, মেমসাহেব। তোমার দাসীর দাসী হ'য়ে সুখে খাটব। অনাথাকে আশ্রয় দিয়ে তুমি আজ চিরদিনের মত তাকে কিনে রাখ্‌লে। কেনা দাসীর মত সে তোমার সেবা ক'রবে।"

রঙ্গিণীকে লইয়া এমা বাসগৃহে গেল। বৈষ্ণবীর সাজ ত্যাগ করিয়া রঙ্গিণী এমার অনুরূপ সঙ্গিনীর বেশে সাজিল। কেবল জুতা পায় দিল না।

স্নেহপরায়ণ পিতা ঘনশ্যাম কন্যার এই নূতন সহচরীনিয়োগে অনুমোদন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেব্যা-সেবিকাভাব দূর হইয়া উভয়ের মধ্যে স্নেহপ্রীতিময় সখীভাব জন্মিল। রঙ্গিণী পূর্ব্বেই পিতার কাছে সামান্য কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিল। এখন এই সখিত্বের যোগ্যতা ও সম্মান রক্ষার জন্য ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতেও আরম্ভ করিল। এমা নিজে শিক্ষয়িত্রী হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জনার্দ্দনের উইল।

প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে জনার্দ্দনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার উইল পরিবর্ত্তন করেন।

হরগোপালের মৃত্যুর ২।৩ মাস পরে তাহার স্ত্রী অমলা শিশুকন্যাটিকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া শ্বশুরের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু কুলটা সন্দেহে জনার্দ্দন তাহাকে দূর করিয়া দিলেন।

অমলা কোথায় গেল, কেহ জানিল না। পরে জনার্দ্দনের মনে হইল, কন্যাটিকে কাড়িয়া রাখিয়া একা বধূকে দূর করিয়া দিলে ভাল হইত। মাতার কলঙ্ক, মাতার পাপ, তখনও শিশুকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু বড় হইলে ত করিবে? জনার্দ্দনের বড় অনুতাপ হইল। কিন্তু অমলার সন্ধান কোথাও আর পাওয়া গেল না। জনার্দ্দন ক্রমে পৌত্রীর কথা প্রায় বিস্মৃত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় সেই পুরাতন স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিল। অনুতাপে জনার্দ্দনের অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি এটর্ণি রামসদয় বাবুকে অবিলম্বে সংবাদ পাঠাইলেন। রামসদয় বাবু আসিলে জনার্দ্দন প্রাণের যাতনা সব তাঁহাকে জানাইয়া কহিলেন, "রামসদয়, আমি শান্তিতে মরিতে পারি, পরলোকে দেবতার আশীর্ব্বাদ পাই, এমন কোন ব্যবস্থা কর।"

রামসদয় বাবু কহিলেন, "এখন আর তার কি ব্যবস্থা করিবেন? ৭।৮ বৎসর গেল। যদি বাঁচিয়াও থাকে, এখন কি আর সেই কন্যার সন্ধান পাওয়া যাইবে? কোথায় কি অবস্থায় সে আছে তারই বা ঠিক কি?

জনার্দ্দন বড় যাতনা-ক্লিষ্ট স্বরে কহিলেন, "যদি সে বাঁচিয়া থাকে, যদি কুলধর্ম্মে থাকিয়া কখনও ফিরিয়া আসে, তবে অন্ততঃ তার ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তিতে সে বঞ্চিত না হয়, এমন একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারিলেও পরকালে দেবতার কাছে কিছু জবাব দিতে পারি।"

"তবে কি উইল পরিবর্ত্তন করিতে চান?"

"হাঁ।"

উইল বাহির করা হইল। রামসদয় বাবু মুমূর্ষুর আদেশমত সেই পুরাতন উইল পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন উইল লিখিলেন। নূতন উইল এইরূপে লিখিত হইল।

"আমার দ্বিতীয়পুত্র হরগোপালমৈত্রকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করিয়া আমার বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করি। তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী শিশুকন্যাটিকে লইয়া ফিরিয়া আসিলে, কুলটা সন্দেহে আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিই। কন্যার মাতা যেমনই হউক, কন্যা নিরপরাধা। এখন মৃত্যুকালে আমার সেই পৌত্রীর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরতার জন্য যারপরনাই অনুতপ্ত হইতেছি। হরগোপালের ওয়ারিস্ রূপে সে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। গত আট বৎসর যাবত তার কোন সন্ধান পাই নাই। যাহা হউক, যদি সে এখনও জীবিত ও কুলধর্ম্মনিরতা থাকে, তবে তাহাকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। সুতরাং কঠিন রোগাক্রান্ত ও মুমূর্ষু অবস্থায়ও সজ্ঞানে সকল বুঝিয়া ও জানিয়া আমার‥ ‥সনের ‥ ‥তারিখের উইল পরিবর্ত্তন করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহা লিখিতেছি, যে অদ্য হইতে আর আট বৎসর কালের মধ্যে যদি হরগোপালের কন্যা, আমার সেই পৌত্রী ফিরিয়া আইসে, অথবা যদি তাহার সন্ধান পাওয়া যায়, আর সে যদি কুল-ধর্ম্মনিরতা থাকে, আমার সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ সে পাইবে। এই

আট বৎসর কাল মধ্যে মধ্যে সরকারী পত্রিকায় বিজ্ঞাপনদ্বারা যেন অনুসন্ধান করা হয়। ইহাতে এইকালমধ্যে সে নিজে অথবা তাহার স্বামী, অথবা তাহার কোন ওয়ারিসের পক্ষীয় কোন অভিভাবক, যদি তাহার প্রাপ্য সম্পত্তি দাবী না করে, তবে সে জীবিতা বা কুলধর্ম্ম-নিরতা নাই ধার্য্য হইয়া সমস্ত সম্পত্তি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ঘনশ্যাম মৈত্রে অর্শিবে। এ যাবৎ কাল সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া আমার এটর্ণি শ্রীযুক্ত রামসদয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতানুসারে একজন উপযুক্ত ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া সম্পত্তি রক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন। আয়ের অর্দ্ধেক ঘনশ্যাম পাইবে, বাকী অর্দ্ধেক হরগোপালের কন্যার নামে সরকারী ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে। পূর্ব্ব কথিত আট বৎসরের মধ্যে যদি সে না আসে, তবে ঐ টাকা তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ সরকার বাহাদুরের বিবেচনামত কোন লোকহিতকর অনুষ্ঠানে যেন নিয়োগ করা হয়।”

জনার্দ্দন উইলে স্বাক্ষর করিলেন। রামসদয় বাবু এবং অন্যান্য ২।১ জন উপস্থিত লোক সাক্ষী হইলেন।

রামসদয় বাবু কহিলেন, “ঘনশ্যামের সম্মতি ও স্বাক্ষর হইলে ভাল হয়।”

জনার্দ্দন মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিলেন। ঘনশ্যাম আসিলেন। রামসদয় বাবু সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া উইল তাঁহার হাতে দিলেন। জনার্দ্দন ক্ষীণস্বরে কহিলেন, “ঘনশ্যাম, অধর্ম্মী হইও না, সই কর।”

ঘনশ্যাম মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব রহিলেন। জনার্দ্দন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার কহিলেন, “না করিলেও তুমি ইহাতে বাধা দিতে পারিবে না।”

ঘনশ্যাম নিতান্ত স্বার্থপর বা অনুদার প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কিন্তু এই আট বৎসর যাবৎ তিনি আপনাকেই সমস্ত জমিদারীর উত্তরাধিকারী বলিয়া জানিয়া আসিতেছেন। হরগোপাল ও তাহার কন্যা যে এ সংসারের

কেহ, তাহা তিনি একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সহসা এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে হরগোপালের কন্যার পক্ষে নূতন উইলের এই প্রস্তাবে স্বভাবতঃই প্রথমে তাহার মনে হইল, যেন অজ্ঞাত অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার প্রাপ্য বা অধিকৃত সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু পিতা যখন কহিলেন, 'ঘনশ্যাম অধর্ম্মী হইও না', ঘনশ্যামের প্রাণে গিয়া কথাটি আঘাত করিল। হরগোপাল, হরগোপালের স্ত্রীকন্যা, তাহাদের এ সংসারে স্থান ও দাবী, সমস্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘনশ্যামের মন ভরিয়া ভাসিয়া উঠিল। ঘনশ্যাম ভাবিলেন, "ছি, কেন অধর্ম্মী হইব? আমি আজ যেমন, হরগোপাল থাকিলেও ত সে তেমনই আর একজন হইত। তার কন্যা ও আমার কন্যা দুজনেই ত সমান।" ঘনশ্যাম কলম লইয়া সই করিতে যাইতেছেন, এমন সময় জনার্দ্দন আবার কহিলেন, "না করিলেও তুমি ইহাতে বাধা দিতে পারিবে না?"

ঘনশ্যামের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। তাঁহাকে পিতা এত হীন মনে করেন? সবল প্রাণে আপন ইচ্ছায় তিনি যাহা করিতে প্রস্তুত, তাহাতে বাধা দিতে তিনি অক্ষম বলিয়া বাধ্য হইবেন? ঘনশ্যামের স্বাভাবিক উদারতার উচ্ছ্বাস সহসা শুষ্ক হইল। আচ্ছা, বাধ্য হইয়াই তিনি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। হরগোপালের কন্যার সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য তাঁহার নাই। যদি সে ফিরিয়া আইসে, বাধ্য হইয়া সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন; আপনার জন বলিয়া স্নেহে তাহাকে গ্রহণ করিবেন কেন?

রাম সদয় বাবু ডাকিলেন "ঘনশ্যাম!"

"আজ্ঞে, সই করতে হবে? কিন্তু বাবা ত বল্লেন না করলেও আমি বাধা দিতে পারব না। তবে প্রয়োজন কি।"

"তবু কর; করা উচিত, নইলে লোকের কাছে নিন্দনীয় হবে।"

কর্ত্তব্য নয়, নিন্দার ভয়? ঘনশ্যামের আরও বিরক্তি, আরও অনিচ্ছা হইল। যাহা হউক, নিন্দার ভয়েই তিনি সই করিলেন। করিয়াই তিনি উঠিয়া গেলেন। তাঁহার এখন মনে হইল, পিতা নিতান্ত অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলেন। হায়, সামান্য একটি কথায়, সামান্য একটু ঘটনায় লোকের মনের গতি এমনই বিপরীত দিকে ধাবিত হয়! জনার্দ্দন শেষ কথাটি উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে যদি আর একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে উদার প্রাণে সন্তুষ্টচিত্তে ঘনশ্যাম উইলে স্বাক্ষর করিতেন, হরগোপালের কন্যার অনুসন্ধান তিনি আপনার অতি নিকট কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, প্রাণপণে তাহার জন্য যত্ন করিতেন। শূলপাণির সহস্র কৌশল ও চেষ্টাও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিত না। কারণ ঘনশ্যামের প্রকৃতি এইরূপ ছিল, যে সাধারণতঃ শূলপাণির বুদ্ধিতে পরিচালিত হইলেও যদি কখন কোনও কার্য্যে তাঁহার এইরূপ খেয়াল হইত, যে এই অবস্থায় এইরূপ কর্ত্তব্য, তবে তাহা হইতে কিছুতেই তাঁহাকে ফিরান যাইত না। শূলপাণিও সাধারণতঃ এরূপ অবস্থায় বাধা দিয়া বৃথা বিরাগভাজন হইতে চাহিতেন না।

কিন্তু শূলপাণিই বা ইহাতে বাধা দিতে চাহিবেন কেন? তাঁহার ইহাতে এমন কি স্বার্থ?

কলিকাতায় ঘনশ্যাম ও হরগোপাল উভয়েই শূলপাণির শিক্ষকতা ও পরিদর্শনের অধীনে ছিলেন। শূলপাণি হইতেই রামতারণের সঙ্গে ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয় হয়। হরগোপাল রামতারণের সংসর্গে পড়িল, ঘনশ্যাম রক্ষিত হইল। সে সংসর্গে হরগোপাল নষ্ট হইতেছে জানিয়াও, শূলপাণি কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না। যখন সে একেবারে সংশোধনের অতীত হইল, তখন মাত্র তিনি রামসদয় বাবুকে জানাইলেন। এসব কথা পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই জানেন। হরগোপাল পরিত্যক্ত হইয়া

ঘনশ্যাম যখন পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন, তখন শূলপাণি মনে মনে যারপরনাই হৃষ্ট হন। ঘনশ্যামের একটী শিশুকন্যা আছে। শূলপাণিরও একটী ৮।৯ বৎসর বয়স্ক পুত্র আছে। কন্যা বড় হইতে লাগিল; কিন্তু আর কোন সন্তান ঘনশ্যামের হইল না। ঘনশ্যামের সাহেবী মত; পোষ্যপুত্র তিনি কখনও রাখিবেন না। এ দিকে হিরণ লেখাপড়ায় ভাল হইতেছে; দেখিতেও মন্দ নয়; ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায়ও বেশ চতুর ও সপ্রতিভ। সাহেব সাজাইয়া সর্ব্বদা শূলপাণি পুত্রকে ঘনশ্যামের নিকটে লইয়া যাইতেন। ঘনশ্যামও বালককে সঙ্গে লইয়া খানা খাইতেন, গাড়ীতে বেড়াইতেন, টেনিস্ খেলিতেন। ইচ্ছামত আপন আদর্শে গড়িয়া তুলিবার জন্য পুত্রকে শূলপাণি সরলচিত্তে একেবারে ঘনশ্যামের হস্তে সঁপিয়া দিলেন। পুত্রহীন, কন্যা বিরহিত ঘনশ্যাম বালককে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। এমা ঘনশ্যামের একমাত্র সন্তান, হিরণ তাঁহার অতিপ্রিয় পুত্রবৎ স্নেহের পাত্র; আদরে নিজের হাতেই শিক্ষিত ও গঠিত হইতেছে। বৃদ্ধ জনার্দ্দন এমাকে লইয়া সেই একটা বিবাহে খেলা করিয়াছেন বটে; কিন্তু ঘনশ্যাল এ বিবাহ গ্রাহ্য করিতে চান না। সম্ভব হইলে কন্যাকে তিনি অন্যত্র বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে? ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে এমার বৈধব্যঘটনাও ত অসম্ভব নয়।

অতএব এতবড় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারীত্বে ঘনশ্যামের —সুতরাং ঘনশ্যাম দুহিতা এমার—কোনরূপ বাধা উপস্থিত না হয়, এরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ কি শূলপাণির থাকিতে পারে না?

জনার্দ্দনের মৃত্যুর পর ঘনশ্যাম কলিকাতায় আসিলেন। এই নূতন উইলের কথা শুনিয়া শূলপাণি কিছু চিন্তিত হইলেন। তিনি দেখিলেন,

ঘনশ্যাম নিজেও ইহাতে একটু বিরক্ত। উইলের ঘটনা সব তিনি শুনিলেন, বিরক্তির কারণও বুঝিলেন।

শূলপাণি ভাবিয়া দেখিলেন, ঘনশ্যামকে সমগ্র সম্পত্তির অধীশ্বর রাখিবার জন্য ইহা নিতান্ত প্রয়োজন যে উইলের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত না হয় এবং হরগোপালের কন্যা—ঈশ্বর না করুন, যদি জীবিতই থাকে—তবে তাহার জন্য তেমন অনুসন্ধান কিছু না হয়। অবশ্য সরকারী গেজেটে মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। কিন্তু সরকারী গেজেট কয়জন পড়ে? (হায়, বৃদ্ধ জনার্দ্দন সেকালের লোক, তিনি ভাবিয়াছিলেন সরকারী গেজেটের উপর আর গেজেট হইতে পারে না, সেই গেজেটের বিজ্ঞাপন সর্ব্বত্র আগে প্রচারিত হইবে। রামসদয় বাবুও অনবধানতা অথবা সাময়িক মানসিক অস্থিরতা বশতঃ এটা তেমন লক্ষ্য করেন নাই।) তারপর সেই বিজ্ঞাপনও এমন ভাবে দেওয়া যাইতে পারে যে, যারা পড়ে তাদের দৃষ্টি সহজে ইহার প্রতি আকৃষ্ট না হয়। আর 'মধ্যে মধ্যে'—তা ২।৩ বৎসর অন্তর হইলেও ত 'মধ্যে' 'মধ্যে' হইতে পারে, সে জন্য চিন্তা কি? কিন্তু সকলই নির্ভর করিতেছে, যে ম্যানেজার নিযুক্ত হইবে তাহার উপরে। রামসদয় বাবুর উপর সেই ম্যানেজার নির্ব্বাচনের ভার। সুতরাং এবিষয়েও কোন চিন্তার কারণ নাই। এদিকে আবার সাক্ষীগণ রহিয়াছে। কিন্তু তাও প্রধান সাক্ষী রামসদয় বাবু। তিনি শূলপাণির হাতে ম্যানেজারী এবং উইলের আদেশপালনের ভার একবার সঁপিয়া দিলে, এ সম্বন্ধে সকল কর্ত্তব্যের দায় হইতে আপনাকে মুক্ত বলিয়া মনে করিবেন। তারপর বার্দ্ধক্য বশতঃ বিষয় কর্ম্মে তাঁহার কিছু শিথিলতা ও উদাসীনতা জন্মিয়াছে; খোঁজখবরও বড় নিবেন না। বেশীদিন বাঁচিতে পারেন। অন্যান্য সাক্ষীরাও বৃদ্ধ। বৃদ্ধ ও ধর্ম্মভীরু জানিয়া

জনার্দ্দন কেবল তাঁহাদিগকেই সাক্ষী রাখিয়াছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে ইহারাই বা আর কতদিন? আর ইহাদেরই বা কি এমন মাথা ব্যথা পড়িয়া যাইবে, যে উকীল ও ম্যানেজার প্রভৃতি থাকিতেও জরাজীর্ণ দেহ লইয়া হরগোপালের কন্যার খোঁজ করিয়া বেড়াইবে? তবে অন্যের নিকট গল্প করিতে পারে। কিন্তু এ গল্প আর কতদূর বিস্তৃত হইবে?

ঘনশ্যামের তৎকালীন মানসিক অবস্থায় এসব কথা উঠাইলে, তাহার মনে কি খেয়াল উঠিয়া বসে, তার স্থির কি? কিন্তু কাজ অনেক গুছাইয়া আনিতে পারিলে, তখন সে এত বড় হিতৈষী বন্ধু শূলপাণির ইচ্ছামত চলিবেই। সুতরাং শূলপাণি ঘনশ্যামকে কিছু না বলিয়া অবিলম্বে রামসদয়বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। জনার্দ্দনের মৃত্যু, উইল ও ঘনশ্যামের ব্যবহারসম্বন্ধে কথা উঠিল। শূলপাণি ঘনশ্যামের নিন্দনীয় ব্যবহারের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। ছি, ঘনশ্যাম তবে এরূপ নীচপ্রকৃতি ও স্বার্থপর! তাহাকে এতদিন উদার ও ন্যায়-পরায়ণ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। প্রকৃত পরীক্ষার সম্মুখে না পড়িলে মানুষের প্রকৃত চরিত্র বুঝিয়া উঠা কঠিন।

হরগোপালের কন্যার কথা তুলিয়াও শূলপাণি বহু দুঃখ প্রকাশ করিলেন। হায়, হতভাগ্য হরগোপালের অনাথা কন্যা এখন কোথায় আছে? ঈশ্বর করুন সে জীবিত থাকে, ফিরিয়া আসিয়া আপনার ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে পারে! হরগোপালের আত্মা পরলোকে তাহা হইলে অনেক শান্তিলাভ করিবে। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে, তিনি পৃথিবী উলট পালট করিয়া সেই দুঃখিনী বালিকার অনুসন্ধান করেন। রামসদয়বাবু একজন অতি সুদক্ষ সহৃদয় লোককে ম্যানেজার মনোনীত করুন, যে নাকি হরগোপালের কন্যার প্রতি প্রাণের গভীর

সহানুভূতি অনুভব করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিবে। তিনিও সেই ম্যানেজারকে এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এ দিকে তাঁহার এতদিনের বন্ধু ঘনশ্যামও যাহাতে বুদ্ধিমানের মত এই নীচ অসন্তোষ ভুলিয়া হরগোপালের কন্যাকে তাহার ন্যায্য অধিকার দান করিতে প্রস্তুত থাকেন, সে বিষয়েও তিনি প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিবেন।

শূলপাণির কথায় রামসদয় বাবু অতি সন্তুষ্ট হইলেন।

২।৩ দিন পরে রামসদয় বাবু শূলপাণিকে ডাকাইয়া কহিলেন, তাঁহাকেই তিনি ম্যানেজার মনোনীত করিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট সেই মনোনয়ন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই অপ্রত্যাশিত সম্মানে যারপরনাই বিস্মিত ও চমকিত হইয়া শূলপাণি কহিলেন, "আমাকে! কি সর্ব্বনাশ! এতবড় গুরু দায়িত্বের ভার আমার দুর্ব্বল স্কন্ধে! আমি একাজ পারিব বলিয়া কি আপনি মনে করেন?"

"তুমিই পারিবে শূলপাণি। তাই তোমাকেই মনোনীত করিয়াছি।"

"কিন্তু ঘনশ্যাম বরাবর আমার বন্ধু। তার স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি যে ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া কাজ করিব, এটা লোকে বিশ্বাস করিবে কি? শেষ একটা বদনামের ভাগী না হই।"

রামসদয় বাবু কহিলেন,—"সেটা তোমার কার্য্য দেখিয়াই লোকে বিচার করিবে। আমি জানি কোন বদনামের ভাগী তোমাকে হইতে হইবে না। তুমি ঠিক ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ কাজ করিবে, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা।"

"তা ত অবশ্যই করিতে চেষ্টিত থাকিব। এখন ভগবান্ আমার সুমতি রাখিলে হয়।"

শূলপাণি একটু কাল নিমীলিতনয়নে অবনতবদন যুক্তকরতলে বক্ষা করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন; যেন বন্ধুত্বের মোহ না ভুলিয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুগত থাকিয়া, এত বড গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, তার জন্য ঈশ্বরেব নিকট তিনি শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন!

বামসদয় বাবু ভাবিলেন, তিনি আর যোগ্যতর ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিতেন না। মুমুর্ষু জনার্দ্দনের পার্থিব শেষ ইচ্ছাপূরণে, তাঁহার পরলোকগত আত্মাব শান্তির জন্য যাহা কিছু তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে পারে, সকলই তিনি করিয়াছেন। শূলপাণিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বৈষয়িক কাগজপত্রাদি বুঝিয়া লইবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

এতদুর সব পাকা বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া শূলপাণি বন্ধুকে আনন্দের সংবাদ দিলেন।

বিস্ময়চকিত ঘনশ্যাম শূলপাণির দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "শূলপাণি, তুমি এতদূর সব একেবারে ঠিক ক'রে ফেলেছ? আমাকে একবার জান্‌তেও দেওনি?"

শূলপাণি উত্তর করিলেন, "যদি না পারি, তবে মিছে এই দুঃখের উপব আবার নূতন এই নিরাশার একটা দুঃখ পাবে, তাই আগে তোমায় কিছু বলি নাই। আমি কি অন্যায় ক'রেছি?"

"অন্যায়! তোমাকে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব জানিনা, শূলপাণি! তোমার মত বন্ধু জগতে দুর্লভ।"

শূলপাণি কহিলেন, "এ আর কি বেশী ক'ল্লাম ঘনশ্যাম? বন্ধুর জন্য বন্ধু কি এতটুকু করে না?"

"করে না এমন ব'লতে পারি না। তবে এমন বন্ধু কজনে পায় শূলপাণি?"

ঘনশ্যাম একটু কি চিন্তা করিলেন। পরে কহিলেন, "তবে—হর-গোপালের মেয়ের ফিরে আসার সম্ভাবনা বড় নাই?"

"কিচ্ছু না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

ঘনশ্যাম আবার একটু ভাবিলেন। শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন "কিন্তু ওরূপ আকাঙ্ক্ষা করাও কি—নিতান্ত অন্যায় নয়?"

"তা সে রকম যদি মনে কর, বল না, হরগোপালের মেয়ের খোঁজে উঠে প'ড়ে লাগি? এখন ত সব আমারই হাতে। তুমি যাতে খুসী হও তাই ক'রব।"

শূলপাণি জানিতেন, এরূপ অবস্থায় বাধা বা আপত্তির পরিবর্তে সাগ্রহ অনুমোদনই ঘনশ্যামের মন বিপরীত দিকে চালাইবার প্রধান উপায়।

ঘনশ্যাম কহিলেন, "না, না, তা ব'ল্ছি না। আচ্ছা, কদিন যাক্, একটু ভেবে দেখি!"

শূলপাণি বুঝিলেন, আর চিন্তা নাই। তৎক্ষণাৎ কোন বিপরীত খেয়াল না ধরিয়া বিবেচনার সময় নিলে ঘনশ্যাম তাঁহারই মতে চলিবেন।

ঘনশ্যাম আবার কহিলেন, "শূলপাণি, তুমি আমায় বড় ভালবাস, আমার বড় হিতৈষী বন্ধু তুমি। কিসে তোমার এই বন্ধুত্বের যোগ্য প্রতিদান হয়, জানি না। আমি কি ভাব্ছি—জান?"

শূলপাণি হাসিয়া কহিলেন, "কি? হিরণকে খরচ দিয়ে বিলেতে পাঠাবে? তা সে দায় আমি তোমার ঘাড়ে দিতে চাই না। তার জন্য আমি নিজেই যথেষ্ট অর্থ বাঁচিয়েছি।"

"আরে, না! তা নয়! সেটা ত কিছুই নয়। এটা আর বেশী কি হ'ল? আমি যা বল্‌ছিলাম, তা—,"

"কি?"

"বল্‌ছিলাম কি,—এমা আমার একমাত্র সন্তান ও উত্তরাধিকারিণী। যদি তাকে ফের বিয়ে দেবার সম্ভাবনা থাক্‌ত, তবে হিরণের হাতেই তাকে দিতাম। হিরণকে আমি বড় ভালবাসি। আর তোমার এমন

বন্ধুত্বেরও যোগ্য প্রতিদান তাতে হ'ত। শূলপাণি, এ কি কোনও মতেই সম্ভব হয় না? আইন খুঁজে কি কোন উপায়ই বার ক'ত্তে পার না?"

"না। অনেক ত দেখেছি। বিবাহিতা হিন্দুকন্যা স্বামী জীবিত থাকতে আর বিবাহ ক'ত্তে পারে না।"

"যদি আমরা ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান হই।"

"তাতেও হয় না। হিন্দুকন্যারূপে এমার বিবাহ হ'য়েছিল! ধর্ম্মান্তর গ্রহণে সে বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় না। এক যদি সে বিধবা হয়, তবে হ'তে পারে। নইলে নয়।"

"বিধবা—হ'লে—হতে—পারে। তা, সেই হতভাগা মদ্‌নাটা বেঁচে থাকতে ত আর তা হবে না?"

"না। আর সে যে আপনা থেকে শীঘ্র ম'র্‌বে, এমন লক্ষণও কিছু দেখা যায় না। তবে—"

"তবে—।"

"যদি তাকে অন্য উপায়ে পথথেকে সরিয়ে দিতে পার।"

ঘনশ্যাম শিহরিয়া উঠিলেন। বিস্ময়ে ও ভয়ে বিবর্ণ মুখে স্ফুরিত বদনে বিস্ফারিত নয়নে শূলপাণির দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "তুমি এ কি ব'লছ, শূলপাণি! সর্ব্বনাশ, খুন! কন্যার সুখের জন্য খুন ক'র্‌ব? এমন কথা কি ক'রে তোমার মনে এল, শূলপাণি?

শূলপাণি হাসিয়া কহিলেন, "তুমি কি পাগল হ'লে হে? আমি ঠাট্টা ক'রে বলছিলাম। আমি মদনকে খুন ক'ত্তে ব'ল্‌ব? তুমি কি ক'রে মনে ক'ল্লে যে সত্যই আমি এটা চাই? খুন! কি সর্ব্বনাশ!"

ঘনশ্যামের মুখে অপেক্ষাকৃত সুস্থতার ভাব দেখা গেল। তিনি কহিলেন, "তাই ত! এ কি হ'তে পারে? যাক, আর ঠাট্টা ক'রেও

কখনও অমন কথা মুখে বার ক'রো না। ঠাট্টার ছলে ওসব কথা বলা কি শোনাও পাপ।"

শূলপাণির মনে মনে এমন কোন পাপ অভিসন্ধি তখন হইয়াছিল কিনা, তাহা তিনি এবং তাঁহার পাপের ও পাপচিন্তার শাস্তিদাতা সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী বিধাতাই জানেন। যাহাই হউক, তিনি ঘনশ্যামের মন বুঝিলেন। বুঝিলেন, এরূপ চেষ্টা কখনও করিলে—তাহা সফল হইলেও—ঘনশ্যাম আর জীবনে কখনও তাঁহার বা হিরণের মুখদর্শন করিবেন না।

কিন্তু অন্য কি প্রকারে এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এমা আবার বিবাহের যোগ্যা হইতে পারে, ইহা শূলপাণির এখন প্রধান চিন্তার বিষয় হইল। কিন্তু এমা এখন বালিকা মাত্র। সময় যথেষ্ট আছে। 'যত্নেন কিং ন সিধ্যতি ?'

পরবর্ত্তী ৭।৮ বৎসরে এ সম্বন্ধে আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটিল না। কয়েক মাস পরেই রামসদয় বাবুর মৃত্যু হইল। হরগোপালের কন্যার অনুসন্ধান বিষয়ে শূলপাণি এখন নিশ্চিন্ত। ২।৩ বৎসর অন্তর অতি সংক্ষেপে তিনি সরকারী গেজেটের এক কোণে একটু বিজ্ঞাপন দিতেন। তাহা কেহ পড়িত কি না, বিধাতাই জানেন। হরগোপালের কন্যা বা তাহার পক্ষে কেহ আসিয়া সম্পত্তি দাবী করিল না।

মধ্যে মধ্যে এমার বিবাহ সম্বন্ধে দুই বন্ধুতে আলোচনা হইত কিন্তু আলোচনায় ফলাফল কিছুই হইল না। যথাসময়ে হিরণ বিলাত গেল। অবশ্য শূলপাণির আপত্তি সত্ত্বেও ঘনশ্যামই খরচপত্র সব বহন করিলেন। হিরণ কয়েক মাস হইল ফিরিয়া আসিয়াছে এবং শূলপাণি যে ব্রাহ্ম সমাজে বহুঅর্থব্যয়ে তাহার সমন্বয়-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই বিদিত আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চক্রীর চক্রে।

পূজা আসিয়া পড়িল। সে কাল আর নাই, যখন ধনী দরিদ্র সকলেই প্রাণভরা উৎসাহে ও আনন্দে নিজ নিজ গ্রামে পৈতৃক বাসভূমিতে সমবেত হইয়া, জগন্মাতার পূজায় এবং স্বজন-সম্মিলনে একমাস কাল আনন্দ উৎসবে যাপন করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইতেন— আনন্দময়ীর আগমনে বাঙ্গালার পল্লীগুলি আনন্দের কলকলে পূর্ণ হইত। এখন ধনী দরিদ্র প্রায় সকলেই সপরিবারে নিজ নিজ কর্ম্মস্থলেই বাস করেন। সুতরাং ছুটির অবসরে পৈতৃক বাসভূমিতে যাইবার প্রধান আকর্ষণ কাহারও বড় নাই। দারিদ্র্যভারে ক্লান্ত, ঋণজালে জড়িত, অর্দ্ধাশনে ক্লিষ্ট, অতিশ্রমে রুগ্ন, বহুকষ্টে বহু অভাবে নিরস নির্জ্জীব প্রাণ দরিদ্র বাঙ্গালীভদ্রলোকগণ, ইচ্ছা করিলেও পূজার সময় বহু দূর দূর সহরের প্রবাসগৃহ হইতে, মাত্র একমাসের জন্য গ্রামে পৈতৃক বাসগৃহে যাতায়াতের ব্যয়ে ও শ্রমে অসমর্থ। এই অবসরের মাসও তাঁহারা সেই সঙ্কীর্ণ প্রবাসগৃহের রুদ্ধবায়ুতে অর্দ্ধাশনে কাটাইতে বাধ্য হন। অপর দিকে উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ উচ্চভাব-রুচিসম্পন্ন, ধনী ও বিলাসী যাঁহারা, তাঁহারা ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত, কলহ-পূরিত, চিরাভ্যস্ত সুসভ্য জীবনের সকল সুখ বিলাস বিরহিত, প্রাচীন জীর্ণপল্লীতে, প্রাচীন জীর্ণ ধর্ম্মের অসভ্য গ্রাম্যলোকোচিত অনুষ্ঠানে যোগদান, এবং স্বজননামধারী অসভ্য কলহ-দলাদলি-নিরত গ্রাম্যলোক সহ সম্মিলন নিতান্ত অপ্রয়োজ-

নীয়, অপ্রিয় এবং অবনতিকর বলিয়া মনে করেন। বেলগাড়ি বহিয়াছে, চড়িয়া বেড়াইবার অর্থও তাঁহাদের আছে। সপরিবারে বঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া বঙ্গের এই বাৎসরিক উৎসবের সময় তাহারা পশ্চিমাঞ্চলে অথবা সমুদ্রতীরে আরাম ভ্রমণে গমন করেন। জগন্মাতার অর্চনার ভার— যে স্থলে একেবারেই যে অর্চনা বৃথাবায় বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই পুরোহিত বা আশ্রিত দরিদ্র জ্ঞাতি কুটুম্বাদির উপর পতিত হয়। ভক্ত বর্জ্জিত ও ভক্তিবিহীন নীরব নিরানন্দ ত্যক্ত পল্লীতে, জগন্মাতাও নীরবে নিরানন্দে নীরব পূজার তাচ্ছিল্যের অর্ঘ্য ও অঞ্জলি লইয়া, বৎসর ভরা দারিদ্র্য নিরানন্দ রোগ শোক ও কলহের অভিশাপ রাখিয়া চলিয়া যান। তাই, বাঙ্গালীর জাতীয় ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থল বঙ্গপল্লীর জীর্ণতায় ও শিথিল শ্রীহীনতায় বাঙ্গালীর জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সকল বন্ধন, সকল শক্তি, সকল শ্রীগৌরব, শিথিল দুর্ব্বল ও বিলুপ্ত হইতেছে। সে দিন কি আর আসিবে? আর কি বাঙ্গালী আবেগভরা প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল সজীবতা লইয়া আসিয়া, বৎসরান্তে জগন্মাতার বাৎসরিক উৎসবে, বর্ষার প্লাবনের মত সজীব আনন্দের উচ্ছ্বাসে বঙ্গপল্লী প্লাবিত করিবে? সেই প্লাবনে সকল জীর্ণতা সকল কালিমা ধৌত করিয়া সেই পল্লী আবার কি বাঙ্গালী সেই প্রাচীন সজীব আনন্দের নূতন শস্য ফুল ফলে হাসাইবে? আবার কি ভক্ত-পূজিতা তুষ্টা জগন্মাতার আশীর্ব্বাদে বাঙ্গলার পল্লী কি কখনও স্বাস্থ্যে, ধন ধান্যে, পরস্পর স্নেহ প্রীতিময় সাহচর্য্যের ও আনুগত্যের প্রাণঢালা আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে? আবার কি বঙ্গপল্লীর প্রাচীন সেই জাতীয় ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় বন্ধনে বাঙ্গালীর জাতীয় ও সামাজিক জীবনকে কখনও বাঁধিবে? বঙ্গপল্লীই চিরদিন বঙ্গের জীবিত মূর্ত্তি; সে মূর্ত্তি আজ জীর্ণ, ম্লান, মৃতপ্রায়, আর কি বঙ্গমাতা তাঁর সেই প্রাচীন জীবিত মূর্ত্তির মধুর স্নিগ্ধ

হাসিময় মুখে কখনও দেখা দিবেন? বঙ্গ সন্তান, আর কি তোমরা কখনও মার এই কোলে ফিরিয়া আসিবে না? মার কোলে মার মুখ চাহিয়া হাসিয়া মার মৃতপ্রায় মানমুখে নূতন জীবনের নূতন হাসি ফুটাইবে না?

যাহাহউক, এসব চিন্তা ও ভাবের ভাবে ভাবাক্রান্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। যে ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছি, তাহা যে দিকে যেভাবে চলিয়াছে আমাদিগকেও সেই দিকে সেই ভাবে চলিতে হইবে। সুতরাং এ চিন্তা ও ভাবের ভাব, পাঠকবর্গ যাহারা ইচ্ছা করেন, তাহাদের মনে রাখিয়া, আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে আমরা চলিলাম।

অন্যান্য ধনী ও বিলাসী বাঙ্গালীর ন্যায় ঘনশ্যামও বরাবর পূজা ভ্রমণে গিয়া থাকেন। হিরণ ৫।৬ মাস হইল বিলাত হইতে আসিয়াছে। এবার হিরণ ও এমাকে লইয়া তিনি যাইবেন। প্রয়োজনীয় খরচপত্র এবং অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্তের জন্য সন্ধ্যার পর ঘনশ্যাম শূলপাণির বাসগৃহে আসিয়াছেন।

চপলার উজ্জ্বলবর্ত্তিকায় উগ্রআলোকিত, দ্রুতব্যজনে স্নিগ্ধ শীতলীকৃত, সুসজ্জিত গৃহে, মখমল বিস্তারণ মণ্ডিত টেবিলের পাশে, সুগঠিত চেয়ারের সুকোমল আসনে বন্ধুদ্বয় উপবিষ্ট। ঘনশ্যাম সাহেব, তাহার মুখে ও সম্মুখে চুরুট। বাঙ্গালী বিলাসী শূলপাণির পাশে গড়গড়া, মুখে গড়গড়ার নল। দূরে এককোণে দীন আসনে দীনমূর্ত্তি নীরব মুখুয্যে। ভৃত্য দুই পেয়ালা চা টেবিলে রাখিয়া গেল। ধীরে ধীরে কখনও এক চুমুক চার উষ্ণ মধুর রস, কখনও বা একটান তামাকের ঈষদুষ্ণ সুরভি ধূম পান করিতে করিতে বন্ধুযুগল আলাপ করিতেছেন।

কথায় কথায় এমার দুষ্পরিহার্য্য বিবাহবন্ধনের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে কথা উঠিল। হিরণ ফিরিয়া আসার পর শূলপাণি এ সম্বন্ধে কোনও কথা

এ পর্য্যন্ত উত্থাপন করেন নাই। ঘনশ্যামও কি মনে করিয়া নীরবই ছিলেন। আজ অনেক দিনের পর কথাপ্রসঙ্গে কথা উঠিল। ঘনশ্যামের মুখে অধীর উত্তেজনা এবং শূলপাণির মুখে প্রশান্ত মৃদু হাসি দৃষ্ট হইল।

ঘনশ্যাম কহিলেন, "ও আর ব'লো না, শূলপাণি! ও কথা মনে হ'লেই আমি আগুণ হ'য়ে যাই। ঐ একটা মেয়ে বই সংসারে আর কেউ নাই,—হতভাগা বুড়োটা একেবারে আমায় খেয়ে গেছে। বাদ জান্‌তে শূলপাণি, এমা আমার কি জিনিশ, বুঝ্‌তে কি অসুখে আমি আছি।"

শূলপাণি একটু হাসিয়া কহিলেন, "ওটা একটা বিবাহই নয়। অবশ্য তুমিও ওটাকে বিবাহ ব'লে মনে ক'ত্তে ন্যায়তঃ বাধ্য নও।"

"তা ত নইই, সে ত একটা ছেলেখেলা। অমন খেলার ঘরেও ত কত বিয়ে হ'য়ে থাকে।"

শূলপাণি কহিলেন, "তবে কি জান, একটা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ত হ'য়েছিল।"

"রেখে দেও তোমার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। আমি তার জন্য একটুও কেয়ার করি না।"

"তুমি কেয়ার না ক'ত্তে পার। কিন্তু তাই ব'লে এমা ত আর কুমারীর স্বাধীনতা পেলে না। ন্যায়তঃ কোন বাধ্যতা কিছু থাক্ আর নাই থাক্, আইনতঃ এই বিবাহ, বিবাহ বলেই ধার্য্য হবে।"

ঘনশ্যাম কহিলেন, "এটা নিতান্ত অন্যায় আইন যে ছেলেবেলায় যতই অপদার্থ স্বামীর হাতে লোকে তাদের দিক্ না, হিন্দুর মেয়েরা ডাইভোর্সের অধিকার পাবে না।"

শূল।—তা ন্যায়ই বল, আর অন্যায়ই বল, আইন যা আছে তা আছেই।

ঘন।—শোন শূলপাণি, যেখানে কোন কাজের জন্য ন্যায়তঃ আমি

বাধা নই, সেখানে আইনে অসঙ্গত ব'লে যে একটা দ্বিধা, তা আমার হয়ই না। তবে আইনে ঠেক্‌তে হ'লে সে আলাদা কথা।

শূল।—আইনে যে বড় ঠেকা হে। প্রচলিত কোন ধর্ম্মমতে, কোন আইনে হবার যো নাই।

ঘন।—তবে সেই হতভাগা বুড়োর একটা খেয়াল এমাকে চির জীবন এমন দুঃখে কাটাতে হবে?

শূল।—কেন স্বামী ত একটা আছেই। তার হাতেই ছেড়ে দেও।

ঘন।—কি! তার হাতে দেব! কখনও নয়! তার চাইতে এও ভাল। কোন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা কি চাষার সঙ্গে মিল্‌তে পারে?

শূল।—তবে ত উপায়ই দেখি না।

ঘন।—উপায় ক'ত্তেই হবে। আর এমাকে এভাবে আমি দেখ্‌তে পারি না। এতদিন ছোট ছিল, এক রকম চ'লে গ্যাছে। এখন বড় হ'য়ে উঠেছে। স্বামীর অভাবে সে আপনাকে কখনও সুখী মনে ক'ত্তে পারে না। তাকে এমন অসুখী দেখে আমিও সুখী হ'তে পারি না।

শূলপাণি দেখিলেন, চতুর চালে পশ্চাতে সরিয়া ঘনশ্যামকে বেশ আপন কোটে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন সম্মুখ চালে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবার সময়।

গড়গড়া টানিতে টানিতে নীরবে একটু চিন্তা করিয়া তিনি কহিলেন, "সুবিধে মত একটা স্বামী টামী জুট্‌ত, তবে হিন্দুমতে একটা ব্যবস্থা বোধ হয় করা যেত।"

"স্বামী! স্বামী জুট্‌ত কি?"

শূলপাণি বুঝাইয়া কহিলেন, "স্বামী হ'চ্চে সন্ন্যাসী। স্বামীরাই ত আজ কাল সন্ন্যাসীর সেরা। কেন, আগমানন্দ, নিগমানন্দ, চিদানন্দ, সুধানন্দ—কত স্বামী র'য়েছে, জান না? স্বামীর যে আজ কাল ছড়াছড়ি হে।

দুটো শ্লোক আওড়াতে, ইংরেজি বুলী ঝাড়্তে, আর একটু বাঙ্গলা বক্তিতে দিতে পারে, এমন যে কোন চালাক ছোক্‌ড়া যে এখন স্বামী সেজে বেশ দুপয়সা রোজগার ক'ত্তে পারে। ও তোমার কেরাণী মাষ্টার আর উকিলের চেয়ে এদের ব্যবসা অনেক ভাল।

ঘন।--ওহো! ঐ তোমাদের Husbandism! সে যে বেজায় ভড়ং হে! তা দিয়ে কি ক'রবে?

শূল।—ভড়ংই ত চাই হে। নইলে কি ইচ্ছে মত কাজ হাসিল হয়?

ঘন।—এতে কি কাজ হাসিল হবে? ইংরেজী আইনে যার উপায় নাই: হিন্দু সন্ন্যাসীর ভড়ং এ তার কি ব্যবস্থা হবে?

শূল।—ওহে, তোমরা ত মান্‌বে না, আমাদের হিন্দুর ধর্ম্ম আর শাস্ত্র এক কল্পতরু বিশেষ। খুঁজলে এতে সব ব্যবস্থা পাবে। সাধে এই ধর্ম্মের আশ্রয় নিয়েছি? চাই টাকা,—টাকা ছড়াও, যা খুসী তাই ক'ত্তে পার্‌বে।

ঘন।—বটে!

শূল।—হিন্দু শাস্ত্রে একটা ব্যবস্থা আছে,

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥'

অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হ'লে, ম'রে গেলে, সন্ন্যাসী হ'য়ে বেড়িয়ে গেলে, ক্লীব হ'লে, কিম্বা ধর্ম্মতঃ পতিত হ'লে—এই পাঁচ আপদে নারীরা অন্য পতি গ্রহণ ক'ত্তে পারে।"

ঘন।—বটে তোমাদের হিন্দুশাস্ত্র এত উদার! তা লোকে কেন এই খাসা নিয়মটা মেনে চলে না?

শূল।—অপ্রচলিত হ'য়ে গিয়েছে ব'লেই কেউ এখন মানে না। তবে একটা স্বামী টামীকে টাকা দিয়ে হাত ক'ত্তে পাল্লে বোধ হয় কাজ হ'ত?

ঘন।—বটে! কি ক'রে বল ত?

শূল।—অনেক স্বামী আছে, যারা নিজেরাই এক একটা ধর্ম্ম আর সমাজ গ'ড়ে নিয়ে চালিয়ে দেয়। অপার সমুদ্র গোছের হিন্দুশাস্ত্র থেকে, নিজেদের মত সমর্থন করবার কোন না কোন ব্যবস্থাও তারা পায়। শিষ্যও ঢের জোটে।

ঘন। বটে!

"ওরে আর চুপেয়ালা চা আর এক কলকে তামাক দিয়ে যারে।"

"চা নয়, পেগ্ হুকুম কর।"

শূলপাণি ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে চা থাক্, হুইস্কি আর সোডা নিয়ে আয়।"

ভৃত্য দুই গেলাস সোডা হুইস্কি দিয়া গেল। উভয়ে পান করিলেন। ঘনশ্যাম নূতন একটা চুরুট ধরাইলেন। শূলপাণি নূতন তামাকে টান দিলেন।

"তারপর, বল।"

শূলপাণি পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "ধর, আমরা যদি এমন একটা স্বামী পাই, যে নাকি ঐ 'নষ্টে মৃতে'র ব্যবস্থাটা নিজের ধর্ম্মের আর সমাজের একটা বিধান ব'লে ধ'রে নেবে,—তা হ'লে আমরা তার শিষ্য হ'তে পারি। তারপর, তার সমাজের এই ব্যবস্থায় এমার এই বিবাহটা বাতিল করিয়ে, নূতন বিবাহ দেওয়া যেতে পারে।"

ঘন।—হুঁ!—কিন্তু এমার পক্ষে এই পাঁচটার কোনটা খাটতে পারে?

শূল।—মদন তার পৈতৃক গুরুপুরোহিতের ব্যবসা ছেড়ে চাষবাস ক'রে খা'চ্চে। গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সব আমার হাতে; অনায়াসে সমাজে তাকে পতিত ক'রে রাখ্তে পারি।

ঘন।—তা বটে! কিন্তু—

শূল।— কিন্তু আবার কি হে?

ঘন।—মন যে এগোয় না। কেমন কেমন লাগে। এ যে একটা বিচিকিচ্ছে ব্যাপারে যাওয়ার মত হবে।

শূল।—আরে মন ত এগোয়ই না। তবে উপায় যদি চাও ত এই এক উপায় আছে। আর কোন মতে হবার যো নাই।

ঘন।— আইনে এই বিবাহ গ্রাহ্য হবে?

শূল।—ল'ড়ে দেখা যেতে পারে। যদি হয়, সমাজের বড় একটা সংস্কার হবে।

ঘন।—যদি না হয়।

শূল।—নাও হ'তে পারে। এটা নিশ্চিত বলা যায় না। এক বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত ক'ত্তেই বিদ্যাসাগরকে অনেক বেগ পেতে হ'য়েছিল। তবু সেটা ইয়োরোপে প্রচলিত, গবর্ণমেণ্টের পুরো সমর্থন পাওয়া যায়।

ঘন।—তবে?

শূল—কেন তুমিই না ব'ল্‌ছিলে, ন্যায়তঃ বাধা না হলে আইনের কোন তোয়াক্কা রাখ না?

ঘন।—না ঠেক্‌লে রাখি না। ধর আইনে যদি হারি, বড় একটা কেলেঙ্কারী হবে। অহনতঃ এমা স্ত্রীর সম্মান পাবে না। এমার ছেলে পিলে অবৈধ হবে। তারা কি আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পার্‌বে?

শূল।—সেটা উইল ক'রে দিলেই চ'ল্‌বে।

ঘন।—কিন্তু কেলেঙ্কারী? সেটা এড়াবে কি ক'রে?

শূল।—তা বটে! আইনে না যাওয়াই ভাল। চুপচাপ ক'রে বিয়ে দিয়ে, চুপচাপ থাকাই ভাল হবে। আর সম্পত্তি উইল ক'রে দেবে।

ঘন।—কিন্তু সমাজ? সমাজ কি এই বিবাহ গ্রাহ্য ক'র্‌বে?

শূল।—নেই ক'ল্লে। ধরা না এমন একটা স্বামীই যদি জোটে, তার শিষ্যদের নিয়ে ত একটা ছোট সমাজ হবে? বাইরের সমাজের ধার আমরা নাই ধারলুম?

ঘন।—সবাই ধিক্কার দেবে। এমাকে বাইরের লোকে বিবাহিতা স্ত্রী ব'লে সম্মান ক'র্‌বে না।

শূল।—ওটা মনে না ক'রেও পার। ধর, হিন্দু সমাজে বিধবার বিবাহ প্রচলিত নাই, খৃষ্টান মুশলমানের সমাজে আছে। তাদের মধ্যে বিধবা কেউ আবার বিয়ে ক'ল্লে হিন্দুসমাজের লোকে তাদের ঘৃণা করে। কিন্তু তাতে কি তাদের কিছু এসে যায়?

ঘন।—খৃষ্টান মুশলমানের বড় সমাজ, এ সব প্রথাও বহু দিনের। কাজেই তারা গ্রাহ্য করে না।

শূলপাণি দেখিলেন, তাহার সকল চাল বৃথা হয়। বাধা পড়িয়াও যুক্তির ফাঁক না পাইয়া, অভিমানের আর সংস্কারের ফাঁকে ঘনশ্যাম বাহির হইয়া যায়। চতুর শূলপাণি আপন শক্তি ও কৌশলের শেষ দৃঢ়-বেষ্টনে এ ফাঁকও রুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি কহিলেন, "যেটা মন্দ সেটা চিরদিনই মন্দ। যা ভাল তা চিরদিনই ভাল। সমাজ বড় কি ছোট, প্রথা পুরাতন কি নূতন, এই ধ'রে কি কোন কাজের ভাল মন্দ বিচার হ'তে পারে? তবে বল, এমার ফের বিয়ে করাই অন্যায়।

"কখনও নয়!"

"তবে?"

"কাজটা ভালই। তবে তার জন্যে এমন একটা বিশ্রী ভড়ং এর সাহায্য নিতে ঘৃণা হয়!"

শূলপাণি কহিলেন, "ভড়ংই বল আর যাই বল,—কাজটা ভাল ব'লে

যদি ক'র্ত্তে চাও, তবে এই কৌশল ছাড়া আর হবার যো নাই। ভড়ং ব'লে যদি কৌশল ছাড়, তবে কাজটিও ছাড়্‌তে হয়।"

"তা বটে।"

শূলপাণি আবার কহিলেন, "একটু ধীর ভাবে ভেবে দেখ্‌লে এটাকে ভড়ং ব'লে এই একমাত্র পথটা ছাড়তে পার না। তবে কুসংস্কার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে থাক্‌লে সে স্বতন্ত্র কথা।"

কুসংস্কারের কথায় ঘনশ্যাম উত্তেজিত হওয়া কহিলেন, "কুসংস্কার! আমি কুসংস্কারের বশ? কি ব'লছ, শূলপাণি?"

একটু কাল নীরবে থাকিয়া ঘনশ্যাম আবার কহিলেন, "সত্যই যুক্তিমত এর বিরুদ্ধে কিছু ব'লবার নাই। এ ছাড়া যদি পথ না থাকে, এই পথই ধর্‌ব।"

শূলপাণি ভৃত্যকে আবার সোডা-হুইস্কির আদেশ করিলেন। এক গ্লাস ঘনশ্যামের হাতে দিলেন। নিজে অপর গ্লাস পান করিলেন। চেয়ারে শরীর ছাড়িয়া পা টান করিয়া, চুরুট টানিতে টানিতে সহসা ঘনশ্যাম উঠিয়া বসিলেন। টেবিলে হাত রাখিয়া একটু সম্মুখে ঝুঁকিয়া কহিলেন, "কিন্তু একটা ভাব্‌ছি। এমা রাজি হবে ত? সে এখন বড় হ'য়েছে, তার মতামতটাও আমাদের ভাব্‌তে হয়।

শূলপাণি উত্তর করিলেন, "তোমার হাতে গড়া তোমারই মেয়ে ত? সে কি এমনই ভুল একটা সংস্কারের বশে চ'ল্‌বে? নিজের সুখও সে দেখ্‌বে না? বোঝালেও বুঝ্‌বে না?"

ঘনশ্যাম কহিলেন, "মেয়ে জাতটাই কিছু অবুঝ। ওরা যুক্তির চাইতে ভাবেরই বাধ্য বেশী।

"তবে ভাব দিয়েই তাকে চালাতে হবে।"

"কি ক'রে?"

শূলপাণি একটু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি কিছু বোঝ না। ওহে

মেয়েদের ভাবের আবেগের মধ্যে প্রেমটাই সব চেয়ে বড়। এর ফাঁদে পড়্‌লে তারা সব ক'ত্তে পারে! তার যোগ্য কোন ভাল যুবককে পছন্দ কর, সর্ব্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে এমাকে রাখ, যাতে সে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়, তাই কর। দেখো, কোন কিছু গোল হবে না।"

ঘনশ্যামও একটু হাসিয়া কহিলেন, "ছাখ ভাই, আমার একটা মনে হয়। তুমি শুন্‌লে কি ব'লবে জানি না।

"কি বল না শুনি।"

ঘনশ্যাম কহিলেন, "অবশ্য তুমি জান, এমার জন্য স্বামী পছন্দ ক'ত্তে হ'লে, হিরণকে ছেড়ে আর কাউকে আমি পছন্দ ক'র্‌ব না। আমার মনে হয়, হিরণ আর এমা যেন প্রেমে প'ড়েছে। অবিশ্যি তাদের দোষ দিতে পারি না। হিরণের মত ছেলে আর এমার মত মেয়ে,—এত দেখা শুনা আর আলাপ সালাপ হ'লে, প্রেমে না প'ড়েই পারে না।"

"বটে! তা হিরণকে সত্যি পছন্দ করবে তুমি?"

"বল কি শূলপাণি? এমার যদি ফের বে দিতে পারি, তবে হিরণের মত ছেলে আর কোথায় পাব? হিরণের মত অমন পুরো সাহেব কজন বাঙ্গালীর ছেলে হ'তে পেরেছে? কেমন সোজা তোমায় ওল্ডম্যান বলে ডাকে! কেমন সুন্দর সহজ ভাবে তোমার হাতে মদের গ্লাস তুলে দেয়। আর যে মদ খায়, গাল পাড়ে, আর মাতামাতি করে, একেবারে জাত জনবুলের মত।"

শূলপাণি প্রসন্নবদনে কহিলেন, "হঁা, হিরণের বেশ পুরো শিক্ষা হ'য়েছে বই কি? আর সে তোমারই ত চেলা, হবে না কেন? আমার মত ভেতো বাঙ্গালীর ছেলে ব'লে এখন আর তাকে মনে ক'ত্তেই ভরসা হয় না।"

ঘনশ্যাম আবার চেয়ারে গা ঢালিয়া পাড়লেন। একটু চুরুট টানিয়া

আবার উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "কিন্তু শূলপাণি, একি সত্য হ'তে পারে ?"

শূলপাণি আবার একটু চাল দিয়া কহিলেন, "হ'লে না হ'তে পারে, এমন নয়। তবে এমন একটা স্বামীই বা কোথায় জুট্‌বে ? আর এমাই কি সত্য হিরণকে ভালবেসে এমন পাগল হবে, যে একটা স্বামী থাক্‌তে আবার তাকে বিবাহ কত্তে চাইবে ?"

ঘনশ্যাম অমনি ব্যস্ত ভাবে কহিলেন, "না, না, স্বামী একটা জোটান চাইই। আর এমাও ভালবাসবে বইকি ? ভালবেসেছেই। শোন, আমি ত পূজা টুরে যাচ্চি, এর মধ্যে একটা স্বামীটামী পাও ত জুটিয়ে রেখো। আর হিরণও আমাদের সঙ্গে যা'চ্চে যদি এমার হৃদয় এত দিন তার নিজের থেকেই থাকে, তবে তা অধিকার ক'রবার বেশ অবসর সে পাবে।

শূলপাণি কহিলেন, "পাগল ! এমা বিবাহিত !, তোমার মেয়ে। হিরণের কি এতটুকু বোধ নাই যে তাকে ভুলোবার চেষ্টা কর্‌বে ? এযে অতি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ হবে।"

আবার চাল ! ঘনশ্যাম একেবারে ক্ষেপিয়া না উঠিলে চলিবে কেন ? হিরণের যাহা করিতে হইবে, তাহা ঘনশ্যাম নিজে করাইবে, ইহাই ত চাই।

ঘনশ্যাম কহিলেন, "তাকে এ সব আশার একটু খানি ইঙ্গিত দিয়ে দিলে ক্ষতি কি ? আর স্পষ্ট বলাও যেতে পারে। আমাদের সব মতলব হাসিল কত্তে তার সাহায্য যখন চাই, তখন তাকে আমাদের এ পরামর্শে না নিলে চ'লবে কেন ? আমার ইচ্ছেমত আমার মেয়ের প্রেম অধিকার ক'ত্তে চেষ্টা ক'র্‌বে, এতে ত তার কোন খুঁৎখুতি হওয়া উচিত নয়।"

"তা বটে ! তা, যা ভাল বোঝ করো। কিন্তু দেখো—এমাকে যেন আগে, এ সব কিছু ব'লো না। মন যদি তৈরী না হ'য়ে থাকে, একেবারে উল্টে

বস্‌তে পারে। তখন হিরণ কি তুমি কারও সাধ্য হবে না, তার মনে আর এ সব ভাব আন্‌তে পার।”

ঘনশ্যাম কহিলেন, “তা ত বটেই। ফাঁদে এনে তাকে ফেলতে হবে, আগে ব’ল্লে প’ড়বে কেন? অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে মেয়েদের প্রেমে টেনে এনে ফেলতে হবে। যদি তুমি তাকে সব একেবারে বলে ফেল, তার মন বিগ্‌ড়ে যাবে,—আর তাকে পাবে না। প্রেমের ত এই-ই রীতি। ও হো! রাত অনেক হ’য়ে গেল। তবে উঠি আজ। টাকাকড়ির অভাব সব কাল ঠিক ক’রে দিও। কাল নাইট্ মেলেই এলাহাবাদে যাব।”

শূল। এলাহাবাদে ক’দিন হবে?

ঘন। মোটে ২।১ দিন সেখানে থাক্‌তে পারি। মিটার (মিত্র) সেখানে ব্যামো হ’য়ে পড়ে আছে, একবার দেখে যেতে লিখেছে। নইলে সেখানে নাবৃতুমই না। গুড্ বাই!

শূল। গুড্ বাই! কিন্তু দেখো, মিটারকেও এ সব কিছু ব’লো না। মিটার কেন, কাউকে আগে বলবে না,—বঝ্‌লে?

ঘন।—আরে, আমাকে পাগল ঠাউরেছ? এ সব কথা আগে গল্প ক’রে বেড়াব? একেবারে বে’থা সব হ’য়ে না গেলে কাউকে কিছু ব’লব না। একবার হ’য়ে গেলে যখন আর ফেরবার উপায় থাক্‌বে না, তখন আমার বন্ধুরা এটা গ্রহণ করবেই। আগে ব’ল্লে তারা বাধা দিতে পারে। এটা কি আর বুঝি না?

ঘনশ্যাম বিদায় হইলেন। শূলপাণি তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া ঘরে আসিয়া জাঁকিয়া চেয়ারে বসিলেন। গড়গড়ার নল মুখে তুলিয়া জোরে টানিতে আরম্ভ করিলেন।

মুখুয্যে কহিলেন, “খুব খেলিয়ে তুল্লেন যে। এখন শেষ রাখ্‌তে পাল্লে হয়।”

হাসিয়া শূলপাণি মুখের নল হাতে ধরিয়া উত্তর করিলেন, "শেষ রাখ্‌তে পারব না? বল কি হে মুখুয্যে? তুমি ভাব্‌ছ কি? এ জাল ছিঁড়ে ঘনশ্যাম বেরোবে? কটা মাস যেতে দেও না। ও জমিদারী ত আমার ঘরে এল।'

মুখুয্যে। কিন্তু আপনি একটা ভাব্‌ছেন না? বাইগেমীর (১) চার্জ্জ হবে যে।

শূল।—আরে চার্জ্জ আন্‌বে ত মদন? সে অত আইন জানে কি না? জান্‌লেও এসব কেলেঙ্কারীতে সে আস্‌ছে না।

মুখুয্যে। যদিই আসে। আপনার শত্রু কেউ যদি তাকে ভজিয়ে এটা করায়?

শূল।—করে, তখন বোঝা যাবে। ঝাঁপিয়ে প'ড়লে পথ বেরোবেই। এটুকু বিপদের দায়িত্ব না নিলে কোন কাজ হয়? আর কিছুতে না হয়, সেই শেষ উপায়ই তখন নেওয়া যাবে।

মুখুয্যে।—সেটা—আগে ক'রে ফেল্লেই যেন ভাল হ'ত।

শূল।—নাহে, ঘনশ্যামকে জান ত? একেবারে তাহ'লে বেঁকে ব'সবে।

মুখুয্যে।—তখনও ত বেঁক্‌তে পারে।

শূলপাণি। তখন বেঁকে আর কি ক'রবে? মেয়েটা একবার হাতে এলে, যা ক'র্‌ব তাতেই বাধ্য হ'য়ে খুসী থাক্‌বে।

(১) ইংরেজি আইনে এক বিবাহ বর্ত্তমানে অন্য বিবাহকে বাইগেমী বলে। ইংরেজি আইন মত যাদের বিবাহ হয়, তাদের এটা বড় অপরাধ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গুরুপদে।

মাণিক এই ঘটনার মাসাধিক কাল পূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছিল। সহরে থাকিতে অনেক খরচ লাগে, আবার ধরা পড়িবারও সম্ভাবনা বেশী। বৈদ্যনাথে ২।৪ দিন থাকিয়াই সে সন্ন্যাসী সাজিল। হাতে চিম্‌টা লইল; বড় একখানা লাঠি বাছিয়া সংগ্রহ করিল; বস্ত্রের আড়ালে ভাল একখানা ভোজালী ছুরীও সাবধানে রাখিল। তারপর 'জয় সীতারাম' বলিয়া সাঁওতাল অঞ্চলের পাহাড় জঙ্গলের দিকে গেল। মাণিক যারপরনাই সাহসী চতুর ও সপ্রতিভ। বেশ হিন্দি সে বলিতে পারিত; কবীর তুলসীদাস প্রভৃতি সাধুপুরুষগণের অনেক দোঁহা তার কণ্ঠস্থ ছিল; শ্রমক্লেশে সে কখনও কাতর হইত না; কোন অবস্থায়ই তার সরল প্রাণ-ভরা নির্ম্মল স্ফূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ হইত না। সুতরাং কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা তার হইত না। সর্ব্বত্র সে বহু উপচারে পূজিত হইত, সরলপ্রাণ বন্যাঞ্চলবাসীরা যেথায় যেথায় তাহাকে ঘিরিয়া বসিত। মাণিক সংসারবৈরাগ্যের উপদেশ দিত, দোঁহা বলিত, কত মনোজ্ঞ উপমায় তার ব্যাখ্যা করিত। ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে সকলে দুগ্ধ ফল লাড়ু রুটি প্রভৃতি খাদ্য আনিয়া তাহাকে দিত। মাণিক খাইত, বিলাইত, হাসিত, গল্প করিত; কখনও লাঠি খেলিয়া, পাথর ছুড়িয়া, সন্ন্যাসীর দৈহিক শক্তির পরিচয় দিত। সরল আনন্দময় প্রকৃতির রাজ্যে, সরল আনন্দময় প্রকৃতির সন্তানের মধ্যে, সরল আনন্দময় নির্ম্মলপ্রাণ মানিকের বেশ দিন যাইতে লাগিল।

একদিন দ্বিপ্রহরে লোকালয়ের দূরে শালবনপরিশোভিত কোন পাহাড়ের পাশে, শালবৃক্ষের ছায়ায় গাছাড়া আরামে বিশাল ক্লান্ত বপু ঢালিয়া মাণিক বিশ্রাম করিতেছে। অদূরে অন্য একটি বৃক্ষতলে প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রৌঢ়বয়স্ক চিন্তানিমগ্ন একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। মাণিকের অলস দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপরে পতিত হইল। মাণিক ভাবিল, একলা শুইয়া পড়িয়া আছি, ইহার সঙ্গে একটু আলাপ করিলে ক্ষতি কি? মাণিক উঠিল। কিন্তু উঠিয়াই চাহিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতে বনের অন্তরালে একটি বাঘ সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া আড়ি করিতেছে। মাণিক নিমেষে কোমর হইতে ছুরী বাহির করিল। "ঠাকুর! সর, সর! ম'লে, বাঘ!" চীৎকার করিয়া এই কথা বলিতে বলিতে, ছুটিয়া সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া, ছুরী ধরিয়া দৃঢ়ভাবে সে দাঁড়াইল! বাঘও সহসা শিকারে এই বাধা উপস্থিত দেখিয়া ঘোর গর্জ্জনে লক্ষ্যস্থলের অভিমুখে লাফ দিল। দেখিতে দেখিতে মাণিকের দৃঢ় হস্তে ধৃত ছুরীর উপরে আসিয়া পড়িল। দেহের ভারে ও পতনের বেগে সেই ছুরী বাঘের বুকে আমূল বিদ্ধ হইল। মাণিকও সে বেগে বাঘের সঙ্গে বাঘের নীচে মাটিতে পড়িল। রক্তে মাণিকের দেহ ভাসিয়া মাটি ভাসিল। মৃত বাঘ ঠেলিয়া ফেলিয়া, মাণিক রক্তাক্ত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভীত ও স্তম্ভিত সন্ন্যাসী উঠিয়া মাণিকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বাবা তুমি কে? তোমার সাহস, বিক্রম ও শক্তি অদ্ভুত। আজ নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে তুমি আমার প্রাণ দিলে।"

মাণিক উত্তর করিল, আমার জীবনের আর কি বিপদ দেখ্‌লে ঠাকুর? বিপদ ত বাঘটারই গেল। শালার নেহাত মরণ বুদ্ধি হ'য়েছিল, নইলে সন্ন্যাসীর উপরে আড়ি করে? তোমার আয়ু আছে, আর ধর্ম্মের

বল আছে, নইলে বাঘের এমন কুবুদ্ধি হয়? আর কি পড়্‌বি ত পড়্‌, একেবারে সোজা ছুরীর ওপর! নইলে কি এমন সাফ ম'ত্তো। একবার কাম্‌ড়ে কুম্‌ড়ে ধ'ত্তে পাল্লে কিছু বেগ পেতে হত বই কি।"

সন্ন্যাসী স্থির তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টিতে মাণিকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাব কথা শুনিতেছিলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার নাম কি বাবা? বাড়ী কোথায়? এ বয়সে সন্ন্যাসী সেজেছ কেন?

"সন্ন্যাসী সেজেছি! আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী সাজ্‌ব না ত কি বাবু সাজ্‌ব? আব বয়সে আমাকে এমন ছোটই বা ঠাওরালে কিসে? তুমি বুড়ো হ'য়ে উঠেছ ব'লে কি সকল সন্ন্যাসীকেই একদম তোমার মত বড়ো হ'য়ে বস্‌তে হবে?"

সন্ন্যাসী মাণিকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীবে কহিলেন, "তোমার মত সরল আনন্দময় প্রাণ সুন্দর সুগঠিত দেহ বলিষ্ঠ সাহসী যুবক সন্ন্যাসী কম দেখা যায়।"

মাণিক উত্তর করিল, "বলি ঠাকুর, সকল সন্ন্যাসীকেই কুটিল হতে হবে, আর হুতুমপেঁচার মত মুখখানি ভার আঁধার ক'রে বসে থাকৃতে হবে? আর সন্ন্যাসীর ত চোপদার বরকন্দাজ নিয়ে চ'লবার ব্যবস্থা নাই? একটু সাহস বল না থাক্‌লে, পাহাড়ে জঙ্গলে একা বাঘ ভালুকের মধ্যে বেড়াবে কি ক'রে? এই ত বাঘের পেটে গিয়েছিলে আর কি? সেটা কি তোমার সাধনার বড় আরামের আসন হত? তারপর রূপ আর যৌবনের কথা। যৌবনটা এসে প'ড়েছে বটে,—ওটা সকলেরই এক সময় আসে; তবে রূপটা আমার এমন কি দেখ্‌লে জানি না। তা ঠাকুর, সেকালের মুনিঋষিরা কি সকলেই বাঁদরমুখো কালপেঁচা ছিলেন, আর আশীবছুরে জরার বোঝা নিয়েই কি মার পেট থেকে বেরুতেন? আর তোমার দিকেই চেয়ে দেখ না? চেহারাটা ত বেশ জমকালোই,

রাজার বেশ প'রলেও বেমানান হ'ত না! আর ঠিক যৌবন না থাক্,— বার্দ্ধক্যও ত একেবারে এসে পড়েনি?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "যা ব'লেছ বাবা ঠিক! তোমাকেও বেশ মুনিযুবকের মতই মানিয়েছে। তা তুমি কোন গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছ?"

"না, গুরুটুকু এখনও জোটেনি। আমি সবে বেরিয়েছি। তা তুমিই কেন গুরু হও না? এমন বাঘমারা চেলা কজন পাবে?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমার মত শিষ্য পেলে আদরে গ্রহণ করি।"

"কিন্তু আমি যদি সন্ন্যাসের দীক্ষা না নিই? আবার ঘরে ফিরি?"

"সেটা তোমার ইচ্ছাধীন। শিষ্যের ন্যায় আমার সঙ্গে থাক। যদি ইতিমধ্যে তোমার মন প্রস্তুত হয়, আর আমিও পরীক্ষায় বুঝ্তে পারি যে তুমি সন্ন্যাসধর্ম্মের যোগ্য; তখন সন্ন্যাসের দীক্ষা দান কর্‌ব।"

"আর আমারও যদি ইতিমধ্যে ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছে হয়, তবে যেতে পা'রব? তাতে কোন অধর্ম্ম হবে না?"

"না।"

"বেশ। তবে এই কড়ারে আমি আপাততঃ আপনার চেলা হ'লুম।"

মাণিক সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দারপরিগ্রহ করেছ?"

"না।"

"সংসারে তবে কে আছেন?"

"এক মা, আর কেউ নেই।"

"সন্ন্যাসে তাঁর অনুমতি পেয়েছ?"

"তাও কি কেউ পায় ঠাকুর? আমি পালিয়ে এসেছি।"

"কেন ?"

"তা এখন বল্‌ব না।"

"তোমার নাম কি ? বাড়ী কোথায় ?"

"তাও এখন বল্‌ব না। যদি দীক্ষা লই, সেই সময় সব পরিচয় দিতে হবে, দেব। তার আগে কিছু বল্‌তে চাই না। এতে আপনি চেলাগিরিতে রাখ্‌বেন ত ? আমি দুষ্ট লোক নই, অবিশ্বাসী নই। আপনার কোন ভয় নাই। প্রবঞ্চনার ইচ্ছা থাক্‌লে মিথ্যা পরিচয় দিতাম।"

"তোমাকে তবে কি ব'লে ডাক্‌ব ?"

"আপনিই যা হয় একটা নাম রেখে নিন্‌।"

"আচ্ছা, তোমাকে 'সর্ব্বদমন' নাম দিলাম।"

"যে আজ্ঞা।"

"মাণিক আবার সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে চল বাবা আমার সঙ্গে। নিকটেই আমার কুটীর।"

মাণিক জিজ্ঞাসিল, "পথের সম্বল কি ফেলে যাব ঠাকুর ? আমার লাঠি ওই প'ড়ে। ছুরী এখনও বাঘের বুকে।"

"না, না ও সব কি ফেলে যেতে আছে ? লও।"

মাণিক লাঠি ছুরী ও চিম্‌টা লইয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে গেল।

কুটীরে গিয়া মাণিক দেখিল, সন্ন্যাসীর আর একটি শিষ্যও আছে। সেটিও বেশ দৃঢ় বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ত-দেহ ; নাম সুন্দর। দেখিতে নামানুরূপ না হইলেও, নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু মুখ ও চক্ষুর ভাব দেখিয়া মাণিক প্রীত হইল না। আপনা হইতেই তার মনে হইল, এ লোকটা ভাল নয়। এ সন্ন্যাসীর চেলা কেন ? বোধ হয় কোন মতলবে আসিয়াছে ; অথবা

ফেরারী আসামী। মাণিক একটু হাসিল, ভাবিল, আমিও ত ফেরারী আসামী! বেশ জোড়া মিলেছি। সন্ন্যাসীর শিষ্যভাগ্য মন্দ নয়।"

মাণিকের নূতন গুরু সন্ন্যাসী ব্রজগিরি নামে পরিচিত। ব্রজগিরি অধিককাল কোথাও অবস্থিতি করিতেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন। আবার ২।১ দিনের মধ্যেই শিষ্যযুগল সহ প্রয়াগের দিকে তিনি যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে পৌঁছিয়া সহরের বাহিরে যমুনা-পুলিনে কোন নির্জ্জন স্থানে সামান্য একটি কুটীর তুলিয়া শিষ্যদ্বয়সহ সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শত্রুসাক্ষাতে।

"গৌরদাস !"

"ব্রজগিরি !"

সহসা একদিন যমুনা পুলিনে ব্রজগিরির সঙ্গে শীর্ণ দেহ, মুণ্ডিত শিরো-বদন, ক্রোধকুটিল আরক্তনয়ন, কম্পিত কলেবর কৌপিনধারী এক বৈরাগীর সাক্ষাৎ হইল।

ব্রজগিরি কহিলেন, "সাবধান গৌরদাস! যদি প্রাণের আশা থাকে, তবে আমার সঙ্গ ত্যাগ কর, যেখানে যাব দুষ্ট শনির মত তুমি আমার সঙ্গে লেগেই আছ। অনেক সহ্য ক'রেছি; আজও মাপ ক'র্‌লুম। আর যদি কখনও পশ্চাতে দেখি, এই ছুরী তোমার বুকের রক্তে ধৌত হবে!

এই বলিয়া ব্রজগিরি বস্ত্রান্তরাল হইতে তীক্ষ্ণ-ধার ছুরী বাহির করিলেন।

"হাঃ! হাঃ! হাঃ!" উন্মত্তের ন্যায় বিকট হাসিয়া গৌরদাসও ঝুলীর মধ্য হইতে একখানি ছুরী বাহির করিয়া কহিল, "হাঃ! হাঃ! হাঃ! বড় দয়া তোমার ব্রজগিরি! এই ছুরীর ভয়ে এমনই আমাকে এত দিন মার্জ্জনা ক'রে আস্‌ছ।"

জ্বলন্ত নয়নে, ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে ব্রজগিরি উত্তর করিলেন, "যাতেই মার্জ্জনা ক'রে থাকি, আর বেশীদিন ক'র্‌ব না, বেশীদিন ছুরী দেখিয়ে আর পালাতে পার্‌বে না। যদি প্রাণের ভয় থাকে, আর এস না।"

গৌরদাস কহিলেন, "প্রাণের ভয় কি দেখাচ্ছ, ব্রজগিরি? প্রাণের বেশী যা, প্রাণ যার জন্য, তা তুমি আমার হরণ ক'রেছ। অনেক দেনা আছে ব্রজগিরি, সেই দেনা শুধ্‌ব ব'লেই এই অসার প্রাণ ব'য়ে এতদিন তোমার সন্ধানে শনির মত তোমার পশ্চাতে ঘুর্‌ছি। দেহে প্রাণ যতদিন আছে, এ দেনা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত এমনই ঘুর্‌ব!

দন্তে দন্ত পিষিয়া ব্রজগিরি উত্তর করিলেন, "এই ছুরীতে তবে দেনা শোধ হবে!"

গৌরদাস কহিল, "জানি ব্রজগিরি, তেমন সুযোগ পেলে, আজ কেন, বহুদিন আগেই ওই ছুরী আমার বুকে বিঁধ্‌ত। কিন্তু এই জীবনেই আমা-হ'তে তোমার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হবে, তাই বিধাতা তেমন সুযোগ তোমায় এখনও দেন নাই। কিন্তু আমি অনেক সুযোগ পেয়েছি। যদি নিভৃতে তোমার বুকের রক্ত পান ক'রে আমার প্রতিহিংসার দারুণ এই তৃষ্ণা নিবারণ হত,—অনেক দিন আগে তা কত্তে পার্‌তাম। কিন্তু তা করি নাই। কেন করি নাই, জান? লোকের কাছে ত তুমি মরেই আছ। মরণে আর তোমার কতটুকু শাস্তি হবে! মরণে বরং দুঃখের শান্তি, কলঙ্কের শান্তি, অপমানের শান্তি। মর্ম্মের মর্ম্ম পর্য্যন্ত দগ্ধ ক'রেছে যে শত্রু, জীবনের সমস্ত সুখ সমস্ত সুখের আশা কেড়ে নিয়েছে যে শত্রু, জীবনের সকল স্মৃতি দারুণ বিষময় ক'রেছে যে শত্রু,—মরণে সেই শান্তি তাকে আপন হাতে ধ'রে দেব? না, তোমায় মারব না। আমার পায়ে ধরে মরণ প্রার্থনা কর, এম্‌নি ক'রে তোমায় ছেড়ে দেব। আর যতদিন তা না পারি, এমনই অবিরত তোমার পশ্চাতে ফিরে, তোমার সকল সুখে বিষ ঢেলে দেব; দুদিনও কোথাও তোমায় শান্তিতে তিষ্ঠোতে দেব না।"

বৈরাগী দ্রুত প্রস্থান করিল। ব্রজগিরি কহিলেন, "যাও গৌরদাস!

যে শাস্তি তুমি শত্রু ব'লে আমায় দেওনি, আজ সে শাস্তি তোমায় আমি দেব। শাস্তিলাভের সময় পরম মিত্র ব'লে আমায় মনে ক'রো।"

সহসা পশ্চাতে কিসের সাড়া পাইয়া ব্রজগিরি চাহিয়া দেখিলেন, সর্ব্বদমন আসিতেছে। তিনি ডাকিলেন,

"সর্ব্বদমন!"

মাণিক দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া কহিল, "ঠাকুর কি হ'য়েছে? ঐ বৈরাগীটা কে? আপনাকে যেন খুব অপমান করে শাসিয়ে চলে গেল বোধ হচ্ছে?

"তুমি কি শুনেছ?"

মাণিক উত্তর করিল, "বৈরাগীর বিকট আওয়াজ কাণে গেছে। কথা কিছু বুঝ্‌তে পারিনি। সে আপনাকে খুব ধমকাচ্ছিল আর শাসাচ্ছিল বলে বোধ হল। নয় ঠাকুর?

"হাঁ!——সর্ব্বদমন!"

"আজ্ঞে।"

"ওকে এখন গিয়ে ধ'র্ত্তে পার?"

ক্রোধে এখনও ব্রজগিরির নয়ন জ্বলিতেছিল, ললাট ও ভ্রূ ঘন ঘন কুঞ্চিত হইতেছিল, অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছিল, কম্পিতহস্তে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ ছুরীও ঈষৎ কাঁপিতেছিল।"

মাণিক কহিল, "তা আর পারব না ঠাকুর? আপনি বলুন, এখনই টিকি ধ'রে ওকে আপনার পায়ে এনে দিচ্চি।"

ব্রজগিরি মাণিকের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিলেন, "শোন সর্ব্বদমন! তোমাকে আমি বড় স্নেহ করি; তোমাকেই আমি আমার প্রধানশিষ্য-পদে বরণ ক'র্‌ব। আমার যে সব বহুমূল্য রত্নরাজি আছে, তুমি

দেখেছ। আমার তিরোভাবের পর আমাব প্রধান শিষ্য রূপে তুমিই সে সবের অধিকারী হবে।"

"ঠাকুরের যথেষ্ট অনুগ্রহ।"

ব্রজগিরি কহিলেন, "তোমার স্মরণ আছে, প্রথম যে দিন সাক্ষাৎ হয়, তোমাকে বলেছিলুম, যোগ্য পরীক্ষায় তোমার মন বুঝে সন্তুষ্ট হলে তোমায় দীক্ষা দান করব।"

"আজ্ঞে।"

"আজ পরীক্ষার যোগ্য অবসর উপস্থিত। সেই পরীক্ষায় যদি আমায় সন্তুষ্ট কত্তে পার, আজই দীক্ষিত ক'রে আমাব প্রধান শিষ্যপদে তোমায় বরণ করব।"

"যে আজ্ঞে।"

"প্রশ্ন না ক'রে আদেশমাত্র গুরুর যে কোন বাসনা পূর্ণ ক'ত্তে যে সতত প্রস্তুত, সেই প্রকৃত শিষ্য। ইহার উপব আর পরীক্ষা নাই। কেমন পারবে ত সর্ব্বদমন? সাহস আছে?"

মাণিক কহিল, "আমার সাহসের পরিচয় ঠাকুর আগেই যথেষ্ট পেয়েছেন, এখন আদেশ জান্‌তে চাই। ঠাকুর সর্ব্বদমন নাম দিয়েছেন, সে নাম কখনও বৃথা হবে না।"

"উত্তম! তবে এই নেও, এই ছুরী নিয়ে এখনই যাও। ঐ বৈরাগীর অনুসরণ কর; যেন দৃষ্টির বাহিরে না যায়। তাবপর—"

"তার পর?"

"তারপর——দেখো সর্ব্বদমন, নামের কলঙ্ক ক'রোনা, গুরুর আদেশে শিষ্যের যোগ্য পরীক্ষায় পশ্চাৎপদ হ'য়ো না; আমার অকৃত্রিম স্নেহের অবমাননা ক'রো না।"

মাণিক কহিল, "তারপর কি করব, আদেশ করুন।"

ব্রজগিরি কহিলেন, "সুযোগ মত— রাত্রিতে এই ছুরী ওই বৈরাগীর বুকে আমূল বিদ্ধ ক'রে, তার সেই বুকের রক্তমাখা ছুরী এনে আমায় ফিরিয়ে দেবে। তার সেই তপ্ত শোণিতের টিকা তোমার কপালে দিয়ে আমার প্রধান শিষ্যপদে আজ তোমায় বরণ ক'র্‌ব। যাও! আর কিছু ব'ল্‌ব না। আমি চ'ল্লাম, দেখি তুমি আমার যোগ্য শিষ্য কি না! তোমার সর্ব্বদমন নাম সার্থক কি না!"

স্তম্ভিত মাণিকের উপর জ্বলন্তনয়নের ভীষণ বৈদ্যুতিক অগ্নিশিখাময় অতি তীব্র তীক্ষ্ণ এবং স্থির ও গভীর এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাসী দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

নিশ্চল নিস্পন্দ জড় প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় মাণিক দ্রুতপদে ক্রমে দূর গমিষ্ণু গুরুর দিকে চাহিয়া রহিল। মাণিক যেন সন্ন্যাসি-নিক্ষিপ্ত অজ্ঞাত কোন ভীষণ দানবীয় শক্তির মোহে এতক্ষণ অভিভূত ছিল। সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইলে, ধীরে ধীরে সে যেন মোহমুক্ত আত্মদৃষ্টি লাভ করিল।

আপন মনে মাণিক কহিল, "এ কি! এ কি ব্যাপার! কি এ দানব সন্ন্যাসীর হাতে প'ড়েছিলাম! আমি যেন আর আমি নেই!—বাবাজী রেগে ব'কে হন্ হন্ ক'রে ছুটে গেল; আর সন্ন্যাসী অম্‌নি বলে, ওর বুকের রক্ত আমায় এনে দে! এ ত হঠাৎ একদিনকার গোল নয়! এ পুরোণ বাদ। এর ভিতর অনেক রহস্য আছে। বাবাজীর সন্ধানটা নিতে হ'চ্চে। তাকে হাত করে বুঝ্‌তে হবে, ব্যাপারটা কি? এ ডাকাতে সন্ন্যাসীর কাছে আর ঘেঁস্‌ছি না। বাবাজী আবার কেমন হবেন, জানি না। বদি বনে, তার সঙ্গেই জুটে যাব। তার কাছে সব খবর জেনে যদি বুঝি, এই সন্ন্যাসী ব্যাটাই আসল পাজি, তবে ব্যাটাকে জব্দ ক'র্‌ব।—গুরুজি! এইখান থেকেই

পেন্নাম। তোমার রক্তা-রক্তির শিষ্যগিরিতে আর যাচ্চিনে। সুন্দরকে দিয়ে যদি পার ত দেখো। তবে মাণিক থাক্‌তে বোধ হয় বাবাজীর রক্তের তেষ্টাটা অম্‌নি অম্‌নিই মেটাতে হবে।”



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রতিশোধের সহায়।

রাত্রি প্রহরাধিক হইয়াছে। এলাহাবাদের নগরপ্রান্তে একটি দীন মলিন সঙ্কীর্ণ গলির একটি নিভৃত জীর্ণগৃহে ক্ষীণ আলোকের সম্মুখে উপবিষ্ট, মাণিক ও গৌরদাস।

গৌরদাসের মুখে সে ক্রোধের উত্তেজনা আর নাই। বিষাদের ঘন ছায়ায় সে শীর্ণমুখ এখন কালিমাময়। কিন্তু সেই কালিমার অন্তরে একটি অতি সুন্দর শান্তস্নিগ্ধ করুণ ভাব যেন আধা লুকাইয়া আছে। গৌরদাসের মুখ শীর্ণ; ললাটে গভীর দুঃখময় চিন্তার রেখা; বিশীর্ণ বিশুষ্ক কপোলে এবং কোটরনিমগ্ন ম্লান নিষ্প্রভ চক্ষুর চারিধারে ঘন কালিমার ছায়া; ওষ্ঠাধর শীর্ণ শুষ্ক ও রক্তহীন; সর্ব্বশরীর অকাল-বার্দ্ধক্যের জীর্ণতায় পরিব্যাপ্ত। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে মনে হইবে, গৌরদাসের বয়স এখনও চল্লিশ পার হয় নাই; জীর্ণ শীর্ণ ও কালিমাময় হইলেও গৌরদাসের সর্ব্বাবয়ব সুগঠিত; বর্ণও কোন দিন বোধ হয় প্রায় গৌর ছিল। কিন্তু এখন নিদাঘের দারুণ আতপ-তাপে শুষ্ক বৃক্ষচ্যুত ধূলায় ধূসরিত পুষ্পদলের ন্যায়।

দুজনে কি আলাপ হইতেছিল। গৌরদাস একটু দৃঢ় অথচ ম্লানস্বরে কহিল, "এর বেশী পরিচয় আর এখন দিতে পারব না, বাবা! ভগবান্ যদি কখন দিন দেন, তবে পাবে। নইলে এই পর্য্যন্ত।"

মাণিক কহিল, "তা পরিচয় দেও আর না দেও বাবাজি, তোমাকে বিশেষ সাবধানে থাক্‌তে হবে। সন্ন্যাসী বড় সোজা লোক নয়। এখন

বুঝ্‌তে পাচ্চি, কেন এত আদর ক'রে, একদিনের সাক্ষাতে আমায় তার চেলা ক'ত্তে চাইল। আমাকে ত দেখ্‌তেই পাচ্চ, সুন্দর ব'লে আর একটিও আছে, সে আমার জুড়ী। তাবও বড় ডাকাতে গোছের চেহারা আর চাহনি। আমি ত ভাগলাম, এখন সুন্দরের পালা। সেও যে আমার মত এসে তোমাব সঙ্গে এমনি মিশে যাবে, তা ত মনে হয় না। তোমার রক্তের টিকে নিয়ে রক্তখেকো গুরুর সর্দ্দার চেলা হ'য়ে, তার ঝক্‌ঝকে মণি মাণিক্যগুলি যে সে ভোগ দখল ক'ত্তে চাইবে, এ কথা ঠিক জেনো। লোভে একদিন গুরুরক্তই পাত না করে ফেলে ত ভাল। তোমার বুকের রক্তটা কি দিয়ে এত মিঠে ক'রে রেখেছ জানিনে, তবে তার উপর সন্ন্যাসীর লোভটা বড় বেশী। ও মিঠে রক্তটুকু যদি নিজের বুকে রাখ্‌তে চাও, তবে বিশেষ সাবধানে থাক্‌তে হবে। এমনি ক'রে ঘুরে বেড়ালে চ'ল্‌বে না। বুঝ্‌লে বাবাজি?"

গৌরদাস গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "এক প্রতিশোধের জন্যেই প্রাণ রাখা; নইলে প্রাণের আর কোন মমতা নাই।"

মাণিক উত্তর করিল, "বলি, প্রাণটা থাক্‌লে ত প্রতিশোধ নেবে? তবে ম'রে ভূত হ'য়ে তার ঘাড়টা ভাঙ্গ্‌তে পার, এমন যদি বোঝ, তবে সে আলাদা কথা। তা তুমি বাবাজী বষ্টম, কেষ্ট নাম ক'রে বেড়াও; তুমি কি আর ভূত হ'য়ে আঁধার বনে সন্ন্যাসীর পেছনে ফির্‌তে পার্‌বে? একেবারে সোজা বৈকুণ্ঠে উধাও হ'য়ে চ'লে যাবে যে। আর সেখানে যে এ সন্ন্যাসীর দেখা কখনও পাবে, এমন সম্ভাবনা কিছু দেখি না।"

গৌরদাস কহিল, "ম'রে, ভূত হ'য়ে তার সঙ্গ নিয়ে, তার জীবনটা এক দারুণ বিভীষিকাময় ক'রে তুলতে পার্‌ব, এটা যদি ঠিক বুঝ্‌তে পাত্তাম, তবে এখনই যেচে গিয়ে সন্ন্যাসীর ছুরীতে প্রাণটা দিতাম।"

বলিতে বলিতে রুদ্ধ ক্রোধের ভীষণ উত্তেজনায় গৌরদাসের শীর্ণ ললাট আবার কুটিলকুঞ্চনে কুঞ্চিত হইল; কালিমাবেষ্টিত কোটরগত ম্লান চক্ষু আবার আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। দন্ত কড়মড় করিয়া উঠিল, জীর্ণ দেহ ঘন কম্পিত হইল।

মাণিক কহিল, "সর্ব্বনাশ কল্লে! আরে থাম বাবাজি, দোহাই থাম! আর ভূত হবার কথা মুখেও আন্‌ব না! যে মূর্ত্তি বার ক'রেছ, ভূত আর এর চেয়ে ভয় কি দেখাবে? এ দেখেও যখন সন্ন্যাসী আঁৎকে মরে নাই, তোমার ভূত দেখেও ম'র্‌বে না।"

গৌরদাস একটু হাসিল। মাণিকের কথায় ক্রোধ দূর হইয়া তাহার হাসি পাইল। ক্রোধের উত্তেজনার পরিবর্ত্তে মুখে আবার সেই বিষাদের কাল ছায়ার অন্তরে শান্তস্নিগ্ধ করুণ ভাব উঠিল। মাণিক কহিল, "আঃ বাচলাম! ভাগ্যি তোমায় জানতুম। নইলে রেতে একা এ ঘরে এ মূর্ত্তি দেখ্‌লে 'রাম' 'রাম' ব'লে ছুটে পালাতে হ'ত!—তা তুমিও ত দেখ্‌ছি বাবাজি, সন্ন্যাসীর চাইতে বড় কম নও। সে তোমাকে খুন ক'র্ত্তে চায়, আর তুমি তাকে সারাটা জীবন ভ'রে জ্বালাতে চাও। দ্যাখ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি বাস্তবিকই যে সন্ন্যাসীর হাতে অনেক অত্যাচার স'য়ে এম্‌নি খেপে গিয়েছ, আর সন্ন্যাসী যে তোমার প্রতিশোধের ভয়েই তোমাকে একেবারে খুন ক'রে ফেল্‌তে চায়,—এটাও বুঝ্‌তে পাচ্চি। তোমারও যদি সন্ন্যাসীর মত খুন চড়্‌তো, কাছেও ঘেঁসতুম না। দুজনে খুনোখুনি ক'রে ম'র্ত্তে, আমার ব'য়ে যেত। তা তুমি দেখ্‌ছি, সন্ন্যাসীকে খুন না ক'রে কেবল তাকে জব্দ ক'র্ত্তে চাও। এতে আমি রাজি। কিন্তু তুমি যদি আমার কথা না শুনে এম্‌নি ক'রে ঘুরে বেড়াও, আর বুকের রক্ত দিয়ে সন্ন্যাসীর তেষ্টাটা মিটিয়ে ফেল, তবে আমাদের একজোট হওয়া মিছে। তুমিই যদি

ম'রে গেলে, তবে কি নিয়ে আর সন্ন্যাসীকে জব্দ ক'র্‌ব ? তবে তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক, আর আমার কথামত চল, আমাকে দিয়ে তোমার কাজ হ'তে পারে।"

গৌরদাস উত্তর করিল, "তা খুব চল্‌ব বাবা। বল, আমাকে কি ক'ত্তে হবে।—তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌ব।"

"কেবল পরিচয়টা দেওয়া বাদে।"—মাণিক হাসিয়া গৌরদাসের কথায় বাধা দিল।

গৌরদাসও হাসিয়া কহিল, "হাঁ বাবা, ঐটুকু বাদে।"

"তা বেশ ! আমার পরিচয়ও পাবে না। দুজনের একদিনে পরিচয় হবে। ততদিন তুমি 'বাবাজি' আর আমি—"

"বাবা।"

"আচ্ছা বেশ। আজ থেকে তবে আমি তোমার বাবা—মুরুব্বি—আর অভিভাবক। কেমন ?"

"হাঁ বাবা। বল তবে বাবা, কি ক'ত্তে হবে। আজ থেকে বাপের হুকুমে ছোট ছেলের মত তোমার হুকুমে আমি চ'ল্‌ব। আমার মনে যেন কে ডেকে ব'ল্‌ছে, তোমাকে দিয়েই সব দেনা আমার শোধ হবে।"

মাণিক কহিল, "অত বেশী ভরসা কিছু আগেই ক'রো না। তবে দেখি কতটা কি করা যায়।"

"এখন তবে কি ক'র্‌ব ?

মাণিক কহিল, "প্রথমে তোমার এই বাবাজিরূপ ছাড়্‌তে হবে, সন্ন্যাসী না সহজে ধ'ত্তে পারে।"

গৌর।—এতে যে আমার দুই কাজই হয়, বাবা ! ভিক্ষে ক'রে পেট চালাই, আবার সন্ন্যাসীর খোঁজেও বেড়াই।

মাণিক।—ভিক্ষে ছাড়া কি আর পেট চলে না, বাবাজি ?

গৌর।—পেট চ'ল্‌তে পারে, কিন্তু ঘুরে বেড়ান চলে কই বাবা?

মাণিক।—বুদ্ধি থাক্‌লে বাবাজি, ঘুরে বেড়িয়েও ভিক্ষে ছাড়া পেট চালান যায়। এই বাবাজিরূপে তোমার কোন ধর্ম্ম টর্ম্মের মতলব লুকোন নাই ত?

গৌর।—না, বাবা। ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই আমার এই প্রতিশোধ। সন্ন্যাসীর খোঁজে বেড়াতে পারি আর পেট চ'লে, এমন যে কোন কাজ ক'র্ত্তে রাজি।

মাণিক।—বেশ।— তবে এই বাবাজিরূপ ছাড়। এমন আর কিছু রূপ ধর, যে এ রূপ একেবারে ঢেকে যায়। সন্ন্যাসীর বাবার বাবাও না ধ'র্ত্তে পারে।

গৌর।—এমন কি রূপ ধর্‌ব বাবা?

মাণিক।—র'সো, একটু ভেবে দেখি। হাঁ, হ'য়েছে। একটা কাবলীওয়ালা সাজ, ন্যাড়া গোঁপ দাঁড়ী কামান বাবাজি আছ, মাথাভরা বাব্‌ড়ী চুল, তার উপর মস্ত পাগ্‌ড়ী, মুখভরা গোঁপ দাড়ী,—এতে চেহারাখানা বেশ ঢেকে যাবে। তার উপর চোখে যদি একটা কাল চশমা প'র্‌তে পার, তবে ত কথাই নেই। চোকটা বড় খারাপ জিনিশ বাবাজি। ওতে মানুষ বড় ধরা পড়ে। সন্ন্যাসীকে কোথাও দেখ্‌লেই ত তুমি চটে যাবে, আর রক্ত চোখে কটমটিয়ে চাইবে।—বাবা! সে যে চাউনি—তা আমি এক দিন দেখেই আর ভুলতে পার্‌ব না। আর সন্ন্যাসী অনেক দেখেছে, সে কি ভুল্‌বে? চশমা একটা নিতেই হ'চ্চে।— কিন্তু বড় রোগা তুমি, বাবাজি। রাগের আগুণে এম্‌নি ক'রে শরীরটা শুকিয়ে ফেলেছ—কাবলীওয়ালা কি তোমায় মানাবে?—যা হ'ক, লম্বা টম্বা আছ বেশ; একরকম চলনসই গোছের হবে। আমার উপর ত ভার দিলে, রাগটা একটু ভোল। মনটা সোয়াস্তি কর। ভাল খেয়ে

দেয়ে শরীরটা একটু সেরে ফেল,– বুঝ্‌লে? তবে কাবলীওয়ালা সাজ্‌বে ত? কি বল?

গৌর। হা বাবা, এটা ভাল পরামর্শই ক'রেছ। কিন্তু খাব কি ক'রে?

মাণিক। কেন, কাপড় চোপড় ফিরি ক'রে? শুধু কাব্‌লীওয়ালা সেজে বেড়ালে চ'লবে কেন? তাকে ত আর কেউ ভিক্ষে দেবে না? খাসা বাব্‌ড়ী আর গোঁপ দাড়ীতে সেজে, চশমায় চোক ঢেকে, মাথায় একটা মস্ত কাব্‌লী পাগড়ী বেঁধে, ঝুলঝুলে এক রাশ কাপড়চোপড় প'রে, পিঠে একটা বস্তা ফেলে, গলায় একটা 'কুরিয়ার' ব্যাগ ঝুলিয়ে, মস্ত মোটা একটা লাঠি হাতে নিয়ে, দিব্বি বেড়াবে। পেটও চ'ল্‌বে, আর সন্ন্যাসীর খোজও হবে। কিছু টাকা কড়ি হাতে আছে, বাবাজি? এত কাল ভিক্ষে ক'ল্লে, কিছু জমাওনি?

গৌর।--হাঁ, কিছু জমিয়েছি বই কি? তাতে একবারকার মত এক বস্তা কাপড় হ'য়ে কিছু খরচাও থাক্‌বে।

মাণিক।—বস্‌! তবে আর কি? ধর, আজ থেকে গৌরদাস বাবাজি ম'রে গ্যাছে, ফেব আমীর খাঁ কাবলীওয়ালা হ'য়ে জন্মেছে। কিন্তু একটা কথা,—আমার সাহায্য চাও ত?

গৌর।—তা চাই বই কি বাবা?

মাণিক একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "তা আমার ত কাব্‌লীওয়ালা সেজে বেড়ালে চ'ল্‌বে না। বাড়ীথেকে এক মাস হ'ল, পালিয়ে এসেছি। একটা মা আছে, কত কাঁদ্‌ছে তার ঠিক নেই। বাড়ীতে আমার একবার যেতেই হবে। তারপর জমিদারী তালুকদারী কিছু নেই, যে ক'রে হ'ক, মার আর আমার খাওয়া পরার সংস্থানটাও ক'ত্তে হবে।"

গৌরদাস বিষণ্ণবদনে কহিল, "তবে বাবা ঘরেই যাও। আমি একলাই ঘুরি।"

মাণিক কহিল, "না বাবাজি, সেটা হয় না। কোথাও আহম্মুকী ক'রে কি রাগ সামলাতে না পেরে যদি ধরা পড়, সন্ন্যাসীর হাতে অমনি প্রাণটা যাবে। আমার কাছছাড়া হওয়া, তোমার হয় না। আর তোমার মত এমন কচি ছেলেটিকে এত বড় একটা বাবা হ'য়ে কি আমি অমনি ভাসিয়ে দিতে পারি?— তা হয় না। আমাদের কাছে কাছেই থাকতে হবে।"

"কি ক'রে তা হয় বাবা?"

মাণিক একটু ভাবিয়া কহিল, "এক কাজ করা যাক্। সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই সন্দেহ ক'রবে যে আমি তোমার সঙ্গে জুটে গেছি। আর আমার যে বাড়ী ফিরবার একটু ঝোঁক্ আছে, তাও সে জানে। সুতরাং তার এইটিই মনে হবে যে, আমি তোমাকে নিয়ে বাঙ্গালা দেশেই গেছি। আর আমার মনে হয় তুমি যেমন রাগে তার খোঁজে থাক, সেও ভয়ে তোমার খোঁজে থাকে। এর পর সন্ন্যাসী ক'লকেতার ওদিকে যাবে, এটা ঠিক জেনো। তুমিও আমার সঙ্গেই চল।"

"তার পর?

"তার পর আর কি? আমি বাড়ীতে যাই, তুমি ক'লকেতায় মাল ফিরি ক'ত্তে থাক। এ দিকে আমিও একটা কাজকর্ম্ম গুছিয়ে নি,—শেষে অবস্থা বুঝে যা হয় করা যাবে।"

"আচ্ছা বাবা, তাই হ'ক্।

মাণিক আবার একটু ভাবিল। ঘরের দ্বার খুলিয়া সাবধানে ভাল করিয়া দুই দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিল। আবার দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরে আসিয়া বসিয়া কহিল, "শোন বাবাজি। সন্ন্যাসী আমায় বিশ্বাস করে। আমি যে তোমার সঙ্গে এসে জুটেছি, তা সে এখনও বুঝ্তে পারে নি। সে বসে ভাবছে, আমি ছুরী নিয়ে তোমাকে খুন

ক'র্‌বার খোঁজেই বেড়াচ্ছি। আজ রেতে তার কোন সন্দেহ হবে না, খোঁজেও বেরোবে না। কিন্তু কাল সে খোঁজে বেরোবেই। তোমাকেও কাবুলীওয়ালা সাজ্‌তে হবে, আমাকেও বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাজ নিতে হবে। চল রেতেই দুইজনে বেরিয়ে পড়ি। সহরে দোকান পাট এখনও বন্ধ হয় নাই। কাপড় চোপড়,, বাবড়ী, দাড়ী গোপ টোপ সব কিনে আজ রেতেই সব ঠিক ক'রে ফেলি। সন্ন্যাসী আর সুন্দর, কাল কি রূপ ধ'রে সহরময় খুঁজে বেড়াবে তার ঠিক নেই। কালই কল্‌কেতায় চ'লে যাব। এক সাথেই থাকব, এক সাথেই যাব, অথচ কেউ যেন কাউকে চিনি না।"

"চল, বাবা।"

পার্শ্ববর্ত্তী এক গৃহে গৃহস্বামীকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া দুজনে সেই রাত্রিতেই বাহির হইয়া গেল।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শুভদৃষ্টি।

পূজা আসিয়া পড়িল। মদন এখনও ফিরিল না। মেনকা ঠাকুরাণী গৃহে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মণ্ডপ আলো করিয়া দেবীপ্রতিমা চিত্রিত ও সজ্জিত হইতেছে, গৃহে গৃহে পূজার আয়োজনের আনন্দ কোলাহল। কিন্তু মদন নাই, মেনকার সব নিরানন্দ, সব শূন্যময়। ছুতা নাতা ধরিয়া অনবরত সকলকে বকিয়াও এ শূন্যতা তিনি কিছু মাত্র পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না।

পূজার মধ্যেই মদন ফিরিয়া আসে, এই কামনা করিয়া তিনি নিত্য নারায়ণকে তুলসী, মহাদেবকে বিল্বপত্র এবং চণ্ডীকে রক্তজবা দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা ছাড়া দুর্গাদেবীকে অতিরিক্ত নৈবেদ্য, ছাগবলি এবং সকল দেবালয়ে নানা উপচারে পূজা মানত করিলেন।

সত্য, মদন কোথায় গেল? আমাদেরও কি একটু সন্ধান করা উচিত নয়?

পশ্চিম যাত্রা করিয়া পথে মদন ভাবিল, কলা বেচিতে যাইতেছি বলিয়া রথ দেখিতে দোষ কি? আর মাণিককেও অন্যত্র অপেক্ষা কোন তীর্থ স্থানেই পাওয়ার বেশী সম্ভাবনা।

মদন প্রথমে বৈদ্যনাথে গেল। মাণিককে খুঁজিল, বাবা বৈদ্যনাথের পূজা দিল, স্থানের প্রাকৃতিক শোভা দেখিল। তার পর গয়ায় গেল। সেখানেও পিতৃপিতামহের পিণ্ড দিয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর গয়ালী

ঠাকুরের 'সফল' বাণী লাভ করিয়া মদন কাশীতে গেল। কাশীতে গঙ্গাস্নান, বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন, মানমন্দিরে গমন, বেণীমাধবের ধ্বজায় আরোহণ প্রভৃতি দশক ও তীর্থযাত্রীর অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মাদির সঙ্গে প্রায় ১৫ দিন যাবৎ মাণিককে অনেক খুঁজিল। সেখান হইতে মদন প্রয়াগে গেল। প্রয়াগে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিয়া তীর্থযাত্রীদের বাসস্থান ও অন্যত্র মাণিককে অনেক খুঁজিল। মাণিক তখন প্রয়াগে ব্রজগিরির নির্জ্জন কুটীরে গুরুসেবা করিতেছিল। সুতরাং মদনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হইল না। তখন মদন ভাবিল, একবার বিন্ধ্যাচলে যাই। পূজাটা সেখানেই কাটাইব। কি জানি, মাণিক হয় ত সেখানেও যাইতে পারে। তবে বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখিয়া দিই, নহিলে মা কাঁদিয়া বকিয়া অনর্থ করিবেন।

মদন পত্র লিখিয়া ডাকে দিয়া গদাকে লইয়া ষ্টেশনে গেল। মাণিক ঠিক সেই দিনই আমীর খাঁ রূপী গৌরদাসকে লইয়া কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছায় ষ্টেশনে আসিয়াছিল। কিন্তু পূজার সময় লোকের বড় ভিড়; বিশেষ মাণিক সন্ন্যাসীর সম্ভাবিত অনুসন্ধানের ভয়ে একটু গাঢাকা দিয়া চলিতেছিল। সুতরাং ষ্টেশনেও মদন ও মাণিকের সাক্ষাৎ হইল না। গাড়ী ছাড়িবার বা টিকিট পাইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। সুতরাং মদন যাত্রীর ভিড়ের বাহিরে কোন নিরাপদ স্থানে পুঁটলী সহ গদাকে রাখিয়া একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে গেল।

মদন গেল। আর আসে না। গদা বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল। ভাবিল, একটু এগিয়ে দেখি, 'দাদা ঠাউর' আসে কি না। গদা উঠিয়া একটু সম্মুখে অগ্রসর হইল। মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিকে চাহিল। কত লোক আছে, কিন্তু 'দাদা ঠাউর' নাই। "নাঃ কোয়ানে গ্যালেন যে, দেক্তিও না. ছাই!" একটু বিরক্তভাবে এই কথা বলিয়া

গদা আবার ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখে পুঁটুলী নাই। কে লইয়া গিয়াছে। গদা কিছু কাল হা করিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল 'আরে সর্ব্বনাশ! বোচ্‌কা বিড়ে দেহি খেড়া ল'য়ে গেছে। এহনে হবে কি? দাদাঠাউরিরি কব কি? আঁ! আলাম দাদাঠাউরির সোঙ্গে যে খেড়া চুরীটুরী এরে নিয়ে যাবে, তুমি কোন হানে গেলি আমি বোচ্‌কা বিড়েডা নিয়ে বোসে থাক্‌পো। সেই বোচ্‌কা বিড়ে চুরী এরেই নিয়ে গেলো। আরে আমার অদেষ্ট! এহনে উপোয়ডা এরি কি? দাদাঠাউর আসে যহনে জিজ্ঞেসা কর্‌ব্যানে, 'গদা, বোচ্‌কা বিড়ে কোয়ানে?' হায়, হায়, তহনে জওয়াব আমি দেবনে কি ক'য়ে? আর ইয়েই বা খেড়া জানে? আমি বুলি এ প্যারাগ, এহানে আসে সগোলে তিথি এত্তি। এহানে দো আবার চুরী এত্তি আস্‌পে খেড়া? ওরে বেটারা, তোরা যদি চুরী এরেই খাবি, আর কি বেহ্মাণ্ডে যাগা পাইছিলি নে? কপাল পোড়াতি আইছিস্‌ এই তিথিস্থানে? হারামজাদা, গুয়োগোর (১) বেটারা! নিছিস্‌ দুই চারহেন (২) কাপড় চোপড় আর ঘটি বাটিডে; আমার দাদাঠাউর ইয়েথে ম'রে যাবে না। তোরাই নরোকে প'চে মর্‌বি; যোমদুতিরা লোয়ার শলা দিয়ে খোচায়ে পোচায়ে তোরগো গুর খানার মদ্দি ডুবোয়ে মার্‌বে। তিথি এত্তি আ'সে বাওনের কাপড়চোপড় চুরী এরার মজাডা বার এরে দেবে। ঠিক পাবা তহনে ঠ্যালাডা! আর দাদাঠাউরিরউ (৩) কই, সেই যে গেছ, আর উদ্দিস্‌ (৪) নেই। কত ঘা'ড় (৫) আলো, কত ঘা'ড় গ্যালো। ইয়ের এট্টাতে যায়েগে চ'ড়্‌লি হ'তো না। তা না কোয়ানে যায়েগে লাগে রোইছো! কতক্ষুণ খেড়া পারে এক যায়গায় ব'সে থাক্‌তি? আর এই চোর বেটারগোও কই। ওরে বেটারা তোরা

(১) গুখেকোর। (২) খানা। (৩) ঠাকুরকেও। (৪) উদ্দেশ, খোঁজ। (৫) গাড়ী।

কি হা এরে দাড়ায়ে ছিলি? ব’সেই ত ছেলাম? এইত এট্টু উঠে দো ক্যাবোল ওইহেন্‌ডায় (১) গিছি, বুলি দেহিনি দাদাঠাউর আলো। ইয়ের মদ্দি য্যানো ছো দিয়ে নিয়ে গেল। বাপ্পোইরে বাপু! এমন যায়গায়ও মানুষ আসে তিথি এত্তি? যাই দেহি দাদাঠাউর কোয়ানে গেল দেহে আসিগে। আর যাবই বা কোয়ানে? ওরে সব্বনাশ! মান্‌ষির ঠ্যালা ছাহ! এই যে ঘা’ড় গুলোথে লাম্‌তিছে, আর উঠ্‌তিছে, আর টিহিট কাট্‌তি ঠ্যালাঠেলিডে এত্তিছে! কাটা ইলিশির দোহানেও এমন ঠ্যালাঠেলি দেহি নাই। ঠ্যালাঠেলিতে যে দুই চারডে এহেবারে চ্যাব্‌ডা হ’য়ে যায় না, সেই ভাগ্যি! আর এত মানুষ আছে? এত মানুষ সব যায়ই বা কোথায়, আর আসেই বা কোয়াত্তে (২)? উত্তর মদ্দি কি দাদাঠাউবিরি পাবো? আর দো ব’সেই বা থাক্‌পো কত ক্ষুণ? যাই, একবার দেহেই আসিগে। যাগা-হান্ ঠিক এরে থুয়ে যাই, যদি না পাই আবার এই হেনেই আসে ব’সে থাক্‌পনে। ওই এট্টা চোহিদার (৩) দাড়ায়ে আছে; মস্ত এট্টা, ভুডো, তিন্‌ডে, গোল থাম্বা আছে; এই এট্টা কি যেন ব্যাহা (৪) হ’য়ে রইছে। এইহেনে আমার বোচকা ছিল; ওইহেন দিয়ে ঘা’ড় যায়। ওই যে আবার দুই বেটা ওই ভদ্দরনোহের বাক্সডা নিয়ে কাড়াকাড়ি এত্তিছে,—ভাঙ্গেই বুঝি ফ্যালায়। একজনে নিলিই পারে? ওই যে আবার কেডা এট্টা বোচকা ধত্তি ডাক্‌তিছে, একজনে না হয় ঐডেই নেগে; তা না, দুই বেটাই এট্টা বাক্স নিয়ে কামড়াকামড়ি লাগাইছে। আরে অদেষ্ট! ওই বোচ্‌কাডা দেহি আবার তিন বেটা আ’সে ধ’র্‌লো। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! মর্ বেটারা খাওয়া খাওয়ি করে!— না, আমি যাই, ও রোঙ্গো দেহে আর কি হবে?”

---

(১) ওই পানটার। (২) কোথা থেকে। (৩) চৌকিদার। (৪) বাঁকা।

গদা আর একবার সাবধানে এদিক ওদিক চাহিয়া কথিত চিহ্নগুলি আবার ঠিক করিয়া নিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে আপন মনে ঘুরিতে ঘুরিতে মদন উচ্চশ্রেণীর বিশ্রামগৃহের নিকটে আসিল। কৌতূহলবশতঃ মদন একবার ভিতরের দিকে চাহিল। চাহিয়া মদন চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, সেই ঘরে সাহেব হিরণ, আর একটি পরিণত-বয়স্ক সাহেবী বাবু—যেন তার শ্বশুরেরই মত। সঙ্গে দুইটী যুবতী, রূপে ও বেশভূষায় একটিকে অপরটির সহচরী মাত্র বলিয়া বোধ হয়। মদন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, ভদ্রলোকটি তার শ্বশুরই বটেন। কিন্তু এই যুবতী কে? মদন বিবাহের সময় গৌরীর অবগুণ্ঠনাবৃত কোমল হাসিময় মুখখানি ২।৪ বার মাত্র দেখিয়াছিল। সে মুখের মধুর স্মৃতি এখনও তাহার হৃদয় ভরা ছিল। মদন ভাল করিয়া দেখিল। এই কি সেই মুখ নয়? সেই সঙ্কুচিত কোমল কলিকাই কি এই ফুল্লকুসুমের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে ফোটে নাই? হাঁ—না—তাই যেন! আর কেই বা হইবে? হিরণ অবিবাহিত। শ্বশুর দ্বিতীয়-দারপরিগ্রহ রেন নাই,—এটুকু সংবাদ মদন রাখিত। তবে এ যুবতী আর কে হইতে পারে? মদন দেখিল, মুগ্ধ হইল, চাহিয়া, চাহিয়াই রহিল। দেশকালপাত্র বিবেচনায় ব্যবহারের অসঙ্গতির কথা তার মনে হইল না। ওই সুন্দর সুসজ্জিত ধনীজনসেব্য দরিদ্রের অনধিগম্য বিলাস কক্ষের বিলাস আসনে অর্দ্ধশয়িত, সুন্দরী, সুসজ্জিতা 'সুশিক্ষিতা' সুসভ্য উচ্চসমাজের পরিমার্জ্জিত উচ্চ-আচারে অভ্যস্তা ঐ যুবতীর সঙ্গে, তার মত সম্ভ্রমে দূরে দণ্ডায়মান, ভ্রমণমলিন-দীনবেশধারী, গ্রাম্য, অর্দ্ধ-শিক্ষিত, দীন বাঙ্গালী যুবকের যে কত পার্থক্য, সে যে ঐ যুবতীর প্রতি দূরদৃষ্টি নিক্ষেপেরও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, তাহাও মদন ভুলিয়া গেল!

মদন চাহিয়া রহিল। একটু পরে আত্মবিস্মৃত সে যেন আপনাকে স্মরণ করিল। এই যুবতী কত উচ্চে, সে কত নিম্নে, তাহা যেন তার মনে পড়িল। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। আরক্ত মুখ লজ্জায় অবনত হইল। মদন অন্য দিকে ফিরিল। কিন্তু আবার চাহিল, চাহিয়া—আবার তেমনই চাহিয়া রহিল ·

ঘনশ্যাম চেয়ারে বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন। হিরণ নতমুখে সংবাদপত্র পড়িতেছিল। এমা একটি কোচে হেলিয়া দেয়ালে একখানা সুন্দর ছবির দিকে চাহিয়াছিল। এমার পাশে একখানি চেয়ারে উপবিষ্টা রাই রঙ্গিনী বাহিরের দিকে চাহিল। সে মদনকে দেখিল। একটু মুচ্‌কি হাসিয়া সে এমাকে টিপিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"মজা দেখ্‌বে দিদি সাহেব? একটা মিন্সে কে ওই হা ক'রে কেমন তোমার দিকে চেয়ে আছে। আ মর্ মিন্সে! যেন গিলে খাবে। মেয়েমানুষ যেন আব চক্ষেও দেখেনি।"

এমা চাহিল। মুহূর্ত্তে চক্ষে চক্ষে মিলিল। মদন দ্রুত অন্তরালে সরিয়া গেল। এমা কহিল,—"কে ও?"

হিরণও মুখ তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। দেখিল কে দ্রুত সরিয়া গেল। পৃষ্ঠদেশ মাত্র চকিতে দেখা গেল। হিরণ একটু হাসিয়া সাহেবী রসিকতা করিয়া কহিল,—"আহা! বেচারীর কি দোষ? প্রভাতকিরণে উদ্ভাসিত সুন্দর ফুলটির দিকে কে না চেয়ে থাক্‌তে পারে? দোষ তোমার মুখের এমা; ওই লোকটির নয়।"

রঙ্গিনী মৃদু হাসিল। এমা মুখ ফিরাইল। ললাট ও ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। রঙ্গিনী তা দেখিল; আরও একটু হাসিল।

ঘনশ্যাম জাগিয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বাহিরে চাহিলেন। তারপর চক্ষু মুছিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া একটি চুরুট ধরাইলেন।

ওই বিশ্রাম কক্ষের পাশেই সাহেবদের পানাহার গৃহ। একটি ফিরিঙ্গী গাড হুটপাট করিয়া আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ভরা এক গ্লাস মদ খাইল। তারপর মুখে চুরুট ধরাইয়া টানিতে টানিতে সেই বিশ্রাম কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গার্ড দেখিল, বিশ্রাম কক্ষে বড় সুন্দরী একটি যুবতী কোচে হেলিয়া বসিয়া আছে; পাশে আর একটি যুবতীও—বেশ! সঙ্গে দুইটী পুরুষ—ময়ূরপুচ্ছধারী কাক মাত্র। ভয় বা সম্ভ্রমের কোন কারণ নাই। গার্ড সাহেব চুরুটমুখে গৃহে প্রবেশ করিল। দরজার কাছে পা ফাঁক করিয়া, পকেটে হাত রাখিয়া, টান বুকে একটু পশ্চাতে হেলিয়া দাঁড়াইয়া নির্লজ্জ লোলুপ দৃষ্টিতে এমার সুন্দর মুখ এবং সুসজ্জিত দেহসৌষ্ঠব বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। হিরণ বিরক্তিতে এবং ঘনশ্যাম বিস্ময়ে গার্ড সাহেবের দিকে চাহিলেন। কিন্তু কেহ কিছু বলিলেন না।

গার্ড তাহাদের নিকটে আসিয়া কহিল, "Where are you going Babus? Your tickets?" (তোমরা কোথায় যাইতেছ বাবু? তোমাদের টিকেট?)

হিরণ সগর্ব্ব বিরক্তি সহকারে কহিলেন, "We are not Babus—let me tell you—but gentleman." (আমরা বাবু নই, ভদ্রলোক।)

গার্ড উত্তর করিল "Gentleman! Oh yes! I shouldn't have recognised you,—you look so very nice in your borrowed plumes—ha! ha!" (ভদ্রলোক! হাঁ বটে! তোমাদের ধারকরা পালকে তোমাদের এমন সুন্দর মানিয়েছে, যে তোমাদের চিনতে পারা আমার উচিত হয় নাই। হাঃ! হাঃ!)

ঘনশ্যামের মুখে কিছু বিষণ্ণ ব্যাকুলতার ভাব দেখা গেল। হিরণের মুখ লাল হইয়া উঠিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে কহিল, "But allow me

to tell you, sir, that your fine pleasantries seem to us neither very agreeable nor suitable here." (মহাশয়, আমি আপনাকে এই ব'ল্‌তে চাই যে আপনার এই রহস্য এস্থলে বিশেষ প্রীতিপ্রদ ও সঙ্গত ব'লে মনে হ'চ্ছে না।)

হিরণ এমার দিকে একবার চাহিল। পরে আবার কহিল, "I think you will do well, Sir, to leave us alone" (আমাদিগকে নিরেলা রাখিয়া গেলেই ভাল হয়।)

"Oh I didn't know you rented this room all to yourselves, to have a merry time of it with those two nice girls, till the train starts,--they are just two for two. Which for which I wonder." (ও, আমি জান্‌তাম না যে গাড়ী ছাড়া পর্য্যন্ত খাসা ওই ছুঁড়ী দুটিকে নিয়ে আমোদ ক'র্‌বার জন্য তোমরা এই ঘরটি ভাড়া করেছ? এবাও দেখ্‌ছি বেশ জোড়া মিলান, কোন্‌টি কার তাই ভাবছি।)

গার্ড আবার অধিকতর নির্লজ্জ লোলুপ দৃষ্টিতে এমা ও রঙ্গিণীর দিকে চাহিল। এমা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া কোচের এক পাশে সরিয়া বসিল, সভয় করুণ দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিল। পিতা নীরব।

হিরণ উত্তেজিত ও কম্পিত স্বরে (ক্রোধে, কি ভয়ে, কি লজ্জায়—কি সকল বৃত্তির মিশ্রণে, জানি না)—কহিল, "Hold your tongue, man! Take care what you say about this lady here" (চোপ রও! এই ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে সাবধান হ'য়ে কথা ব'লো।)

"Hold my tongue! What! for fear of your borrowed plumes? Eh!" ("চুপ রব? কি? তোমাদের ধার করা পুচ্ছের ভয়ে? অাঁ!")

এই বলিয়া সাহেব হিরণকে এক ঘুসি দিয়া কহিল, "How now? ha! ha! How do you like it my fine gentleman, my brave knight of borrowed plumes? ha! ha! ha! (ঘুসিটা কেমন লাগ্‌ছে হে ভদ্রলোকটি,—ধারকরা পুচ্ছধারী বীর? হাঃ! হাঃ! হাঃ!)

হিরণ বড় রাগিয়া শাসাইয়া কহিলেন, "You will rue its consequences in a law court, sir." (অদালতে এর জন্যে তোমাকে দুঃখ পেতে হবে।)

"Ha! ha! That's exactly like you, gentleman and not babus as you are. But Oh! What a brute I have been to have frightened so my fair charmer!" (হাঃ! হাঃ! এই ঠিক তোমারই মত কথা! তুমি ভদ্রলোক—বাবু নও কিনা? আহা! এই সুন্দরীকে ভয় দিয়ে আমি কি পশুর মতই ব্যবহার ক'চ্ছি!)

এই বলিয়া সাহেব, লজ্জায় ঘৃণায় ও ভয়ে সঙ্কুচিত ও কম্পিত এমার পাশে গিয়া ঘেঁসিয়া বসিল। এক হাতে এমার হাত ধরিয়া অপর হাত তাহার পিঠে রাখিয়া সাদর হাসিতে কহিল, "Oh never mind! my sweet angel! (আহা! কিছু মনে ক'রো না, সুন্দরী!) ডরো মৎ! হামি টোমার—"

"বাবা! বাবা!"

এমা চীৎকার করিয়া উঠিয়া সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। সাহেব তাহাকে টানিয়া ধরিল। ঘনশ্যামের মুখে কথা নাই। কাঁদ কাঁদ হইয়া ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তিনি একবার হিরণের, একবার এমার, একবার সাহেবের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

হিরণ সদম্ভে আস্ফালন করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "How sir!

Are you a gentleman and thus insult a lady! Let her go, I say—or—or—" (একি মহাশয়! তুমি ভদ্রলোক হ'য়ে একজন ভদ্রমহিলার অপমান করিতেছ? ওঁকে ছেড়ে দেও। নইলে—নইলে—

"I shall rue its consequences in a law court, eh? Never mind! Go and find a lawyer and in the meanwhile the girl is mine."—(আদালতে আমাকে দুঃখ পেতে হ'বে—নয়! আচ্ছা,—যাও, একজন উকিল খোঁজ গিয়ে। ততক্ষণ সেই মেয়েটি আমার।) "ডরো মৎ ছুক্‌রী! হাম টোমকো বহুট পিয়ার করেগা।"

সাহেব আবার এমাকে টানিয়া কাছে বসাইল।

এমা কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। রঙ্গিণীর সহিল না। এতদিন অসহায় অবস্থায় আত্মরক্ষা করিয়া তাহার সাহস বাড়িয়াছিল। সে উঠিয়া সাহেবকে ধাক্কা দিয়া এমাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, "হাঁরে পোড়ারমুখো সাহেব! তোর মা বোন্ নেই? ভদ্দরলোকের মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট ক'ত্তে একটু ধর্ম্মের ভয় হয় না? ছেড়েদে দিদিসাহেবকে, হতচ্ছাড়া বাঁদরমুখো আটকুঁড়ে মিন্সে!"

বিস্মিত সাহেব কহিল, "O what a brave girl! (বাঃ কি বীরের মত মেয়ে!) টোম্‌বি আচ্ছা সিপাই কা মাফিক রেণ্ডি আছে। Come my dear, I have love enough for you both." (এস যাদু! তোমাদের দুজনকেই দেবার মত প্রেম আমার আছে।)

সাহেব রঙ্গিণীর হাত ধরিয়া ফেলিল ও জোর করিয়া তাহাকে নিজের অপর পার্শ্বে বসাইল। হিরণ স্পর্দ্ধা করিয়া কহিল, "ভয় নেই এমা! আমি এখনি পুলিস ডাক্‌ছি। দেখ্‌ব ও কেমন সাহেব! দেশে কি আইন আদালত নেই? পুলিশম্যান্, পুলিশম্যান্!"

ইতিমধ্যে মদন আবার ফিরিয়া বিশ্রাম কক্ষের সম্মুখে আসিল। মুহূর্ত্তে সে সকল অবস্থা বুঝিতে পারিল, তার শিরায় শিরায় আগুণ ছুটিল। সিংহগর্জ্জনে এক লাফে সে ঘরে ঢুকিল। ঘুঁসি ও পদাঘাতে সাহেবকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সরোষে কহিল, "কি শালা সাহেব! ভদ্দরলোকের মেয়েকে ধ'রে টানাটানি ক'চ্ছো? ভেবেছ এখানে মানুষ নেই?"

এমা অবসন্ন হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল। রঙ্গিণী তাহাকে ধরিয়া কোচে বসাইয়া কহিল, "ভয় নেই, ভয় নেই, দিদিসাহেব! ঐ ত্থাখ, সেই বাবু এসে সাহেবকে মেরে চিৎ ক'রে ফেলে দিয়েছে।"

করুণ কৃতজ্ঞ নয়নে এমা মদনের দিকে চাহিল। মদনও চাহিল। আবার চোকে চোকে মিলিল। এমা মুখ নত করিল।

হিরণ কহিল, "কে—মদন!

"হাঁ! আমি সেই গেঁয়ে ভুত মদন। সাহেবী ক'রে মেয়েছেলে নিয়ে বেরিয়েছ; আর বিপদে রক্ষা ক'রবার সাহস নাই?"

'মদন' নাম শুনিয়া এমা আবার চাহিল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। মদন! গেঁয়েভুত মদন! হিরণের পরিচিত। কে, এ মদন! এমা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।"

মদনও আবার চাহিল। আবার চোকে চোকে মিলিল! এমা আরক্তিম মুখ আবার নত করিল।

ইতিমধ্যে সাহেব উঠিয়া মদনকে আক্রমণ করিল। গোলযোগে ষ্টেশনের পুলিশ, টিকিটকলেক্টর প্রভৃতি অনেক লোক আসিয়া পড়িল। তাহারা সকলে মদনকে ঘিরিয়া মারিতে আরম্ভ করিল। সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় অতুল বিক্রমে মদন খালিহাতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। ঘনশ্যাম ও হিরণ সভয়ে এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইলেন। এমাকে লইয়া

রঙ্গিণী উঠিয়া তাঁহাদের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। মুগ্ধনেত্রে উভয়ে মদনের বিক্রম দেখিতে লাগিল।

"আঁ! মদন দা যে! ভয় নেই, মদন দা! আমি এসেছি!" সহসা মাণিক আসিয়া এই কথা বলিয়া পুলিশ প্রভৃতিকে ধক্কা দিয়া ঠেলিয়া মদনের পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

গদাও মদনকে খুঁজিতে খুঁজিতে দৈবাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। "আরে সর্ব্বনাশ! মারামারি লাগিছে দেহি! দাদাঠাউর—ছোটদাদা ঠাউর—আহা, মারে ত এক্কেবারে খুন এরে ফেলাল!"

গদাও ছুটিয়া গিয়া মারামারিতে যোগ দিল। তিন জন একত্র হওয়ায় মদনের পক্ষ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। এদিকে ষ্টেশনের লোকজন, যাত্রী প্রভৃতি অনেকে আসিয়া বাহিরে জড় হইল। ঘরের মধ্যে কিলঘুসিতে, টানাটানি ছড়াছড়িতে, বাহিরে লোকের চীৎকারে, তুমুল হুলস্থূল কাণ্ড উপস্থিত হইল।

মাণিক ও গদা অচিরে বিপক্ষ দলকে পরাভূত করিয়া, মদনকে লইয়া বেগে সম্মুখের কোলাহলপূর্ণ জনতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। ষ্টেশনের লোকজন সব 'পাক্ড়ো পাক্ড়ো' বলিয়া ধাইয়া আসিল। মদনকে লইয়া মাণিক ও গদা ছুটিয়া পলাইল। পলাইবার পূর্ব্বে মাণিক, চকিতে একবার চারিদিকে চাহিল। গৌরদাস কোথায়? মাণিক দেখিল, পলাইবার পথের সম্মুখেই পিঠে বস্তা লইয়া আমীরখাঁ রূপী গৌরদাস তাহার দিকে চাহিয়াই দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যুৎপন্নমতি মাণিক বুঝিল, গৌরদাস তাহাদের সঙ্গে পলাইতে পারিবে না। সে পলাইবার সময় দৌড়িয়া গৌরদাসের গা ঘেঁসিয়া, 'সেই গাছ তলায়' মাত্র এই কথাটি অস্ফুট স্বরে বলিয়া চলিয়া গেল।

তিনজনে এত দ্রুত ছুটিল যে ষ্টেশনের লোক তাহাদের ধরিতে পারিল না।

এদিকে ষ্টেশনমাষ্টার প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারিগণ ঘটনাস্থলে আসিলেন। গার্ড সাহেবের এতক্ষণে চেতনা হইল। সে লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়া. সরিয়া গেল।

পুলিশ লোক তাড়াইয়া ভিড় কমাইল। ষ্টেশনমাষ্টার প্রভৃতি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হিরণ অগ্রসর হইয়া ইতরলাঞ্ছিত ভদ্রজনোচিত সগর্ব্ব সাভিমান রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশে, দ্রুত ইংরেজি-বচনে, ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া, লাঞ্ছিতা এমাকে দেখাইয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিল, ষ্টেশন মাষ্টার ইহার ন্যায় বিচারে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ভদ্রলোক ও ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

ষ্টেশনমাষ্টার গম্ভীর বদনে সকল শুনিয়া, এ সম্বন্ধে যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে তাহাদের নাম, গার্ডের নাম, তারিখ ও ঘণ্টা সহ হিরণ কথিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নোট্‌বুকে লিখিয়া লইয়া, শিষ্ট ও বিনীত বচনে লাঞ্ছিত প্রথম শ্রেণীর যাত্রী-দিগকে সন্তুষ্ট করিয়া নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

এমাকে সান্ত্বনা দিয়া কোচে বসাইয়া হিরণ ও ঘনশ্যাম নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলেন। কুলীকে সজোরে পাখা চালাইতে হাঁকিয়া হুকুম করিলেন। এই অসভ্য গার্ডটার ইতর ব্যবহারজাত এই যারপরনাই বিরক্তিকর ঘটনায় তাঁহাদের সুখ-দেহের প্রশান্ত স্নায়ুসমূহ বিশেষ সংক্ষুব্ধ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পানাহার গৃহের খানসামাকে ডাকিয়া তাঁহারা এমা ও রঙ্গিণীর জন্য দুই পেয়ালা চা এবং নিজেদের জন্য দুই গেলাস স-সোডা ব্রাণ্ডীর আদেশ করিলেন।

এমা একটু মুখে দিয়াই চার পেয়ালা সরাইয়া রাখিল। রঙ্গিণী স্পর্শও করিল না। সে একটু জল চাহিল। জল আসিলে গ্লাসটি এমার কাছে ধরিল। এমা একটু জল খাইল; একটু চোখে মুখে দিল। পুরুষ

যুগল সোডা ও ব্রাণ্ডী পানে ক্লান্ত ও অবসন্ন স্নায়ুর সুস্থতা ও সবলতা সম্পাদন করিলেন।

হিরণ কহিল, "লোকটা কি অসভ্য! একেবারে ইংরেজ কলঙ্ক। লেডীকে এমন ক'রে অপমান ক'ত্তে সাহস পায়!"

ঘনশ্যাম কহিলেন, "বড় অপমানটা হল হিরণ।"

হিরণ উত্তর করিলেন, "কি ব'ল্‌ব? ব্যাটা ছোট লোক। ওর সঙ্গে লড়্‌তে যাওয়াটা মানায় না,—তারপর এমা সাম্‌নে, ভয় পাবে; নইলে পদাঘাতে কুকুরকে দূর ক'রে দিতাম। ষ্টেশনমাষ্টারটা বেশ ভদ্রলোক। সে বেশ ভদ্রলোকের মতই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার ক'রেছে। সে এর প্রতিবিধান ক'র্‌বেই।"

ঘনশ্যাম গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হিরণ কহিতে লাগিল, "কি পাজি! খবরের কাগজে এর একটা পূরো বিবরণ দিল্লী পৌঁছেই দিতে হবে। কাগজে একটা আন্দোলন ক'রে তোলা চাই। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করা দরকার। নইলে, ভদ্রলোক সম্মান নিয়ে বেড়াতে পার্‌বে না। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের এমন অপমান!"

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসিলেন, "হাঁ হিরণ, এই লোকটাই কি তোমাদের গাঁয়ের সেই মদন? যার সঙ্গে এমার—"

"হাঁ এই সেই মদন, নেহাৎ গেঁয়ে অসভ্য মূর্খ গোঁয়াড়। দেখ্‌লেন না, একেবারে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত রুখে এসে প'ড়ে মারামারি আরম্ভ ক'ল্লে!

এমা বলিয়া উঠিল, "অসভ্য মূর্খ গোঁয়াড় যাই হ'ন্, কাপুরুষ নন্।"

"বটে! এখনই মনে মনে তোমার বীরের গৌরব ক'চ্চ।"—হিরণ হসিয়া বিদ্রূপ করিল।

এমা উত্তর করিল, "স্বামীর বীরত্বে কোন্ স্ত্রীর না গৌরব হয়?"

ঘনশ্যাম ধমকাইয়া কহিলেন, "সাবধান এমা! ফের ওসব কথা মুখে

চেনো না। ও তোমার স্বামী নয়। হতভাগা কোত্থেকে এসে জুটল। ধ'রে আচ্ছা ক'রে জেল দিয়ে দেয় ত মজাটা টের পাবে।"

হিরণ হাসিয়া কহিল, "মিষ্টার মরটার, আমি অন্তরের সঙ্গে আপনাকে সমর্থন ক'চ্চি। ও হো, ট্রেন যে প্লাটফর্মে এসে প'ড়েছে। চলুন যাই। বাবা।"

বেয়ারা আসিল। লগেজ সম্বন্ধে যথাযোগ্য আদেশ দিয়া ঘনশ্যাম ও হিরণ, এমা ও রঙ্গিণীকে লইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। তাহারা দিল্লী যাইতেছেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

'দাদা ঠাউরির রাগ হইছে।'

মদন, মাণিক ও গদা দ্রুত দৌড়িয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াই কোন সঙ্কীর্ণ গলিতে লোকের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আর দৌড়ান সহজ নয়। যথাসম্ভব দ্রুতগমনে মোড়ে মোড়ে গলি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহারা চলিল। কতদূর গিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল, ষ্টেশনের লোক আর তাহাদের অনুসরণ করিতেছে না। তখন তাহারা অপেক্ষাকৃত ধীর পদে চলিল। সকলেই বেশ ক্লান্ত হইয়াছিল। গলি হইতে বড় রাস্তায় বাহির হইয়া মাণিক একখানা গাড়ী ডাকিল। মাণিকের আদেশক্রমে গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া সহরের দূর এক প্রান্তভাগে আসিয়া থামিল। নামিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া দিয়া তিন জনে কত দূর হাঁটিয়া চলিল. তার পর অপেক্ষাকৃত জনশূন্য ক্ষুদ্র একটি মুক্ত ক্ষেত্রে একটি বড় গাছের তলায় তাহারা বসিল। এই গাছের তলায়ই গত রাত্রিতে গৌরদাসকে লইয়া মাণিক বেশপরিবর্ত্তন করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিল।

মদন ও মাণিক তখন পরস্পরের ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গদা ভাবিতেছিল, তার সেই অপহৃত বোচ্‌কা বিড়ের কথা। 'দাদা ঠাউর'কে এখন সে কি বলিয়া জবাব দিবে? একটু কি চিন্ত করিয়া সে ডাকিল,

"দাদা ঠাউর!"

"কিরে ব্যাটা!"

"তোমার বোচ্‌কা বিড়ে আমার কাছে থুয়ে গিইলে। তা———"

"দূর ব্যাটা! মারামারি ক'রে পালিয়ে এলাম, তা আবার বোচ্‌কা বিড়ে আন্'ব কি ক'রেরে? ও গিয়েছে, যাক্।"

তাইত! যে অবস্থায় আসিয়াছে, তাহাতে 'বোচ্‌কা বিড়ে' আনা ত সম্ভব নয়। তাহা যে চুরী গিয়াছে, সে কথা 'দাদা ঠাউরির' জানিবার কোন সম্ভবনা নাই। বাঁচা গেল। আর জবাব দিবার চিন্তা করিতে হইবে না। তিরস্কারেরও ভয় করিতে হইবে না—কিন্তু ছিঃ! 'দাদা ঠাউর'কে ফাঁকি দিয়া গদা রাখিবে? 'দাদা ঠাউর' যেন জানিবে না চুরী গিয়াছে, জানিতেও পারিবে না। কিন্তু গদা ত জানে? সে কি জানিয়া শুনিয়া বো পাইয়া এখন 'দাদা ঠাউর'কে ফাঁকি দিবে? কাঁদ কাঁদ মুখে গদা 'দাদা ঠাউর' কে সব বলিল।

মদন হাসিয়া কহিল, "যা ব্যাটা, যে ভাবেই হ'ক, গিয়েছে ত গিয়েছেই। আর এমন আহম্মুকী করিস্‌নে।"

"আবার! ধরে প্রাণ থাকৃতি ত আর না। একবার যা বেয়াকুপ হলাম, আবার! গার উপর দিয়ে ঘা'ড় চ'লে গেলিউ ত তোমার বোচকা বিড়ে থুয়ে আর লড়্‌বো না। অহয়! আবার এম্‌নি এরে কেউ নিয়ে যাবে? নিতি আসে যেন, হাহায়ে দেব মজাডা।"

গদার মনের উদ্বেগ দূর হইল। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া সে 'দাদা ঠাউর-দের ভ্রমণ বৃত্তান্তের বর্ণনা ও আলোচনা শুনিতে মনোযোগ দিল।

মদন ষ্টেশনের ঘটনা বলিতেছিল। হিরণের কথা, ঘনশ্যামের কথা, তাহাদের সঙ্গিনী সেই বাঙ্গালী বিবির কথা, তাহার অপমানের কথা উঠিল।

মাণিক কহিল, "কে সে বিবি দাদা? তোমার বউ নয় ত?"

মদন গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "সে-ই বোধ হয় মাণিক।"

উভয়ে নীরব। মদনের মুখে গম্ভীর বিষাদের ছায়া এবং মাণিকের

মুখে ক্রোধের উত্তেজনা দৃষ্ট হইল। মাণিক কহিল, "মদন্‌দা, তোমার স্ত্রী! এম্‌নি ক'রে সে পথে পথে পরের সঙ্গে বেড়ায়, আর ফিরিঙ্গীগুলো অপমান করে!"

"কি ক'র্‌ব মাণিক?"

"নিয়ে কেন এস না?"

"সাহস পাই না।"

"এত সাহস তোমার, আর নিজের স্ত্রীকে আন্‌তে সাহস পাও না?

মদন কহিল, ঐখেনে দাদা আমি বড় কাপুরুষ। মান ক'ল্লেই কেমন একটা ভয় হয়। আমি স্বামী, সে স্ত্রী,—আমি তাকে রক্ষা ক'রব, পালন ক'রব; আর সে ভরসা ক'বে আমার দিকে চেয়ে থাকবে। বিদ্যা বুদ্ধি, ধন ঐশ্বর্য্য, সামাজিক পদগৌরব, সব তাতেই সে যদি আমায় ছোট বলে তুচ্ছ করে, তবে সে স্ত্রীর কাছে কি ভরসা ক'রে এগোন যায় ভাই?"

"তুচ্ছ করে না ক'রে, জিজ্ঞাসা করে ত আর দ্যাখ নি?"

"জিজ্ঞাসা আর কি ক'র্‌ব ভাই? সাহেবরা যে বাঙ্গালীকে ঘৃণা করে, সাহেবী বাঙ্গালীরা আমাদের মত গেঁয়ে অসভ্য বাঙ্গালীকে তার চেয়ে অনেক বেশী ঘৃণা করে।"

মাণিক কহিল, "সে যদি মানুষ হয়, তবে বুঝেছে, হিরণ দার মত আর তার বাপের মত সাহেবের চাইতে তুমি অনেক বড়।"

গদা বলিয়া উঠিল, "বড় না? খ্যালা কথা? আমার দাদাঠাউরির কাছে ওই সায়েবগুলো? সাথে এট্টা মাইয়ে মার্নিষরি বিবি সাজায়ে নিয়ে আইছেন—সাহেবডা আসে টানাটানি ঠ্যালাঠেলি লাগালো—পাল্লেন ত না দেহি কিছু এত্তি! ভাগ্যি আমার দাদাঠাউর যা'য়ে পড়িল, তাই রক্ষে। না হলি কি হ'তনে আজকে? দাদাঠাউরু যেমন, ইয়েথে

আবার ভয় পান। তুমি কওনা দাদাঠাউর, আমি এখনি যায়েগে ওই 'বিবিরি টা'নে তোমার পায় আ'নে দেব, তয় সে আমার নাম গদা।"

মদন ধমকাইয়া কহিল, "নে ব্যাটা, থাম। আর ফাজ্‌লেমো করিস্‌ নে।"

গদা মনে মনে ভাবিল, "দাদাঠাউরির রাগ হইছে। আর ইয়েথে রাগ কারি বা না হয়? আপনার ঘরের বিয়ে এরা বউ, তাবে পথে পথে সাহেবগুলো টানাটানি ঠ্যালাঠেলি এরে! আমারি শুনে বাগে গাডা গ্যাস্‌ গ্যাস্‌ এত্তিছে,—দাদাঠাউরিব ত রাগ হতিই পারে।"

মাণিকও আব কিছু বলিল না। মদনদার মন ভাল নয়। অন্যমনস্ক করিবার জন্য সে গৃহে ফিরিবার কথা উঠাইল। এখন যাইবার উপায় কি? ষ্টেশনে গেলে ধরা পড়িবে। পরামশ হইল, নৌকা করিয়া তাহারা পরবর্ত্তী কোন ছোট ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীতে উঠিবে। কিন্তু গৌরদাসের উপায় কি? সে এখন আমির খাঁ কাবুলীওয়ালা। সঙ্গে নৌকায় তাহাকে লইয়া যাওয়া ভাল হয় না। তখন কথা হইল, সে এলাহাবাদে হইতেই গাডীতে গিয়া পরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবে।

"এখন আমির খাঁ সাহেব এসে পৌছিলে বাঁচি।"

মাণিক পথের দিকে চাহিল। অদূরে পৃষ্ঠের অনভ্যস্ত ভারে ক্লান্ত খাঁ সাহেব ধীরে ধীরে আসিতেছে। মাণিক উঠিয়া গিয়া তাহাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চল দাদা, কোথাও খাওয়া দাওয়া করে নৌকার চেষ্টা দেখিগে।"

সকলে উঠিল। পথে যাইতে যাইতে মাণিক জিজ্ঞাসিল, "ভাল কথা দাদা, আমার সাহেব ত নালিশ করে নাই?"

"আরে যাঃ। সেত ভুলেই গেছি। আরে না, সে ভয় কিচ্ছু নেই। আমি এদিকে আসবার আগে সহরে গিয়ে তোদের আফিসের কেরাণীদের

কাছে খোঁজ নিই। তারা ব'ল্লে, সাহেব নালিশের কথা তোলেই নি। বংশে ব্যাটা ভজাবার চেষ্টা ক'রেছিল, তা সাহেব নাকি তাকে, 'চোপরাও পাজি শূয়ার' ইত্যাদি ব'লে ধ'ম্‌কে গাল দিয়ে বল্লে, 'না নালিশ হবে না। বাবু ভদ্রলোক' দেখা হ'লে ঘুসি ল'ড়ব।"

"বটে! এমনি ত সাহেবটা ভারি পাজি; আমাদের ত শেয়াল কুকুরেব মত দেখে।"

মদন কহিল, "আমরা শেয়াল কুকুর ব'লেই শেয়াল কুকুরের মত দেখে। মানুষ হ'য়ে দাঁড়ালে বনের বাঘও নরম হয়।"



নবম পরিচ্ছেদ।

সোণার পিঁজরা।

ঘনশ্যাম দিল্লীতে পৌঁছিয়াছেন। যমুনা তীরে পুষ্পোদ্যান-বেষ্টিত একটি ছোট সুন্দর বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি আছেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় হিরণকে লইয়া তিনি বেড়াইতে গিয়াছেন। এমা সঙ্গে যায় নাই। তার মাথা ধরিয়াছিল। রঙ্গিণী এমাকে লইয়া বাগানে গেল। যমুনার শীতলজলরাশিস্পৃষ্ট স্নিগ্ধ সন্ধ্যাসমীরণে কি এ মাথাধরা সারিবে না? এখানে আসিয়া অবধিই দিদি সাহেবের এত মাথা ধরে কেন? বিশেষ বৈকালে বেড়াইবার সময়।

সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। পশ্চিম আকাশে এখনও ক্ষীণ রক্তিম আভা দেখা যাইতেছে। আকাশ ভরিয়া সেই ক্ষীণ রক্তিমা শুভ্র স্বচ্ছ কিরণের কোমল আভায় ঢাকিয়া, যমুনার মৃদুহিল্লোলিত কাল জলে মৃদু উজ্জ্বলতা ঢালিয়া, উদ্যানের কুসুমিত বৃক্ষলতায় মধুর হাসি তুলিয়া, ধীরে ধীরে শারদ চন্দ্রমার শুভ্র জোছনারাশি নামিতেছে।

একটি পুষ্পবৃক্ষতলে কাষ্ঠাসনে অন্যমনস্কভাবে এমা উপবিষ্ট; স্নিগ্ধ গম্ভীর মুখে বিষাদক্লিষ্ট চিন্তার ছায়া; বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টি স্নিগ্ধপবনে আন্দোলিত, স্নিগ্ধ কিরণে আলোকিত যমুনার দিকে। নিকটে আর একটি পুষ্পবৃক্ষতলে রঙ্গিণী দণ্ডায়মান; মুখে মৃদু হাসি, চক্ষের সস্নেহ দৃষ্টি এমার চিন্তানিমগ্ন স্নিগ্ধ গম্ভীর মুখপানে।

কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রঙ্গিনী গায়িল,—

"কোন্ সে সোণার স্বপন দেশে
বাজে ও কার বাঁশি কোথায় ?
কোন্ সে মদির স্বপ্ন মধু-
ভরা কি সুর বইছে ধারায় !

(১)

(আমার) নীরব প্রাণের আঁধার কোণে
কোন সে বীণে ছিল ঢাকা,
(ওই) সুর পরশে ঝঙ্কারে তায়
উঠ্‌ছে কি সুর মধু মাখা !
কোন সে দেশের অজানা কে
কার পানে তান উঠ্‌ছে ডেকে,—
কার পানে প্রাণ লীন সে তানে
উধাও তানে তানে ধায়।

(২)

কার সে মধু প্রাণের হাসি
আলোক ছটায় আস্‌ছে ছুটে,
পরশে তার হেসে হেসে
বসন্ত ফুল উঠ্‌ছে ফুটে।
মলয় মাতাল হেলে দুলে,
বইছে ঢ'লে ফুলে ফুলে,—
(এনে) কার অনুরাগ সোহাগ রেণু
রঙ্গে নেচে অঙ্গে ছড়ায় !

(৩)

কে সে ও যার সাড়ায় অসাড়
প্রাণে প্রাণের সাড়া দিল ?
কে সে আমার কোন জনমে
তার প্রাণে প্রাণ বাধা ছিল ?
প্রাণের মাঝে একি দেখি,—
তারি মোহন মূরতি কি ?—
লুকান কি ছিল প্রাণেই
উঠ্‌ল ভেসে তারি সাড়ায় !"

"রঙ্গিণি !"

"কেন দিদিসাহেব !"

"আর দিদিসাহেব নয় ; ও নাম এখন আর ভাল লাগে না।"

"তবে কি ডাক্‌ব ?"

"সুধু 'দিদি' কি 'দিদি মণি' যা হয় ডাক্‌বি ; সাহেব নয়।"

"বাবা সাহেব রাগ ক'র্‌বেন না ?"

এমা একটু ভাবিল। কহিল, "সত্যি, আর সাজগোজ চাল চলন—সবই যখন সাহেবী, নামে আর দোষ কি ? ডাকিস্ 'দিদি সাহেবই'।

রঙ্গিণী কহিল, "এই সাহেবী সাজগোজ, সাহেবী চালচলন যদি ভালই না লাগে, তবে ছাড় না কেন দিদিসাহেব ?"

"কে ছাড়ায় ?"

"যে পারে।"

"সে কোথায় রঙ্গিণ ? কই, এই আট ন বছর একলা বাপের ঘরে প'ড়ে আছি, একটি দিনের তরেও ত ডেকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে না ?"

"তোমরা সাহেবী মতের, হয় ত সাহস পায় না।"

এমা কহিল, "বীরের মত স্বামী আমার, স্ত্রীর কাছে আস্‌তে, স্ত্রীকে আপনার অধিকারে নিতে, তিনি ভয় পাবেন ?"

রঙ্গিণী উত্তর করিল, "তা যাই বল দিদিসাহেব, বাইরে যতই বীরত্ব করুক না, স্ত্রীর কাছে অনেক বীরই ভয় পায়। লোকটার—যা দেখ্‌লুম—মনটা প্রাণটা বড়ই হবে। কাজেই ঘেন্নাটাও বেশী। তোমরা হ'লে সাহেব, বড়লোক, বড় চালে ফের, আর সে হল পাড়াগেঁয়ে গেরস্ত বামুনের ছেলে। হয় ত তোমরা তুচ্ছ কর ব'লে ঘেন্নায় এগোয় না। এমন বেথাপ্পা বে'ই যে কেমন ক'রে হ'ল, তাই ভেবে পাইনে।"

এমা তাহার পিতামহ, পিতামহের সম্পাদিত এই বিবাহ, পিতামহের মৃত্যুর পর পিতার ব্যবহারের সকল কথা বিস্তারিত রঙ্গিণীকে বলিল।

রঙ্গিণী শুনিয়া কহিল, "ও মা, এত কাণ্ড সব হ'য়ে গ্যাছে! আমিও ত বলি, এমনটা কেন হ'ল। তুমি ত অত খুলে কখনও বল নি ?—তা হ'লে আর কখনও তোমার শ্যামসুন্দর মদনমোহনকে ত্থাখ নি ?"

এমা উত্তর করিল, "সে না দেখারই মত। সেই ছেলে বেলায় বিবাহের সময় যা একটু দেখেছিলুম। নাম শোনার আগে দেখে ত চিন্তেও পারিনি।"

"তবে এই শুভদৃষ্টিটা ভালই হ'য়েছে ব'ল্‌তে হবে। একেবারে মনে ধ'রে গিয়েছে ?"

"অমন দেখ্‌লে কার না মনে ধ'রে, রঙ্গিণি ?"

"হাঁ গা, অমন মারামারি হুড়োহুড়ি ক'রে জোর ক'রে মনটা কেড়ে নিয়ে গেল ?"

এমা একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, "পরের জিনিশ কত জোর ক'রে লোকে নেয়, আর সে নিজের জিনিশ নিতে পারবে না ? তা নিলই যদি, সব কেন নিল না রঙ্গিণি ? আধা নিয়ে আধা কেন ফেলে গেল ? প্রাণ নিল ত দেহ কেন নিল না, রঙ্গিণি ?"

রঙ্গিনী হাসিয়া রঙ্গ করিয়া কহিল, "তা মড়া দেহটা—বল না—মুদ্দ-ফরাস হ'য়ে গে তার দোরে টেনে ফেলে দিয়ে আসি ?"

"পায় ঠেলে যদি ফেলে দেয়, রঙ্গিণি ?"

"তা দিলেই বা ? মড়াদেহটা—সে কোন গতি না ক'ল্লে ত প'চ্‌বেই। ত। এখানে খালি খালি প'ড়ে পচাব চাইতে, সেখানে তার পায় ঠেলা খেয়ে শুদ্ধ্ হ'য়েই পচুক।"

"এমা কি ভাবিল। পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "না রঙ্গিণি, পায়ে ঠেল্‌বে না, এত হীন ব'লে তাকে মনে হয় না।"

"তবে আর কি ? চল না, মড়াটার গতি ক'রে আসি।"

"না রঙ্গিণি, এ পাপ মড়ার সংস্পর্শে তাকে কলঙ্কিত ক'ত্তে যাব না।"

রঙ্গিণী কহিল, "তুমি যেতে না যেতে কি দিদিসাহেব ? সে যদি আপনি এসে টেনে নিয়ে যায়, তুমি রাখ্‌তে পারবে ?"

"টেনে যে দিন নিয়ে যাবে, সেই দিন যাব , আগে নয়।"

"নয় কেন দিদি সাহেব ? সত্যি ব'ল্‌ছি, তুমি বিবি ব'লে ভয় পেয়ে, সে আসে না। তুমি তাকে চাও, মনে মনে এত শ্রদ্ধা কর, এ যদি সে ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারে, তবে নিশ্চয়ই আস্‌বে। তোমার কাছে ভরসা পেলে, স্বুধু বাবাসাহেব কেন, অমন দু'শো সাহেব এসে তোমায় ঘিরে দাঁড়ালেও সে ভয় পাবে না।"

"কি ক'রে সে জান্‌বে ?

"তুমি জানাও।"

"না রঙ্গিণি, তা পার্‌বনা। ছি !"

"বলি, এ কি মান ?"

"দোষ কি ? তিনি স্বামী, ডেকে জিজ্ঞাসা করেন না। স্ত্রীর কি এতে মান হ'তে পারে না ?"

"ও মা! মানও আবার আছে?" এই বলিয়া রঙ্গিণী কৃষ্ণলীলার বৃন্দা দূতীর ভঙ্গিতে অগ্রসর হইয়া স্তব করিয়া কহিল, "বলি শ্রীমতী রাধে! বলি ও রাই বিধুমুখি! কেন অভিমানে অমন অধোমুখী হ'য়ে ব'সে আছ? আমি তোমার বৃন্দে সখী। তুমি হুকুম কর, তোমার মন চোরা শ্যাম কালাচাঁদকে এখনই ধ'রে তোমার পায় এনে দিচ্চি।"

রঙ্গিণীর রঙ্গ বাড়িল। বাগভিনয় রঙ্গের পর সে গীতাভিনয় রঙ্গ আরম্ভ করিল। নড়িয়া চড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া হাত মুখ নাড়িয়া সে গায়িল,

"তুমি হুকুম কর রাই বিধুমুখি,
আমি যাই গে তোমার বিন্দে সখী।
কোন বনে শ্যাম লুকিয়ে আছে,
ফিরছে সে কোন গাছে গাছে,
আন্‌ব ধরে রাই হুজুরে,
আর কি ক'রে পালায় দেখি?
বাধ্‌ব নাকে দড়ী দিয়ে,
আন্‌ব টেনে হড়্‌হড়িয়ে,
ঠুমুক ঠুমুক নাচ্‌বে ভালুক,
অমনি তারে ছাড়্‌ব নাকি?"

এমা কহিল, "রঙ্গিণি, তুই আছিস্ তাই এখনও বেঁচে আছি। নইলে বুকের ব্যথা বুকে চেপে এতদিন ম'রে যেতুম, কি পাগল হতুঁম।"

রঙ্গিণী কহিল, "সত্যি দিদি সাহেব, তুমি বল ত একবার যাই। না হয় আর দিন কত বষ্টুমী সেজে বেড়িয়ে আসিগে। তুমি পাঠিয়েছ তা না ব'লে, কৌশলে তোমার মনের অবস্থা তাকে জানিয়ে আস্‌ব। তা হ'লে কি সে আস্‌বে না?"

এমা কহিল, "সে আস্‌বে। কিন্তু রঙ্গিণি, আমি কেন তাকে বিপদে ফেল্‌ব? এতদিন বাবার সঙ্গে সাহেবী ক'রে ফিরেছি। আমার জাত অবশ্য গিয়েছে। লোকে আরও কত কি বলে, তার ঠিক কি? আমায় ঘরে নিলে তাকে সমাজে একঘরে হ'য়ে মুখ ছোট ক'রে থাক্‌তে হবে। সে যদি কিছু গ্রাহ্য না ক'রে আপনি এসে আমায় নিয়ে যেত, আমাকে যেতেই হ'ত। কিন্তু নিজে যেচে গিয়ে কেন তাকে বিপদে ফেল্‌ব? হয় ত আবার বিবাহ ক'রেছে, কেন তার সুখের কণ্টক হব?"

"তবে কি আজীবন এম্‌নি ব'সে খালি খালি কাঁদ্‌বে?"

"তার জন্য ত প্রস্তুতই আছি, রঙ্গিণি? বাবা কাদবার জন্যই আমায় সোণার শিকলে বেধে, সোণার পিঁজরায় পূরে রেখেছেন। যদি বিধাতা কখনও মুখ তুলে চান, এ পিঁজরা ভেঙ্গে যায়, এ শিকল খুলে যায় সেই দিন বনের সারী বনের শুকের সঙ্গে বনে বনে হেসে খেলে গেয়ে বেড়াবে, নইলে এ পিঁজরায় কেঁদেই এমনই তার এ জীবন যাবে।"



তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আনন্দ ধর্ম্ম।

"কিহে সব্বদমন? ভাল আছ ত?"

"আরে সুন্দর যে! বটে! কোথা থেকে ভায়া? বলি ভাল ত?"

কলিকাতায় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের সম্মুখে বৈকালে একদিন দৈবাৎ সুন্দর ও মাণিকের সাক্ষাৎ হইল।

মাণিকের কুশল প্রশ্নের উত্তরে সুন্দর কহিল, "হাঁ, গুরুর কৃপায় আছি এক রকম।"

মাণিক উত্তর করিল, "তা গুরুর যে রকম খুনো খুনি রকমের কৃপা, তাতে যে এতদিন ফাঁসি কাঠে ঝোলনি, এটা ভালই ব'লতে হবে বই কি! তা সেই বাবাজির রক্তে গুরুর তেষ্টাটা একেবারে মিটিয়ে ফেলেনি ত?

"বাবাজি ত তোমার সঙ্গেই এল।"

"আমার সঙ্গে! কই না!"

"সন্ন্যাসী ত ব'লেছিলেন, বাবাজি তোমার সঙ্গেই কল্‌কাতায় এসেছে।"

"ওহো! তাই বুঝি বাবাজি খুঁজতে একদম প্রয়াগ ছেড়ে ক'লকাতায় এসে উদয় হ'য়েছ? ওটা বড় ভুল ক'রেছে দাদা; বাবাজি এ দিকে আসেই নি। আমি তাকে সন্ন্যাসীর রক্তের তেষ্টার কথা ভাল ক'রে সমঝে দিয়েই একদম বাড়ীমুখো ছুট। বাবাজি বোধ হয়, বিন্দেবনের ওদিকে যেতে পারে, ওই রকম কি ব'ল্‌ছিল বটে।"

সুন্দর কহিল, "যাক্ তার যেখানে খুসী। আমার আর তাকে দিয়ে কি দরকার? আমিও এখন সেই সন্ন্যাসীর চেলাগিরি ছেড়ে দিয়েছি। কে ভাই রক্তারক্তি খুনোখুনির মধ্যে থেকে শেষে ফাঁসি কাঠে ঝুল্‌বে?"

"এখন তবে আবার কোন্ গুরুর কৃপায় আছ?"

সুন্দর উত্তর করিল, "এখন শ্রীমদ্ মহাপ্রভু সদানন্দ স্বামীর আনন্দময় শ্রীচরণাশ্রয় ক'রে ধন্য হয়েছি।"

মাণিক ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। সুন্দরের সন্ন্যাসীর বেশ বটে, কিন্তু এ বেশ সুন্দর এক নূতন ধরণের। বজ্রগিরির শিষ্যরূপে তাহারা মোটা কাপড়ের গেরুয়া আলখেল্লা পরিত, মোটা গেরুয়া কাপড়ের পাগড়ী বাঁধিত। কিন্তু এমন সুন্দর গোলাপী রঙের একখানি মিহি ধুতি কোচা ফিরাইয়া পরিয়াছে, গোলাপী রঙের গরদের পাঞ্জাবী জামা হাঁটু পর্যন্ত নামিয়াছে; কোমরে সবুজ রেশমের উড়নি জড়ান, মাথায় সবুজ রেশমের পাগড়ী, কাঁধে সুদৃশ্য সবুজ পশমি শীতবস্ত্র। বলা বাহুল্য তখন ভরা শীত।

মাণিক কহিল, "তা বটে! সাজ গোজে ত সে শ্রীচরণ দুখানি বেশ আনন্দময় ব'লেই বোধ হ'চ্চে।. তা এই ঠাকুরটি কোন্ আনন্দ সাগর মন্থনে উদ্ভূত হ'লেন? তুমিই বা কোন্ আনন্দ সাধনায় কোথায় কোন্ আনন্দ তীর্থে—এঁর চরণানন্দ লাভ ক'ল্লে?"

সুন্দর গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "ইনি হিমাচলে তপস্যা ক'ত্তেন। সম্প্রতি সেখান থেকে অবতরণ ক'রেছেন। কামাখ্যায় কিছুদিন শক্তি-সাধনায় সিদ্ধি লাভ ক'রে, নূতন এই আনন্দমন্ত্র পেয়ে এখানে এসে আনন্দাশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন।"

"বলি এ আনন্দ-সাধনায় ত আবার কোন শোণিত-পানানন্দের প্রয়োজন হয় না?"

"না না! এ এক অপূর্ব্ব শান্তিময় আনন্দ ধর্ম্ম! গুরুদেব আশ্রমে সেই শান্তিময় আনন্দ সুধা পান ক'রে আনন্দ-অবস্থাতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন। সেখানে শিষ্যদের নিকট কখনও কখনও আনন্দধৰ্ম্ম প্রচার করেন। আহা, গুরুদেব যখন আনন্দ-অবস্থা গদ্গদ হ'য়ে তাঁর এই আনন্দধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন, তখন এই অধম যে আমি, আমারও আঁখি হ'তে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হ'তে থাকে। আঃ! আনন্দময় প্রভোগো! দাসকে তোমার আনন্দ-সুধাময় শ্রীচরণে রেখো।"

"তথাস্তু! তুমিও ত দেখ্ছি এরি মধ্যে আনন্দধর্ম্মরসে বেশ ভরপুর হ'য়েই উঠেছ।"

"শ্রীচরণপ্রসাদাৎ!"

"হাঁ, শ্রীচরণপ্রসাদের মাহাত্ম্য বেশ আছে দেখ্তে পাচ্চি। তা তোমাদের এ আনন্দধৰ্ম্ম রসের একটু খানি পূর্ব্বাস্বাদ দিতে পার কি? প্রাণটা ভরে ত আনন্দ উথ্লে উঠ্ছে ব'লেই বোধ হ'চ্চে। অধমের নিরানন্দ শ্রবণে তার একটু খানি ঢাল না ভাই?"

সুন্দর কহিল, "এ আনন্দ কি জান ভাই, তোমাদের মত বিষয়ী লোকের বিষয়সম্ভোগের ক্ষণিক নশ্বর আনন্দ নয়। এ আনন্দ দেহের কুলকুণ্ডলিনী শক্তির—আত্মার হ্লাদিনী শক্তির জাগরণ। আত্মার অবিচ্ছিন্ন আনন্দময় কোষে অবস্থান! আঃ!"———

মাণিক কহিল, "একটু টিপে ওই শক্ত খোসাগুলো ছাড়িয়ে রসটা ঢাল না ভাই। কাণে খোসাগুলো বড় ক'ড় ক'ড় করে লাগ্ছে,—রসের অনুভূতি হ'চ্চে না।"

"হুঁ——আচ্ছা,—তা এই যে আনন্দময় কোষ——"

মাণিক জিজ্ঞাসিল, "এই কোষগুলো কি দাদা কাঁঠালের কোষের মত মিষ্টি হবে? ছোব্ড়াটা ছাড়িয়ে তবে ছুটো দেও না ভাই?"

সুন্দর অতি গম্ভীর মুখে উত্তর করিল, "না হে, এ তোমাদের কাঁঠালের কোষ নয়। স্থূল-বিষয়বুদ্ধি লোক তোমরা, এর নিগূঢ় তত্ত্ব কি বুঝ্‌বে? তবে ওই উপমা দিয়ে এক রকম বোঝান যেতে পারে।"

"বোঝাও দিকি তবে একটু খানি, শোনা যাক্! কি ব'ল্‌ব দাদা, নামে এখনি রসনায় রস নির্গত হ'চ্চে।"

সুন্দর কহিল, "ওহে রসনা সম্বরণ কর, রসনা সম্বরণ কর। এ ভৌতিক রসনার রসের বিষয় নহে; চিদ্গত আধ্যাত্মিক রসের বিষয়।"

"বল দাদা, যথাসাধ্য এ ভৌতিক রসটা সম্বরণের চেষ্টায় আছি; দেখি যদি আধ্যাত্মিক রসটার অধিকারী হই।"

সুন্দর ব্যাখ্যা কহিল, "এই ধর কাঁঠালটা যতদিন কাঁচা থাকে, কোষগুলিতে কোন রসও নাই, গন্ধও নাই,—এই ধর, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ বিহীন একটা জড়দ্গব গোছের আর কি?"

"কেন দাদা, এঁচোড়টা ত আর নেহাৎ মন্দ নয়।"

"আরে সে ত তৈল-ঘৃত-মশলা-অগ্নি-সংযোগে রন্ধন ক'রে নিলে ভাল হবে। কাঁচা ত আর ভাল লাগে না। তার পর যা বল্‌ছি, শোন। এখন ওই যে কচ্ছকণ্টকী, অর্থাৎ ভাষায় তোমরা যাকে 'কাঁচা কাঁঠাল' বল—তিনি যখন পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হ'লেন, কোষগুলি যেন ফুটে ওঠে!"

"এই দাদা, তুমিও ত ভৌতিক রসনার রসটা সম্বরণ কত্তে পাল্লে না। বেরিয়ে যে একেবারে আমার নয়নগোচর হ'য়ে প'ল্লো। অঙ্গ পবিত্রও প্রায় হ'য়েছিল আর কি? নামের এমনই মহিমা বটে!"

"ওটা লালানিঃসরণ। অধিক সরস বাক্যকথনে নির্গত হ'য়ে পড়েছে। তারপর যা বল্‌ছি শোন,—ওই কোষগুলি যখন

রূপে যেন স্বর্ণচম্পক ঢল ঢল ক'ত্তে থাকে; রসে একেবারে ওৎপোৎ এলিয়ে প'ড়ে; গন্ধে চরিদিক ভুর ভুর ক'রে ওঠে; স্পর্শেরই বা কি তুস্ পুস্ কোমলতা; আর আকৃষ্ট মক্ষিকাদির গুঞ্জনে কি শ্রবণ-বিমোহন ঝঙ্কারই না উত্থিত হয়! আমাদের আনন্দময় কোষটা যে, তাও ওই রকম আর কি? বুঝলে ত? এখন রসের অনুভূতি হ'ল?"

মাণিক উত্তর করিল, হাঁ! খাসা পাকা কাঁঠালের কোষগুলি ত? এ রসের আর অনুভূতি হবে না? তোমাদের গুরুদেব তবে পাকা কাঁঠালে ভরা কাঁঠাল গাছটির মত বল,—আর তোমরা সব সেই গাছের তলায় ব'সে শীত গ্রীষ্ম বার মাস তার পাকা টুস্ টুসে কোষগুলি খা'চ্চ, কেমন এই ত?"

সুন্দর।—হাঁ ভাই, উপমাটি তোমার বড় সুন্দর হ'য়েছে।

মাণিক। হাঁ দাদা, বার মাস অত পাকা কাঁঠালের পাকা কোষের রস খা'চ্চ,—বদ হজম হয় না ত?

সু।—গুরুদেব আমাদের গ্রহণ করার শক্তি বুঝেই আনন্দরস প্রদান ক'রে থাকেন।

মা।—তুমি কতটা পার?

সু।—এই দু চার বোতল চলে।

মা।—বোতল! এটা আবার কিসের উপমা হ'ল?

সুন্দর যেন একটু অপ্রতিভ হইল। কহিল, "এটা—এটা—এই রসাধার——"

"বলি মদের বোতল নয় ত?—আরে সেটাও ত দেহের আর মনের আনন্দশক্তির জাগরণের একটা প্রবল কারণ বটে? তান্ত্রিক সাধকেরা ত তাকে 'কারণ' নাম দিয়েই থাকেন! আর কামাখ্যায় শক্তিসাধনা ক'রে না কি তোমাদের গুরুদেব আনন্দমন্ত্র পেয়েছেন; দেহ মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী

শক্তিকেও তোমারা জাগ্রত কত্তে চাও,—তাতেই না তোমাদের আনন্দ। আজও অনধিকারী লোকেরা মদ বলে এটাকে ঘৃণা করুক, সাধকের নিকট ইনি হ'চ্ছেন সুরানাম-ধারিণী 'মৃত-সঞ্জীবনী সুধা'। এই সুধার আহুতি পেয়েই ত দেহমধ্যে আনন্দের তরঙ্গ তুলে মা কুলকুণ্ডলিনী নেচে উঠেন।"

সুন্দর কহিল, "হাঁ ভাই; তুমি দেখ্‌ছি এই আনন্দ-ধৰ্ম্ম-সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বটা বেশ উপলব্ধি ক'রেই ফেলেছ। তোমার নিকট এ রহস্য তবে উদ্ঘাটিত করা যেতে পারে। আমাদের এই আনন্দের মূলস্বরূপা যে দেহ মধ্যস্থিতা কুলকুণ্ডলিনী, তাঁর জাগরণের কারণস্বরূপিণী সুরানাম-ধারিণী সুরজনসেব্যা যে সুধা তাই আনন্দমন্ত্র-পূত ক'রে গুরুদেব আমাদের পান কত্তে দেন।"

মাণিক।—হাঁ, এখন পথে এস। রত্নেই রত্ন চেনে। অধিকারীতে অধিকারীতেই ধৰ্ম্মতত্ত্বের রহস্যালোচনা হয়।

সুন্দর।—তুমিও তবে এই কারণ পানে দেহমধ্যে মা কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ অনুভব ক'রেছ?

মা।—করি নাই? বল কি? নইলে এমন তত্ত্ব পেলাম কোথায়? আমাদের তান্ত্রিক বংশ কি না? ঐ কারণ ব্যতীত আমাদের কোন ধৰ্ম্মকার্য্যেই সিদ্ধিলাভ হয় না। তা আশ্রমে দুই চার্‌টে আনন্দ-ভৈরবী আছে না? নইলে ভৈরবীচক্রে ত পূর্ণ আনন্দ লাভ হ'তে পারে না?

সু।—ভৈরবী নয়; মা কুলকুণ্ডলিনীর নায়িকারা আছেন।

মা।—হুঁ! তা এঁরা কোথা থেকে আবির্ভূতা হলেন?

সু।—গুরুদেব ব্যাখ্যা ক'রেছেন, মানবদেহের মূলাধারে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ী বেষ্টিত সহস্রদল পদ্ম আছেন। মা কুল-কুণ্ডলিনী তাতেই বিরাজ করেন। সেই যে পদ্ম, তার প্রত্যেক দল

হ'তে এক একটী দেবকামিনী নির্গতা হ'য়ে মার সেবায় নিযুক্তা হ'লেন। এঁরাই হচ্ছেন মা কুলকুণ্ডলিনীর নায়িকা। মানবের মুক্তির জন্য মা কখনও কখনও ভৌতিক দেহধারিণী নারীরূপে বাহ্য এই ভৌতিক জগতে ইহাদের প্রেরণ করেন।

মা।—তা তোমাদের মুক্তির জন্য ওখানে কটিকে প্রেরণ ক'রেছেন?

সু।—ওখানে নব নায়িকা আছেন। সকলেই নবযৌবনসম্পন্না অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী;—দেব অংশে জন্ম কিনা?

মা।—আহা, তা নইলে আনন্দটা জম্‌জমাট হবে কেন? তা স্বামীজির শিষ্য টিষ্য বোধ হয় বেশ হ'চ্চে।

সু।—হাঁ, এরি মধ্যে অনেক বড় বড় লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছেন। প্রতি রাত্রিতেই আনন্দোৎসব হয়; অনেক ভক্ত সমবেত হন।

মা।—আহা! স্বামীজি যেন স্বয়ং ভগবানের আনন্দ অবতার! দারিদ্র্যদুঃখ-ক্লিষ্ট দেশে সুসময়েই অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

সু।—যা ব'লেছ ভাই। স্বামীজির কৃপায় অচিরেই এই ভূতলে দেব-নিকেতন নেমে আস্‌বে।

মা।—নিদেন তার নন্দন আর অপ্সরাগুলো?

সু।—সে সব ত দেবতারই ভোগ্য। দেবভোগ্য আনন্দলাভেই মানবের সাধনায় সিদ্ধি,—দেবত্ব লাভ।

মা।—তা তোমরা ত বেশ দেবত্ব লাভ ক'চ্চ। অধম এই পুরোণো সাথীটাকে একটু সঙ্গে টেনে তুলতে পার না।

সু।—সে গুরুদেবের অনুগ্রহসাপেক্ষ। আমার সাধ্য কি ভাই? তা তুমি কোথায় থাক? গুরুদেবের অনুমতি হ'লে তোমায় এসে একদিন নিয়ে যাব।

মা।—আমি আর আছি কোথায়? বাড়ীতেই থাকি। একটু কাজে এখানে এসেছি, থাক্‌বার কোন ঠিক নাই। যেখানে জুটে যাই খাই; যেখানে রাত হয় শুয়ে পড়ি।

সু।—বাবাজি তবে তোমাদের বাড়ীতেই আছে।

মা।—বাবাজি! এই না বল্লাম বাবাজি আমার সঙ্গে আসেই নি।

সু।—আহা, ওটা ভাই ভুল হ'য়ে গিয়েছে। ব্রজগিরির কাছে শুনে শুনে আমার একটা ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল যে বাবাজি তোমার সঙ্গেই এসেছে। ওটা সহজে ভুল্‌তে পারি না।

মা।—বলি——তোমার সেই ব্রজগিরিই ম'রে ত আবার সদানন্দ স্বামী হ'য়ে জন্মায় নি?

সু।—না——হে, তাহ'লে আর কি আমি চিন্‌তাম না?

মা—স্বামীজি আনন্দ ধর্ম্মপ্রচারে কখন বেরোন?

সু।—তিনি বেরোনই না। বাহ্য সংসারের কোলাহলে আনন্দের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। আশ্রমের নিভৃত কক্ষে আনন্দ অবস্থাতেই তিনি সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন। বিশেষ পরীক্ষিত ভক্ত ছাড়া সেখানে সকলের যাবার অধিকার নাই।

মা।—তবে দেখছি আমার পক্ষে সে আনন্দময়ের শ্রীচরণ দর্শন-লাভ দুর্ঘট।

সু।—হাঁ কিছু দুর্ঘট বই কি? তবে গুরুজির অনুমতি হ'লে তোমায় এসে নিয়ে যেতে পারি, তা তুমি কোথায় থাক——————"

মা।—এখানে ত আমার থাকবার কোন ঠিকানা নাই, বল্লাম। আর আমি আজই বাড়ী যাচ্চি। আবার যখন আস্‌ব, তখন আশ্রমেই তোমার সঙ্গে সাক্ষৎ কর্‌ব? আশ্রমটা কোথায়?

সু।—না ভাই, ভক্ত ছাড়া————

মা।—আচ্ছা, আচ্ছা,—তা খুঁজেই নেওয়া যাবে। ঢের বড় লোক ত শিষ্য আছেন? সহরে অবিশ্যি ঢিঢি প'ড়ে গিয়েছে।

সুন্দর তখন কহিল, "আসি আজ ভাই তবে, সন্ধ্যে হ'য়ে এল!"

"হাঁ, আনন্দ উৎসবের সময় হ'ল; এস গে।"

সুন্দর প্রস্থান করিল।

মাণিক মনে মনে হাসিয়া কহিল, "হাঁ তুমি চালাক বটে! ফিকির ক'রে বাবাজির খবরটা নেবার যোগাড়ে ছিলে। তোমার ওই সদানন্দ স্বামী, বাবা, আর কেউ নয়—ব্রজগিরি স্বয়ং। এমন আনন্দ ধর্ম্ম কি আর কারও হয়? নিভৃতে এই আনন্দ অবস্থার অর্থ আর কিছু নয়, পাছে আমরা ধরে ফেলি। তা তোমরা ধরা প'ড়েছ বাবা; গৌরদাস বাবাজি ম'রে গেছে, আমীর খাঁকে ধ'ত্তে পাচ্ছ না।"

মাণিকও বাসায় ফিরিয়া গেল। সেই দিন রাত্রিতেই তার বাড়ী যাইতে হইল। সুতরাং এ যাত্রা আনন্দাশ্রমের কোন অনুসন্ধান সে করিতে পারিল না।

এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া গৌরদাসকে কলিকাতায় রাখিয়া মাণিক মদনের সঙ্গে বাড়ী গিয়াছিল। মদন পূর্ব্বেই তাহার জন্য জমি স্থির করিয়াছিল।

মাণিক সেই জমির পাকা বন্দোবস্ত করিয়া নিয়া, কয়েকজন লোক রাখিয়া চাষ বাসের বন্দোবস্ত করিল। তার পর কলিকাতায় গৌরদাসের নিকটে আসিল।

মাণিকের পরামর্শে গৌরদাস আপাততঃ বৌবাজারে একটি কাবুলী ফলের দোকান খুলিল। কখনও সেই দোকানে বসিয়া ফল বিক্রী করিবে, কখনও ফল ও কাপড় ফিরি করিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। দোকানের পশ্চাতে একটি ছোট প্রাচীরবেষ্টিত ঘরে গৌরদাসের বাসা হইল।

এই সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যেদিন মাণিক বাড়ীতে ফিরিবে, সেই দিনই সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। গৌরদাসকে সংবাদাদি দিয়া বিশেষ সাবধানে থাকিবার কথা কহিয়া মাণিক বাড়ীতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সদানন্দ স্বামী।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। আনন্দাশ্রমের আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে। আনন্দরসপানে বিভোর ভক্তগণ কেহ উৎসবগৃহে আনন্দশয়নে অঙ্গ ঢালিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কেহ বা উদ্গীরিত আনন্দরসে পরিলিপ্ত হইয়া মধুজড়িত মক্ষিকাবৎ সে শয়নে লুটাইতেছেন। কেহ বা অনুচর কর্ত্তৃক গৃহে নীত হইয়া আনন্দরসোদ্গীরণে গৃহ আনন্দসৌরভে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। কেহ বা আশ্রমপ্রাঙ্গনের আনন্দভূমিতে গলাগলি বসিয়া, গায় গায় ঢলিয়া, আনন্দরস-জড়িত কণ্ঠে আনন্দসঙ্গীত গাহিতেছেন।

অজস্র আনন্দসুধা বিতরণে ভক্তগণকে এবম্বিধ আনন্দাবস্থায় রাখিয়া, শ্রীমদ্ মহাপ্রভু সদানন্দ স্বামী প্রধান শিষ্য সুন্দরকে লইয়া নিজের নিভৃত বিশ্রাম-কক্ষে গমন করিলেন। সুশোভন সুকোমল আস্তরণ পরিশোভিত শয্যার কোমল উপাধানে আনন্দময় অঙ্গ বিন্যাস করিয়া, আনন্দময় চরণ যুগল সুদৃশ্য সুকোমল কম্বলস্তরের উষ্ণ-আনন্দে রক্ষা করিয়া, স্বামীজি উপবেশন করিলেন। গুরুশয্যার নিম্নে গৃহমণ্ডিত কোমল গালিচার উপর চরণ রাখিয়া কোমল আস্তরণ শোভিত অন্য আসনে শিষ্য বসিল।

সদানন্দের মস্তকে অর্দ্ধপক্ক জটাজুট, মুখে দীর্ঘ ঘন অর্দ্ধপক্ক গুম্ফশ্মশ্রু, পরিধানে বহুমূল্য জরির কার্য্যে খচিত শিষ্যেরই অনুরূপ বেশ, গলদেশে কোন ধনী শিষ্যের প্রদত্ত গজমতির মালা; নয়নে স্বর্ণদণ্ডে বেষ্টিত সবুজ চশমা। ঘন জটাজুট, ঘন গুম্ফশ্মশ্রু, মস্তকে অর্দ্ধললাট-সম্বন্ধ সুবৃহৎ

উষ্ণীষ এবং নয়নাবরক সবুজ চশমায় স্বামীর মুখাবয়ব প্রায় অপরিদৃশ্য হইয়াছিল।

নিভৃত বিশ্রাম কক্ষে আসিয়া বিশ্রাম শয্যায় বসিয়া সদানন্দ উষ্ণীষ ও চশমা খুলিয়া রাখিলেন। সদানন্দ আর কেহ নন, আমাদেরই পূর্ব্বপরিচিত ব্রজগিরি। গৌরদাসসহ মাণিকের যোগদান ও পলায়ন অনুধাবন করিয়া তিনি সদানন্দে নামান্তরিত ও রূপান্তরিত, আনন্দধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত এবং কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়া, এই আনন্দাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মা কুলকুণ্ডলিনীর ইচ্ছায় নায়িকাগণ এই কলিকাতার বক্ষেই মিলিল। ব্রজগিরির যে সব মূল্যবান্ রত্নরাজি ছিল, তাহারই কতকাংশ কোন রত্ন-বণিকের লৌহসিন্দুকে গমন করিয়া তথা হইতে সদানন্দের প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করিল। আনন্দধর্ম্মের মহিমায় অনেক সম্পন্ন আনন্দপ্রাণ শিষ্য এখন সদানন্দের আনন্দময় চরণে রাশি রাশি আনন্দ-উপহার ঢালিয়া দিতেছেন। সুতরাং সসুন্দর সদানন্দ এখন পূর্ণানন্দের বেদিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। নিরানন্দের কোন কারণ নাই।

কিন্তু কারণ নাই কি? সদানন্দের রক্তিম নয়নে তবে আনন্দের উচ্ছ্বাস নাই কেন? কুঞ্চিত ললাটরেখায় তবে আনন্দের চিত্র অঙ্কিত নাই কেন? আনন্দোৎসবান্তে শিষ্যের বদনেও তবে চিন্তার গভীর ছায়া কেন?

পাঠক! চলুন, সেই নিভৃত গৃহের নিভৃত কোণের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথোপকথন কিছু শ্রবণ করি। তাহা হইলে বোধ হয় আনন্দ-ধর্ম্ম ও আনন্দাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এই আনন্দময় গুরুশিষ্যের বর্ত্তমান নিরানন্দের কারণ কিছু বুঝিতে পারিব!

চিন্তাভারক্লিষ্ট গম্ভীরস্বরে সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দর! কিছু সন্ধান পেলে কি?"

সুন্দর উত্তর করিল "আজ্ঞে, গৌরদাসের কোন সন্ধান পাই নাই, তবে সর্ব্বদমনের সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ হয়েছিল।"

"গৌরদাস তার সঙ্গে আসে নাই?"

"সে ত ব'ল্লে, না।"

ক্রোধে উত্তেজিত তীব্রস্বরে সদানন্দ কহিলেন "মিথ্যা ব'লেছে! গৌরদাস তার সঙ্গেই এসেছে।"

"আমারও তাই বোধ হয়।"

"বোধ টোধ নয়, সুন্দর। গৌরদাস নিশ্চয়ই তার সঙ্গে এসেছে। এতে আর কোন সন্দেহই থাক্‌তে পারে না। সর্ব্বদমন অতি চতুর, অতি সাহসী, অতি তেজস্বী; নিশ্চয়ই সে গৌরদাসের কাছে সব শুনে তার প্রতিশোধের সহায় হ'য়েছে। আগে এক শত্রু ছিল, এখন দুই শত্রু! সুন্দর, আমি বড় ভুল ক'রেছিলাম। তোমায় ছেড়ে সর্ব্বদমনকে এ কার্য্যের ভার দেওয়া, আমার পক্ষে বড় মূর্খতা হ'য়েছিল।"

সুন্দর নীরব। সদানন্দ আবার কহিলেন, "কি জান সুন্দর, উত্তেজনার সময় সহসা সে সম্মুখে এসে দাঁড়াল,—মনে হ'ল একে দিয়েই আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে। বিবেচনার অবসর কিছু হ'ল না। যাক্, যা ভুল ক'রেছি, তা আর ফির্‌বে না। কিন্তু এখন এ ভুল শোধরাতেই হবে।"

সদানন্দ একটু কাল নীরবে চিন্তা করিলেন। পরে সুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন, "সুন্দর!"

"আজ্ঞে।"

সদানন্দ ধীর গম্ভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন, "শোন সুন্দর, তুমি আমার প্রধান শিষ্য। আমি সন্ন্যাসী, সন্তানাদি নাই। প্রধান শিষ্যরূপে তুমিই আমার আশ্রমের সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।"

সুন্দর ভক্তিভরে বিনয়বচনে কহিল, "সে গুরুদেবের যেমন কৃপা।"

সদানন্দ কহিলেন, "দ্যাখ, আমরা এখানে দৃঢ় সুখসম্পদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রেছি। মূর্খেরা যেমন চায়, তেমনই ধর্ম্ম তাদের দিয়ে, একেবারে তাদের বশীভূত ক'রে ফেলেছি। রাশি রাশি অর্থ তারা আমাদের পায় এনে ঢেলে দিচ্চে। রাজার মত সুখে ভোগে আর গৌরবে আমরা জীবন কাটিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সুন্দর, আমার সকল সুখ সম্মান, তোমার সকল সুখসম্মানের আশা, সব ওই গৌরদাস এক মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে ফেল্‌তে পারে। চতুর ও সাহসী সর্ব্বদমন তার সহায়।"

"আজ্ঞে, তা এখন গুরুদেবের কি আদেশ?"

সদানন্দ আবার কহিলেন, "শোন সুন্দর, গৌরদাস আমার বড় দারুণ শত্রু। সেই শত্রুতাসাধনের জন্য পাপিষ্ঠ দুষ্টগ্রহ শনির মত বহুবৎসর ধরে আমার পশ্চাতে ফির্‌ছে। এতদিন একরূপ একা কখনও অপরিচিত বিজন প্রদেশে, কখনও সুদূর তীর্থে তীর্থে ঘুরেছি। সাক্ষাৎ পেয়েও গৌরদাস আমার কোন অনিষ্ট ক'ত্তে পারে নাই। কিন্তু এখন এই বহুলোকপূর্ণ রাজধানী কলিকাতায়, আমার এই ধনী ও উচ্চপদস্থ শিষ্যগণের সমক্ষে, যদি গৌরদাস একবার আমাকে ধ'ত্তে পারে,—তবে জেনো সুন্দর, আমাদের সাজান এই সুখের অট্টালিকা নিমেষে ভূমিসাৎ হবে। বনের পশুর মত আমাদের বনে গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌তে হবে।"

সুন্দর উত্তর করিল, "গুরুদেব, আমি দাস, আপনি প্রভু। আপনার কোন কার্য্যের ত্রুটি ধরা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু মার্জ্জনা করিবেন, এরূপ অবস্থায় এখানে এসে এই আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করা কি ভাল হ'য়েছে? বিশেষ সর্ব্বদমন আর গৌরদাস এইখানেই আছে, এটা জেনেও।"

দারুণ রোষ দ্বেষ ও প্রতিহিংসার উত্তেজনায় বিকট হাস্যধ্বনি করিয়া সদানন্দ কহিলেন, "জেনে শুনে, ইচ্ছে ক'রেই ত এ বিপদ মাথায় ক'রেছি! কেন জান সুন্দর? গৌরদাসের ক্রমাগত অনুসরণে বড় অশান্তিতে, বড়

উদ্বিগ্নচিত্তে, এতদিন দেশ বিদেশে ঘুরেছি। এতদিন সে একা অসহায় ছিল, এখন সর্ব্বদমনের মত সহায় তার। আমার উদ্বেগ অশান্তি শত গুণে বেড়ে উঠল। এই উদ্বেগ আর অশান্তি নিয়ে কতকাল আর এমন ঘুর্‌ব, সুন্দর? আরও এখন—এই বর্দ্ধিত উদ্বেগ আর অশান্তি নিয়ে,—ভাব্‌লাম, পুত্রস্থানীয় তুমি সহায় আছ, এ অশান্তি উদ্বেগ একেবারে শেষ ক'র্‌ব, সকল সুখের কণ্টক অচিরে দূর ক'র্‌ব—তাই ক'ল্‌কাতায় এসেছি।"

"আজ্ঞে।"

সদানন্দ ক্রমে অধিকতর উত্তেজনায় কহিতে লাগিলেন, "বর্ত্তমানে নিরাপদে থাক্‌তে হবে; ভবিষ্যতে সুখসম্মান চাই; তাই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা। গৌরদাস আমাকে ধ'র্ত্তে পাব্‌বার আগে আমি তাকে ধ'র্‌ব; লাঞ্ছিত হবার আগেই তোমার সহায়তায় লাঞ্ছনার কারণ উচ্ছেদ ক'র্‌ব,—এই আশায় বুক বেঁধে এখানে এসে ব'সেছি। পার্‌বে সুন্দর?"

গুরুর এই ভীষণ উত্তেজনার সংস্পর্শে উত্তেজিত হইয়া সুন্দর উত্তর করিল, "পার্‌ব না, গুরুদেব? আপনার পায় থেকে আপনার তেজ কি কিছুই পাই নাই? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সর্ব্বদমন যখন এখানে আছে, গৌরদাস তখন তার সঙ্গেই আছে,—যে ক'রে পারি তাকে খুঁজে বের ক'র্‌বই। তার পর এই ছুরী তার বুকে বসিয়ে, তার রক্ত আপনার পায় এনে দেবই।"

সুন্দর ছুরী বাহির করিয়া সদর্পে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দও উঠিয়া সুন্দরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। জ্বলন্ত নয়ন হইতে প্রজ্বলিত ক্রোধ দ্বেষ ও প্রতিহিংসার নারকীয় অগ্নিশিখা নির্গত করিয়া, বামহস্তে সুন্দরের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিয়া অত্যুগ্র জ্বালাময় বজ্রগর্জ্জনে দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া তিনি কহিলেন,

"আমি তাই চাই সুন্দর! ওই ছুরী গৌরদাসের বুকের রক্তে রঞ্জিত দেখ্‌তে চাই! অঞ্জলি পূ'রে পূরে গৌরদাসের তপ্তশোণিত পান ক'ত্তে চাই। সুধু তাই নয়, আর ওই সর্ব্বদমন আমার শত্রু বিশ্বাস হন্তা অকারণ শত্রু—ওই সর্ব্বদমন,—তার শোণিতেও আমার হৃদয়ের এই ভীম প্রতিহিংসা বহ্নি নির্ব্বাণ ক'ত্তে চাই। দুজনকেই আমি চাই, দুজন কেই আমার প্রয়োজন। দারুণ শোণিত-পিপাসার আগুণে আমার দেহ মন প্রাণ, অন্তরের অন্তর পর্য্যন্ত, দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে যদি পাই সুন্দর, অঞ্জলির পর অঞ্জলি ভরা তর্পণে আমার ইষ্টদেবী এই রাক্ষসী প্রতিহিংসার পিপাসাকে পারিতৃপ্ত ক'র্‌ব! ভীমরূপা চামুণ্ডার ন্যায় লক্ লক্ লোল-রসনা বিস্তার ক'রে ঘোর গর্জ্জনে দেবী আমার হৃদয়ে তাঁর দারুণ শোণিত পিপাসা অবিরত ব্যক্ত ক'চ্চেন! যদি তাঁকে এই তৃপ্তি দিতে পার সুন্দর, সর্ব্বস্ব তোমায় সঁপে দেব! তপ্ত শোণিতের অভিষেকে আমাদের গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ইহপরকালব্যাপী অবিচ্ছিন্ন জীবনে জীবিত ক'রে রাখ্‌ব; পুত্র ব'লে তোমায় বুকে তুলে নেব!"

ভীষণ উত্তেজনায় সদানন্দের সর্ব্বশরীরে যেন আগুণ জ্বলিতে লাগিল। মাথায় আগুণ, বুকে আগুণ, শিরায় শিরায় সর্ব্বশরীরে আগুণের প্রবাহ ছুটিল। গৃহও যেন অগ্নিময় হইয়া উঠিল,—সদানন্দ দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন।

সুন্দর কাঁপিতেছিল। সেও কম্পিতপদে ধীরে ধীরে গুরুর অনুসরণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চক্রে পতিত।

কলিকাতার ভোগৈশ্বর্য্যবহুল ধনিসমাজে সদানন্দের খ্যাতি বিস্তৃত হইতে লাগিল; ভক্ত সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে শূলপাণি বাবুও সদানন্দের আনন্দধর্ম্মের অপূর্ব্ব কাহিনী সকল শুনিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই স্বামীদ্বারাই বন্ধু ঘনশ্যামের সংসার-সুখ-বঞ্চিতা, একমাত্র দুহিতার স্বামী সংঘটন হইতে পারে।

তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুও কেহ কেহ সদানন্দের আনন্দ-শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শূলপাণির পক্ষে সে আনন্দময়ের চরণ দর্শনে বিলম্ব বা অসুবিধা কিছু হইল না।

এরূপ আনন্দধর্ম্ম-সাধনায় তাঁহার কোনরূপ অরুচি বা ক্লান্তি কখনও হইত না। অচিরেই তিনি আনন্দময়ের চরণসেবার অধিকারী হইলেন! অনেক উপচারে পূজা করিয়া গুরুর বিশেষ অনুগ্রহভাজনও তিনি হইয়া উঠিলেন। আবার উৎসবে অবিরত অক্লান্ত আনন্দমত্ততায়, নিত্য নব নব বিধানে অনুষ্ঠান কল্পনায়, ভক্তসমাজেও অচিরে তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি জন্মিল। সর্ব্ব-স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের ও ভক্তত্বের প্রাধান্যে তিনিই ক্রমে সমবেত ভক্তসমাজের আনন্দোৎসবের নিয়ামক ও পরিচালক হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে দিন যাইতেছে। একদিন সদানন্দ ও শূলপাণিতে নিভৃতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। পরদিন ঘনশ্যামকে আনিয়া শূলপাণি সদানন্দের

সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। সদানন্দের বিশাল তেজস্বী মূর্ত্তি দর্শনে এবং তাঁহার সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বহুবিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়া ঘনশ্যাম কয়েকদিন যাতায়াত করিলেন। সদানন্দ একদিন তাঁহার আনন্দধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া, সুসভ্য পাশ্চাত্য সামাজিক প্রথার সঙ্গে এই ধর্ম্মের সাদৃশ্য দেখাইয়া, ঘনশ্যামকে আনন্দ উৎসবে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সেদিন নূতন ধরণে উৎসবের আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইল! কার্পেট মণ্ডিত বিস্তৃত গৃহতলে বৃহৎ টেবিল বসিল; সুদৃশ্য শুভ্র আস্তরণে সেই টেবিল আচ্ছাদিত হইল; টেবিল ঘিরিয়া সারি সারি সুন্দর চেয়ার সজ্জিত হইল; টেবিলের উপরে পুষ্পাধারে স্থানে স্থানে পুষ্প-স্তবক উঠিল; চেয়ারের সম্মুখে—পাশে ছুরী কাটা চামচ এবং বক্ষে সুপাচিত সুবাসিত মাংস সহ রজত রেকাবশ্রেণী বিরাজ করিল; সুরঙ্গিল আনন্দরসপূর্ণ কাচরসাধার এবং রসপাত্রসমূহ সারি বাঁধিয়া দাড়াইল; নায়িকারা উন্নত রুচির অনুমোদিত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সাজিয়া মধুর তানে আনন্দ সঙ্গীত গাইল,—আধা দেশী আধা বিলাতী বহু ভঙ্গীতে গানের তালে তালে হেলিয়া দুলিয়া পা তুলিয়া নাচিল।

ঘনশ্যাম দেখিলেন স্বামীজি বেশ উদারচিত্ত, কুসংস্কার-মুক্ত এবং সুরুচিসম্পন্ন। উৎসবটিও বেশ ভদ্রলোকের প্রমোদজনক,—পাশ্চাত্য সভ্যভাবসঙ্গত, আপত্তির কারণ নাই।

কিন্তু ধর্ম্ম যাকে বলে—যদিও তিনি ওসব ভ্রান্তসংস্কার কখনও মনে পোষণ করেন নাই—তার কোন গন্ধও তিনি ইহার মধ্যে পাইলেন না। এটা যেন ধর্ম্মের একটা বিকট বিদ্রূপ বলিয়া তাঁহার মনে হইল। ধর্ম্মের নামটা এতে না দিলেই বেশ হইত। সেটা দিয়া এই সুন্দর আমোদটাকে যেন একটু বীভৎস করা হইয়াছে। কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে।

যাহা হউক, অচিরেই ঘনশ্যামের খুঁৎখুঁতি সব আনন্দরসে ভাসিয়া গেল। বেশ ভরপুর অবস্থায় তিনি গৃহে ফিরিয়া মধুরস্বপ্নে রাত্রি যাপন করিলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালেই আবার দুষ্ট খুঁৎখুঁতি গুলা কোথা হইতে আসিয়া মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগিল। কিন্তু সকালে এ সব খুঁৎখুঁতিতে মনটা যতই কেমন কেমন করুক, বিকালের দিকে আবার উৎসবের দিকেই মনটা টানিল। শূলপাণিও আসিয়া ডাকিলেন,—ঘনশ্যামও কোন আপত্তি না করিয়া, বরং আগ্রহেই গেলেন। ক্রমে ঘনঘনই ঘনশ্যাম আশ্রমে যাইতে আরম্ভ করিলেন।

শীত গিয়াছে, গরম পড়িয়াছে। রাস্তায় কলুষিত ধূলি উড়াইয়া, সংক্রামক ব্যাধি সমূহের জীবাণু বহিয়া উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ ছুটিয়াছে; বসন্ত পেগ ইত্যাদি দেখা দিয়াছে; ঘনশ্যাম এখন বরাহনগরের বাগান বাড়ীতে আছেন। একদিন বৈকালে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে শূলপাণি ঘনশ্যামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর ভায়া, সত্যি বল দেখি, ব্যাপারটা কেমন লাগ্‌ছে ?"

"কোন্ ব্যাপারটা ?"

"এই স্বামীজির আনন্দাশ্রমের আনন্দ উৎসবের ব্যাপারটা।"

ঘনশ্যাম হাসিয়া কহিলেন, "স্বধু আনন্দটুকু যদি ধর ত বেশ,—তবে এর ধর্ম্মের কথা যদি বল, তবে এটা ধর্ম্মের প্রকাণ্ড একটা বিকট ভড়ং বই আর কিছু নয়। ও তোমার ধর্ম্মই একটা ভড়ং, আমার বরাবরই এই ধারণা, কিন্তু এটা সেই ভড়ং এর উপর ভড়ং। যাই বল ভাই, এটা ভাব্‌লে ভারি ঘেন্না ধ'রে যায়।"

শূলপাণি কহিলেন, "তোমার ত ধ'র্‌বেই। আমি যে,—আমারই ঘেন্না ধ'রে গিয়েছে। বিটকিলিতে ব্যাটা আমাকেও হার মানিয়েছে। তবে তুমি নেহাৎ ছাড় না,—সুবিধে মত একটা স্বামীর খোঁজ ক'ত্তে

পেড়াপীড়ি ক'চ্ছিলে,—দেখ্‌লুম এটাকে দিয়ে ইচ্ছে মত কাজ হাসিল করা যেতে পারে।”

ঘনশ্যাম কহিলেন “টাকা পেলে ব্যাটা নরক ঘুরে আস্‌তে পারে।”

শূলপাণিও সায় দিয়া কহিলেন, “যে নরক বানিয়ে তুলেছে, ঘু'র্‌তে আর যাবে কোথায়? যাই বল ভাই, আমার ইচ্ছে হয়, ও সব ছেড়ে ছুড়ে দিইগে। এক এমা,——তা ইয়োরোপে বড় বড় লোকের ঘরেও ত কত কুমারী আজীবন প'ড়ে থাকে।”

ঘনশ্যাম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “এমা!—এমার সুখের জন্য কিনা ক'ত্তে পারি? চিরকাল নরকে থাক্‌তে প্রস্তুত; এ ত দুদিন।”

শূলপাণি কহিলেন, “তা যা বোঝ ভাই। তোমার জন্য, যা বল, তাতেই রাজি আছি।”

“ধন্যবাদ শূলপাণি! তোমার ঋণ কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না। এখন হিরণের হাতে এমাকে দিতে পাল্লে এর কিছু পরিশোধ হয়।”

শূলপাণি কহিলেন, “আঃ! ও সব কথা আর কেন তুল্‌ছ, ঘনশ্যাম? তুমি হিরণকে বরাবর নিজের ছেলের মত ভালবাস, আমাকেও যথেষ্ট অনুগ্রহ ক'রে আস্‌ছ। তাই দ্যাখ——তোমার জন্যে—ওই বড় ছেলে, সেদিন এত খরচপত্তব ক'রে সমন্বয় কল্লুম,——তাতেও এতটা বিপদের মধ্যে যেতে কুণ্ঠিত হচ্চি না। আমার পক্ষেই বরং তোমার এতটা অনুগ্রহের সামান্য প্রতিদান করা হবে।”

ঘনশ্যাম হাসিয়া কহিলেন, “তা এর পরে বোঝা পড়া হবে। এখন কি করি বল ত? মনটা একবার এগোয়, একবার পেছোয়।”

শূলপাণি গম্ভীরভাবে ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, “আমার কি জান ভাই—মনটা পোছোয়ই বেশী। তবে স্পষ্ট কিছু বল্‌তে পারিনে,—তুমি পাছে মনে কর, সমাজের ভয়ে আমি ভীত হ'চ্চি।”

ঘনশ্যাম ব্যস্তভাবে কহিলেন, "না, না, শূলপাণি,—ও সব কিছু মনে ক'রো না। এটা ক'ত্তেই হবে। আজই স্বামীজির শিষ্য হব। কোন ভাল সন্ন্যাসী কি এতে রাজি হবে? আমার কাজ হ'লে, এই ভণ্ড ব্যাটাকে দিয়েই হবে।"

"সেটা যা ব'লেছ ঠিক। টাকা খরচ ক'ত্তে পাল্লে এটাকে দিয়ে যা খুসী করান যেতে পারে।"

ঘনশ্যামের মুখে আবার চিন্তা ও দ্বিধার ভাব দেখা গেল। তিনি কহিলেন, 'তবে কি জান শূলপাণি, বরাবর সোজা বুদ্ধিতে যা ভাল বুঝেছি তখন তাই ক'রেছি। ভণ্ডামীতে কখনও যাই নাই এখন—'

শূলপাণি উত্তর করিলেন, "ভণ্ডামীতে যাওয়া—সেটায় তোমার মন ত খুঁৎখুঁৎ ক'রবেই। তবে একটা কথা কি জান? উদ্দেশ্য যেখানে ভাল, যে কোন উপায়ই সেখানে ভাল। সমাজের নিতান্ত একটা অন্যায় প্রথায়, একটি নির্দোষ বালিকা আজীবন কষ্ট পেতে ব'সেছে! সমাজ তার প্রতিকার ক'র্বে না; ন্যায়বিরোধী আইনেও কোন প্রতিবিধান নেই। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্‌তে হয়। ব্যামো হ'লে তেতো ওষুধ খেতে হয়। ন্যায় যদি অন্যায়ের হাতে পড়ে, তবে অন্যায় উপায়েও ন্যায়কে মুক্ত করা দরকার। ভণ্ডামীই বল, আর নাই বল, একটু তলিয়ে দেখ্‌লে এতে আমরা ভাল বই মন্দ কিছু ক'ত্তে যাচ্চিনে। সমাজের হিসাবে আর আইনের হিসাবে যাই হ'ক্, ন্যায়ের হিসাবে আমাদের কোন দোষ হ'চ্চে না। মনটা যে খুঁৎখুঁৎ করে, সে আমাদের ভ্রান্ত সংস্কারের দোষ।"

ঘনশ্যাম উৎসাহে ও উল্লাসে শূলপাণির হাত ধরিয়া কহিলেন, "এই যা বল্লে শূলপাণি! একেবারে খাঁটি পণ্ডিতের মত কথা ব'লেছ। আমি আর কোন দ্বিধা ক'র্‌ব না। ভ্রান্ত সংস্কার? হাঁ, এটা ভ্রান্ত

সংস্কারই বটে! এর জন্যে এত বড় একটা অন্যায়কে সংশোধন ক'র্ব না? হাঁ, তুমি ঠিকই ব'লেছ, উদ্দেশ্য যেখানে ভাল, যে কোন উপায়ই সেখানে ভাল! কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুল্‌তে হয়।

শূলপাণি আবার কহিলেন, "তারপর এর আর একটা দিক আছে। আজ তোমার মেয়েব জন্য তুমি যে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছ, কালে এর ফলে দেশের শত শত দুঃখী মেয়ে—যারা সমাজেব এই অন্যায় প্রথায় এমন উৎপীড়িত হ'চ্চে—তাদের মহৎ উপকার হবে। বড় একটা সমাজ সংস্কাবের প্রবর্ত্তক ব'লে ভবিষ্যতে তুমি দেশে পূজিত হবে। সহস্র অত্যাচারমুক্ত স্ত্রীলোকের আশীর্ব্বাদ তোমার নামে উচ্চাবিত হবে। ঘনশ্যাম, তুমি ভাগ্যবান! এমন সুযোগ কজনেব ঘটে?"

"শূলপাণি! শূলপাণি!" উল্লাসের আবেগে ঘনশ্যাম শূলপাণিকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

উভয়ে নিকটবর্ত্তী এক আসনে বসিলেন।

শূলপাণি কহিলেন, "আজ একটু সকালে স্বামীজির ওখানে যেতে হবে। রাধেশ বাবুদের আজ দীক্ষিত হবাব কথা। স্বামীজি আমায় উপস্থিত থাক্‌তে অনুরোধ ক'রেছেন। তুমি কি আজ যাবে?"

"যাব বই কি? আমিও আজ একেবারে দীক্ষাটা নিয়ে ফেলি না?"

"তা যদি ইচ্ছে হয় ত নিতে পার। ক্ষতি কি?"

"আর অম্‌নি আমাদের এসব মতলবের একটুখানি ইঙ্গিত দিয়ে আসা যাবে। বিয়েটা শীঘ্র দিয়ে ফেল্‌তে পাল্লে বাঁচি। মনটা সোয়াস্তি হয়।"

শূলপাণি জিজ্ঞাসিলেন, "ও দিকে এমার খবর কি? তার মনটা তৈরী হ'চ্চে ত?"

ঘনশ্যাম উত্তর করিলেন, "হিরণ যা বলে, সে ত বেশ আশার কথা।

সর্ব্বদা নাকি তাকে বিমর্ষ আর অন্যমনস্ক দেখা যায়। এটা প্রেমের লক্ষণ,—নয়? ভালবেসে মেয়েটা হয় ত বিপদে প'ড়েছে। বিবাহের সম্ভাবনা ত সে কিছু আর দেখতে পাচ্চে না? আমরা এ দিকে যে এতদূর কাজ এগিয়ে ফেলেছি, তা ত সে জানেও না। হঠাৎ যখন শুন্‌বে, আনন্দে একেবারে নেচে উঠবে। কি বল শূলপাণি,—হাঃ হাঃ!"

বলা বাহুল্য ঘনশ্যাম সেই দিনই সদানন্দের আনন্দ মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হিরণের বিস্ময়।

কয়েক দিন চলিয়া গেল। বৈকালে একদিন সেই উদ্যানে এক বকুল-কুঞ্জে—এমা ও রাইরঙ্গিণী।

বসন্ত আসিয়াছে। উদ্যান ভরিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে, কুঞ্জান্তরালে, নবপল্লব শোভিত তরুলতায় বসন্তের কুসুম ফুটিতেছে; পল্লব দোলাইয়া, কুসুম নাচাইয়া মধুর হিল্লোলে বসন্তের মলয় বহিতেছে; সেই মলয় হিল্লোলে কোথাও সুখে আকাশে উড়িয়া, কোথাও হিল্লোলিত তরুশাখার নবপল্লব মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাখা নাড়িয়া কুসুমের সুরভি রেণু অঙ্গে মাখিয়া, বসন্তের আকুল বিহগকুল কলকূজনে উদ্যান মুখরিত করিতেছে; বসন্তের ভ্রমর মধুর গুঞ্জনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুগ্ধ ফুলের মধু পান করিতেছে। সর্ব্বত্র হাসি, সর্ব্বত্র আনন্দ, সর্ব্বত্র মাধুরী। কিন্তু হাসি নাই এমার মুখে, আনন্দ নাই এমার চোখে, মাধুরী স্পর্শে নাই এমার হৃদয়ে। পাঠক, সেই একদিন যমুনাতীরে শারদ-জ্যোৎস্না-ভাসিত পুষ্পোদ্যানে এমাকে দেখিয়াছিলেন। আজ বসন্তের শোভাময় এই পুষ্পোদ্যানেও এমার সেই ম্লান মূর্ত্তি, মুখভরা সেই বিষাদ চিন্তার ছায়া, হাসিহীন চোখে সেই শূন্য উদাস দৃষ্টি!

এমা বকুল তলায় একখানি সুন্দর কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছে। সম্মুখে আর একটি বকুলগাছে হেলিয়া রাইরঙ্গিণি দাঁড়াইয়া; মুখে সেই মৃদুহাসি, চোকে এমার মুখপানে সেই সকরুণ স্নেহময় দৃষ্টি!

বকুল ডালে পাখী ডাকিল। রঙ্গিণী শুনিল, 'বউ কথা কও'; এমা শুনিল, 'আর পারিনে!'

যুগল পাখী আকাশে উড়িল ; মুক্ত আকাশে হেলিয়া দুলিয়া মুক্তকণ্ঠের মধুর তানে গায়িতে গায়িতে মারুত হিল্লোলে উর্দ্ধে উড়িয়া গেল।

এমার মর্ম্মস্থল ভেদিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল। রঙ্গিণী গায়িল,

সোণার এ পিঁজরা আমার,
দোরটি খুলে কে দিবি বল ?
কে দিবে খুলে আমার
পায়ে বাঁধা সোণার শিকল !

খোলা ওই নীল আকাশে
ছড়িয়ে হাসে খোলা কিরণ,
খোলা হাওয়া খেল্‌ছে ছুটে,
দুল্‌ছে খোলা কুসুম কানন,—
উধাও উড়ে ধাইছে পাখী
খোলা প্রাণের গানে পাগল !

খোলা কে ঐ বনের পাখী—
আঁখির পানে বারেক চেয়ে,—
আকুল প্রাণের কোন্ কথাটি
আঁখির পথে প্রাণে দিয়ে,—
কি গানে প্রাণ টেনে নিয়ে
উড়ে গেল কোথায় উচল।

ওই সে উচল উজল দেশে
এখনও সে গাইছে গান,

আসছে নেমে লহর থরে
পাগল করা গানের তান!
আর যে বাঁধা সইতে নারি—
পিঁজরা ভেঙ্গে কে দিবি বল!"

এমা কহিল, "রঙ্গিণী, তুই কি আমায় পাগল কর্‌বি?"

"পাগল হ'লে ত বাঁচ্‌তাম। তাতেও যদি এ মানটা ভাঙ্গত।"

এমা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "আমার এ মান নয় রঙ্গিণি। আর যদি ক'রেই থাকি, তার মান রাখ্‌তেই ক'রেছি, নিজের অভিমানে নয়। আমি কে রঙ্গিণি, যে তার কাছে মান ক'রব? সে দেবতা, আর আমি সাজান পুতুল।"

রঙ্গিণী হাসিয়া উত্তর করিল, "তা প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'লে ত পুতুলই দেবতা হয়? বল না, পুরুত ঠাকুরকে ডাকি।"

"খিষ্টেনী ঘরে এসে তোর পুরুতের জাত যাবে না?"

"যায় যাবে। এমন প্রাণ পাওয়া দেবতায় মজ্‌লে কি আর জাতকুল-মান কারও মনে থাকে?"

এমা আর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "পুতুল পুতুলই থাক্‌। দেবতার জাত-মান খেয়ে, দেবতা হ'তে চায় না।"

"তা চাইবে কেন? নেও, ওই আর এক পুতুল আসছে, ওর সঙ্গে পুতুল খেল।"

হিরণ বড় হাসি মুখে দ্রুতপদে আসিতেছিল। এমা দেখিয়া কহিল, "তাই ত, হিরণ সাহেব যে। মুখখানা যে ভারি খুসী!"

রঙ্গিণী উত্তর করিল, "উনি ত খুসীই। তা তুমি নেহাৎ অখুসী, তার আর কি হবে?"

হিরণ দ্রুত নিকটে আসিল।

সহাস্যবদনে চুরুট-সুরভি-দংষ্ট্রা-ময়ূখরাশি বিকাশ করিয়া হিরণ কহিল, 'বড় সুখের খবর এমা, বড় সুখের খবর! আমি সুখের খবর নিয়ে এসেছি। কি বকসিস্ আমায় দেবে বল।"

এমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিল, "কি এমন সুখের খবরটা মিষ্টার চৌধুরী?"

হিরণ।—তুমি এখন মুক্ত—অন্ততঃ শীঘ্রই মুক্ত হবে।

এমা। মুক্ত! আপনি কি ব'ল্‌ছেন বুঝতে পাচ্ছি না।

হিরণ।—ওইযে তোমার ছেলেবেলায় একটা ছেলেখেলা গোছের বিয়ে হ'য়েছিল—মনে নাই? সেটা ত ছেলেখেলা বই কিছুই নয়—তা নিয়ে এরা কেন যে এত হাঙ্গামা ক'চ্চে, জানি না। সেই বিয়ের জন্য তুমি কি তোমার বাবা কখনও ন্যায়তঃ দায়ী হ'তে পার না। তবে কি না আইনের একটা খটকা আছে। আইনের হিসাবে যদি কোন বিবাহ বন্ধন হ'য়েই থাকে, এমন একটা চেষ্টা হ'চ্চে যাতে তুমি শীঘ্রই অন্য কাউকে বিবাহ ক'র্‌বার স্বাধীনতা পাবে। এমা! সেই অন্য ব্যক্তি——

বিস্ময়চকিতা এমা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "এ আপনি কি বল্‌ছেন, মিষ্টার চৌধুরী? একি হ'তে পারে?"

হিরণ সাগ্রহে উত্তর করিল, "পারে—পারে, হ'চ্চে—হ'বে! কিচ্ছু ভেব না এমা! এক সন্ন্যাসী এসেছে, সে একটা খাসা আনন্দের ধর্ম্ম বের ক'রেছে। 'খাও পিও মজাকর' এই হ'চ্চে তার মূলমন্ত্র। আমার বাবা আর মিষ্টার ময়টার দুজনেই তার শিষ্য হ'য়েছেন। তার কাছে একটা ধর্ম্মের বিধি নেওয়া যাচ্চে। কোন্ শাস্তর থেকে কি একটা নিয়ম বের ক'রেছে, যাতে এই রকম বিয়ে হ'তে পারে। ঐটে ধ'রে একটা সামাজিক অনুমোদন নেবারও যোগাড় হ'চ্চে। অবশ্য এ সমাজ হ'চ্চে, সেই সন্ন্যাসীর শিষ্য যারা—তাদেরই নিয়ে।"

"একি সত্য? সম্ভব? বাবা এতে মত দিয়েছেন?"

"সত্য, সব সত্য! কেন মিছে ভাবছ? নিশ্চিন্ত থাক। সব ঠিক হ'য়ে গেল আর কি? ওল্ড ফুলই বলি, আর যাই বলি, আমার বাবা খুব চালাক। এরি মধ্যে কেমন সব যোগাড় ক'রে ফেলেছে! সেই সন্ন্যাসী আজই ডিনারে তোমাদের বাড়ীতে খাবে। এসেছে দেখে এলুম। ধর্ম্মের বিধি আজই দিয়ে যাবে। তার পর সন্ন্যাসীর আর সব বড় বড় শিষ্যদের একত্র ক'রে, তুচার দিনের মধ্যেই একটা সামাজিক অনুমোদন নেওয়া যাবে। আর চাই কি? ধর্ম্মের বিধি আর এই সমাজের বিধি পাওয়া গেল, আর তোমার বাবা যদি সব সম্পত্তি তোমায় উইল ক'রে দিলেন, তবে দ্বিতীয়বার বিবাহ নিখুঁত আইনসঙ্গত হ'ল কি না, এজন্য তোমার এতটা চিন্তা ক'রবার দরকার নাই।"

"তবে সত্য!"

"হাঁগো! আমি কি তোমায় বিদ্রুপ ক'চ্চি, এমা? কিছু ভয় নাই তোমার। দুই চার দিনের মধ্যেই তুমি স্বাধীন হবে।"

এমা আর দাড়াইতে পারিল না। নিকটবর্ত্তী আসনে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

হিরণ কাছে আসিয়া আসনের পৃষ্ঠদেশে বাহু রাখিয়া, এমার দিকে একটু নতভাবে ঝুঁকিয়া সাবেগ প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে এমার মুখপানে চাহিয়া, প্রেমগদ্গদ ধীর মৃদু বচনে কহিল, "আমি কি বড় বাড়াবাড়ি আগ্রহ প্রকাশ ক'রে ফেলেছি, এমা? এত বড় একটা আকস্মিক সুখের আঘাত কি তোমার কোমল স্নায়ুর পক্ষে অতিরিক্ত গুরু হ'য়েছে? কিন্তু আমায় মাপ কর এমা, আনন্দে অধীর হ'য়ে আমি—"

এমা কহিল, "মিষ্টার চৌধুরী, দয়া করে আমায় একটু একা থাকতে দিন।"

হিরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু পশ্চাতে সরিয়া কহিল, "হাঁ, তা ত বটেই, তা ত' বটেই! সহসা এত বড় আনন্দের আঘাতটা এসে প'ড়েছে। সহতে পারবে কেন? নিজেকে সামলে নেবার জন্য তোমার একটু একা থাকা দরকার বৈ কি?"

কিন্তু প্রেমিকের অধীর আকুলতায় আবার তেমনই কাছে আসিয়া, তেমনই আসনের পৃষ্ঠে বাহু রাখিয়া, এমার দিকে ঝুঁকিয়া, তেমনি প্রেমাকুল নয়নে, প্রেমবিহ্বল মৃদু গদ্গদ বচনে হিরণ কহিল, "কিন্তু তবু— এ কি সুখের খবর নয়, এমা? আমি সুখের খবর নিয়ে এসেছি। আমি কি আমার পুরস্কার পাব না?"

বলিতে বলিতে নতজানু হইয়া এমার হাত দুখানি নিজের দুইহাতে ধরিয়া হিরণ আরম্ভ করিল, "এমা, আমার প্রাণের এমা, আমার —"

আহতা ফণিনীর মত সরোষে এমা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "মিষ্টার চৌধুরী! আপনি কি পাগল হ'য়েছেন?"

হিরণ তদবস্থায় থাকিয়াই মুখ তুলিয়া আবেগভরে কহিল, "পাগল বই কি এমা? তুমি আমায় পাগল ক'রেছ! তুমি কি বুঝ্‌তে পা'চ্চ না? এমা—"বলিতে বলিতে হিরণ আবার এমার হাত ধরিল।

সরোষ বেগে হাত ছাড়াইয়া নিয়া পশ্চাতে সরিয়া এমা কহিল, "মিষ্টার চৌধুরী, কোন সাহসে আপনি আমায় ওসব কুকথা ব'লছেন? কোন্ সাহসে আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'চ্চেন? জানেন আমি বিবাহিতা, আমার স্বামী বর্ত্তমান। যদি মানুষ হন, শিক্ষিত ব'লে একটুও যদি শিষ্টাচারের বোধ থাকে, ভদ্রলোকের মত যদি নারীর মর্য্যাদার দিকে একটুও দৃষ্টি থাকে, আর কখনও এমন অপমান আমায় ক'র্‌বেন না!"

অতি বিস্ময়ে হিরণ উঠিয়া দাড়াইল। সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না। এমার মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া কহিল, "সে কি! তুমি কি বল্‌ছ? এখন যে তুমি একরূপ মুক্ত! যাকে ইচ্ছে আবার বিবাহ ক'ত্তে পার!"

এমা উত্তর করিল, "বাবার মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে, তাই এমন কলঙ্কে নিজের মেয়েকে তিনি ডোবাতে প্রস্তুত হ'য়েছেন।"

"তুমি ভুল বুঝ্‌ছ এমা। এতে কলঙ্ক কি? ছেলেবেলার সেই বিবাহ ত একটা ছেলেখেলা!"

"আপনাদের কাছে ছেলেখেলা হ'তে পারে,—কিন্তু আমার জীবনে তা খেলা নয়, নারীজীবনের সব চেয়ে বড় ধর্ম্মসংস্কার—ইহকালে পরকালে সমস্ত জীবন আমায় যার অনুবর্ত্তী হ'য়ে থাক্‌তে হবে।"

"কি ব'লছ এমা? বাস্তবিক কি তুমি অন্তরের সঙ্গে সেই বিবাহের একটা দায়িত্ব বোধ ক'ত্তে পার? সেই অসভ্য গেঁয়ে মদন—তোমার বেয়ারার কাছে যে এগোতে পারে না—স্বামী ব'লে তাকে তুমি মনে ক'ত্তে পার? এর চাইতে একটা অসম্ভব অদ্ভুত ব্যাপার যে মনেও করা যায় না, এমা?"

এমা সগর্ব্বে উত্তর করিল, "তিনি স্বামী, স্বামী বলেই তাঁকে মনে মনে পূজা করি। আপনি তাঁকে বেয়ারার চাইতে ছোট মনে ক'ত্তে পারেন,—কিন্তু মানুষ যে, সে জান্‌বে আমার আর আপনার চাইতে শত গুণে তিনি বড় বই ছোট নন।"

"তুমি এই কথা ব'ল্‌ছ এমা!"

"কেন ব'ল্‌ব না? দশবার ব'ল্‌ব! আমরা সাজান পুতুল,—আর তিনি মানুষ।"

হিরণ হো হো করিয়া উঠিল। কহিল, "কি ব'ল্‌ছ এমা? পাগল

হ'লে নাকি? অবশ্য আমার চেয়ে তোমার মত ইচ্ছা তাকে বড় তুমি মনে ক'র্ত্তে পার। কিন্তু তাই ব'লে তোমার কাছে সে কি?"

এমা উত্তর করিল, "আমার কাছে তিনি শুধু মানুষ নন, দেবতা! দেবতা জেনে এতদিন তাঁকে হৃদয়ে রেখে পূজা ক'রে এসেছি। যদি কখনও পায় স্থান দেন, জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে, মানে অপমানে, তাঁর দাসী তাঁরই পায় থাক্‌বে। যদি না দেন, এমনি ক'রে জীবন ভ'রে নীরবে তাঁকে হৃদয়ে রেখে পূজা ক'র্‌ব। কারও সাধ্য নাই, তাঁকে ত্যাগ করিয়ে, তাঁকে ভুলিয়ে, অন্য পুরুষের দিকে একটি বার আমাকে চাওয়াতেও পারে! সন্ন্যাসী যাই বলুক, শাস্ত্রে যাই লিখুক, আমার প্রাণে এই দৃঢ় বন্ধন, মরণেও কখনও শিথিল হবে না!—ইহকালে পরকালে প্রেমের আর ধর্ম্মের এই বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন হ'বে না।

হিরণ কহিল, "জানি না তোমার পিতা এ সব শুন্‌লে কি ব'ল্‌বেন।"

"তাঁকে আপনি সব ব'ল্‌তে পারেন। দরকার হ'লে আমিও ব'ল্‌তে কুণ্ঠিত হব না।"

এমা দ্রুত পদে প্রস্থান করিল। রঙ্গিণীও সখী ও স্বামিনীর অনুগমন করিল। বিস্ময়-স্তম্ভিত হিরণ নীরবে তাহাদের পশ্চাতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুকাল পরে স্বপ্নভঙ্গে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আপন মনে হিরণ কহিল, "এ কি হ'ল! আমি বলি এমা আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে নেচে উঠ্‌বে; এ যে একেবারে উল্টো! মদনাকে এত ভালবাসে! কি ক'রে এমার এমন হীন রুচি হ'ল? এই উচ্চশিক্ষা, এই এমন উন্নত আদর্শে জীবন গঠন, সব বিফল হ'ল! কি কুক্ষণেই এলাহাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে সেই ঘটনা ঘটেছিল! তাতেই সর্ব্বনাশ ক'রেছে। একেবারে এমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।"

হিরণের মাথা ঘুরিতেছিল। কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছু স্থির করিতে পারিল না। সে বাগান হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার ধারে অস্থিরভাবে ঘুরিতে লাগিল। এদিকে রাত্রি হইয়া আসিল। সন্ন্যাসীর আগমন ও ডিনারে নিমন্ত্রণের কথাও সে ভুলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিষ্য-গৃহে।

ঘনশ্যামের ডিনার-গৃহে আহারপানীয়-পরিশোভিত টেবিলের পাশে উপবিষ্ট—সদানন্দ, সুন্দর, ঘনশ্যাম ও শূলপাণি। হিরণের আসন শূন্য।

সদানন্দ গুরু-পদোপযোগী গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য সহকারে সময়োচিত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন।

"বৎসগণ! সমাংস সুধা-আহুতিতে মা কুলকুণ্ডলিনী বড়ই তুষ্টা হন। আত্মার হ্লাদিনী শক্তিও এতে বিশেষ জাগ্রতা হন। মাংস মধ্যে কুক্কুট মাংসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মা কুলকুণ্ডলিনীর পদ্মাসন দেবকুক্কুটগণ বহন করেন। এই সব নরকুক্কুটগণ, সেই দেবকুক্কুটগণেরই বংশোদ্ভূত। সুতরাং কুক্কুট-বাহিনী মা কুলকুণ্ডলিনীর তেজ এদের দেহে বিশেষভাবে জাগ্রত। রাত্রি প্রভাতে এরা 'কুক্কু' রবে মা কুলকুণ্ডলিনীকেই আহ্বান ক'ত্তে থাকে।"

শূলপাণি ভক্তিভরে গুরুপদে এই প্রশ্ন নিবেদন করিলেন, "গুরুদেব, ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট ব'লে এই সুখ-মাংসে কোনরূপ দোষ স্পর্শে নাই ত?

গুরুবদন হইতে উত্তর বিনির্গত হইল, "না, বৎস! আনন্দই ধর্ম্ম আর নিরানন্দই অধর্ম্ম। সুতরাং ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট এই সুখ-মাংসে যার অভিরুচি, তার পক্ষে ইহার সেবনই আনন্দ, সুতরাং ধর্ম্ম। কোন ভ্রান্ত সংস্কার যদি সেবনে ব্যাঘাত উৎপাদন ক'রে নিরানন্দ সংঘটন করে, তাতেই বরং অধর্ম্ম জানবে। আত্মা আনন্দ-স্বরূপ, আনন্দেই অবস্থান ক'ত্তে চান। যখন যে আনন্দ উপভোগে অভিরুচি হয়, জানবে আত্মা আপন অভিলাষ জ্ঞাপন ক'চ্চেন,—আত্মার সেই অভিলাষ পূরণই আত্মার মূলাধার পরমাত্মা

হিরণ্যগর্ভের অভিলাষপূরণ। সুতরাং যথেচ্ছ আনন্দোপভোগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধন। কিন্তু বৎসগণ, এই আনন্দ নির্লিপ্তভাবে উপভোগ করা আবশ্যক। ইহাতে ভৌতিকী প্রসক্তি হ'লেই জান্‌বে, তোমার আনন্দে কলুষস্পর্শ হ'চ্চে। কলুষবিহীন শুদ্ধ আত্মা এই কলুষস্পৃষ্ট আনন্দে ক্ষুব্ধ হন। এবং ক্ষুব্ধ আত্মার তিরস্কারে প্রাণে অশান্তি অনুভূত হয়, আনন্দেও আত্মা আনন্দিত হন না।"

শূলপাণি তখন টেবিলে সজ্জিত আহার্য্যের দিকে গুরুর ধর্ম্মোদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব মা কুলকুণ্ডলিনীর আহুতি দ্রব্যাদি সব বহুক্ষণ ওই আসনে অবস্থান ক'চ্চেন। ক্রমে তাদের উষ্ণতারূপ উগ্রবীর্য্যের অবসান হ'চ্চে। এর পর ত মা এতে তৃপ্তি লাভ ক'র্‌বেন না? আর দেহ মধ্যেও মা যজ্ঞানল প্রজ্বলিত ক'রে আহুতির অপেক্ষা ক'চ্চেন।'

জ্ঞানযোগ হইতে গুরুচিত্ত কর্ম্মযোগের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি কহিলেন, "যথার্থ ব'লেছ, বৎস! এস যথাবিধি নিবেদন ক'রে,—মাকে আহুতি প্রদান করি।"

সদানন্দ নয়ন মুদিয়া অস্ফুট আনন্দ-মন্ত্রোচ্চারণে সজ্জিত আনন্দাহুতি সব আনন্দময়ী মা কুলকুণ্ডলিনীর নামে উৎসর্গ করিলেন। পরে শিষ্যগণসহ দেহমধ্যে প্রজ্বলিত যজ্ঞানলে সমাংস-সুধাহুতি প্রদান করিয়া দেবীকে পরিতৃপ্ত করিলেন। দেবীর আশীর্ব্বাদে যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে আনন্দ-প্রবাহ নিঃসরণে সর্ব্বাঙ্গ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল।

এমন সময় অস্থিরপদে হিরণ আসিয়া শূন্য আসনে ক্লিষ্ট দেহ নিক্ষেপ করিল। তাহার বিবর্ণবদন-বিনিঃসৃত কাতর "ওঃ! "ওঃ!" ধ্বনি, হৃদয়স্থিত গভীর যাতনা ব্যক্ত করিল।

ঘনশ্যাম কহিলেন, "কি হ'য়েছে হিরণ? কি?"

হিরণ পশ্চাতে হেলিয়া নয়ন মুদিয়া করুণ গদগদস্বরে কহিল, "হায় মিষ্টার

মন্যটার! আর আশা নাই, সুখ নাই,—সার। জীবন এখন কেবল দুঃখ! প্রার্থনা করুন, যেন আমি মরিয়া এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাই। ওঃ! অসহ্য! আমি পাগল হব! প্রার্থনা করুন, যেন মৃত্যুর আশীর্ব্বাদ শীঘ্র আসে।"

"কি? কি হ'য়েছে বল না? এমা———"

"এমা– এমা!—ওঃ!—আঃ!– এমার নিকট আমি নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান পেয়েছি!"

"প্রত্যাখ্যান! সে কি? তুমি কি এমাকে বিবাহের প্রস্তাব ক'রেছিলে?"

দুঃখের অভিনয় শেষ করিয়া হিরণ ঋজুভাবে উঠিয়া বসিল। একটু সম্মুখে ঝুঁকিয়া টেবিলে নিম্নবাহু রাখিয়া কহিল, "হাঁ, বিবাহের প্রস্তাবই ক'রেছিলাম বই কি? কিন্তু নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান পেয়েছি। আপনারা বিশ্বাস করবেন? সে মদনকে ভয়ঙ্কর ভালবাসে। একেবারে ডেস্‌ডিমোনার মত তার সেই ওথেলোর জন্যে সে পাগল হ'য়ে আছে!"

সমাংস সুধাহুতিপ্রাপ্তা কুলকুণ্ডলিনীর প্রসাদে শূলপাণির দেহমধ্যে উথলিত উষ্ণ আনন্দস্রোত সহসা যেন সুমেরু-শীতল তুষারপাতে জমিয়া গেল। বিবর্ণ বিশুষ্কবদনমণ্ডলে শীতল স্বেদবিন্দু নির্গত হইল। ওদিকে ঘনশ্যামের দেহমধ্যে আনন্দোষ্ণতায় ক্রোধোষ্ণতার মিশ্রণে অগ্নিপ্রবাহ ছুটিল। চক্ষু মুখ অগ্নিবর্ণ হইল। টেবিলে প্রচণ্ড মুষ্টিপাত করিয়া তিনি কহিলেন, "ড্যাম্ ইট্! মদনকে ভালবাসে! হতেই পারে না!"

হিরণ উত্তর করিল, "পারুক না পারুক, হ'য়েছে তাই-ই। সে যে তার জন্য পাগল! তার চাইতে বড় সে কাউকে দেখ্‌ছে না। ও গড্, গড্! আমার সমস্ত জীবনটা এমন পু'ড়ে গেল!"

সদানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস ঘনশ্যাম, তোমার দুহিতা কি হিরণকে বিবাহ ক'র্ত্তে প্রস্তুতা নয়?"

ঘনশ্যাম সরোষে আবার টেবিলে মুষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "প্রস্তুত তাকে হ'তেই হবে! ঠাকুর মশাই, আপনি ধর্ম্মের বিধি আমায় দিন। আজই আমি তাকে বিয়ে দেব।"

সদানন্দ কহিলেন, "অধীর হ'য়ো না বৎস, আমার বিধি ত একপ্রকার দেওয়াই আছে। কিন্তু আজ বিবাহ কি প্রকারে সম্ভব হয়? আমার সমবেত শিষ্যবর্গের সামাজিক অনুমোদনও ত আবশ্যক। নইলে অসূয়া পরবশ কেহ কেহ শেষে বাদীও হ'তে পারে। তারপর শাস্ত্রানুসারে মদনের পাতিত্য বিধানও এখনও হয় নাই। সেটা না হ'লে এ সামাজিক অনুমোদনও দুষ্প্রাপ্য হবে। তুমি চিন্তিত হ'য়ো না। তোমার কন্যা সম্পূর্ণরূপে তোমারই অধীনা। অভিভাবকের অবাধ্যা নারীকে প্রয়োজন হ'লে বলপূর্ব্বকই বশীভূতা ক'র্ত্তে হয়।"

গুরুর বাক্যে শূলপাণি অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন "মদনকে জাতিচ্যুত ও পতিত সহজেই ক'র্ত্তে পারব। গ্রামের পণ্ডিত মণ্ডলী সকলেই আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন। ব্রাহ্মণবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করায় তাঁরা মদনের প্রতিও বিশেষ অসন্তুষ্ট। গুরুদেবের অনুমতি হ'লে আমি আজই গ্রামে যেতে পারি। দুই তিন দিনের মধ্যেই মদনের পাতিত্যবিধান ক'রে শ্রীচরণে উপস্থিত হব।"

ঘনশ্যাম কহিলেন, "যাও ভাই শূলপাণি, তুমি আজই দেশে যাও। ব্যাটার একটা শ্রাদ্ধ ক'রে, ঝাঁ ক'রে চ'লে এসগে। মদনকে ভালবাসে। বিয়ে করবে না। ঘাড়ে ধ'রে হতভাগীকে আমি বিয়ে দেব। কড়া পাহারায় রাখব, যে না পালায়, কি কোন বজ্জাতি চাল না চালে।"

সদানন্দ কহিলেন, "আর আমিও এ দিকে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি, যাতে ঘনশ্যামদুহিতার এই প্রবলা মদনাভিমুখা মনের গতি ক্ষীণা ও দুর্ব্বলা হ'য়ে ক্রমে হিরণ্যাভিমুখা হয়।"

ঘনশ্যাম কহিলেন, "তা ক'ত্তে পারেন।' কি আমায় দিতে হবে?"

সদানন্দ উত্তর করিলেন, "বিশেষ কিছু নয়। হিরণ ও এমার সার্দ্ধ-হস্ত পরিমিত স্বুবর্ণমূর্ত্তি আর মদনের একহস্ত পরিমিত রক্তমূর্ত্তির আবশ্যক। ইহা ব্যতীত তিন প্রস্ত ষোড়শোপচার যজ্ঞোপকরণ আর দক্ষিণাদি যা লাগে।"

"আচ্ছা, আপনি একটা ফর্দ্দ ধরুন, যা লাগে দেওয়া যাবে। আপনিই সব যোগাড় টোগাড় করে নেবেন, আমি কেবল টাকা দেব।"

সদানন্দ কহিলেন, "আচ্ছা বৎস! তবে এখন বিদায় হই। স্বুন্দর, চল। দেখো বৎস, কন্যাকে সতর্কপ্রহরী-বেষ্টিতা করে রাখ্‌বে। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।"

সস্বুন্দর সদানন্দ উঠিলেন। শূলপাণি ও ঘনশ্যামও উঠিয়া সঙ্গে বাহিরে গেলেন।

হিরণ ভরা ২।৩ পাত্র আনন্দরসপানে চিত্তের অবসাদ দূর করিল। সধূম-চুরুটবদনে নিমীলিতনয়নে কিয়ৎকাল চিন্তানিমগ্ন রহিল। পরে একটু হাসিয়া আনন্দরস-ক্রিয়া-প্রভাবে অর্দ্ধজড়িত কণ্ঠে কহিল, "বুড়ো বলদ গুলো! যজ্ঞি ক'র্‌বে! যজ্ঞি করে এমার ভালবাসা আমাকে দেবে! মরুকগে,—যা খুসী এরা করুকগে। আমি এমাকে চাই আর চাই তার সম্পত্তি। তা যদি এরা দিয়ে দিতে পারে, আর যা খুসী এরা করুক, আমার বয়ে গেল। আ——!"

হিরণ আবার মুদিতনয়নে চেয়ারে ঢলিয়া পড়িল।

দ্বারান্তরালে লুকাইয়া কাণ পাতিয়া রঙ্গিণী সব শুনিতেছিল। সে দ্রুতপদে এমার গৃহাভিমুখে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

'আর মানে কাজ নাই।'

"আব মানে কাজ নেই, দিদি সাহেব! এতদিন যদি তাব মান বাখ্‌তে মান ক'রেছিলে, আজ মান ছেড়ে তাব মান বাখ।"

এমার শয়নগৃহে বসিয়া রঙ্গিণী অতি ব্যাকুলস্বরে এমাকে এই কথা কহিল।

এমা উত্তর করিল, "রঙ্গিণি, বাবা সত্যি সত্যিই এমন ব'দ্‌লে গেলেন। সাহেব হ'য়ে শেষ সন্ন্যাসীর ভণ্ডামীতে ম'জলেন?"

রঙ্গিণী কহিল, "সন্ন্যাসীটা আসল ভণ্ড, ওর সব কথা শুন্‌লে ঘেন্না হয়। আর যা দেখলাম দিদিসাহেব, তাতে বুঝেছি সন্ন্যাসী সাধারণ লোক নয়। ওর অসাধ্য কিছুই নাই। তোমার এ বড় দুঃখের সময়, সে সব কথা ব'লে কষ্ট দিতাম না। কিন্তু না ব'ল্লে নয়।"

"সে কি রঙ্গিণি? আর কি দেখ্‌লি?"

রঙ্গিণী কহিল, "দিদি সাহেব, তুমি আমার যা ক'রেছ তা বলবাব নয়। অসহায় হ'য়ে পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়িয়েছি,—কত বিপদ হ'তে পাত্ত, তুমি আশ্রয় দিয়ে আমায় রক্ষা ক'রেছ।"

"সে পুরোণ কথা আর কেন রঙ্গিণী?"

"তোমার পুরোণ, কিন্তু আমার যে এ নিত্যিকার নূতন, দিদিসাহেব! আজ আরও নূতন হ'য়েছে। তুমি জান দিদি সাহেব, আমার বষ্টম যে ছিল, সে আমায় পথে ফেলে পালিয়ে যায়। সেই অবধি তার উপর আমাব কেমন একটা রাগ আর ঘৃণা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিদি সাহেব,

তোমার কাছে থেকে, স্বামীর উপর তোমার এমন আকুল প্রাণটানা ভাব দেখে দেখে, আমারও মনের ভাবটা যেন বদলে গেছে। সে লোক ভাল নয়, কিন্তু তার উপর আমার আর সে রাগ নাই, ঘৃণা নাই আগের মত মমতাই আবার ফিরে এসেছে। দিদি সাহেব, সত্যি তুমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, নরক থেকে আমায় বৈকুণ্ঠে তুলে নিয়েছ।"

এমা কহিল, "রঙ্গিণি, তোর কথা শুনে আজ বড় সুখী হ'লাম। আমি বড় স্বার্থপর, রঙ্গিণি। নিজের কথাই তোকে ব'লেছি, নিজের দুঃখেই তোকে কাদি'য়েছি, কিন্তু তোর মনের কথা কখনও জিজ্ঞাসা করি নি।"

"আমার কি এমন মনের কথা যে তাই তুমি জিজ্ঞাসা ক'রবে দিদি সাহেব? আমি নিজেও এত দিন এতটা বুঝ্‌তে পারি নি। কিন্তু আজ বুঝেছি,—বড় ব্যথা পেয়ে আজ বুঝেছি।"

রঙ্গিণী বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিল। ভগিনীর স্নেহে রঙ্গিণীকে বাহুতে ধরিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া এমা জিজ্ঞাসিল, "সে কি? কি হ'য়েছে রঙ্গিণি? কিসে এত ব্যথা পেয়েছিস?"

"আজ তাকে দেখেছি দিদিসাহেব, দেখে সুখী হই নাই,—ব্যথাই পেয়েছি। আর বুঝেছি, আমি তার পায়ের দাসী। কিন্তু দিদিসাহেব, সে পায়ে ফুল নাই কাঁটা, প্রাণে তাই বড় বিঁধ্‌ছে। সে পা দেবতার নয় দানবের, বুকে তাই বড় বাজ্‌ছে।"

এমার বুকে মুখ রাখিয়া রঙ্গিণী বড় কাঁদিল।

রঙ্গিণীকে কোমলবাহুর স্নেহের আলিঙ্গনে ধরিয়া এমা কহিল, "রঙ্গিণি! রঙ্গিণি! কে সে? কোথায় দেখ্‌লি? ওই সন্ন্যাসী——"

"ওই সন্ন্যাসীর চেলা সে।"

"ওই সন্ন্যাসীর চেলা সে!"

রঙ্গিণী উঠিয়া বসিল। আত্মসম্বরণ করিয়া অশ্রু মুছিয়া কহিল, "হাঁ দিদিসাহেব, ওই সন্ন্যাসীরই চেলা সে। বোধ হয় বিশ্বাসী সর্দ্দার চেলাই হবে ; কারণ, সেই কেবল সঙ্গে এসেছিল, আর কেউ আসেনি। সে বড় সর্ব্বনেশে লোক দিদিসাহেব। সন্ন্যাসীও সাধারণ নয়, নইলে এমন জুট্‌ত না।"

"একবার দেখা কল্লিনি কেন ?"

"দেখা করে কি হবে দিদিসাহেব ? সে কি আমায় চেনে ব'লে ধরা দেবে ? মিছে আরও লোকের কাছে লজ্জা পাব। যাক, ও কথায় আর কাজ নেই। এখন তোমার এই বিপদের একটা কিছু ক'ত্তেই হ'চ্চে। সকলে একত্র হ'য়ে জোর জবরদস্তী ক'ল্লে, একা মেয়েমানুষ তুমি কি ক'র্‌বে ?"

এমা উত্তর করিল, "একা মেয়েমানুষ কি ক'র্‌ব ? একা মেয়েমানুষের ধর্ম্মের বল, পতিপ্রেমের বল যে সব জয় ক'ত্তে পারে রঙ্গিণি ? তুইও ত একা মেয়েমানুষ পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়িয়েছিস্, কত লোকে কত অত্যাচারের চেষ্টা ক'রেছে,—আপনাকে রক্ষা ক'ত্তে পারিস নাই কি ?"

"তেমন দলবাঁধা জোর জবরদস্তী হ'লে কি পার্‌তাম ? মরণ ছাড়া তাহ'লে আর পথ থাক্‌ত না। সঙ্গে ঝুলিতে তার জন্যে ছুরী আর বিষ ছিল।"

"সে পথ কি আমার নেই রঙ্গিণি ?"

রণিঙ্গী কহিল, "হাঁ দিদিসাহেব, অমন স্বামী ছেড়ে মরণের পথ কেন খুঁজ্‌ছ ? মরণ কি তোমার তার চেয়েও মিষ্ট হ'ল ?"

"তাকে পেলে কি আর ম'ত্তে চাই রঙ্গিণি ? স্বর্গে গেলেও ত নয়।"

"তবে তাকেই চাও, চাইলেই পাবে। এখনও সময় আছে,

দিদিসাহেব। তাকে খবর দেও। এরপর খুন হ'য়ে ম'লেও কিছু হবে না।"

"রঙ্গিণি!"

"কি দিদিসাহেব?"

"একটা কথা!"

"কি?"

"সে যদি আবার বিয়ে ক'রে থাকে?"

"না হয়, সতীনের ঘরই ক'র্‌বে।"

"ছি!"

রঙ্গিণী কহিল, "নিজের কর্ম্মফল ভুগ্‌তে হয়, ভুগ্‌বে। তাকে ত আর দোষ দিতে পার না? তার পর, আর কেউ পূজা ক'রেছে ব'লে কি তোমার দেবতাকে তুমি পূজা ক'র্‌বে না?"

এমা একটু চিন্তা করিল। পরে কহিল, "আমার জন্যে না হয় কিছু নাই মনে ক'রলাম। কিন্তু তার সুখের কণ্টক হব? তার সাজান সংসারে ত আগুণ লাগাব? না রঙ্গিণি, তা পার্‌ব না। তার চেয়ে ম'র্‌তে হয় ম'র্‌ব। নিস্ফল জীবন নিয়ে এ পৃথিবী থেকে চ'লে যাব। সে জানবেও না, তার মুর্ত্তি, তার স্মৃতি, প্রাণে প্রতিষ্ঠা ক'রে, প্রাণ দিয়ে কত তার পূজো ক'রেছি।"

এমার চক্ষে জল আসিল। রঙ্গিণী ভাবিল। ভাবিয়া কহিল, "ভাল, এক কাজ ক'ল্লে হয় না, দিদিসাহেব?"

"কি?"

"আমি নিজে একবার যাই! সে যদি বিয়ে না ক'রে থাকে, তবে তোমার অবস্থা তাকে জানিয়ে আস্‌ব।"

"তুই পার্‌বি?"

"পারব না দিদি সাহেব? তুমি ভুলে গেলে,—পথে পথে যে ভিক্ষা ক'রে ঘুরেছি? নিরাশ্রয় হ'য়ে যা পেরেছি, আজ এমন আশ্রয়ে থেকে তা পারব না?"

"নিরাশ্রয় হ'য়ে লোকে অনেক পারে, আশ্রয়ে তা পারে না। পিতার আশ্রয়ে থেকে, কই, এতদিন ত তাঁর কাছে যেতে পারি নি। আজ তাঁর আশ্রয়চ্যুত হ'য়েই পার্‌ছি।"

রঙ্গিণী কহিল, "নিরাশ্রয় হ'য়ে অতটা পেরেছি, আর আশ্রয়ে থেকে এইটুকুও পার্‌ব না? কিছু ভয় নাই দিদিসাহেব——তোমার জন্যে যমের বাড়ীও ঘু'রে আস্‌তে পারি।"

এমা কহিল, "তুই পারবি। তুই সব পারিস্। কিন্তু রঙ্গিণী, আমি যে তোকে পাঠাচ্চি, এটা যেন সে জান্‌তে না পারে। এমনি কোনও মতে তাকে খবরটা দিয়ে আসবি।"

"এখনও মান!"

"মান নয় রঙ্গিণী। আমার প্রার্থনায় বাধ্য হ'য়ে নয়, নিজের মান রাখ্‌তে আপন ইচ্ছায় সে আসে, এইটে আমি দেখ্‌তে চাই।"

"যদি এতে না আসে?"

"তার আশ্রয় আমি চাই না।"

রঙ্গিণী কহিল, "আচ্ছা। কাল সকালে উঠে তবে একটা ঝগড়া ঝাঁটি বাধাই। তার পর দূর ক'রে আমায় তাড়িয়ে দিও। নইলে কত সন্দে টন্দে হবে; পেছনে হয় ত গোয়েন্দাই যাবে। যে কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা শুন্‌লাম।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বভৌম-গৃহে।

সেই রাত্রিতেই মুখুয্যে সহ যাত্রা করিয়া পরদিন প্রত্যূষে শূলপাণি গৃহে পৌঁছিলেন। হাত-মুখ ধুইয়াই মখুয্যে প্রাতঃসমীরণ সেবনে রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য নদীর পাড়ে বেড়াইতে গেলেন। সুতরাং প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যাপরায়ণ আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত শূলপাণির অনুগত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দশন পংক্তিবিকাশনহাস্যবদনে পরস্পর নমস্কার প্রতিনমস্কার ও কুশল বার্ত্তাদি বিনিময়ের পর, বাবু গৃহে আগমন করিয়াছেন এই সংবাদে ব্রাহ্মণগণ যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন। মুখুয্যেরও ক্লান্তিদূর হইল। তিনি গৃহে ফিরিলেন। মনে মনে বাবুর চিত্তবিনোদক শ্লোকাদি স্মরণ ও রচনার চেষ্টা করিতে করিতে কোনও মতে সন্ধ্যাহ্নিকের মন্ত্রোচ্চারণ ও হস্তসঞ্চালনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া ত্রস্ত গৃহে গিয়া ধৌতবস্ত্র ও গাত্রমার্জ্জনী রাখিয়া, ব্রাহ্মণগণ শূলপাণির বৈঠকখানায় আসিয়া সমবেত হইলেন।

অনেক স্তুতিবাক্যে ও উপমায় ব্রাহ্মণগণ বাবুর ধর্ম্মনিষ্ঠা, উদারতা ও বদান্যতার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিলেন। হিরণের সময়ে বাবুর রাজসূয় যজ্ঞে রাজার ন্যায় অশন বসন ধন বিতরণ এবং সার্ব্বভৌমের অসূয়ামূলক নীচ ব্যবহারের কথা উঠিল। সার্ব্বভৌমের কথা হইতে মদনের কথা আসিল, মদনের ব্রাহ্মণত্ব-ত্যাগ ও হীন বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনের কথা আলোচিত হইল। শূলপাণির সুনিপুণ ইঙ্গিতে পরিচালিত ব্রাহ্মণগণ মদনের অনেক নিন্দা করিয়া অবশেষে তাহার যে পতিত ও জাতিচ্যুত হইয়া থাকাই বিধেয়,

এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। সার্ব্বভৌমের ধৃষ্ট ব্যবহারেরও উপযুক্ত প্রতিশোধ ইহাতে হইতে পারে।

সর্ব্বনাশ! সার্ব্বভৌমের সমাজচ্যুতি, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রতি অসামান্য স্নেহ ও অনুগ্রহ বশতঃ একি অসম্ভব প্রস্তাব করিতেছেন! শূলপাণি যারপরনাই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। যেরূপ ব্যবহারই করুন, সার্ব্বভৌমঠাকুর চিরদিন তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। আর মদন ছেলেমানুষ—অবশ্য সার্ব্বভৌমঠাকুরের অনুমোদন সে পাইয়াছে—তা যাই হ'ক—এ ক্ষেত্রে এতটা অগ্রসর হওয়া—সেটা তিনি ইচ্ছা করেন না।

বাবুর অসাধারণ সদাশয়তা ও উদারতায় মুগ্ধ ব্রাহ্মণগণ 'ধন্য' 'ধন্য' করিয়া উঠিলেন।

মুখুয্যে তখন আপন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মত প্রকাশ করিলেন, অত্যধিক কোমলতা ও চক্ষুলজ্জা বশতঃ বাবু সমাজের হিত বিস্মৃত হইতেছেন। পতিত ব্রাহ্মণকে কি করুণাবশতঃ সমাজে আশ্রয়দান করা উচিত? ইহাতেই ত সমাজ ক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আর কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লোপ পাইবে, হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব আর থাকিবে না।

ব্রাহ্মণগণও মুখুয্যেকে সমর্থন করিয়া বলিলেন, বাবু যখন হিন্দু সমাজের অবলম্বন, কর্ত্তব্যপালনে একটু কঠোরতা অবলম্বন তাঁহার আবশ্যক। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' ইত্যাদি শ্লোকে এই মত সমর্থিত হইল। শূলপাণি আর কি করিবেন? অগত্যা মদন যদি পূর্ব্ব পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা গঙ্গাস্নান করিয়া এই হীনবৃত্তি ত্যাগ করে, তবে ব্রাহ্মণগণ এবার তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, এইরূপ অনুরোধ তিনি করিলেন। ব্রাহ্মণগণ আবার 'ধন্য' 'ধন্য' করিয়া উঠিলেন। অপরিসীম সদাশয়তা বশতঃ শূলপাণি বাবু নিজেই সকল শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া সার্ব্বভৌমগৃহে গমন করিয়া এইরূপ চেষ্টা করিবেন, বলিলেন।

মূঢ়তাবশতঃ সার্ব্বভৌম যদি বাবুর এই উদার প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তবে কল্যই সমবেত হইয়া যথাবিধি পাতিত্য-বিধানে মদনকে সকলে: . শাস্তি দিতে বাধ্য হইবেন। ধর্ম্মপ্রাণ সমাজহিতৈষী বাবুও অবশ্য তাহাদের এ হেন ধর্ম্ম ও সমাজের হিতচেষ্টার পোষকতা করিবেন।

ব্রাহ্মণগণ বিদায় হইলেন। শূলপাণি মুখুযো সমভিব্যাহারে সার্ব্বভৌম গৃহে গমন করিলেন।

সার্ব্বভৌমঠাকুর গৃহবারান্দায় পূজার আসনে উপবিষ্ট। পার্শ্বে তাঁহার পূজা-অর্চ্চনার ও ধর্ম্মসাধনাব নিত্যসঙ্গিনী যমুনা। পাঠক, একদিন দেববালারূপিণী যমুনার এ চিত্র আপনারা দেখিয়াছেন, পুনরায় বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। যমুনা গাহিতেছিল,—

(আমার) শ্যামা মা ই সে শ্যাম রসময়,
বাঁশীর কালা ই অসির কালী।
মুণ্ডমালার করালী যে,
সেই ত মোহন বনমালী।
মহাকালের মারণ লীলা,—
তাতেই নূতন জীবন খেলা,—
জাগায় জীবন যার মুরলা,
সেই মারণে মহাকালী!
ভাঙ্গা গড়া বিশ্বলীলায়,
মিলে আছে শ্যামে শ্যামায়,
করাল কালী কান্ত কালায়—
ওই সে মিলন কৃষ্ণকালী!

ভক্তি-গদ্গদ চিত্তে প্রণাম করিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন, "মা বিশ্বময়ী! মহাকালী মোহনকালায় বিশ্বলীলাময়ী কৃষ্ণকালী!—সময় ত হ'য়ে এল মা!

কবে তোর কোলে তুলে নিবি? কবে একটু ঘুমুতে দিবি? ঘুমের ঘোরে পুরোণো ভেঙ্গে কি নূতন গড়বি, জাগিয়ে কি তা আমায় জান্‌তে দিবি মা?"

"নমস্কার সার্ব্বভৌম মশাই; ভাল আছেন ত?"

মুখুয্যে সহ শূলপাণি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সার্ব্বভৌমঠাকুরকে নমস্কার করিলেন।

"এস বাবা শূলপাণি, ভাল আছ ত? নমস্কার মুখুয্যে মশায়, আসুন, কুশলে আছেন ত?"

মুখুয্যে নীরব হাস্যমুখে করজোড়ে নমস্কার করিয়া কৃতজ্ঞ শিরঃসঞ্চালনে কুশল নিবেদন করিলেন।

শূলপাণি কহিলেন, "আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে মা জগদম্বা এক রকম রেখেছেন।"

চোকে একদিকে সবিনয় ভক্তি লইয়া সার্ব্বভৌমঠাকুরের পানে, অন্য দিকে লালসালোলুপ মুগ্ধদৃষ্টি লইয়া যমুনার পানে শূলপাণি চাহিলেন। বাঃ! কে এ যুবতী! প্রকৃতির কোলে অপূর্ব্ব বনকুসুমের মত কে এই বালা প্রথম যৌবনের সকল সৌন্দর্য্য লইয়া এই গ্রাম্য ব্রাহ্মণের গৃহে ফুটিয়াছে? এই রূপ! আবার মধুর কণ্ঠে কি মধুর সঙ্গীত! অনেক শিক্ষিতা গায়িকার সঙ্গীতশ্রবণে শূলপাণি অভ্যস্ত,—কিন্তু এমন সঙ্গীত কি কখনও শুনিয়াছেন? অশেষ ভোগবিলাসে যৌবন কাটাইয়াও শূলপাণির বাসনার নিবৃত্তি কখনও হয় নাই; বরং নিত্য নূতন ভোগে নূতন লালসাই জাগিত। এমন নন্দনের পারিজাত অক্লান্তভোগী শূলপাণির ভোগলিপ্সু নয়নপথে আর কখনও পতিত হয় নাই। হৃদয় ভরিয়া শূলপাণির দারুণ লালসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

আর না! পাঠক! পুণ্যগৃহে দেবপূজার পুণ্য আসনে উপবিষ্ট দেব

জীবন সার্ব্বভৌম এবং সার্ব্বভৌম পালিতা দেববালাযমনার পুণ্যমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া, শূলপাণির এই পাপলালসার কথা আপনারা বিস্মৃত হউন। শূলপাণি ভুলিবে না, কিন্তু আপনারা ভুলুন।

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "এস বাবা, উপরে এসে ব'সো। বাইরে দাড়িয়ে কেন?"

শূলপাণি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, আপনি আহ্নিকে ব'সেছেন, ওখানে কি যেতে পারব? হিবণের জন্য আপনার আমাকে ত্যাগ ক'র্ত্তে হ'য়েছে, ওখানে কি বস্‌তে পাব?"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "এস বাবা, কেন পাবে না? মার পূজা কচ্চি,—মা আমাদের সকলের মা, সকলেই আমরা মার কোলে আছি। সামাজিক ধর্ম্মের অনুরোধে তোমার সঙ্গে সামাজিক সংস্রবে যাই আপত্তির কারণ থাক্, মার পূজার কোন বাধা নাই। তুমি আমি এখানে একাসনে ব'সে মা'র পূজা ক'ল্লেও, মা তায় তুষ্টা বই রুষ্টা হবেন না। এস বাবা।"

শূলপাণিও উঠিতে উঠিতে কহিলেন, "আজ্ঞে সার্ব্বভৌম মশাই, আপনি অতি মহাপুরুষ। আমরা আপনার পায়ের ধূলো নেবারও যোগ্য নই"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "ছি বাবা, অমন কথা ব'লতে আছে? আমরা সকলেই যে এক মায়ের সন্তান। এস, যমুনা, এঁদের ব'স্‌বার আসন এনে দেও।"

যমুনা গৃহমধ্য হইতে দুই খানা আসন আনিয়া বসিতে দিল। শূলপাণি ও মুখুয্যে বসিলেন। শূলপাণি যমুনার দিকে চাহিয়া তাহার সর্ব্বাবয়ব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এই কন্যাটি কে?"

সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, "আমারই আশ্রিতা একটি অনাথা বিধবার কন্যা।"

"ব্রাহ্মণকন্যা?"

"হাঁ।"

"এখনও বিবাহ হয় নাই বুঝি ?"

"না বাবা, সেই জন্য বড় উদ্বেগে আছি। বয়ঃপ্রাপ্তা হ'য়েছে, অজ্ঞাত কুলশীলা ব'লে এখনও সৎপাত্রস্থা ক'ত্তে পারি নাই। পা'ল্লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পার্‌তাম। তারা ব্রহ্মময়ী, তুমি মা বাঁচাও!"

শূলপাণি কহিলেন, "আপনার অনুমতি হ'লে আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারি। আমার অনুগত অনেক সৎব্রাহ্মণ আছেন। কন্যাটি অতি সুন্দরী, গানও ত ইনিই গাচ্চিলেন ?

"হাঁ বাবা, দিদি আমার বড় মিষ্টি গায়। এখন ওর মুখে মার নাম না শুন্‌লে, আমার পূজা আহ্নিক কিছুই হয় না।"

শূলপাণির তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে যমনা বড় সঙ্কুচিত হইতেছিল। সে মৃদুস্বরে কহিল, "আমি যাই দাদামশাই, পূজার বাসন টাসন গুলো ধুয়ে নিয়ে আসি গে ?"

"যাও দিদি।"

যমুনা নির্ম্মাল্য কুড়াইয়া পুষ্পপাত্রাদি সব গুছাইয়া লইয়া গেল।

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "তার পর শূলপাণি, কি মনে ক'রে, বাবা ?"

শূলপাণি অতি বিনীত ও সঙ্কুচিত ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে, একটুখানি বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে এ বাড়ীতে এসেছিলুম, তা এসেই ত ভারি এক বিপদে প'ড়ে গেছি।"

"সে কি ? কি বিপদ বাবা ?"

শূলপাণি কহিলেন,—"দেখুন সার্ব্বভৌম মশাই, মদন নাকি শিষ্য-যজমানটান সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষেত খামারের চাষ ক'রে আর গরু রেখে পরিবার প্রতিপালন ক'চ্চে। ব্রাহ্মণসন্তান হ'য়ে এরূপ হীন কার্য্য করা কি ভাল হ'চ্চে ?"

সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, "মন্দই বা কি হ'চ্চে? মদন যে আধুনিক এই ব্রাহ্মণের ব্যবসা ছেড়ে, স্বাধীনভাবে নিজের প্রবৃত্তি মত শরীর সামর্থ্যে আপনার জীবিকা অর্জ্জন ক'চ্চে, এতে মহত্ত্ব বই, হীনত্ব আমি কিছু দেখ্‌তে পাইনে।"

শূল।—আমিও ওসব বড় কিছু মনে করিনে। ওটা বরং ভালই। তবে কি জানেন, গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই আমায় আজ এসে ব'ল্লেন, মদনের হীন কার্য্যে তাঁদের বড় মুখ ছোট হয়,—তা—

সার্ব্ব।—তাঁদের মুখ ছোট হ'তে পারে। কিন্তু আমার মুখ এতে কখনও বড় বই ছোট হয় নাই।

শূল। সেটা কি জানেন সার্ব্বভৌম মশাই, আমিও মানি। তবে এঁরা এতে বড় নারাজ। এদিকে হিরণকে গ্রহণ ক'রে তাঁরা আমাকে বাধ্য ক'রে ফেলেছেন, একটা অন্যায় আবদার ক'ল্লেও আমি ফেল্‌তে পারিনে।

সার্ব্ব।—তা পার না সত্য। তবে তার প্রয়োজন কি?

শূল।—দেখুন, মদন কি ওগুলো ছেড়ে দিতে পারে না? আমিও বরং একটা চাক্‌রী বাক্‌রী জুটিয়ে দেব।

সার্ব্ব।—মদন তা ছাড়্‌বেও না, চাক্‌রীও ক'র্‌বে না। আমিও এমন কথা তাকে ব'ল্‌তে পার্‌ব না।

শূল।—তা ত জানি। তবে কি জানেন—এঁরা সব মদনের উপর ভারি অসন্তুষ্ট। এঁরা বলেন, মদন শিষ্য যজমান ত্যাগ ক'রে, এই হীন বৃত্তি গ্রহণ ক'রে পতিত হ'য়েছে। তাই সকলের অভিপ্রায় যে তাকে জাতিচ্যুত ক'রে রাখা হয়। তবে মদন যদি একটা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ওগুলো ছেড়ে দেয়, তবে আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারি।

সার্ব্ব।—মদন এমন কোন মহাপাপ করে নাই, যাতে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।

শূল।—তা প্রায়শ্চিত্ত করুক না করুক—মুখের একটা কথা বইত নয়—'ক'রেছি' ব'ল্লেও বোধ হয় হ'তে পারে।

সার্ব্ব।—কি ! মিথ্যা ব'ল্‌বে ?

শূল।—না হয়—গঙ্গাস্নান ত ক'রেই থাকে,—বল্লেই পার্‌বে যে গঙ্গা স্নান ক'রেছি। এটা ত আর মিথ্যা বলা হ'ল না।

সার্ব্ব।—মিথ্যার চাইতেও বেশী। সোজা মিথ্যা বরং ভাল, কিন্তু সত্যের ভাণে মিথ্যা আচরণ বড় ঘৃণিত।

শূল।—তবে দেখ্‌ছি মদনকে রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। এর একটা কিছু না ক'ল্লে, এঁরা মদনকে 'পতিত ব্রাহ্মণ' ধার্য্য করে, সর্ব্বত্র লিখ্‌বেন ব'লেছেন।

সার্ব্ব।—তা লিখুন। মদন বন্য পশুর মত বনে লুকিয়ে থাক্‌বে, তবু মিথ্যা আচরণে ধর্ম্মবুদ্ধির বিরোধী কোন কার্য্য ক'রে সমাজে থাক্‌তে চাইবে না।

শূল।—আজ্ঞে, এ বিষয়ের বিচারের জন্য কাল সকলে সমবেত হবেন। আপনি সেখানে উপস্থিত থেকে, এ সব তাঁদের বুঝিয়ে ব'ল্লে বোধ হয় কিছু ফল হ'তে পারে।

সার্ব্ব।—আমার উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। এঁরা বোঝালেও বুঝ্‌বেন না।

শূলপাণি।—তা একবার উপস্থিত থাক্‌লে দোষ কি ?

সার্ব্ব।—সে সম্ভাবনা নাই। কাশীতে আমার এক শিষ্য মৃত্যুশয্যায় আমাকে একবার দেখ্‌তে চেয়েছে। আমি আজ রাত্রিতেই যাত্রা ক'রব।

শূল।—একটা দিন অপেক্ষা ক'ত্তে পারেন না কি ?

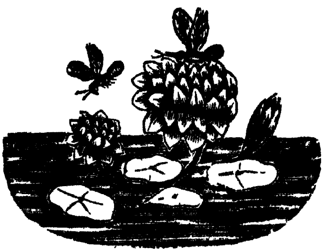
সার্ব্ব।—আমি পারি; কিন্তু মৃত্যু হয় ত তার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌বে না।

শূল।—আজ্ঞে, তবে আর কি ক'র্‌ব ? আমার কোন অপরাধ নেবেন না।

সার্ব্ব।—তোমার অপরাধ কি বাবা ? তুমি কি করিবে ?

সার্ব্বভৌমকে নমস্কার করিয়া শূলপাণি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "ইচ্ছাময়ী, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক্ মা! সম্পদে-বিপদে সুখে দুঃখে অধম সন্তানকে পায় রেখো মা।"



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পতিত।

"বলি এদেশের হ'ল কি? আঁ! ও মদ্না, ও মাণ্কে! বলি তোরা আছিস্?"

মেনকা ঠাকুরাণী বড় রাগিয়া কুঁদিয়া বকিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। মদন ও মাণিক উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল।

মাণিক কহিল, "আছি বৈ কি? এই যে সাক্ষাৎ মাণিক জোড় দাঁড়িয়ে আছি, দেখ্‌তে পা'চ্ছ না?"

"বলি, আছিস্ ত এখনও অম্‌নি দাঁড়িয়ে আছিস্? তোদের কি মানুষের আত্মা নেইরে? আঁ! সার্ব্বভৌমঠাকুরের ভাইপোর বউ আমি—আমার গর্ব্ভে জন্মেছে মদন, মদনের কাছ থেকে দুশো হাতদূরে যারা দাঁড়াতে ঠাঁই পায় না, তারা বলে আমার মদন পতিত! তারা আমার মদনের জাত মারে! অধঃপাতে যাক্! ছাঁচের কুটো, খ্যাংরা কাটি, ভিটের মাটি পর্য্যন্ত ছাড়খারে যাক্! যে যেখানে আছে সব ঢ'লে পড়ুক! অপঘাতে অগতিতে সব মরুক! গঙ্গাতীরে থেকেও যেন গঙ্গা পায় না! আগুন দিতে যেন কেউ থাকে না! হাড়ী ডোমে যেন গোভাগাড়ে টেনে ফেলে দেয়! বায়ান্ন পুরুষ যেন নরকে পচে!"

এক নিশ্বাসে অভিশাপগুলি বর্ষণ করিয়া একটু ক্লান্ত হইয়া মেনকা ঠাকুরাণী থামিলেন।

মদন কহিল, "হ'য়েছে কি? অত রেগেছ কেন মা? জাত অম্‌নি গেল আর কি? মনে কর না আমরাই তাদের জাত মেরে রেখেছি।"

"বলি, পারিস্ ত ক'ব্ না! দেখে চোখ দুটো একটু জুড়োক্,—গায়ের ঝালটা একটু মিটুক্! সার্ব্ভোমঠাকুর—ওরে মহাপাতকী ভাগাড়ের মড়ারা! ওরে সাতপুত-সত্তরনাতি থাকি আঁটকুড়ীর ব্যাটারা! সার্ব্ভোম ঠাকুর, যাঁর পায়ের ধূলোর পায়ের ধূলো তোরা মাথায় তুলে নিতে পারিস্নি, সেই সার্ব্ভোমঠাকুরের ঘরের ছেলে মদন,—তাকে বলিস্ তোরা পতিত! আঁ! তোদের মুখ অম্নি খ'সে প'ল না?"

এমন সময় জয়াকে আসিতে দেখিয়া হাঁকিয়া কুঁদিয়া জয়ার দিকে ধাইয়া গিয়া সপ্তমের সুর দশমে চড়াইয়া মেনকা কহিলেন, "বলি ও জয়া ঠাকুরঝি! বল্না, তোর ভাই, হ'ক্না সে বড়মানুষ, থাক্না তার সিন্দুক-ভরা টাকা,—ওলো সে টাকা দিয়ে যে সার্ব্ভোমঠাকুরের একটু পায়ের ধূলো সে কিন্তে পারে না। সে এসে জাত মারে তাঁর ঘরের ছেলে মদনের? এত বড় সাধ্যি তার। সে জানে না, কচু বনের ব্যাং হ'য়ে পাহাড়ে সাপের গায় হাত দিতে এসেছে, কুকুর হ'য়ে যজ্ঞির ঘিতে মুখ দিতে এসেছে, ফড়িং হয়ে আগুনে পাখসাট মা'ত্তে এসেছে।"

জয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "তা ভাই আমায় ব'লে কি ক'র্বে, বড়বৌ? আমার বড় বাধ্য ভাই কি না? কত যত্ন ক'রে আমায় ঘরে রেখেছে!"

"সে রাখুক না রাখুক আমার কিলো? তোরা তা ঘরে ঘরে বুঝ্গে না? ব'ল্ব না! দুশবার ব'লব! মদনকে করে সে জাতমারা! এত বড় অপমান সার্ব্ভোমঠাকুরের। দেবতারা কি ঘুমিয়ে আছেন? পুণ্যি ধর্ম্ম কি সব পুড়ে গ্যাছে? চন্দ্র সূর্য্য কি ওঠে না? রাত দিন কি হয় না? এখনও আকাশ খ'সে প'ল না! পিথিমী রসাতলে গেল না!"

জয়া কহিলেন, "বলি! তুমি ক্ষেপেছ বড়বৌ? দাদার টাকা খেয়ে দুটো খোসামোদে বামুণ দুটো শাস্তর আওড়ালে, আর অমনি মদনের জাত গেল! একি হয়?"

"হ'ক না হ'ক, তারা এমন কথা ব'ল্‌বার কে? মনিঋষির তাত্তুল্যি সাব্‌ভোমঠাকুর,—পুণ্যির কথা বল্‌তে হবে যে এ গাঁয়ে এমন মহাপুরুষের জন্ম হ'য়েছে—এমন পুণ্যির জোর কটা গাঁয়ের আছে? বল্‌না—বলি ও জয়া ঠাকুরঝি—বল্, এমন পুণ্যির জোর কটা গাঁয়ের আছে? তা এ গাঁয়ের এই মড়াখেকো বামুনগুলো, ভাগাড়ের শকুনগুলো,—নরকের কিল্‌কিলে কির্‌মি কীট গুলো থুঃ!—এরা এটা বুঝলে না গা? এই অপমানটা আজ তাঁর ক'ল্লে? আঁ? একি সয়? বলি ও জয়া ঠাকুরঝি! বল্, একি সয়? আজ তিনি বাড়ী নেই দেখে; নইলে এতক্ষণ তাদের যথাসর্ব্বস্ব ছারেখারে দিতে আগুন জ্বলে উঠত না।"

জয়া আবার বুঝাইয়া কহিলেন, "বলি বড়বৌ! কেন খামোকা চেঁচিয়ে ম'চ্চ? কি হ'য়েছে? এরা কি যে সাব্‌ভোমঠাকুরের অপমান ক'ত্তে পারে? দেশভরা সাব্‌ভোমঠাকুরের নাম মান প্রত্তিপত্তি; এই দুটো খোসামুদে বামুনের কথায় সব ভেসে গেল? আর মদনই বা তোমার পতিত হ'ল কিসে? সাব্‌ভোমঠাকুর র'য়েছেন, মাণিক রয়েছে, আর যদি কেউ নাও আসে,—এঁরা কজনে মিলে থাক্‌লেও, কার সাধ্য ব'ল্‌বে যে মদন পতিত, মদনের জাত গেছে।"

কতক ক্লান্তিতে, কতক অনর্থক চীৎকারের বিফলতা বুঝিয়া, মেনকার স্বর অনেক নামিল, তিনি কহিলেন, "পই পই ক'রে তখন বারণ করলুম, —মদন, শিষ্যযজমান সব ছাড়িস্‌নি। তা দ্যাখ্‌ ঠাকুরঝি, তিনি পর্য্যন্ত ব'ল্লেন, মদন বেশ ক'রেছে। আমি আর কি ক'র্‌ব, বল্। নইলে কি দিতাম মদনকে শিষ্যযজমান্ সব ছাড়্‌তে?"

জয়া কহিলেন, "বেশ করেছে তোমার মদন; মানুষের যুগ্যি কাজ ক'রেছে। এতে আবার দুঃখু ক'চ্চ বড়বৌ! মাণিক আমার সাহেবের

চাকরি ক'ত্তে গিয়ে কত অপমান হ'য়েছিল। ছেড়ে এসে যে মদনের মত চাষবাস ক'চ্চে, এতে আমার কত মুখ উচু!

মদন কহিল, "জয়াপিসি, সবার মা যদি তোমার মত হ'ত, তা'হলে দেশে আর দুঃখ থাকৃত না।"

জয়া উত্তর করিলেন, "সব মার ছেলেও যদি বাবা তোমার মত হ'ত, তাহলেও দেশের দুঃখু থাকৃত না।"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "মা, আমায় কিছু ব'ল্লে না? একা মদন দাকেই একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলে দিলে?"

"তুমি তোমার মদনদার ছোট ভাই।"

"ছোট ভাই ছোট ভাইই থাকৃতে চাই মা, মদনদার উপরে কখনও উঠ্‌তে চাই না!"

মেনকার শরীর এখনও জ্বলিতেছিল। পরস্পর এই সন্তুষ্টির স্তুতি-বাক্যাবলী তাঁহার প্রীতিকর হইল না। ভ্রূকুটিকুঞ্চিত বিরাগবক্র মুখে জয়াকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "নে ভাই, তোদের ঠ্যাকার এখন রাখ্, ভাল লাগে না। যা হবার তা ত হ'ল; চল্ দেখে আসিগে গঙ্গা ঠাকুরঝিরা কি ক'চ্চে। কত যেন কাঁদছে,—খাওয়া দাওয়া হ'য়েছে না কি তারই বা ঠিক কি?"

জয়া কহিলেন, "ওগো, সে তোমার মত নয় যে এই কথা নিয়ে না খেয়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদ্‌বে। তা চল, একবার বেরিয়ে আসিগে!"

মেনকা ও জয়া সার্ব্বভৌমের গৃহের দিকে গেলেন। মদন ও মাণিক্ দুইজনে হো হো করিয়া কতক্ষণ হাসিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণবী।

দুই তিন দিন চলিয়া গেল। মদন ও মাণিক আজ রাত্রিতে কলিকাতায় যাইবে।

সুন্দরের নিকট আনন্দাশ্রমের সংবাদ পাইয়াই মাণিক বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিল। কোন অনুসন্ধান আর করিয়া আসিতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত নানা বাধায় আর কলিকাতায় যাইতে পারে নাই। এখন মদনকে লইয়া গিয়া একটা কিনারা করিয়া আসিবে, এইরূপ পরামর্শ করিয়াছিল। প্রাতঃকালে মদন মাণিকের বাড়ীতে আসিল। উঠানে দুইজনে জল চৌকিতে বসিয়া কলিকাতা যাইবার কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। জয়া গাই দুইয়া আনিয়া দুধের ভাঁর ঘরের দাওয়াতে রাখিয়া, তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আজ আবার ক'ল্‌কাতায় যাবি কেন মাণিক? এই ত দেড়মাসও হয়নি এসোছিস।"

মাণিক উত্তর করিল,—"কাজকর্ম্মে যেতে-হয় মা, নইলে খামোকা কে এত হ্যাঙ্গামা করে বল? মদন দাও যাবে।"

"তুইও যাবি মদন?"

"হাঁ জয়াপিসি। জরুরী কাজ আছে। ক'দিন পরেই আবার ফিরব!"

জয়া কহিলেন,—"তা যা, তোদের কাজ তোরাই জানিস্? তা দেখিস্, আবার সায়েব টায়েব মেয়ে যেন পালাস্ নি। বড়বৌ এমনিই যে ক্ষেপে আছে, একেবারে অনর্থ ক'র্‌বে।"

তিন জনেই হাসিয়া উঠিলেন। সহসা বাহিরের দিকে মধুর সঙ্গীতধ্বনি উঠিল। অপরিচিতা সুন্দরী যুবতী এক বৈষ্ণবী গান করিতেছে। গায়িতে গায়িতে বৈষ্ণবী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বৈষ্ণবী গায়িতেছে,—

"সই যমুনার তীরে শ্যাম সুন্দরে
পলকে হেরিনু বিকাইনু পায়।
(আমি) সে চরণে দাসী পূজি দিবানিশি
প্রাণে কাল শশী সেই শ্যামরায়।
(আমি) প্রাণে পূজিয়া শ্যামে কলঙ্কিনী শ্যাম নামে,
গরবিনী মানি কত তায়;—
(সই) সহি যে লাঞ্ছনা প্রাণে তা সান্ত্বনা,
শ্যাম বিনা শ্যাম নামে কাণ জুড়ায়।—
(সই) যৌবন কুসুমহারে, প্রাণ সাজায়ে থরে
বসে আছি ডালি দিব পায়,—
(আমার) জীবন ফুরাল যৌবন শুকাল
দিনেকের তরে পাব নাকি তায়?"

জয়া কহিলেন,—"তুই কে লো? আর কখনও ত দেখিনি। কেন আর কেউ তোর নেই? একা এম্‌নি পথে পথে বেড়াস্?"

বৈষ্ণবী উত্তর করিল,—"চিনবে কি ক'রে মা ঠাক্‌রুণ? আমি নূতন এসেছি। রাধাগোবিন্দের আখ্‌ড়ায় আছি। সাথী আর কোথায় পাব, মা ঠাক্‌রুণ? আমার বাপ ভাই বন্ধু কেউ নেই।

মদন একদৃষ্টে বৈষ্ণবীর দিকে চাহিয়া ছিল। মুখখানি যেন চেনা

চেনা লাগিতেছিল। জয়া এ দৃষ্টি লক্ষ্য করিলেন। মর্ মাগী! তোর আক্কেল কি? এই রূপ যৌবন নিয়ে একলা এমন উদোম ষাঁড়ের মত পথে পথে বেড়াতে হয়? আহা, বয়েসের ছেলে, ঘরে বউ নাই। মাগী বিদায় হয় না কেন?

"ও তারার মা, তারার মা! দুটো ভিক্ষে এনে দে না!—না! মাগী গেল কোথায়?

জয়া নিজেই ভিক্ষা আনিতে গৃহের দিকে চলিলেন!

মদন কহিল,—"তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি, বষ্টমী?"

জয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বৈষ্ণবী কহিল, "তা আমরা নানা দেশে ভিক্ষে ক'রে বেড়াই; কোথায় হয়ত দেখে থাক্‌বেন।—অপনাকেও যেন কোথায় দেখেছি।—ওহো—আপনিই না সেই প্রয়াগে রেলের এষ্টেশনে একটা সাহেবকে মেরেছিলেন? ঐ যে এ টা বাঙ্গালী বিবিকে ধ'রে সাহেবটা টানাটানি ক'চ্ছিল,—কেমন, মনে পড়ে কি বাবু?"

"হাঁ হাঁ মনে প'ড়েছে, তোমাকে সেই বিবির সঙ্গে দেখেছিলাম না? সেই বিবির—"

"চাকরাণী ছিলাম আমি।"

ওমা, তাইত এই!—নইলে মদন এমন লক্ষ্মী ছেলে। তা সে বিবি ত মদনের বউ, মাগী বষ্টমী হ'য়ে বেরিয়ে এল কেন? জয়া আবার কাছে আসিয়া দাঁড়ালেন।

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "এমন চাকরী ছেড়ে তবে ভিক্ষেয় বেরিয়েছ কেন গা? ভিক্ষে কি এতই মিষ্টি হ'ল?"

"দায় ঠেক্‌লে বাবু কাজেই মিষ্টি হয়?

"কি এমন দায় ঠেকেছিলে যে সেই চাকরী ছাড়্‌তে হ'ল?"

রুক্মিণী উত্তর করিল, "সে চাকরী করার আগেও আমি বষ্টমীই

ছিলাম। বিবি বড় ভালবাস্ত। তা কপালে টিক্‌ল না, তার কি কর্‌ব ?”

মদন একটু ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—“কেন কি হ’য়েছিল ? তারা তাড়িয়ে দিয়েছে, না তুমি আপনিই চ’লে এসেছ ?”

র।—তারা তাড়িয়ে দেয়নি। আমি আপনিই চ’লে এসেছি।

মা।—কেন গা ?

রা।—তাদের যে সব কাণ্ড কারখানা দেখলাম, তাতে থাক্‌তে প্রবৃত্তি হ’ল না,—পালিয়ে চ’লে এলাম।

ম।—কি ? কি কাণ্ড কারখানা দেখ্‌লে গা ?

র।—না বাবু, সে সব কথা বল্‌তে পাব্‌ব না। তারা মনিব, এতদিন চাকরী ক’রেছি ; এখন নেমক্‌হারামী ক’ব্‌ব ?

ম।—না, না, বল না, তোমার ভয় কি ? তোমাকে ভাল বখ্‌সিস্‌ দেব এখন।

র।—তা আপনারা এত ক’রে ব’ল্‌ছেন, না হয় বলিই। আর চাকরীই যদি ছেড়ে দিয়েছি, এত খাতিরই বা কিসের ?

মা।—তা বটেই ত। যতদিন নুন, ততদিন গুণ। নুন ছাড়লে আর গুণ গাইবার দায় কি ? তুমি ব’লে ফেল।

র।—আমার যে বিবি, তার নাকি ছেলে বেলায় কোন এক গেঁয়ে বামুনের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ’য়েছিল। তা সেই বিবির বাপ সাহেব কি না, সেই গেঁয়ে বামুনের ঘরে মেয়ে দিতে চায় না। তা ভাখ মা ঠাক্‌রুণ, ঐ একটি মেয়ে, এত বড় জমিদারী সব তার,—খালি খালি প’ড়ে থাক্‌বে ? তাই সাহেব বাপ তার আবার বিয়ে দিচ্চে।

মদন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল, নিস্পন্দ, নীরব! মাণিক বিস্ময়ে চমকিয়া কহিল, “আবার বিয়ে দিচ্চে! সে কি ?”

রঙ্গিণী উত্তর করিল, "হাঁ বাবু, ব'ল্‌ছি কি? এমন ঘেন্নার কথা আর শুনিনি কোথাও! মেয়ের বিয়ে হয়েছে, একটা সোয়ামী রয়েছে,—সেই মেয়ের আবার বিয়ে? তা ত্থাখ বাবু, আমরা হাজার হ'লেও হিন্দুর মেয়ে, বষ্টম,—দেখে শুনে ভারি ঘেন্না হ'ল। তাই, খুব সুখেই ছিলাম বটে—তা ছেড়ে এলাম। অমন অধর্ম্ম চোখে দেখ্‌লেও পাপ আছে।"

মাণিক কহিল,—"একবার বিয়ে হ'য়েছে; আবার কি হ'তে পারে? এ কি ব'ল্‌ছ তুমি?"

রঙ্গিণী উত্তর করিল,—"আমরা ত জান্‌তাম পারে না। তা এক মিন্সে সন্ন্যেসী কে এয়েচে, সে কোন্ একটা শাস্তর বের করেছে—সোয়ামী পতিত হ'লে নাকি মেয়েমানুষের ফের বিয়ে হ'তে পারে।"

জয়া কহিলেন, "তুই মাগী মিছে বানিয়ে ব'লছিস্। কি যেন ক'রেছিলি, তাড়িয়ে দিয়েছে; এখন তাদের নামে নিন্দে গেয়ে বেড়াচ্ছিস্।"

"না, মা ঠাক্‌রুণ, মিছে কেন ব'ল্‌ব? তারা হ'ল মনিব, নুন খেয়েছি। এখন তাদের নামে মিছে নিন্দে ক'রে ধর্ম্মে পতিত হব? আর এ মিছে ব'লে আমার লাভ কি? কোন কলঙ্ক ত আর দিচ্চিনে? বে হ'লে ত সবাই জান্‌বে।"

"তারা হ'ল সাহেব, বে দেয় ত এমনিই দেবে। সন্ন্যেসীর কাছে শাস্তরের ব্যবস্থা নিতে আস্‌বে কেন লা?"

"ওগো, সাহেবদেরও নাকি এমন বে হ'য় না। তাই এ সব ভিরকুটি কচ্ছে। সব ঠিক হ'য়েছে। হিরণ সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবে।"

মদন ও মাণিক উভয়েই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "হিরণ! কে হিরণ?

"তাকি আমি অত জানি বাবু? সে হ'ল সাহেব। ওখানে খুব যায় আসে, কে শূলপাণি বাবু আছে,-তার ছেলে।"

"শূলপাণি !"

"হাঁ বাবু, তাঁকে চেনেন নাকি ? তা চিন্‌তে পারেন, খুব বড় লোক তিনি। বাবা সাহেবের সঙ্গেও খুব খাতির আছে। তা মিন্সে বড় ধড়িবাজ। সেই এই সন্ন্যেসী জুটিয়ে সব ফন্দি আঁট্‌ছে। মিন্সের মস্ত লোভ,—অত বড় জমিদারীটে সব তার ছেলের হবে। তা ঐ বিবির আগের যে সোয়ামী, সে পতিত না হ'লে ত আর বে হবে না ? তাই আটকুঁড়ির ব্যাটা দেশে গেছে, তাকে জাতমারা ক'রে রাখ্‌তে। ঐ এক গাঁয়েই নাকি ওদের বাড়ী।"

মাণিক ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিল, "মদনদা, বুঝ্‌লে এতক্ষণে জাত মারার অর্থ ? ওঃ! কি পাষণ্ড !"

রঙ্গিণী চমকিয়া কহিল,—"ওমা! এ আমি কি কর্‌লাম ? হাঁগা, তোমরা কি সেই বিবির কেউ হও ? তাহ'লে ত আমি ভারী অন্যায় করেছি !"

মদন কহিল, "না না, বেশ ক'রেছ তুমি। এখন বল দিকি, সেই বিবি—সেও কি এতে রাজি হ'য়েছে ?"

রঙ্গিণী উত্তর করিল,—"তা আমি কি ক'রে ব'ল্‌ব বাবু ? বিবি ত আমায় কিছু বলে নি ? সে হ'ল বিবি, আর আমি চাক্‌রাণী। সে কি আমার কাছে মনের কথা কইবে ?"

"সে না ব'ল্লে কি আর জান্‌তে পার না ? তারই ত চাকরাণী ছিলে। এতে তার মত কি অমত তা কি বুঝ্‌তে পারনি।

"না বাবু, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি। তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না, সেও কিছু বলে না। তবে বিবি বড় ভাল। আমাদের খুব ভালবাস্‌ত, মুখচোপা কখনও ক'ত্ত না। তা ভাল হ'লেও বিবি ত ? ওদের ভাবসাব ওই এক আলাদা রকমের।"

"হুঁ,——"

রঙ্গিণী ভয়ে ও সঙ্কোচে যেন জড় সড় হইয়া কহিল,—"হাঁ বাবু, তোমরা কি সেই বিবির কেউ হও? তা বাবু, আমার অপরাধ নিও না।"

"তোমার অপরাধ কি বষ্টমী? তা—তুমি এখন যেতে পার।"

লজ্জাবনতমুখে রঙ্গিণী কহিল,—"বাবু, আমার বক্‌সিস্।"

"হাঁ,—জয়াপিসি, পাঁচটা টাকা দিতে পার?"

"দিচ্চি বাবা।" জয়া গৃহমধ্যে টাকা আনিতে গেলেন।

মদন নীরবে ক্রুদ্ধ সিংহের মত ফুলিতেছিল। রঙ্গিণী চাহিয়া দেখিল। মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। পরে মাণিকের কাছে গিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিল,—হাঁ বাবু, তোমরাই কি সেই বিবির সোয়ামী?"

রুক্ষস্বরে মাণিক উত্তর করিল,—"তোমার অত খবরে কাজ কি বষ্টমী? বক্‌সিস্ দেওয়া যাচ্ছে, নিয়ে বিদায় হও।—মা!"

"এই যে বাবা এসেছি।" জয়া গৃহমধ্যে হইতে বাহির হইলেন। রঙ্গিণীর হাতে টাকা দিয়া কহিলেন, "এই নেও বাছা। যেথায় সেথায় গল্প ক'রো না। তুমি কি এই গাঁয়েই থাক্‌বে?"

"না, মা ঠাকুরুণ, আমি আজই পালাব। যা ক'রে ফেলেছি, বড় ভয় হ'চ্চে। তোমরা ত ভাল মানুষ। তা শূলপাণি বাবু যদি টের পায় ত রক্ষে থাক্‌বে না! তা, তোমাদের মন্দ কিছু করিনি। খবর পেলে, এখন তোমাদের জাত মান—যা জ্ঞান ক'র্‌বে।"

রঙ্গিণী চলিয়া গেল। পথে ঐ টাকা দিয়া একখানা লালপেড়ে সাড়ী, এক জোড়া শাঁখা, লোহা, এক কৌটা সিঁদুর ও কিছু আল্‌তা কিনিল। এমাকে সব দিয়া কহিল, "এই তোমার শ্বশুরবাড়ীর তত্ত্ব।"

এমা সেই তত্ত্ব মাথায় স্পর্শ করিয়া কহিল, "শ্বশুরবাড়ীর লোক যে দিন আস্‌বে, প'রে তার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাব।"

দশম পরিচ্ছেদ।

গদা আবার এ কি খবর লইয়া আসিল।

রঙ্গিণী চলিয়া গেল। সকলে নীরব। মদনের আয়ত চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। মুখ অগ্নিবর্ণ হইল। দন্তে অধর দষ্ট হইতে লাগিল। সঘন রোষদীপ্ত নিশ্বাসে বিশাল বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ, পরস্পরজড়িত, বলিষ্ঠ পেশল বাহুদ্বয়, জ্বলন্ত রোষাবেগে উদ্ভিন্ন প্রায় বক্ষে চাপিয়া, মদন অস্থির অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে একটু সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে ফিরিল।

"বাবা মদন!"

"মদন দা!"

"কি মাণিক?"

"এখন কি ক'র্‌বে মদন দা?"

মদন দাঁড়াইল। মাণিকের মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়গম্ভীরস্বরে কহিল, "কি আর ক'র্‌ব? ক'লকাতায় ত যাচ্চিই।"

"তারপর!"

"তারপর আর কি? তাকে আন্‌ব। আমি যেমনই হই, তার স্বামী। আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে, আমার স্বামিত্বের মর্য্যাদায়, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায়, কালী দিয়ে সে অন্যের স্ত্রী হবে! আমি এতদিন বড় ভুল বুঝেছি, মাণিক! আর কিছু না হ'ক্, আমার মান সে। পরের ঘরে সেই মান আমি ফেলে রেখেছি। পরে সেই মানে আমার দাগা দিচ্চে। না মাণিক, তা কখনও হ'তে দেব না। কিসের ভয় আমার?

আমি স্বামী, সে স্ত্রী ; স্বামীর অধিকারে জোর ক'রে স্ত্রীকে নিয়ে আস্‌ব। দেখি কে আমায় বাধা দেয় !"

জয়া কহিলেন, "বাধা দিলেই কি ফির্‌বে মদন ? মানের চাইতে প্রাণও বড় নয়। প্রাণ দিয়েও এ মান রাখ্‌বে। মাণিক সঙ্গে যাবে, ওকে তোমায় দিলাম। যত দিন তোমার এ মান রক্ষা না হয়,—ও তোমার, আমার নয়।"

"দাদাঠাউর ! ও দাদাঠাউর ! তোমরা এই হেনে আছ ? সব্বনাশে কথা শুনে আলাম !"

গদা ত্রস্ত ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে এই কথা কহিল। দারুণ ত্রাসে ও উৎকণ্ঠায় গদার অস্থির দৃষ্টি ও বিবর্ণ মুখ উন্মত্তের ন্যায় !

মাণিক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল, "কিবে ? তুই এরি মধ্যে এ কথা কোথায় শুনে এলিরে ?"

"আঁ ! তোমরাও শুনে ফেলিছ দেহি ! আরে অদেষ্ট ! আমি বুলি, আমি বুঝি দাদাঠাউরগো ফেত্তোম (১) খবরডা দিতি আলাম। তা শুনে থাহো ভালই হইছে, শুন্‌লিই হ'লো। তা ইয়ের উপোয় টুপোয় কিছু এর্‌বা না ?"

"আরে ব্যাটা, উপায় ক'ত্তেই ত ক'ল্‌কাতায় যাচ্চি।"

"ক'ল্‌হেতায় যাবা আবার ইয়ের কোন উপোয়ডা এত্তি ?"

গদার বুদ্ধির স্থূলত্বে বিরক্ত হইয়া মাণিক কহিল "আরে ব্যাটা গাধা, ক'ল্‌কাতায় যাবনা ত, এখানে ব'সে এর কোন উপায়টা হবেরে ?"

গদা উত্তর করিল, "তোমাগো বুদ্ধিথি (২) কি হইছে, তা কথি পারিনে। ক'লহেতায় গেলি ইয়ের কোন উপোয়ড়া হবে ? তোমার ত

(১) প্রথম। (২) বুদ্ধিতে।

আজ যাতিছ ক'ল্‌হেতায়, যায়ে ত মহোদ্দমা এরবা ;—তা ইয়ের মদ্দি যদি বিয়ে দিয়ে ফ্যালে, তয় কি হবে ? মহোদ্দমায় না হয় জিত্‌লে,—তা বিয়েই যদি হ'য়ে গেল, তবে মহোদ্দমায় জিতে কোন্ লভিাডে (১) হবে, তা ত আমি ভাবেও পাই না।"

গদার এই সমালোচনায় বিরক্ত হইয়া মদন ধমকাইয়া কহিল। "দুরুহ ব্যাটা! কি ফাজলেমো আরম্ভ ক'রেছে, আহম্মক কোথাকার!"

গদা দেখিল, বড় বিপদ। ইঁহারা কিছুতেই বুঝিতেছেন না। অথচ বুঝাইতে গেলেও রাগ ক'রেন। সে জয়ার কাছে গিয়া একটু মৃদুস্বরে কহিল, "ছাহ দো পিসি ঠারোণ! ওনারগো (২) বুদ্দি ত আমি ভাল দেহি না। কি বুঝে কি বুদ্দি হইছে, তা ওনারাই (৩) কথি পারেন। ওন্‌রা ত আজ যাবেন ক'ল্‌হেতায় ; কয়দিন যায়ে গে মোহদ্দমা এর্‌বেন, তার ঠিহেনা নেই। আর সেই মহোদ্দমা এর্‌লিই হ'লো না ; তাথেও জিত্তি হবে,—তাথেও ত ছয়তান্ মাস লাগবে। আঁ! ইদিক এহানে আজ বাদে কাল যদি বিয়েই হ'য়ে গেল, যে বোল সে বোল যদি নিবুড়েই গেলো, (৪) তবে ছয়মাস পরে মহোদ্দমায় জিতে ওন্‌রা কি এর্‌বেন তাই কয় দিন্ (৫) দেহি আমারে ? যমুনো বুণ্ডির (৬) দেখ্‌থিছি কপালই মোন্দো, সব্বাগোম (৭) ঠাউরু চ'লে গ্যালেন !"

"যমুনা! যমুনার কিরে ?"

গদা কহিল, "ওমা! তুমি দেহি আহাশেথে প'লে। আমি ত যমুনো বুণ্ডিরি এই সব্বনা'শে বিয়ের কথা কথিছি।"

মদন ও মাণিকও যারপরনাই বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "যমুনার বিয়ে! সে কিরে ?"

---

(১) লাভটা। (২) ওঁদের। (৩) ওঁরাই। (৪) যে কথা সে কথা যদি মিটেই গেল। (৫) ত। (৬) বোন্‌টির। (৭) সার্ব্বভৌম।

"দো স্থাহ! ওনারা সগলেই যেন আহাশেথে পলেন! আমি ত যমুনো বুণ্ডির বিয়ের কথা কথিছি। তোমরা আবার কোন্ বিয়ের উপোয় এত্তি কল্‌হেতায় মহোদ্দমা এত্তি যাতিছো ?"

সকলেরই যারপরনাই উদ্বেগ হইল। গদা আবার কোথা হইতে কোন্ খবর লইয়া আসিল ? ব্যাপার কি ?

মদন বড় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সে যাক্। তুই যমুনার বিয়ের কি শুনে এলি, তাই বল্ না ?

গদা কহিল, "আমি তাই কথিষ্ট ত আইছিলাম। তা তোমরা আবার কোন্ বিয়ের উপোয় এত্তি ক'লহেতায় মহোদ্দমা এত্তি যাওয়ার ভজকটো (১) বাধায়ে নিলে। স্থাহদিন গেরোর ফের! এতক্ষণ তবে বহাবহিডে এর্‌লাম কিসির ? তোমরাই বা ক'লে কি, আর আমিই বা ক'লাম কি ?

"আরে, খুলে বল্‌নারে ব্যাটা গাধা! খালি বকাবকি ক'চ্চে ?"

গদা বিরক্তিপ্রকাশে কহিল, "অহয়! আমি হলাম এহনে গাদা। বড় বুদ্ধি এরে ত সগলে চলিছিলেন ক'ল্‌হেতায়,—এই গাদা ছিল, তাই রক্ষে। না হলি আজ হ'তনে কি তাই কওদিন্ দেহি আমারে ? অহয়! আমি হলাম এহনে গাদা!"

মদন ভ্রূকুটি করিল। মাণিক দেখিল রাগিয়া ধমকিয়া গদার নিকট হইতে সহজে কথা বাহির করা যাইবে না। সে গদার নিকটে আসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া গদাকে একটু তোষাইয়া কহিল, "না রে গদা, তুই ভারি চালাক। আমরা গাধা, তাই তোকে গাধা ব'লেছি। এখন বল্ দিকি কি শুনে এলি ?

গদা গম্ভীরভাবে চক্ষুমুখ ঘুরাইয়া কহিল, "শোন তয় কই এ বড় সব্বনাশে কথা। ভাল এরে কাণ দিয়ে শোন। ওই যে

(১) গোলমাল।

শূলোপাণি বাবু—তুমি কলি রাগ এব্বাদে, তোমার মামা,—তা উনি মানুষটো ভাল না। অহয়!"

"নারে, আমি কিছু রাগ ক'ব্‌ব না, তুই বল।"

গদা কহিল, "ওনার সাথে ওই যে মুক্ষ্যো মশায় আসে, ওনার বাড়ী আমারগো হ্যাশে। ওনার এট্টা ভারী বদনামি আছে। সত্যি মিথ্যে তা কথি পারি নে—চক্ষি কিছু আর দেহি নাই,—তবে মান্‌ষি কয়।"

মা।—কি বলেরে মান্‌ষে?"

গ।—ওনারা খুব ভাল কুলীন বাওন, সগল যাগায় যায়েগে বিয়ে এরে এরে আসেন। আর এই কুলীন বাওন গুলোর ঘরে এত মাইয়েও না আছে! আর মাইয়ে গুলো সব সুন্দোরো হয় দেহিছি।

মা।—তা ওর সেই বদনামিটে কি রে?

গ।—তাই ত কথিছি। মান্‌ষি কয় ছোট দাদাঠাউব—বড় ছাই কথা,—উনি বোলে ভাল ভাল মাইয়ে দেখ্‌লি, তা্‌বগো বিয়ে এরে আনে তোমার মামা ওই শূলোপাণি বাবুরি দেন। এডা বড পাপেবো কথা, বাওনের মাইয়ে, বাওনের বউ—উয়োথে বোলে বংশ থাহে না।

মা।—তারপর কি হ'লো রে?

গ।—ওই যে ছিরিনাথ ঠাউর,—কব কি ছোট দাদাঠাউর, এমন যে দেব্‌তার মোতো সব্বাগোমঠাউর,—তানার পুত্তুর হ'য়ে উনি কিনা এমন কুকম্মোডা এত্তি ব'স্‌লেন? বিশ্বকম্মার পুত্তুর চাম্‌চিহে আর কি?

মাণিক ব্যাপারটা অনেক বুঝিল। গদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে, শ্রীনাথ ঠাকুর বুঝি আমার মামার সঙ্গে জুটে, লুকিয়ে মুখুয্যের সঙ্গে যমুনার বে দেবার যোগাড় ক'রেছে? নয় রে?"

গদা কহিল, "অহয়! কথিছি কি? এমন সব্বনাশে কথা নি শুনিছো? ওরা ফন্দি আটিছে কি কোম্‌? সব্বাগোমঠাউর বাড়ী

নেই। তোম্‌রা আজ কল্‌হেতায় যাবা, ইয়েরো সোন্দান নিছে। ঠিক এরিছে, ওনারগো ঠাউরবাড়ীর যে পুরোত আছে, ছিরিনাথ ঠাউরির সাথে গাজাগুলি খায়ে বেড়ায়, সেই ঠাউরিরি দিয়ে ঠাউরবাড়ী সব ঠিক ঠাক এরে রাখ্‌পে। কালই রাত্তিরি বিয়ে দেবে। তোমরা যদি কেউ বাড়ী না থাক্‌লে, ও বাড়ীর পিসিঠাবোণ্‌—এহা মাইয়েমানুষ, তিনি ত আব কিছু এত্তি পাব্‌বেন না? আর চুবী এরে নিয়ে যমুনো বুণ্ডিবি বিয়ে দেবে। শ্যাষে জানেই বা তিনি কি এব্‌বেন? শুনে ছোট দাদাঠাউব আমি আর নেই। এহনে ইয়ের এট্টা উপোয় টুপোয় কিছু এরো।"

"হুঁ!—তা তুই শুন্‌লি কি· ক'রে বে গদা?"

"ওই যে শূলোপাণি বাবুব চাহোর যে বাড়ী থাহে, রতোন, ও আমার সাঙাৎ হয়। তা দিনি ত আর সোমায় পাই নে,—রাত্তিবি বাড়ীর কাম টাম সব নিবুড়ে গেলি, রতনের ওইহেনে যায়ে গে এট্টু স্থখ তুঃখির কথা কই, তামাক ছিলুমডো আশটা খাই। রাত্তিব কোন দিন বেশী হ'য়ে গেলি, কি বিষ্টিবাদল নামলি, ওইহেনেই শুয়ে প'ড়ে থাহি। এহা আস্‌তি ভয় এরে। ওই তেতোল গাছটা বোলে ভালো না। নিতেই ঠাউরিরি যে খুন এরিলো, সে বোলে ওই তেতোল গাছে বেম্মদস্যি হ'য়ে আছে। রতনো একদিন দেহিলো।"

"তবে তুই ওইখেনেই বুঝি সব শুনেছিস্‌? শ্রীনাথ ঠাকুর বুঝি রেতে যায় আসে রে?"

গদা কহিল, "অহয়! আমি বুলি এডা হ'লো কি? সব্বাগোম ঠাউরিরি ক'ল্লো শূলোপাণি বাবু একঘরে,—ছিরিনাথ ঠাউর ক্যানো রাত্তিরি ওনার কাছে যায় আসে। মোনডা বড় উসিফিসি এত্তি লাগ্‌লো। ভাবলাম বোলে যাই দেহি শুনিগে বিত্তেন্তডা কি?"

মা।—তাই বুঝি লুকিয়ে ওদের কথাবার্ত্তা সব শুনেছিস্?

গ।—অহয়! তুমি দেহি আপনিই সব বুঝে নিতিছ। তোমারে দেহি কিছু কথি হয় না। গুন্‌তি টুন্‌তি শিহিছ নাহি?

মা।—শ্রীনাথ ঠাকুরকে টাকা কড়ি কিছু দিয়েছে রে জানিস্?

গ।—টাহা দিছে না ত কি? কাল পঞ্চাশ টাহা আগাম দিছে। বিয়ে হ'লি আরো টাহা দেবে কইছে। আবার তারে চাগোরী এরেও দেবে কইছে। ছিরিনাথ ঠাউরির আর দুঃখু ব'লো না। বাপে খেদায়ে দিলিউ আর এক বাপ পাবে।

মা।—কদিন ধ'রে এরা পরামর্শ ক'চ্ছেরে? তুই ক'বে শুন্‌লি?

গ।—ওই তোমারগো যিদিন জাত গেল, সেই দিনি ছিরিনাথ ঠাউরিরি ফেত্তোম দেহিছি। তারপরে ত নিত্যিই যাতিছে। আমি শুনিছি কাল রাত্তিরি। আগে শুন্‌লি কি আর চুপ এরে রইছি? কাল রাত্তিরিই আসে কথাম। তা হ্যাহ ওই তেঁতোল গাছটার ডালডা ল'ড়ে উঠ্‌লো—চামচিহে টিহেও হতি পারে—তা হ্যাহ গাডায় যানো ক্যামোন এট্টা কাপুনি দিয়ে উঠ্‌লো, আর শ্যাষে বড ভয় এত্তি লাগ্‌লো। ফিরে যায়েগে রতনের বেছানার মুড়োয়ই শুয়ে পড়ে রলাম। সারাডা রাত্তিরির মদ্দি আর চোক্ বুজতি পারি নাই। শ্যাসে এই ভোর ভোরডার কালেগে গেরোর দোষে ঘুমোয়ে পলাম। তাইথি হ্যাহ উঠ্‌তি এত হানি ব্যালা হ'য়ে গেছে। তা উঠেই অম্‌নি দৌড়োয়ে আইছি, তামাক ছিলুমু খাই নাই।

গদার বিস্তৃত জড়িত কাহিনী অতি কষ্টে শেষ হইল। সে তামাকের খোঁজে গেল।

জয়া কহিলেন, "ছি ছি, ছি ছি! এরা কি মানুষ? এও মানুষে ক'ত্তে পারে! ও মদন, এর যা হয় একটা উপায় কর।"

সরোষ দৃঢ়স্বরে মদন জিজ্ঞাসিল, "সাহস আছে মাণিক? সাহস আছে জয়া পিসি?"

"কি ক'ত্তে হবে দাদা? মাণিককে কখনও ভয় পেতে দেখেছ?"

জয়াও কহিলেন,—"কি ক'ত্তে হবে বাবা, বল। যমুনাকে রক্ষা ক'ত্তে—যা বল আমি তাতেই প্রস্তুত আছি।"

গদা তামাক সাজিয়া আনিয়া মদনের সম্মুখে ধরিল। মদন সেদিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া কহিল, "এই পশুর পাপদৃষ্টি যখন যমুনার উপর প'ড়েছে, সহজে ছাড়বে না। আজ আমরা যমুনাকে রক্ষা ক'ত্তে পারি। কিন্তু ওই ধূর্ত্ত পিশাচের যথেষ্ট লোকবল, অর্থবল ও বুদ্ধিবল আছে। ওর অসাধ্য কিছুই নাই। কখন কি করে, তার ঠিক কি? তাই এই দানবের হাত থেকে রক্ষা ক'ত্তে পারে, এমন কোন উপযুক্ত পাত্রে যমুনার বিবাহ আজই দিতে হবে।"

জয়া কহিলেন, "বাবা মদন, এ গাঁয়ে তুমি ছাড়া আর যদি কেউ যমুনাকে বিবাহ ক'রে রক্ষা ক'ত্তে পারে, তবে সে আমার মাণিক। এই নেও বাবা, আমার মাণিককে নেও। ওর হাতে যমুনাকে দেও। সার্ব্বভৌমঠাকুর নেই, তুমিই এখন যমুনার অভিভাবক।"

"কেমন, পার্‌বে ত মাণিক? সাহস আছে।"

"পার্‌বে মাণিক,—আছে এ সাহস মাণিকের। যদি না থাকে, মাণিক আমার ছেলে নয়, আমিও মাণিকের-মা নই। 'মাণিকের মা' নাম আমার গৌরবের নয়, কলঙ্কের নাম।"

জয়া পুত্রের দিকে চাহিলেন। পুত্রও উত্তর করিল,—"মাণিক তোমার ছেলে মা, তুমিও মাণিকের মা। 'মাণিকের মা' তোমার কলঙ্কের নাম নয়, গৌরবের নাম।"

মদন কহিল, "মায়ের যোগ্যসন্তান তুমি মাণিক। যদি কেউ এই পাপিষ্ঠের পাপ আকাঙ্ক্ষা থেকে যমুনাকে রক্ষা ক'ত্তে পারে, তবে সে তুমি।"

"দাদাঠাউর, আগুনডা যে নিবে গেল!" গদা হুঁকার দিকে মদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মদন হুঁকা লইয়া জল-চৌকীতে বসিল।

জয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "হাঁ মদন, আজই বে দিতে হবে?"

"হাঁ জয়াপিসি, আজই। আর দেরী করা উচিত নয়। বিবাহ হ'লেই যমুনা নিরাপদ।"

"কিন্তু তোরা যে আজ ক'ল্‌কাতায় যাচ্চিস্।" মদন তামাক টানিতে টানিতে একটু ভাবিল। পবে মাণিকেব হাতে হুঁকা দিয়া কহিল, "তা ক্ষতি কি? বিবাহও আজ হবে, ক'ল্‌কাতায়ও আজ যাব। ব্যর্থ বাসনায় পিশাচ উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। সুধু তোমাদের হাতে যমুনাকে রেখে যাওয়া উচিত নয়। গোপনে বিবাহ দিয়েই তোমাদের সকলকে নিয়ে ক'ল্‌কাতায় যাব।"

গদা মনে মনে হাসিয়া কহিল, "দো দ্যাহ বুদ্দির দোড়! ভাগ্নে বউ হ'লি কি আর কিছু এত্তি পাব্‌বে? ভাগ্নেবউ দেখ্‌তি নাই, ছুতি নাই। তবে যদি কালনেমি মামা হয়। তা উনি তা পারেন।"

গদা মাণিকের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া একটু আড়ালে গিয়া অন্য হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে কথা শুনিতে লাগিল।

জয়া কহিলেন, "তবে একেবারে ক'ল্‌কাতায় গিয়ে বিয়ে দিলেও ত হয়।"

মদন কহিল, "না জয়াপিসি, টের পেলেই ও একেবারে পৃথিবী উলট পালট কর্‌বে। পথে বল, ক'ল্‌কাতায় বল, কখন কোথায় কি বিপদ্ ঘটে, তার ঠিক নাই। একবার মাণিকের স্ত্রী হ'লে যমুনা— যাই ঘটুক—মাণিকের স্ত্রীই থাক্‌বে। আপনার স্ত্রীকে রক্ষা ক'ত্তে মাণিকের

যে অধিকার, অজ্ঞাতকুলশীলা যমুনাকে রক্ষা ক'ত্তে সে অধিকার নাই। আর একবার যদি পাপ মুখুয্যে যমুনাকে স্ত্রী ব'লে দাবী ক'ত্তে পারে, মাণিক তখন কে? শোন, তোমাদের বাড়ী নিরেলা আছে। অতি গোপনে তুমি আব গঙ্গাপিসি তোমাদের বাড়ীতে সব যোগাড় কর। সকাল রাত্রিতেই বিবাহ দিয়ে রওনা হব। মাকেও বুঝিয়ে সব ব'লো। তাঁকেও সঙ্গে নিতে হবে।"

জয়া কহিলেন, "আচ্চা বাবা, আমি যাই। গঙ্গাকে সব ব'লে ঠিক করিগে। বড়বউকে খাওয়া দাওয়ার পর এবেলা বল্লেই হবে।—তোমবা এদিকে একটা ফর্দ্দ টর্দ্দ ক'রে বাজারে যাও।"

গদা হুঁকা রাখিয়া আসিয়া কহিল, "তোমরা ফর্দ্দ টর্দ্দ এরে আস, আমি এট্টা ঝাহা টাকা নিয়ে আর এক পথ দিয়ে বাজারে যায়েগে ব'সে থাহি। তোমারগো সাথে গেলি, মানসি ভাবব্যানে ওনার বাড়ী আজ কি যে চাহোরের মাথায় এট্টা ঝাহা দিয়ে বড় বাজারে চলিছেন।"

"তা যা, কারও কাছে গল্প টল্প করিস্‌নে যেন।"

"অহয়!—আমি কর্‌বো গল্প। ঝাহা নিয়ে আগে তবে বাজারে যাতি চালাম কেন?"

গদা আর এক কলিকা তামাক সাজিয়া দাদাঠাউ‧দের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল।

ফর্দ্দ করা হইলে বাজারে যাইতে যাইতে পথে মাণিক কহিল, "মদনদা, গাটা যেন ভাই কেমন কেমন ক'চ্চে।"

"কেন রে? ভয় পাচ্ছিস্ নাকি?"

"ভয় ভয়ই ক'চ্চে বটে; তবে মাতুলের রাগের ভয় নয়। ঝাঁ ক'রে একটা বিয়ে ক'রে ফেল্‌তে হবে,—তাও আবার যমুনাকে! বাব্বাঃ! যেমন তেমন একটা মেয়ে হ'লেও হ'ত।"

"বলিস্ কিরে? যমুনার মত অমন লক্ষ্মী মেয়ে,—তাকে বিয়ে ক'ত্তে ভয় পাস্।"

"বড় বেশী লক্ষ্মী যে দাদা। আমি যে নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া। সাব্ভোম ঠাকুরের পূজোর কাছে ব'সে ভক্তিতে গদ্গদ হ'য়ে সে কীর্ত্তন গায়, যেন দেবতার মেয়ে স্বর্গথেকে নেমে এসে ব'সেছে। আমার এসব বেয়াড়া চাল কি তার পোষাবে? এযে বেজায় বেখাপ্পা হবে দাদা? বউ ব'লে তার কাছে ঘেঁস্‌ব কি ক'রে? একেবারে ভ্যাড়া ব'নে যাব দেখ্‌তে পাচ্চি।"

"আমি আমার সেই বিবি বউএর কাছে কি ক'রে যাচ্চিরে?"

"বিবি হ'লেও সে মানুষ ত বটে; এযে দেবতার মেয়ে।"

"তুইও দেবীর ছেলে; বিয়ে কর, বেশ মানাবে।"



একাদশ পরিচ্ছেদ।

ঋণ।

সার্ব্বভৌমঠাকুরের বাড়ীর পাশে পুষ্করিণী তীরে সুন্দর ফুলের বাগান। বাগান ভরিয়া বারমাস নানাবিধ পূজার ফুল ফোটে। সেই ফুলের বাগানে ফুলে ভরা একটি জবাগাছের তলায় জবাগাছে হেলিয়া যমুনা দাঁড়াইয়া। ছোট ছোট ডালগুলি সবুজ পাতার মধ্যে সুস্ফুট রক্তজবা লইয়া যমুনার মাথায় মুখেঁ বুকে বাহুতে লুটাইতেছে; বাতাসে উঠিতেছে, সরিতেছে, পড়িতেছে। যমুনার মুখ বিষণ্ণ, দৃষ্টি উদাস। সার্ব্বভৌমঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন অবধি যমুনার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মার মুখে সে হাসি দেখিতে পায় না। এই ফুলের বাগানে রোজ সে হাস হাস ফুলের সাজ পরা মার মুখে মুখভরা হাসি দেখিয়া হাসে। কিন্তু কয়দিন আর সে হাসি সে দেখিতে পাইতেছে না। আজও সে বাগানে আসিয়াছে, কিন্তু মার মুখে হাসি নাই, ফুলের সাজে হাসি নাই, তার প্রাণের মাঝেও হাসি নাই। হাসিহীন উদাসপ্রাণে বিরসমুখে, যমুনা জবাগাছে হেলিয়া করুণ-দৃষ্টিতে যেন মা'র বিরস মুখপানে চাহিয়া আছে।

জয়া ও গঙ্গা ত্বরিত পদে বাগানে প্রবেশ করিলেন। জবাতলায় যমুনার এই অপূর্ব্ব শোভাময় মূর্ত্তি দেখিয়া দুইজনে মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

গঙ্গা কহিলেন, "আহাঁ, ছ্যাখ জয়াদিদি, মা আমার মা দুর্গার মতন কেমন জবাতলা আলো ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! কেমন নিশ্চিন্ত দাঁড়িয়ে আছে। আজ যে তার কি বিপদ কিছুই জানে না।"

জয়া কহিলেন, "বিপদ কি গঙ্গা? আজ আমাদের বড় সুখের, বড় আনন্দের দিন; আজ আমাদের হরগৌরীর বিয়ে, রামসীতের মিলন।"

যমুনা চাহিয়া চাহিয়া মধুর বিষাদমাখা সুরে গায়িল,

"শ্যামা মা, ও শ্যামা মা! আজ কেন তুই বিরস এত?
ফুলের সাজে ফুলের মাঝে, মুখে হাসি ফোটেনি ত।"

গঙ্গা কহিলেন, "জয়া দিদি, যমুনা আমার মার কোলের মেয়ে। আজ কেন সে মার মুখে হাসি দেখ্‌তে পাচ্চে না? কেন আজ মা বিরূপ হ'লেন? জয়াদিদি, আমার প্রাণ যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে।"

যমুনা গায়িল,

"দেখি যে রোজ হাসি হাসি
গা ভরা ফুল রাশি রাশি,—
চোকে হাসি মুখে হাসি, হাসি পায়ে লুটায় কত!
হাসি দেখে হেসে যে প্রাণ পায় লুটাত ফুলের মত।
আজ কেন তুই বিরস এত!
(শ্যামা মা, ও শ্যামা মা,)
আজ কেন তুই বিরস এত?

গঙ্গা কহিলেন, "আহা, যমুনা আমার মার পায়ে হাসিভরা ফুল! জয়াদিদি, সেই ফুলের উপরেও পিশাচের পাপদৃষ্টি পড়্‌ল!"

যমুনা গায়িল,

"হেরে আজ তোর বিরস বদন,
হাসে না ফুল অঙ্গের ভূষণ,—
হাসে না প্রাণ উঠ্‌ছে কেঁদে, মা-হারাণ মেয়ের মত।
হাস্‌ মা আবার হাসায়ে প্রাণ, তুলে ফুলের হাসি যত।
প্রাণে এ ভার সহে না ত।"

(শ্যামা মা, ও শ্যামা মা,)
আজ কেন তুই বিরস এত !

গঙ্গা কহিলেন, "মা, কাণে শোন মা, কাণে শোন। হাসি মুখে এক বার চাও মা, পায়ের ফুলটিকে হাসিয়ে তোমার পায় রাখ মা।"

যমুনা গায়িল,

"হাস্‌না শ্যামা মায়ের মত !
কোলের মেয়ে কাঁদাস্‌নে মা,—ভার মুখে আর চা'স্‌নে অত।
আজ কেন তুই বিরস এত !
(শ্যামা মা, ও শ্যামা মা,)
আজ কেন তুই বিরস এত !

গান থামিল। জয়া ও গঙ্গা অগ্রসর হইয়া যমুনার দিকে আসিলেন। যমুনাও তাঁহাদিগকে দেখিয়া ছুটিয়া কাছে গিয়া কহিল, "মা, মা, মার মুখে আজ কেন হাসি নাই ? আমার প্রাণটা যে কেঁদে কেঁদে উঠছে ! দাদা মশাই কবে আস্‌বেন মা ? তিনি এলে কি মা আবার হাস্‌বেন ?"

"মা কি তোকে কম ভালবাসেন যমুনা ? তাই ভেবেই তুই মাকে রাগিয়েছিস্। ও ভাবিস্ নি। হাসি মুখে চা, মার মুখে হাসি দেখ্‌তে পাবি।"

"সত্যি পাব মা ? দাদা মশাই যেমন, আমিও মার কাছে তেম্‌নি ? আচ্ছা মা, ওই জবাগুলি তবে তুলে নিয়ে যাই। দাদামশাই এর মত মার পায়ে রক্তচন্দন মেখে অঞ্জলি দিই গে। দেখি মা হাসেন কি না। দাদামশাইএর মত আমায় ভালবাসেন কি না।

"যা ; আর ছাখ্, আজ দিনে কিছু খাস্‌নি। ওবেলা তোকে মঙ্গল চণ্ডী করাব।"

"মঙ্গলচণ্ডী কি বিকেলে করে মা ? আর আজ যে সোমবার।"

"ওমা তাই ত! না হয় সোমবারের উপোস ক'র্‌বি। যা, ওবেলা শিব পূজোর জন্যে দুটো ফুল তুলে রাখিস্।"

"উপোস যেন একটা ক'র্ত্তেই হবে। কেন গা?—মা, তোমার কি হ'য়েছে? মুখ শুকিয়ে গ্যাছে, কেমন যেন পাগলের মত তাকাচ্চ!"

"কিছু হয়নি বাছা, তুই যা, বাড়ীতে যা। আমি জয়াদিদিকে দু'টো কথা ক'য়ে আসি। যা, জবাফুল তুলে নিয়ে যা; মাব পায় অঞ্জলি দিগে।"

যমুনা আঁচল ভরিয়া জবা তুলিয়া নিয়া গৃহে গেল।

গঙ্গা কহিলেন, "জয়াদিদি, তোমায় নিরিবিলি দু'টো কথা ব'লব ব'লে, ডেকে এনেছি। তুমি ত যমুনার কুলশীল, ও কার মেয়ে, কিছুই জান না। তবু তাকে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রস্তুত হ'য়েছ?"

জয়া উত্তর করিলেন, "যমুনা তোর মেয়ে, সাব্‌ভোমঠাকুর তাকে প্রতিপালন করেছেন, নিজে সে এমন রত্ন। কুলশীল দিয়ে আর কি ক'র্‌ব বোন্? কিছু জান্‌তে চাই না।"

গঙ্গা কহিলেন, "তোমার বড় উঁচু মন জয়াদিদি। মাণিকের যোগ্য মা তুমি। তাই তুমি এসব কিছু জান্‌তে চাও না। কিন্তু আমি ত জানি। আজ নরকের মুখ থেকে তুমি আমার যমুনাকে স্বর্গে তুলে নিচ্চ। আমি কি তোমায় প্রতরণা কর্‌ব?"

জয়া গঙ্গার হাত ধরিয়া কহিলেন, "গঙ্গা, বোন্, যমুনার কুলশীলে যদি কোন দোষ, কোন কলঙ্ক থাকে, আজ তা কিছু জান্‌তে চাই না। আজ যমুনার বড় বিপদ, বিপদথেকে সে উদ্ধার পাক্, তার পর যা হয় হবে। কে জানে বোন্, মানুষের মন, তোর মেয়েকে হয় ত ফেল্‌তে পারি, কিন্তু মাণিকের বউকে কখনও ফেল্‌তে পার্‌ব না।"

গঙ্গা কহিলেন, "ধর্ম্ম সাক্ষী, যমুনার কুলশীলে কোন দোষ, কোন কলঙ্ক নাই। তবে লোকে না বুঝে এক দিন কলঙ্ক দিয়েছিল। তাই তোমাকে ব'ল্‌তে এসেছি। তুমি আমায় বিশ্বাস ক'র্‌বে দিদি?"

"তোকে বিশ্বাস ক'র্‌ব না বোন্? তোর মুখের একটি হাঁ কি না যে আমার কাছে পৃথিবী সুদ্ধ লোকের হাজার কথার উপরে।"

গঙ্গা কহিলেন, "তবে শোন দিদি, সব আজ তোমায় ব'ল্‌ব। দিদি, আমার বড় দুঃখের কপাল! রাজার ঘরে পড়েছিলাম, কপালের দোষে আজ পাথারে ভেসে বেড়াচ্চি। যমুনা আমার রাজার মেয়ে, অনাথার মত আজ সে পিশাচের কুদৃষ্টিতে প'ড়ে নরকে ডুব্‌তে বসেছে।"

গঙ্গার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। দর দর ধারে অশ্রু বহিল। আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

জয়া স্নেহে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "কাঁদিস্‌নি বোন্। স্থির হ'য়ে সব বল। তোর কথা শুনে আমার এখন সব শুন্‌তেই ইচ্ছে হ'চ্চে।"

গঙ্গা অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, "বলি দিদি, শোন। আর কাঁদ্‌ব না। কাঁদ্‌লে ব'ল্‌তে পার্‌ব না। আমার এ বড় দুঃখের কাহিনী দিদি। ব'ল্লে দিদি, তুমি আমায় চিন্‌তে পার্‌বে। আমিও দিদি তোমায় চিনি। কিন্তু কখনও পরিচয় দিইনি।"

জয়া বিস্ময়ে গঙ্গার মুখের দিকে চাহিলেন; কহিলেন, "চিন্‌তে পার্‌ব? তুইও আমায় চিনিস্? কে তবে বোন্ তুই এতদিন আমাদের মধ্যে লুকিয়ে ছিলি?"

অবনতমুখে কম্পিত মৃদুবচনে গঙ্গা কহিলেন, "মদনের শ্বশুর যিনি, তিনিই আমার ভাসুর।"

জয়ার মস্তকে সহসা যেন সহস্র বজ্রপাত হইল। শূন্যদৃষ্টিতে তিনি গঙ্গার মুখের দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মুখে রক্ত নাই, চক্ষে আভা নাই, বক্ষে স্পন্দন নাই, শিরায় রক্ত নিশ্চল, সর্ব্বাঙ্গ অবশ অসাড়! সহসা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল; চক্ষে তীব্র বেদনার জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল, সমস্ত মুখ আরক্ত হইল; ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল; বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইল; সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

অসহনীয় দুঃখ ক্ষোভ ও লজ্জার তীব্র তাড়নায় আকুলস্বরে জয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুইই সেই! তুইই সেই অমলা, হতভাগ্য হরগোপালের স্ত্রী! যমুনা তোরই মেয়ে! সে কথা যে সব আমি জানি বোন্। বল বোন্ বল্, তোর কি হ'য়েছিল? তুই কোথায় ছিলি? কেমন ক'রে তুই এখানে এলি?"

লজ্জাবনতমুখে করুণ কণ্ঠে গঙ্গা কহিলেন, "শুন্‌লে দিদি তুমি বড় দুঃখ পাবে?"

জয়া কহিলেন, "সে দুঃখ যে আমি বুকে তুলে নিইছি, বোন্। আমি কি না জানি? এই আবাগীর সোয়ামী হ'তেই যে তোর সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। গঙ্গা, সে সব কথাই কি সত্য? সত্যই কি সে হরগোপালকে খুন ক'রে তোকে নিয়ে পালিয়ে যায়? আর যা ক'রে থাকে—বল্ গঙ্গা—সে বড় সর্ব্বনেশে লোক ছিল—তোর নারীধর্ম্মের সর্ব্বনাশ ত সে কিছু করে নাই?"

গঙ্গা কহিলেন, "সতীর মান, দিদি, মা ভগবতী রক্ষা ক'রেছেন। অনেক কষ্টে তাঁর হাত থেকে পালিয়ে আসি।"

জয়া যেন অনেক স্বস্তি বোধ করিলেন। একটু ভাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সেই খুনের কথা—সেটা তবে ঠিক?"

গঙ্গা কহিলেন, "ঠিক দিদি আমিও ব'ল্‌তে পারি না। চক্ষে দেখি নাই। বাড়ী ছেড়ে আমরা কতদিন একটা বজরায় ছিলাম। একদিন

বড় একটা নদীতে আমাদের বজরা বাঁধা ছিল। কাছে লোকের বসতি ছিল না। বিকেলে ওঁরা দুজনে বেড়াতে গেলেন। সন্ধ্যার পর রামতারণ বাবু এসে ব'ল্লেন, তাঁকে কুমীরে নিয়ে গেছে।"

"তারপর!"

"বড় বিপদে প'ড়লে দিদি ভয়ে শোকদুঃখ সব চাপা পড়ে। আমি কাঁদ্‌লাম না। আমার অল্প বয়স, যমুনা কোলে,——ব'ল্‌তে কি দিদি, ওঁকে গোড়া থেকেই আমার কেমন ভয় ভয় ক'ত্ত। এখন স্বামীহারা হ'য়ে তাঁর হাতে পড়ে, এমন দারুণ শোকের চেয়েও জাতধর্ম্মের ভয় আমার বেশী হ'ল। তাঁর পায় ধ'রে———না দিদি, থাক্, আর সে কথায় কাজ নেই।"

জয়া কহিলেন, "না, বল্ গঙ্গা; আমি সব শুন্‌তে চাই। সব শুনে আমি আর মাণিক, তোর আর যমুনার কাছে তার পূরো পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'ত্তে চাই।"

গঙ্গা কহিলেন, "ছি দিদি, এমন কথা ব'ল্‌ছ? তিনি যাই ক'রে থাকুন, আজ এই বিপদে যমুনাকে রক্ষা ক'রে তোমরা সব দেনা শুধ্‌লে।"

জয়া।—এ দেনা সহজে শুধ্‌বার নয়, গঙ্গা। আজ যে তুই যমুনাকে নিয়ে এই বিপদে প'ড়েছিস্, তাও ত তারই জন্যে।

গঙ্গা।—মাণিক তার কি দায়িক দিদি? মাণিক যা কচ্চে, সে বরং দেনা,—দেনা শোধ নয়।

জয়া।—পিতার ঋণে পুত্র চিরদিন ঋণী। পিতা যার কাছে ঋণী, তার ঋণ না শুধে পুত্র কি তাকে ঋণী ক'ত্তে পারে? তা যাক্, তুই বল বোন্, আমি সব শুন্‌তে চাই।

গঙ্গা।—তাঁর পায় পড়ে দিদি, কেঁদে তাঁকে বাবা ডেকে, যমুনাকে তাঁর পায় রেখে, তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌লাম। আমার শ্বশুরের কাছে

আমায় পাঠিয়ে দিতে কত মিনতি ক'র্‌লাম। তা দিদি তিনি কিছুই কাণে তুল্‌লেন না। আমার গহনা পত্তর আর টাকা কড়ি যা ছিল, সব নিজের হাতে নিলেন। মাঝিরা, তিনি যে দিকে বজরা নিয়ে যেতে ব'ল্লেন, সেই দিকেই বিনা আপত্তিতে গেল। বোধ হয় টাকা দিয়ে তাদের বশ ক'রে-ছিলেন। আমার স্বামীর একটা বুড়ো বিশ্বাসী চাকর ছিল, কিছু বোকা রকমের,—সে কিছু গোলমাল ক'ত্তে, তাকে একদিন খুব মেরে তাড়িয়ে দিলেন। সেই নাকি আমার শ্বশুরের কাছে এসে ব'লেছিল, রামতারণ বাবু আমার স্বামীকে খুন ক'রে আমায় নিয়ে পালিয়ে গেছেন।

জয়া।—আমরাও তাই শুনেছিলাম। তা তুই কি ক'রে পালিয়ে এলি? কি ক'রে ধর্ম্মরক্ষা কল্লি?

গঙ্গা।—শোকে আর ভয়ে আমাকে খুব কাতর দেখেই হ'ক্, আর যা ভেবেই হ'ক্,—প্রথম কদিন তিনি আমাকে কোন কুকথা বলেন নি, কি আমার কাছেও আসেন নি। আমিও এরি মধ্যে পালিয়ে এলাম।

জয়া। কি ক'রে পালালি?

গঙ্গা।—বজরা বিদায় ক'রে দিয়ে একদিন রাত্রে আমাকে নিয়ে তিনি কোন এক রেলের ষ্টেশনে এলেন। আমাকে খুব শাসিয়ে, ধম্‌কে ব'ল্লেন, যদি কোন গোল করি, তবে বেরিয়ে এসেছি ব'লে আমায় পুলিশে ধ'রে দেবেন। ভয়ে দিদি আমি চুপ ক'রে রইলাম। আমাকে নিয়ে তিনি গাড়ীতে উঠ্‌লেন। ষ্টেশনের লোকদের টাকা দিয়ে তিনি গাড়ীর চাবি বন্ধ করিয়ে নিলেন। আর লোক কেউ গাড়ীতে উঠ্‌ল না।

জয়া।—মাগো! তার পর?

গঙ্গা।—তিনি বড় মদ খেয়েছিলেন। গাড়ী ছাড়্‌লে একটু পরেই ঘুমিয়ে প'ল্লেন। আমি দেখ্‌লাম পালাবার এমন সুযোগ আর পাব না।

আমি একখানা কাপড় বের ক'রে গাড়ীর জানালার সঙ্গে বাঁধ্‌লাম। আর একখানা কাপড়ে যমুনাকে বুকের সঙ্গে বাঁধ্‌লাম। পরে ছোট একটা নিরিবিলি ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লে, যমুনাকে নিয়ে সেই কাপড় ধ'রে ঝুলে গাড়ীব পেছন দিকে নেমে পড়্‌লাম। নেমেই তাড়া তাড়ি কাছে একটা গর্ত্ত ছিল, তার মধ্যে গিয়ে শুয়ে প'ড্‌লাম। গাড়ী চ'লে গেল। ষ্টেশনের লোক সব ঘরে গেল। তখন উঠে আমি অন্ধকার রেতে একা যমুনাকে কোলে ক'রে সাম্‌নে যে দিকে পথ পেলাম, চ'লে গেলাম।

জয়া।—তারপর ?

গঙ্গা।—পরদিন সকালে এক গেরস্তর বাড়ীতে এসে উঠ্‌লাম। বড় হয়রান হয়েছিলাম। তারা আশ্রয় দিল। দুদিন সেখানে রইলাম। যমুনার হাতে দুগাছা সোণার বালা ছিল, তাই বেচে কিছু খরচ সংগ্রহ ক'রে আবার পথে বেবোলাম। আমি মেয়েমানুষ দিদি, পথঘাট চিনিনে— অনেক কষ্টে অনেক দিন ঘুরে শেষে শ্বশুরবাড়ী ফিরে এলাম। কিন্তু দিদি, শ্বশুর আমাকে কুলটা বলে দূর ক'রে দিলেন। লোকেও আমায় তাই জানে।

গঙ্গা কাঁদিয়া আবার আঁচলে মুখ ঢাকিলেন। জয়া কহিলেন, "কেঁদোনা দিদি; লোকে যা ব'লে বলুক—লোকের কাছে ত তুমি ম'রে আছ, ম'রেই থাক। যদি মা দুর্গা কখনও মুখ তুলে চান, এ কলঙ্ক যাবে, আবার লোকের কাছে মুখ তুলে দাঁড়াবে। তারপর, সার্ব্বভোম ঠাকুরের আশ্রয় কোথায় পেলে ?"

গঙ্গা কহিলেন, "নিরাশ্রয় হ'য়ে দিদি, কাশীতে গেলাম। শুনেছিলাম মা অন্নপূর্ণার কৃপায় সেখানে লোকে দুঃখ পায় না। টাকা যে কয়টা ছিল, পথখরচে ফুরিয়ে গেল। অন্নপূর্ণার দ্বারে আঁচল পেতে ভিক্ষা ক'ত্তাম। কিন্তু তাতে দিদি পোষাত না। পরে একদিন একজন কাশীবাসিনী

বিধবা আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তিনি বড় প্রাচীনা ছিলেন; তাঁকে রেঁধে দিতাম, আব সেবা ক'ত্তাম। নিজের মেয়ের মত তিনি আমায় শেষে ভালবাস্‌তেন, যত্ন ক'ত্তেন। তিনি এই সাব্‌ভৌম ঠাকুরের মা। সাব্‌ভোমঠাকুর মাঝে মাঝে কাশীতে মার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে যেতেন। তিনিও আমাকে আর যমুনাকে বড় স্নেহ ক'ত্তেন। তারপর তাঁর মার কাশীপ্রাপ্তি হ'লে, তিনি আমাদেব বাড়ীতে নিয়ে এলেন। সেই অবধি এই কবছর দিদি এইখানেই আছি। বাড়ীতে আস্‌বার সময় তাঁকে আমাব পরিচয় দিই। তিনিই আমাকে তোমার কথা বলেন।"

জয়া কহিলেন, "আমায় চিনে, আমার আব মাণিকের উপর তোমার ঘৃণা হয় নি বোন্?"

"না দিদি, ঘৃণা কি কথনও টের পেয়েছ? তুমিও ত দিদি আমারই মত দুঃখিনী; মাণিক ত আমাব যমুনারই মত পিতৃহীন। আমার ঘৃণা হয় নি দিদি, দুঃখই হ'য়েছে। তাই তোমাকে দিদি এত ভাল-বেসেছি, মাণিককেও নিজের পেটের ছেলের মত দেখেছি।"

জয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বোন্, তোমার এ দুঃখ ভুল্‌বার নয়, ভুল্‌তে আমি কখনও ব'ল্‌তেও পারি না। সে যা ক'রেছে, তার প্রতিবিধান ক'ত্তে পারি, এমন শক্তি আমার কিছুই নেই। আমার সর্ব্বস্বধন মাণিক,—সেই মাণিককে আজ তোমায় দিলুম। পার যদি তাকে ক্ষমা ক'রো। অনেক বছর হ'ল চ'লে গেছে, কোনও খবরই পাই নি। হয়ত ম'রেই গ্যাছে।"

জয়ার হাত ধরিয়া করুণকণ্ঠে গঙ্গা উত্তর করিলেন, "আর ওসব কথা মনেক'রো না, দিদি। মাণিককে পেয়েও যদি, সে সব ভুল্‌তে না পারি, তাঁকে ক্ষমা ক'ত্তে না পারি, কিসে আর পা'র্‌ব? কোন্ মুখে দেবতার

কাছে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা চাইব? তোমার স্বামীর যদি কোন দেনা থাকে, মাণিককে দিয়ে আজ তা শুধেও আরও বেশী দিলে।”

জয়া কহিলেন, “যাই তবে বোন্। অনেক বেলা হ’ল। বাড়ীতে লুকিয়ে সব যোগাড় ক’ত্তে হবে। দুপুরে একবার যাস্।—আর দ্যাখ্, মাণিক আমার বড় অভিমানী; এত কথা সব সে জানে না; পারত সাধ্যে তাকে কিছু জান্‌তে দিই নি। মোটামুটি অন্যের কাছে যা সে শুনে থাক্। তোর পরিচয় আজ পেলে, তোর সব কথা আজ শুন্‌লে, সে মর্ম্মে ম’রে যাবে। যমুনা অজ্ঞাতকুলশীলা, অজ্ঞাতকুলশীলাই থাক্,—সেই ভাবেই আজ তার বিবাহ হ’ক্। তারপর সময় বুঝে পরিচয় দেওয়া যাবে।”

“আচ্ছা দিদি। তবে এস; আমিও এলাম ব’লে।”

উভয়ে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হায় হায়!

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া শূলপাণি বাবু বারান্দায় শীতলবায়ুতে পাদচারণা করিতেছেন। নূতন সুখকল্পনার উত্তেজনায় রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নাই, মাথাও একটু গরম হইয়াছে।

মুখুয্যেও উঠিয়া তামাক খাইতে খাইতে বারান্দায় আসিলেন।

"ওহে মুখুয্যে, লোক ফিরে এসেছে? গাড়ী টাড়ী সব রিজার্ভ করা হ'য়ে গ্যাছে ত?

"হাঁ, সব ঠিক হ'য়ে গ্যাছে।"

শূলপাণির মুখ ভরিয়া হাসি বিকশিত হইল।

"হ্যাঁ! হ্যাঁ! বিয়েটা দিয়েই দাদা, অমনি গিয়ে গাড়ীতে চেপে ব'স্‌ব। বাসরটা এবার দাদা, গাড়ীতেই হবে। তবে তোমায় দিচ্ছিনে,—বুঝ্‌লে? হ্যাঃ! হ্যাঃ! হ্যাঃ!"

"হিঃ! হিঃ! হিঃ!"

এমন সময় শ্রীনাথ আসিয়া কেমন ভ্যাবা চ্যাকা খাইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

শূলপাণি জিজ্ঞাসিলেন,—"কিহে শ্রীনাথ, মদ্‌না আর মাণ্‌কে কাল রেতেই ক'ল্‌কেতায় চ'লে গ্যাছে ত?"

শ্রীনাথ কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল,—"আজ্ঞে বাবু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! তারা ত গিয়েছেই,—আমার একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে গিয়েছে।"

"কেন? কি হ'য়েছে?"

"আজ্ঞে কোন্ সাহসে তা এখন আপনার কাছে বলি? আমার একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে গিয়েছে তারা।"

"আরে, কি হয়েছে বল না ছাই! তারা সব টের পেয়েছিল নাকি? যমুনাকে নিয়ে স'রে প'ড়েছে?"

"আজ্ঞে হাঁ—"

"হাঁ! একটু লজ্জা হ'ল না ব'ল্‌তে? আহাম্মক, পাজি, জোচ্চোর! এসব তোর কারসাজি!"

শ্রীনাথ কহিল,—"আজ্ঞে, আমি কিছুই জানিনে। কোথেকে এরা সব টের পেয়েছিল যেন; তার পর লুকিয়ে সব যোগাড় ক'রে, কাল রেতেই মাণিকের সঙ্গে যমুনার বিয়ে দিয়ে অমনি ক'ল্‌কাতায় চ'লে গিয়েছে।"

শূলপাণির সর্ব্বাঙ্গে আগুণ ছুটিল। মাথা জ্বলিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া শ্রীনাথকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, ঝাঁকি দিতে দিতে তিনি কহিলেন,—"পাজি ব্যাটা! ছুঁচো ব্যাটা! হারামজাদা! বলদের বাচ্চা, শূয়োর! তুই কোথায় ছিলিরে হনুমান্? তোর বাড়ীর মেয়ের বে হ'ল, আর তুই জান্‌লিনে? তখন এসে আমায় খবর দিলিনে কেন রে হতভাগা? হারামজাদা, পাজি জোচ্চার, নেশাখোর বলদ!"

মুখুয্যে শূলপাণিকে ধরিয়া ছাড়াইয়া আনিলেন। শ্রীনাথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আজ্ঞে, আমি বাড়ীতে ছিলাম না। এ ত আর জানি না? আমার একটু নেশার অভ্যেস আছে, আড্ডায় যাই। আস্‌তে অনেক রাত হ'য়ে গেল; নেশার ঝোঁকে অম্‌নি ঘুমিয়ে প'ড়লাম। আজ এই সকালে উঠে সব শুনেছি। ওরা দিন ভ'রে সব যোগাড় ক'রেছিল; সন্ধ্যার পর মাণিকের বাড়ীতে চুপ চাপ ক'রে বে দিয়ে, মদন, মাণিক, যমুনা, মদনের মা, মাণিকের মা, যমুনার মা, সব কল্‌কাতায় চ'লে গিয়েছে। যাবার সময় আমার

পরিবারের কাছে গঙ্গা সব ব'লে যায়। তা সেও কাল রেতে আমায় কিছু বলে নি। আজ সকালে সব ব'লেছে; আরও কত গাল ফৈজত ক'রেছে। ব'লেছে, বাড়ীতে আমায় ভাতও দেবে না, ছাই দেবে।"

"এখন বড় মুখ ভ'রে তাই বল্‌তে এসেছেন! দূর হ'য়ে যা আমার সাম্‌নে থেকে, হতভাগা নেশাখোর বলদ, পণ্ডিতের ঘরের ছুঁচো! সাব্‌ভোম ঠাকুরের নামের কলঙ্ক তুই!"

শ্রীনাথ কহিল,—"বাবু আপনি তাড়িয়ে দিলে এখন আমার উপায় কি হবে? বাবা এলে ত বাড়ীতে আমার স্থান হবে না। আজও নিজের পরিবার ভাত দেবে না, ছাই দেবে ব'লেছে।"

"যেমন পাজি তুই, তোর উপযুক্ত শাস্তি হবে। তাড়িয়ে দেব না, ওঁকে মাথায় ক'রে পূজো ক'র্‌ব! টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে তোকে কেটে ফেল্লেও ত গায়ের জ্বালা মিট্‌বে না! পাজি আহাম্মক, নেশাখোর বলদের বাচ্ছা! যা, এখনি ভালয় ভালয় দূর হ'য়ে যা, নইলে জুতো খাবি।"

শ্রীনাথ ভয়ে আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

শূলপাণি কহিলেন,—"মুখুয্যে মুখুয্যে! এখন কি করা যায় বল ত? ব্যাটা—ব্যাটাদের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেলেও ত এ দুঃখ যাবে না হে!"

মুখুয্যে কিঞ্চিৎ ঔদাস্যপ্রকাশে কহিলেন,—"আর কি ক'র্‌বেন? ওটা এখন চেপেই যেতে হ'চ্চে।"

"চেপে যাব! এর শোধ আমি নেব, নেব, নেব! যমুনাকে হাত ক'র্‌ব, ক'র্‌ব, ক'র্‌ব! তবে আমার নাম শূলপাণি। দেখি ব্যাটারা কি করে? হারামজাদারা!"

মুখুয্যে একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—বলেন কি বাবু? অতটা যাবেন? ভাগ্নেবউ যে।"

ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় শূলপাণি মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন,—"রেখে দেও তোমার ভাগ্নে বউ! মাণ্‌কে ব্যাটা আমার কিসের ভাগ্নে? আর একি একটা বিয়ে নাকি? দুটো মেয়ে মানুষে লুকিয়ে ঘরে ব'সে একটু খেলা ক'ল্লে, আর অমনিই বিয়ে হ'য়ে গেল?"

মুখুয্যে কহিলেন, "আর বিয়ে হ'লেও হ'য়েছে, না হ'লেও হ'য়েছে। আপনার বড় সাধের রিজার্ভ গাড়ীর বাসর দে কাল রেতেই মাণিক দখল ক'রে ব'সেছে। একেবারে কানায়ে ভাগ্নে বাবা,—মামার মুখের গ্রাসটা এম্‌নি ক'রে কেড়ে নিলে!

যাও আর জ্বালিও না মুখুয্যে! বল্লাম এর শোধ আমি নেব! যমুনাকে যে ক'রে পারি আমার হাতে আন্‌ব। দেখি মদন আর মাণ্‌কে কত বড়!"

অস্থিরপদে শূলপাণি গৃহমধ্যে যাইতে যাইতে ফিরিয়া আবার কহিলেন,—"যাও মুখুয্যে, লোকজন নিয়ে আজই এই মুহূর্ত্তে জয়া হারামজাদীর ঘর দোর সব ভেঙ্গে ভিটেমাটি পর্য্যন্ত উদ্‌বাস্ত ক'রে দেও। বুঝুক হতভাগী, আমার উপরে টক্কর দিয়ে চলার মজাটা কি!"

শূলপাণি দ্রুত গৃহমধ্যে গিয়া শয্যায় জ্বালাময় অস্থির অঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। রতন মাথায় গোলাপজল ঢালিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে বসিল।

মুখুয্যে মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, "আহা বড় সাধের রিজার্ভগাড়ীর বাসর গো! দুঃখ হবে না?"

সেই রিজার্ভ গাড়ীর শূন্য বাসরে সেই দিন রাত্রিতেই মুখুয্যে সহ শূলপাণি কলিকাতায় গেলেন।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চক্ষু ফুটিল।

ঘনশ্যাম কয়েক দিন যাবৎ বড় অস্থির। কোথাও দুই দণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। এ ঘরে, ও ঘরে, প্রাঙ্গণে, উদ্যানে সর্ব্বদা অস্থির পদে ঘুরিয়া বেড়ান। কখনও একটু বসেন, সংবাদপত্র কি কোন পুস্তক হাতে নিয়া একটু দেখেন,—আবার তখনই তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ঘরের জানালা কি বারান্দার রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়ান। সময়ে সময়ে গাড়ী জুড়িতে আদেশ করেন, কতদূর যান, আবার তখনই ফিরিয়া আসেন। ভূতাদেব কখনও পিঠ চাপড়াইয়া হাসিয়া অনাবশ্যক অনেক আদর করেন, কখনও বিনা কারণে প্রহারে ও তিরস্কারে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দেন। আহারে রুচি নাই, ঘন ঘন কেবল চা বা পেগ্ হুকুম করেন। কন্যার সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ করেন না, তাকে ডাকেনও না। এমাও পিতার কাছে আসে না। ভৃত্যগণ বলিত, সাহেবের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; মিসিবাবার বিয়ে হবে, চ'লে যাবে, তাই ভেবে ভেবে সাহেব পাগল হ'য়ে উঠেছে।

হিরণ আজ দুই দিন আসে না কেন? শূলপাণিও বাড়ী গেল, আর আসে না। বিবাহটা হইয়া গেলে আপদ চুকিত। শূলপাণির বুঝি আজ এই সকালেই আসার কথা। ঘনশ্যাম দেরাজের কাছে আসিয়া শূলপাণির পত্র বাহির করিলেন।

বেয়ারা ডাকের চিঠি পত্র সব আনিয়া টেবিলে রাখিয়া সেলাম করিয়া বাহিরে গেল। ঘনশ্যাম শূলপাণির পত্র ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া ডাকের চিঠিগুলি ধরিলেন। একে একে সব চিঠির ঠিকানা দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, এমার নামে একখানি চিঠি। এ চিঠি এমাকে কে লিখিল? হাতের লেখাটা যেন কোন মেমের মত। চৌরঙ্গীর ডাকঘরের ছাপা, তারিখ গত কল্যকার। ঘনশ্যাম চিঠি খুলিয়া ফেলিলেন। উপরে ঠিকানা,——হোটেল, নিম্নে স্বাক্ষর জুলিয়ানা চৌধুরী। জুলিয়ানা চৌধুরী! কে এ? ঘনশ্যাম পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"সর্ব্বনাশ! আঁ! এ কি!"

রোষে ও বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া পত্রহস্তে ঘনশ্যাম লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কম্পিতহস্তে আবার পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"ওঃ! হতভাগা! জোচ্চোর! ঠক! এই কেলেঙ্কারী ক'রেছে! কি লজ্জা! কি ঘৃণা! এম্‌নি ক'রে আমায় ডোবাতে ব'সেছে! দেখব! কুকুরকে দেখ্‌ব! কি পাজি! ওঃ! একেবারে নরকের কুকুর! বেয়ারা, বেয়ারা! গাড়ী লে আও! জলদি গাড়ী লে আও!"

ঘনশ্যাম সজোরে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত এবং মেঝের কার্পেটে পদাঘাত করিলেন। বেয়ারা ছুটিয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ী আসিল। ঘনশ্যাম চিঠি ও কয়েকখানা কার্ড পকেটে ফেলিয়া, টুপী ও ছড়ী হাতে করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। উদ্যান কাঁপাইয়া, রাস্তা কাঁপাইয়া, রাস্তার দুধারের বাড়ী কাঁপাইয়া গাড়ী ছুটিল।

দুই ঘণ্টা আন্দাজ পরে ঘনশ্যাম ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, শূলপাণি।

"এই ত্যাখ শূলপাণি, তোমার ছেলের কীর্ত্তি ত্যাখ!"

ঘনশ্যাম পত্র ছুড়িয়া শূলপাণির নিকট ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "বিলাতে

সে মেম বিয়ে ক'রে এসেছিল। তাই চেপে, এই প্রবঞ্চনা ক'রে এমার সর্ব্বনাশ ক'ত্তে ব'সেছে! সেই মেমটা ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে এসেছে। তোমার ছেলে এতদূর পাজি, যে পাছে সেই মেম গোলমাল করে তাই তাকে লোভ দেখিয়েছে, এমাকে বিয়ে ক'রে আমার জমিদারীর চার আনা তাকে আব তাব ছেলেমেয়েদের দেবে। মেম তাতে রাজি হয়নি। ঐ দ্যাখ, এমাকে কি লিখেছে।"

শূলপাণি বাবু পত্র পড়িলেন। তাঁহার মনের অবস্থা, মুখের ভাব, অবর্ণনীয়। উত্তালতরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ অকূল সাগরে আন্দোলিত ব্যক্তি যেমন তৃণ গাছটি ধরিয়াও কূল পাইবার আশা করে, তেমনই ভাবে শূলপাণি, নিরাশায় ক্ষীণ আশা ধরিয়া রুদ্ধপ্রায় ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "কেউ শত্রুতা ক'রে ফাঁকি দিয়ে এ চিঠি লেখেনি ত ?"

"হাঃ! হাঃ! হাঃ! শূলপাণি, তুমি কি ভাব্‌ছ ? আমাকে কি একেবারে বোকা পেয়েছ ? আমি এই সে মেমের সঙ্গে দেখা করে এলাম। তার বিবাহের সার্টিফিকেট, ছেলেমেয়ের জন্মের সার্টিফিকেট সব দেখে এলাম।"

"এখন উপায় ?"

"উপায়! এর আর উপায় কি হ'বে ? তোমার ছেলে ত আইনতঃ আর বিবাহ ক'ত্তে পারে না।

"তাকে যদি ডাইভোর্স করান যায় ?"

"কি ক'রে ডাইভোর্স হবে ? ডাইভোর্সের একটা উপযুক্ত কারণ ত দেখাতে হবে ? ইচ্ছে ক'ল্লেই ত আর হয় না ?"

"তবে এমার মত স্বামীজির কাছে থেকে একটা বিধি নি.ম, আর তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে সামাজিক অনুমোদন নিয়ে"—

ভূমিতে পদাঘাত করিয়া, হাতের কাছে একখানা চেয়ার আছড়াইয়া,

দন্তে দন্ত পিষিয়া ঘনশ্যাম কহিলেন,—“তাতে সেই মেম রাজি হবে কেন? ইংরেজের আইন রাজি হ'বে কেন? সেই মেম নালিশ ক'ল্লে, হিরণের বাইগেমির চার্জ্জ হবে। আইনতঃ এমা হিরণের উপপত্নী ব'লে গণ্য হবে, এমার ছেলেপিলে সব অবৈধ ব'লে ঘোষিত হবে। সেই কেলেঙ্কারী, শূলপাণি, আমি সহ্য ক'র্ব? তুমি জেনে শুনে আমার জমিদারীর লোভে এমন কেলেঙ্কারীতে আমায় নিয়ে যেতে চা'চ্ছ! ধিক্!”

শূলপাণি একটু ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন,—“তবে তোমার এমাকে আর কে বিবাহ ক'র্বে? বিবাহ দিতে হ'লে বরং হিরণই ভাল। সেও বিবাহিতা, হিরণও বিবাহিত, দুদিকেই খুঁৎ আছে।”

“হাঁ, একজন বিবাহিত পুরুষ আর বিবাহিতা স্ত্রী ব্যভিচারে বাস ক'র্বে! তুমি মনে করেছ শূলপাণি, আমি এমনিই আহাম্মক যে এমাকে তোমার ছেলের উপপত্নী ক'রে রাখ্ব, আর আমার সব জমিদারীটা তাকে ধ'রে দেব?”

শূলপাণিও কিছু রুক্ষভাবে উত্তর করিলেন,—“বলি, আজ তোমার এতে এত ঘৃণা বোধ হ'ল কিসে? হিরণ বিবাহিত হ'ক্ আর না হ'ক্, তোমার মেয়ে ত বিবাহিতা, আইনের হিসাবে যে সে কখনও হিরণের বিবাহিতা স্ত্রী ব'লে গণ্য হ'বে না, সাধারণ লোকে যে তাকে সে চোকে দেখবেনা, এটা জেনে শুনেই ত তাকে হিরণের হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছিলে? আজ হিরণের বিবাহ ধরা প'ড়েছে ব'লে, তফাৎটা হ'ল কিসে?”

ঘনশ্যাম কহিলেন,—“জেনে শুনেও তাকে হিরণের হাতে দিতে যাচ্ছিলাম! তুমি আজ এই কথা ব'ল্‌ছ শূলপাণি? তুমি—আমার হিতৈষী নিঃস্বার্থ বন্ধু—শূলপাণি, তুমি—তুমি আজ এই কথা ব'ল্‌ছ?

শূলপাণি, এখন আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্চি, আমার চক্ষু খুলে যাচ্চে। স্বার্থের জন্যে কি ছলে না তুমি আমায় ভুলিয়েছ? একটু একটু ক'রে চালের উপর চাল দিয়ে, আমায় একেবারে অন্ধ ক'রে কি হীনতায় না তুমি আমায় নাবিয়ে ফেলেছ? যা মনে ক'ত্তেও ঘৃণা হয়, যা ভাব্‌তেও কখনও পারি নাই, এমন একটা বুজরুকীর মধ্যে গিয়ে বিবাহিতা মেয়েকে, আবার একটা বিবাহের বুজরুকী ক'রে তোমার ছেলেব হাতে সঁপে দিতে গিয়েছিলাম। তুমি আমায় বড সমাজ-সংস্কারের গৌরব দেখিয়েছিলে না?—দেশ-সুদ্ধ লোক আমায় ধিক্কাব দিত, ভুল ভাঙ্গলে নিজে আপনাকে শত ধিক্কার দিতাম,—এখনই মন ভ'বে ধিক্কার উঠ্‌ছে। বন্ধুত্বের ছলনায় ভুলিয়ে, আমার একমাত্র মেয়ে—যার বড় পৃথিবীতে আমার কেউ নাই—তা'কে এমন কলঙ্কে ডুবিয়ে আমার জমিদারী তুমি ফাঁকি দিয়ে নিতে চেয়েছিলে! শূলপাণি, ফুলের মধ্যে কাল-সাপের মত তুমি কপট অবিশ্বাসী বন্ধু! আজ তোমায় আমি চিন্‌তে পাচ্চি। যাও শূলপাণি, তোমার কোন সাহায্য আমি চাই না। আসুক হরগোপালের মেয়ে ফিরে, তাকে তাব ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'ত্তে চাইনে। ওঃ, কি পাপিষ্ঠ আমি! ভাই ম'রে গ্যাছে—তার একটা অনাথা মেয়ে—তাকে বঞ্চিত ক'রে তাব সম্পত্তি নিজে ভোগ ক'র্‌বার জন্য এত নীচ ফন্দি সব এটেছিলাম! ধিক্, ধিক্ আমাকে! যাও শূলপাণি! তোমার ছলে ভুলে মনুষ্যত্ব প্রায় হারিয়েছিলাম। আজ আবার ফিরে পাচ্চি—আর হারাতে চাইনে। যাও!"

এতদিনের পোষিত এত পাপবাসনা. এতদিনের এত পাপচেষ্টা. এত পাপ-কৌশল, হায় তার কি এ দারুণ জালাময় শোচনীয় পরিণাম!

শূলপাণি উঠিলেন। ব্যর্থ পাপের ভীষণ ব্যর্থ রোষে, উন্মত্ত দানবের ন্যায় বিকৃত মুখে, অর্দ্ধস্ফুট ক্রোধবিকৃত স্বরে,—"বটে!

এতদূর হ'য়েছে? আচ্ছা, দেখ্‌ব!" এই বলিয়াই বেগে প্রস্থান করিলেন।

ঘনশ্যাম কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া টেবিলের কাছে গিয়া নিজের আসনে বসিলেন। আদেশ পাইয়া ভৃত্য পেগ্‌ আনিয়া দিল। ঘনশ্যাম পান করিলেন। পরে চুরুট ধরাইয়া টানিতে টানিতে নীরবে কিছুকাল চিন্তা করিয়া আপন মনে কহিলেন,—"না, আর এসব বুজরুকীতে কাজ নেই। সমাজে যা দাঁড়াবে না, আইনে যা টিক্‌বে না, এমন কাজ ক'রে এমাকে কলঙ্কে ডোবাব না। মদনকে চিঠি লিখি। তার সাহস আছে, একটা মানুষের মত মানুষ সে। দেখ্‌তেও—হাঁ—বেশই ত। যেন রাজপুত্র, বেশভূষাটা যেমনই হ'ক্‌। তা, সে যদি বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসে, আর তার অসভ্য গেঁয়ে চালচলন সব ছেড়ে, একেবারে আমা-দেরই মত হয়, তবে তাকেই জামাতা ব'লে গ্রহণ ক'র্‌ব। তাইত!—এটা আগে না ভেবে কি আহাম্মকীই আমি ক'রেছি। এত বৎসরের এত ক্লেশকর উদ্বেগ, যা কখনও মনে মনে পছন্দ করি নাই এমন সব নীচ কূট কৌশল, এই সব ভণ্ডামী—কিছুই ত তাহ'লে ক'র্ত্তে হ'ত না। সব ত এড়ান যেত। মদন আর হিরণ,—হিরণ যে মদনের কাছে একটা বাঁদরের মত!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাণিকের দারোয়ানী।

জয়া, গঙ্গা, মেনকা ও যমুনাকে লইয়া মদন ও মাণিক যথাসময়ে কলিকাতায় পৌছিল। সঙ্গে গদাও আসিয়াছিল! কালীঘাটে যাত্রীদের জন্য সহজেই বাসা ভাড়া পাওয়া যায়। সুতরাং প্রথমে তাহারা কালীঘাটে গিয়া একটি দিনের জন্য সামান্য একটি বাসা ভাড়া করিল।

সকালে গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শন করিয়া জননীরা মুক্তকণ্ঠে উলু দিয়া. নির্ভয়ে শাঁক বাজাইয়া, মাণিক ও যমুনার বাসীবিবাহ দিলেন।

শূলপাণি সেই রাত্রিতেই অথবা পরদিন প্রাতে অবশ্য কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন। আসিয়াই কালীঘাটেই ইহাদের অনুসন্ধান করা সম্ভব। পাণ্ডায় ও গুণ্ডায় অপরিচিতের পক্ষে কালীঘাট বড় নিরুপদ্রব স্থান নহে। শূলপাণি কলিকাতা-প্রবাসী, অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। সুতরাং যমুনাকে লইয়া এখানে থাকা নিরাপদ নহে। আগে যমুনা, তারপর অন্য চিন্তা। এদিকে শূলপাণি ফিরিয়া আসিবেন, তবে ত হিরণের বিবাহ? সুতরাং প্রথম দিন শ্বশুরগৃহের কোন সংবাদ লওয়া মদন আবশ্যক মনে করিল না। আহারাদির পর মদন ও মাণিক বাহির হইল। কলিকাতায় গঙ্গার নিকটে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া. সেই রাত্রিতেই সকলকে লইয়া তাহারা সেই নূতন বাসায় আসিল। পরদিন নূতন গৃহস্থালীর আবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিতে বেলা হইয়া গেল। আহার করিয়া দুইজনে বাহির হইল। মদন কলিকাতায়

ঘনশ্যামের বাড়ীর ঠিকানা জানিত। দুইজনে সেখানে গেল। কিন্তু বাড়ীঘর সব তালাবন্ধ। ডাকিয়া লোকজন কাহারও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। মদন বড় উদ্বিগ্ন হইল। ঘনশ্যামের বরাহনগরের বাগানবাড়ীর কথা মদন কি মাণিক কেহ জানিত না। মাণিক কহিল, "মাতুলালয়ে গিয়া একবার সন্ধান করা যাক।"

"সে বাড়ীতে কি ঢুক্‌তে পাবি? দরজার কাছেই ত অর্দ্ধচন্দ্র লাভ হবে।" মাণিক কহিল, "এম্‌নি হবে না দাদা। চল, এখন ফিবি। দারোয়ান সেজে চাক্‌রীর খোঁজে দারোয়ানেব কাছে যেতে হবে। সব খবর তবে নিয়ে আস্‌তে পাব্‌ব। দুটো তুল্‌সীদাসী দোহা আওবালেই ব্যাটা ভুলে যাবে। কিছু সাজ গোজ কিনে নিয়ে যাই চল।"

উভয়ে ফিরিল। আবশ্যকীয় জিনিষ পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া, মাণিক বাব্‌ড়ী, দাঁড়ী, পাগ্‌ড়ী, নাগরী জুতা, দারোয়ানী কোর্ত্তা প্রভৃতি পরিয়া বেশ একজন দারোয়ান সাজিল। একখানা বড় লাঠি হাতে করিয়া শেষে বাহির হইল।

দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই মাণিক ফিরিয়া আসিয়া মদনকে সংবাদ দিল, (১) ঘনশ্যাম কন্যাসহ বরাহনগরে বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন; (২) হিরণ বিলাতে গিয়া মেম বিবাহ করিয়া আসিয়াছিল, মাগী ছেলে মেয়ে লইয়া এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে, সুতরাং হিরণ ও এমার বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; (৩) শূলপাণি ও ঘনশ্যামের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

মদন কহিলেন, "যাক্‌, বাঁচা গেল।"

"তারপর, এখন কি ক'র্‌বে? বউ আন্‌তে যাবে না?"

"তাই ভাব্‌ছি।"

"ভাব্‌ছ!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——০:০:——

স্বামী স্ত্রী।

পরদিন বৈকালে মদন বরাহনগরে গেল। ঘনশ্যাম বাড়ীতে নাই, কোন কার্য্যোপলক্ষে হুগ্‌লীতে কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন; দারোয়ান্ এই কথা বলিল। মদন মিসিবাবার সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা জানাইল। দারোয়ান আপত্তি করিল। মদন দুইটি টাকা দারোয়ানের হাতে দিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া দারোয়ান টাকা পকেটে রাখিয়া কার্ড চাহিল। মদন বিপদে পড়িল। কার্ড কখনও সে চক্ষেও দেখে নাই। দারোয়ান একটু কাগজ ও পেন্সিল আনিয়া দিল। মদন নাম লিখিল,—শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য, কালিকাপুর।"

দারোয়ান কার্ড লইয়া গেল। মদন কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল। যদি দেখা করিতে না চায়, কি হইবে? এ দারোয়ান্‌টাকে না হয় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সে যাইতে পারে। কিন্তু বাড়ীর অন্যান্য লোকজন সকলে আসিয়া যদি বাধা দেয়, পুলিশ ডাকে? মাণিক ও গদাকে লইয়া আসিলেও ত এই বাধা উপস্থিত হইবে। কৌশলে এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বা কি প্রকারে সাক্ষাৎ করিবে? যে যদি চীৎকার করিয়া লোকজন ডাকে? তবে কি রাত্রিতে দস্যুর মত আসিয়া বলপূর্ব্বক স্ত্রীকে লইয়া যাইতে হইবে? ছি! এইরূপ আসুরিক বিধি অবলম্বন করিলে কি স্ত্রী কখনও তাহাকে শ্রদ্ধা করিবে? কিন্তু—একবার দেখাও কি করিবে না? ইতিমধ্যে দারোয়ান ফিরিয়া আসিয়া সেলাম করিল! মদন উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিল, "কি?"